নির্ঘণ্টপত্র।

ধর্ম্মোপদেশ কিম্বা তাহার সার।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত নানা স্থানের বিবরণ।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

হেনরি আইকেন্‌ফেল নামক বালকের উপাখ্যান।

পাদ্রি জৎসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

সমাচারাদি।

মর্ম্মোণাইট বিধর্ম্মমতের কথা।

পদার্থবিদ্যা।

সংক্ষেপ ইতিহাস।

কবিতা ও ধর্ম্মগীত।

নূতন পুস্তকের সমাচার।

উপদেশক।

জানুয়রি ১৮৫২ (৬১) মূল্য ২ আনা।

হেনরি আইকেনফেল নামক বালকের উপাখ্যান।

একাদশ অধ্যায়।

পর্ব্বতময় অঞ্চলে ভ্রমণ।

হেনরি দস্যুদের সংসর্গদোষে যে ২ কুকথা ও অসদ্ব্যবহার শিখিয়াছিল, পিতা মেনরাড সদুপদেশদ্বারা তচ্ছোধন করিয়া তাহাকে আরো কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন করণ মানসে, এবং গহ্বর-মধ্যে দীর্ঘকাল থাকাতে সে শরীরে অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে, এক্ষণে আমার নিকটে থাকিয়া উপযুক্ত ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন পানে ও পার্ব্বতীয় সুনির্ম্মল বায়ু সেবনে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিবে, আর হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সুন্দর সন্তানকে প্রাপ্ত হইলে পিতামাতার অন্তঃকরণ অধিক আনন্দিত হইবে, এই রূপ বিবেচনায় হেনরিকে গ্রীষ্ম কালের শেষ পর্য্যন্ত আপনার নিকটে রাখিতে বাসনা করিলেন। পরে অল্প দিনের মধ্যে বালক বয়সের উপযুক্ত বল প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যকিরণে বিকসিত শেবতী পুষ্পের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও প্রফুল্লিত হইতে লাগিল। ইহাতে সেপ্তম্বর মাসে বৃদ্ধ যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক লোকালয়ে গিয়া হেনরির পিতা মাতার অন্বেষণ করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত বালকের তত্ত্বাবধারণ করণার্থে হেনরিকে নিকটে আনয়নকারি রাখালের পিতাকে কহিলে সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সম্মত হইল। ঐ কৃষক পর্ব্বতশ্রেণীর অন্য দিগে এক উপত্যকাতে বাস করিত। সে ব্যক্তি অতি সজ্জন ও সুবিবেচক; তাহার নিকটে থাকিলে হেনরির কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা পিতা মেনরাড্ বিলক্ষণ অবগত থাকাতে যাত্রা

করণের পূর্ব্বে এ অমূল্য রত্নকে তাহার নিকটে গচ্ছিত রাখিতে মনে স্থির করিলেন। পরে নির্ম্মল দিনসূচক প্রভাতি নক্ষত্র উদিত হইলে তিনি হেনরিকে জাগাইয়া ভজনালয়ে লইয়া গিয়া প্রার্থনা করণ সময়ে নিজ যাত্রার সিদ্ধির নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করিলেন।

পরে তাঁহারা প্রাতঃকালে ভোজনান্তে পাথেয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলে আমি নূতন২ দেশ দেখিতে পাইব, এই প্রত্যাশায় হেনরি আনন্দে পুলকিত হইয়া চলিল। যে পথ পর্ব্বতীয় রাখালগণ ও বন্য ছাগ ও শিকারি লোক ব্যতীত অন্য কেহ জানিত না, সেই পথ ধরিয়া তাঁহারা গমন করত প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে কতক গুলীন শৈলের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম ও জলযোগ করণার্থে এক বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিলেন। ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি এক পাল ছাগল চরিতেছিল। ঐ ছাগসমূহ যে কৃষকের, তৎপুত্র অবিলম্বে দৌড়িয়া আসিয়া সম্মুখে বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। হেনরি তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ও আনন্দেতে লম্ফ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, এ কি চমৎকার, আমার মত আর এক ক্ষুদ্র মনুষ্য উপস্থিত হইল; আহা২, ও কেমন সুশীল ও সুন্দর। আমি এপর্য্যন্ত ভাবিয়াছিলাম যে পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমি হ্রস্বকায় মনুষ্য। ও ভাই, তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবা। তাহাতে কৃষকপুত্র কহিল, হাঁ, আমি পিতা মেষরাডের তল্পী বহিয়া যাইব। অপর তাহারা একত্রে চলিলে হেনরি সমবয়স্ক বালকের সহিত কথোপকথন করিতে২ এতাদৃশ আনন্দ পাইল যে তাহার চতুষ্পার্শ্বে মনোহর দেশ থাকিলেও তৎপ্রতি এক বারও তাহার মনোযোগ হইল না। অবশেষে পথিকেরা উচ্চ২ পর্ব্বতে বেষ্টিত ও শ্যামবর্ণ তৃণে ভূষিত এক উপত্যকাতে উপনীত হইলেন, তথায় যে মেষপালকের বাটীতে তাহারা যাইতেছিল, তাহার এক পাল মেষ চরিতেছিল। বহু মেষ একত্র চরিতে দেখিয়া হেনরি অত্যাহ্লাদিত, বিশেষতঃ দুই এক দিনের কতক গুলীন মেষবৎস দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে মিষ্ট২ নাম ধরিয়া ডাকিয়া শোহাগ করিতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ মেষপালকের উদ্দেশ পাইবার প্রত্যাশায়

উপদেশকপত্রিকা।

INSTRUCTOR;

A CHRISTIAN PERIODICAL IN BENGALI.

FOR 1852.

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS.

1852.

চারি দিগে দৃষ্টি করিতে ২ একটা পর্ব্বতের নিকটে নির্ম্মল স্রোতস্বতী নদীতটে একাকিনী একটী যুবতী স্ত্রী এক হস্তে পাঁচনী ও অন্য হস্তে একখানি পুস্তক ধারণ করিয়া অত্যন্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃদ্ধ তন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। ঐ যুবতী শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা ও সূর্য্যসন্তাপ নিবারণার্থক শ্যামবর্ণ আচ্ছাদনে মস্তক আচ্ছাদিতা এবং বিধুবদনী বটে, কিন্তু তাহার মুখ বিষাদরূপ মালিন্যে মলিন দৃষ্ট হইতেছিল। ঐ কুমারী বৃদ্ধকে কখন না দেখিলেও তাঁহার প্রবীণ ও সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া অস্তেব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি ভক্তিতে প্রণাম করিল। তাহাতে তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসিলেন, হাঁ গো মা, অনুমান করি, তুমি ঐ পালকের নিকটে মেষ রক্ষার্থে অল্প দিন নিযুক্তা হইয়া থাকিবা, কেননা সে দিবস তোমার মনীবের সহিত আমার যখন সাক্ষাৎ হইযাছিল, তখন সে তোমার এখানে আগমন বিষয়ে আমাকে কিছুই বলে নাই। ইহাতে কন্যা উত্তর করিল, মহাশয, আমি কএক বৎসরাবধি পর্ব্বতময় অঞ্চলে মেষচারণ করিতেছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি তিন দিবস হইল আমার এই মনীবের নিকটে নিযুক্ত হইয়াছি। তাহাতে বৃদ্ধ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো মা, তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং তোমাকে বিষাদিত দেখি কেন? তখন ঐ যুবতী অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, আমার দুঃখের কথা কি কহিব? আমি বহু দূরহইতে এখানে আসিয়াছি। আমি পূর্ব্বে অতি উত্তমা এক ভাগ্যবতী স্ত্রীর নিকটে তাঁহার শিশুর পরিচারিকারূপে নিযুক্ত ছিলাম। এক দিবস তাঁহার সেই অদ্বিতীয় পুত্রকে একাকী রাখিয়া আমি কিঞ্চিৎ কাল স্থানান্তরে গেলে কে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহার নির্ণয় করিতে পারা গেল না, তৎপ্রযুক্ত আমার প্রিয় ঠাকুরাণী শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি হতাশা হইয়া এমন প্রিয় ঠাকুরাণীর শোকোক্তি শ্রবণে ও তন্নয়নবারি দর্শনে অসমর্থ হইয়া পর্ব্বতময় অঞ্চলে পলায়ন করিলাম। সেই অবধি নিভৃত স্থানে বাস করণ স্বীকার করিয়া আমার যৌবনাবস্থার অবিবেকতার ফল ভোগ করত কাল যাপন করিতেছি। পরন্তু যাহার মূল আমি,

সেই দুর্ঘটনার প্রতিকার ঈশ্বর যেন করেন, তদর্থে তাঁহার নিকটে নিত্য প্রার্থনা করিতেছি, এবং সেই সন্তান পুনর্ব্বার আনীত হইলে দুঃখিনী মাতার শোকের স্থানে আনন্দোৎপন্ন হওনার্থে ঈশ্বর আমার নেত্রজলের প্রতি কোন সময়ে কৃপাদৃষ্টি করিবেন, আমি এমন ভরসা তাঁহাতে রাখিতেছি। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, ও গো কন্যে, তুমি ক্রন্দন করিও না, আমার অনুমান হইতেছে যে পরমেশ্বর এক্ষণে তোমার প্রার্থনার ফল দিতে উদ্যত আছেন। পরে তিনি হেনরির মাতার ছবি বাহির করিয়া যুবতীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানি কাহার ছবি? তুমি জান? তাহা দেখিবামাত্র ঈশ্বর ধন্য২. উচ্চৈঃস্বরে এই উক্তি করিয়া সে বলিল, যাঁহার সন্তান দস্যুকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে আইকেনফেলের সেই মান্যা স্ত্রীর অর্থাৎ আমার ঠাকুরাণীর এই ছবি। মেষপালিকার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া হেনরি তথায় দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, ও গো, কান্দ কেন? কি চাহ? তুমি কি বড় ক্ষুধিত হইয়াছ? তার ভাবনা কি? এই দেখ, আমাদের কাছে অনেক রুটী আছে, আপেল ফল আছে;. এই খাও, ভয় নাই। তখন বৃদ্ধ সেই স্ত্রীকে কহিল, দেখ, এই ছবি অপহৃত হওন কালে এই ছেলেটী হৃত হইয়াছিল। এমন অনপেক্ষিত মহানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মেষপালিকা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে জানু পাতিয়া স্বর্গের দিগে হস্ত বিস্তার ও চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কহিল, হে মহাদয়াবান্ পরমেশ্বর, আমি দিবানিশি যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা তুমি শুনিয়াছ, তজ্জন্যে তোমার উদ্দেশে আমার অন্তঃকরণস্থ যে ধন্যবাদ উৎসর্গ করি, তাহা তুমি অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহ্য কর, আমি তাহা এক্ষণে বাক্যেতে ব্যক্ত করিতে পারি না। পরে সে হেনরির প্রতি ফিরিয়া ক্রন্দন করত তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিল, হে প্রিয় বালক, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্। কি আশ্চর্য্য! তোমাকে আমরা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম। আমি কি তোমাকে সত্য সত্যই দেখিতেছি, না কেবল স্বপ্নে দেখিতেছি? হাঁ সত্যই তুমি বটে, তোমার পিতার মুখের আকার এই প্রকার বটে। আহা, তোমার মাতা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কেমন সুখী হই-

বেন! এ বিষয়ে তোমার কি আনন্দ হইতেছে? আমরা তোমাকে তোমার পিতা মাতার নিকটে লইয়া যাই।

অপর বৃদ্ধ বালকের চক্ষুর জলধারা মুছাইয়া দিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কহিল, হে পরমেশ্বর, তোমার নাম পূজ্য হউক। তুমিই এই বালকের রক্ষা করিয়াছ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; ও তুমিই এই কুমারীর নয়নবারি নিবারণ করিয়াছ, এবং তুমিই এই প্রিয় সন্তানকে পিতা মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিতে লইয়া যাই-তেছ। আর দীন হীন ক্ষীণ প্রাচীন যে আমি আমার প্রতিও দয়া করিয়াছ, কেননা বালকের পিতা মাতার অনুসন্ধান কর-ণার্থে আমার যে অতিশয় পরিশ্রম ও ক্লেশ হইত, তাহাহইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আমার যাত্রার আরম্ভে আমাকে কৃতকার্য্য করিলা। হে পিতঃ, তোমার সদগুণ ও দয়া প্রযুক্ত আমরা যেন যাবজ্জীবন তোমার ধন্যবাদ করণে অবিরত রত থাকি, এমন অনুগ্রহ আমাদের প্রতি কর। তৎপরে পিতা মেনরাড্ হেন-রিকে ও মার্গরেট্কে অগ্রে২ গমন করাইয়া কৃষকের বাটীতে প্রবেশ করিলে কৃষক ও তাহার ভার্য্যা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করণার্থে বাহিরে আইল। আহাদিগকে দেখিয়া বালক পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইনি বুঝি আমার পিতা, ও উনি কি আমার মাতা? ইহাতে কোন ব্যক্তি কহিল, না বাপু, ইহারা তোমার পিতা মাতা নহে। ইহা শ্রবণ করিয়া সে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, ইহাঁরা এমন উত্তম ও দয়ালু লোক, ইহাঁদের অপেক্ষা আমার জনক জননী অধিক ভাল হইবেন না। আমার ইচ্ছা হয় আমি ইহাঁদের সঙ্গে থাকি। ঐ সৎ কৃষকের বাটীতে কিঞ্চিৎ আহার করণানন্তর, গহ্বরহইতে বাহির হইলে পর হেনরির সহিত প্রথমে যে রাখালের দেখা হইয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথিকেরা প্রস্থান করিয়া সন্ধ্যাকালে উপত্যকার মধ্যস্থিত এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা রাত্রি যাপন করিয়া কৃষকের দত্ত শকটারোহণ করিয়া তৃতীয় দিবসের সায়ংকালের পূর্ব্বে আইকেন্‌ফেলে উপস্থিত হইবার প্রত্যাশায় শীঘ্র২ গমন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনপেক্ষিত সাক্ষাৎ।

প্রথম দিবসে তাঁহাদের সমস্ত বিষয় ভাল গেল। তাঁহাদের গমনকালে যে২ নগর তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে থাকিল ও যে২ পল্লী দিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে হইল ও যে২ দুর্গ তাঁহাদের নেত্রপথে দৃষ্ট হইল, তদ্দর্শনে হেনরির সুখ জন্মিল। আর যে২ সময়ে কোন দুর্গ দৃষ্ট হইল, তখন বালক জিজ্ঞাসা করিল, ঐ কি আইকেনফেল নগর? সে যাহা হউক, দ্বিতীয় দিবসের সায়ং-কালে পথিকদিগকে এক নিবিড় বন দিয়া গমন করিতে হইল। তত্রস্থ পথ অতি মন্দ, এপ্রযুক্ত ঘোড়া প্রায় চলিতে পারিল না। তদ্ভিন্ন তৎকালে এক প্রবল ঝড়ও উপস্থিত হইয়া মূষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহাতে যে স্থানে অনেক বার চুরি ডাকা-ইতি হইয়া গিয়াছে, বনমধ্যস্থ এমন উত্তরণীয় গৃহে তাহাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইল। সে যাহা হউক, অতি প্রত্যূষে প্রস্থান করণ মানসে তাঁহারা রাত্রির ভোজনের পর শীঘ্র২ শয্যায় গিয়া নির্বিঘ্নে শয়ন করিলেন। পথশ্রান্তি প্রযুক্ত সকলে অল্প ক্ষণের মধ্যে ঘোর নিদ্রিত হইলেন, কেবল পিতা মেনরাড্ প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া যে মেজের উপরে একটা দীপ জ্বলিতেছিল, তৎসমীপে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করি-তেছেন; এবং হেনরি সুনিদ্রা প্রযুক্ত শয্যায় দীর্ঘ কাল সুখে আছে, এমন সময়ে বাড়ীর সম্মুখে হঠাৎ এক মহাকোলাহল শুনা গেল, ও কটূক্তি এবং দ্বারে ও বাতায়নে আঘাতের ভারী শব্দ হইতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত ঐ গৃহবাসি সর্ব্ব জন ত্রাসান্বিত হইয়া এক স্থানে একত্র হইল। এবং কি জন্যে এত কলরব হই-তেছে, তাহা অবগত হওনার্থে ঐ বৃদ্ধ শয়নাগারহইতে বহিরা-গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মার্গরেট চীৎকার করিয়া কহিল, ও মহাশয়, ছোট বাবুকে কাড়িয়া লইতে দস্যুরা আসি-য়াছে। ইহাতে বৃদ্ধ তাহাকে চুপ করিতে বলিয়া নীচের ঘরে গেলে গৃহাধ্যক্ষ অন্যান্য লোকদের ন্যায় ভয়াকুলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ও মহাশয়, দ্বার খুলিয়া দিতে আমাদের তো

সাহস হয় না। ও দিগে বহির্দ্দিকস্থ লোকেরা দ্বারে ধূম্ ধাম্ করিয়া অনবরত আঘাত করত বারম্বার কহিতেছে, আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া না দিলে আমরা তাহা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিব। কিন্তু বৃদ্ধ গৃহস্থিত লোকদিগকে মৃদু স্বরে কহিলেন, এই অশক্ত দ্বার আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না বটে, পরন্তু পরমেশ্বর আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, আমরা তাঁহার আশ্রয়ে আছি. আইস ইহা আমরা তাহাদিগকে নম্রতা পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিই। ইহা কহিয়া তিনি দ্বার মুক্ত করিবামাত্র আপাদ মস্তক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জীকৃত চারি জন মহাকায় বলবান্ পুরুষ দস্যু পূর্ব্বক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। পরে তাহারা একটা মশাল জ্বালিয়া বাড়ীর সমস্ত ঘর দেখিয়া কহিতে লাগিল, আমরা সমস্ত ঘর চাহি, আমাদের কর্ত্তা অনেক লোক সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন. তাঁহার সুখার্থে সকল বিষয় প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কর্ত্তা কে? তাহাতে তাহারা বলিল, আমরা ফেড্রিক আইকেন্ফেল নামক সৈন্যাধ্যক্ষের অনুচর। তখন বৃদ্ধের অন্তঃকরণে কি পর্য্যন্ত আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তাহা বাক্যে ব্যক্ত করা অসাধ্য. যেহেতু তিনি হেনরির পিতা। সেনাপতির দাসেরা তাঁহাকে আরো বলিল. আমাদের কর্ত্তা যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা সুস্থ হইলে পর তিনি সৈন্যদল পরিত্যাগ না করিয়া যাবৎ শত্রু পক্ষীয়েরা সন্ধির প্রার্থনা না করিল, তাবৎ সৈন্যমধ্যে থাকিলেন। সম্প্রতি সন্ধি স্থির করিয়া তুরুক লোককর্ত্তৃক যাহারা হত হয় নাই, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ অধিকারে যাইতেছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ গৃহস্থিত সর্ব্বজন পরমানন্দে পুলকিত হইয়া যোদ্ধাদের সেবাতে প্রবৃত্ত হইলে রাগান্বিত যোদ্ধারা শান্ত হইয়া কহিল, আমরা যে অত্যাচার করিয়াছি, ভরসা করি ক্ষমা করিবেন, কেননা আমাদের বড় দোষ নাই। যেহেতু এমন ঝড় বৃষ্টির সময়ে যোদ্ধা লোক অতিশয় ভিজিয়া দ্বারসমীপে দীর্ঘ কাল দাঁড়াইয়া থাকিলে অধৈর্য্য প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ রাগাপন্ন হইতে পারে, ইহা আপনারা সহজে বুঝিতে পারেন; অতএব সে দোষ অবাধে ক্ষমা হইবে, এমত

ভরসা করি। আমরা বনমধ্যে পথ হারাইয়াছিলাম; যদি ভাগ্যক্রমে এখানকার প্রদীপের আলো দেখিতে না পাইতাম, তবে এ বাড়ীতে কোন ক্রমে আসিতে পারিতাম না। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সময়ে যে প্রদীপ জ্বালা গিয়াছিল, সেই দীপের দীপ্তি সৈন্যাধ্যক্ষের পথদর্শকস্বরূপ হওয়াতে তৎপুত্র যে স্থানে সুখে নিদ্রিত আছে, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারিলেন, ইহা অবগত হইয়া বৃদ্ধ আর্দ্র চিত্তে পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের অনুগ্রহ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার ধন্যবাদ করিলেন।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

৬। তৎপরে দুই বৎসরের মধ্যে যিহূদীয়েরা দুই বার রোম দেশীয় মহাসভাস্থ লোকদের নিকটে রাজউকীল প্রেরণ করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল; তাহাতে তাহারা যিহূদীয়দিগকে চতুর্দ্দিক্‌স্থ লোকদের আক্রমণহইতে রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। এই রূপ সন্ধিদ্বারা রাজ্য স্থাপন করিয়া এবং অন্যান্য দেশের জয়দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়া হুর্কানস যিহূদীয় লোকদিগের অত্যন্ত মঙ্গল করিলেন। বাবিল দেশহইতে পুনরাগমনাবধি তাহারা কোন কালেও তদ্রূপ সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত ছিল না। হুর্কানস অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্মান ভোগ করিয়া শেষে খ্রীষ্টের আগমনের ১০৬ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

৭। হুর্কানস আপন স্ত্রীকে দেশাধিকার দিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আরিষ্টবূল তাহা বল পূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়া মাতাকে আপন অধিকার সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া ক্ষুধায় মরিতে দিলেন। আরিষ্টবূল আপন তিন জন ছোট ভ্রাতাকেও বদ্ধ করিয়া কেবল তাহাদের অপেক্ষা বড় আন্তিগনসের প্রতি প্রেম প্রকাশিয়া তাঁহাকে রাজ্যের মধ্যে কর্ম্ম দিলেন। আরিষ্টবূল রাজখ্যাতি ও রাজমুকুট ধারণ করিলেন। তিনি যিতূরীয় লোকদিগকে পরাস্ত করিলে তাহারা ইদোমীয়দের ন্যায় আপনাদের দেশ না ছাড়িয়া বরং যিহূদীয়দের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল। অধিকন্তু তিনি আপনার

ভ্রাতা যে আন্তিগনসকে প্রত্যয় করিয়া প্রেম করিতেন তাঁহাকেও বধ করিলেন। পরে সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড কেবল মিথ্যা সন্দেহ-প্রযুক্ত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পাইয়া খেদেতে ও শঙ্কাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

৮। পরে তাঁহার তিন জন ভ্রাতা কারাহইতে মুক্তি পাইলে সিকন্দর যান্নীয়স্ নামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজসিংহাসনে বসিলেন। তিনি যুদ্ধেতে নিপুণ হওয়াতে নিজ অধিকারের বৃদ্ধি করিলেন; কিন্তু অন্যান্য বিসয়ে তাঁহার রাজত্ব মঙ্গলজনক ছিল না। তিনি পিলেষ্টীয়দিগকে দমন করিলেন, তাহাতে তাহারা যিহূদীয়দের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। মোয়াব্ ও অম্মোন্ ও গিলিয়দ্ ও আরবিয়া-পিত্রেয়ার কিয়দংশ, এই তাবৎ দেশ তাঁহার হস্তগত হইল। তাঁহার অধিকার সময়ে ফিরুশি নামে বিশেষ মতাবলম্বিরা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। হুর্কানসের রাজত্বকালে তাহাদের প্রথম প্রসঙ্গ হয়; আর তৎকালেও তাহারা অতি পরাক্রান্ত ছিল, অতএব বোধ হয় তাহারা হুর্কানসের অধিকারের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা অতি কলহকারী ও আত্মাভিমানী; এই জন্যে হুর্কানসের মত সিকন্দর সিদূকীয়দের বিপরীত দলের পক্ষ হইলেন; তদ্ভিন্ন তিনি তাহাদের রীতি ইত্যাদি ভাল বাসিলেন না। এই দুই কারণ প্রযুক্ত ফিরুশিরা তাঁহাকে ও তাঁহার রাজধারা সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করিল; অধিকন্তু সামান্য লোক সকল যেন তাঁহাকে ঘৃণা করে, এই অভিপ্রায়ে তাহারা তাঁহার রাজশাসনের নিন্দা করিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার বিষয়েও নানা মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগিল। পরন্তু যর্দ্দন নদীর পূর্ব্ব পারস্থ অমাথূস্ নগরের অবরোধে অকৃতার্থ হওয়াতে তাঁহার পুনরাগমন কালে লোকেরা তাঁহাকে পূর্ব্বমতে সম্ভ্রম করিল না; ইহা দেখিয়া ফিরুশিরা অধিক সাহস পাইল। শেষে খ্রীষ্টের আগমনের ৯৫ বৎসর পূর্ব্বে যিহূদীয়দের ধর্ম্মোপাসনার পবিত্রতম কার্য্যের সময়ে ফিরুশিরা তাঁহাকে প্রকাশমতে আ-ঘাত করিতে লাগিল। তাম্বুনির্ম্মাণ পর্ব্বের সময়ে তিনি যজ্ঞ-বেদির নিকটে দাঁড়াইয়া স্বপদসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ কার্য্য করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ফিরুশিগণ সামান্য লোকদের মনে

তাঁহার বিপরীতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লেবু ফল হাতে করিয়া তাঁহাকে মারিল। তাহাতে যিহূদীয়দের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ উৎপন্ন হইলে দুই দলের প্রতি বিস্তর ক্লেশ ঘটিল, এবং অর্দ্ধ লক্ষের অধিক লোক নষ্ট হইল। যুদ্ধের সময়ে বিস্তর নির্দয়াচরণও সম্পন্ন হইল। খ্রীষ্টের আগমনের ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে সিকন্দর বিথোম্ নগর প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধের শেষ করিলেন। তৎপরে তিনি যুদ্ধে ধৃত ৮০০ জন পুরুষকে যিরূশালমে আনাইয়া আপনি যাবৎ নিজ রমণীদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছেন, তাবৎ আপনার সম্মুখে ঐ সকল লোককে ও তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে একেবারে ক্রুশে টাঙ্গাইয়া বধ করাইলেন।

৯। তৎপরে তিন বৎসরের মধ্যে সিকন্দর শত্রুহস্তগত সকল গড় পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যর্দ্দন নদীর পূর্ব্বদিকস্থ দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। সে দেশে আরবী লোক বাস করিয়া কর্তৃত্ব করিত; তাহাতে অতি উত্তরীয় অংশ ছাড়িলে যর্দ্দন নদীর পূর্ব্বতীরস্থ সমুদয় দেশ প্রাচীন ভূগোলবেত্তাদ্বারা আরবীয় নামে বিখ্যাত হইল।

১০। সিকন্দর জয়ী হইয়া যিরূশালম নগরে ফিরিয়া আইলে সর্ব্বপ্রকার সুখাভিলাষে ও মত্ততাতে ও আলস্যে আসক্ত হইলেন। তৎপ্রযুক্ত তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কম্পজ্বর হইলে অবশেষে খ্রীষ্টের আগমনের ৮২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

১১। সিকন্দর মরণের পূর্ব্বে দেশকর্তৃত্বের ভার আপন স্ত্রী সিকান্দ্রার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে আপনার পুত্রগণের রক্ষকপদে নিযুক্ত করিলেন। পরে সে স্ত্রী আপন স্বামির পরামর্শানুসারে প্রধান ২ ফিরূশিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের হস্তে কর্তৃত্বের ভার সমর্পণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ফিরূশিরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজত্ব স্বীকার করিল, কেবল তাহা নয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন আপনাদের পূর্ব্বকালীন শত্রু যে সিকন্দর তাঁহাকেও অতি ঐশ্বর্য্যশালিরূপে কবর দিল। তৎকালে তাহারা সিদূকীয়দের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও লোকপ্রিয় থাকাতে রাণী তাহাদের ইচ্ছামতে চলিলেন। তাহাতে অযুক্তিসিদ্ধ বিষয়েও

রাণীকে স্বীকৃত হইতে হইল; কারণ ফিরূশিরা বিনা দয়াতে আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিল। তাহারা সর্ব্বসাধারণের প্রতি অতি ধূর্ত্ত ও যথেচ্ছুকরূপ আচরণ করিয়া সিদূকিদিগকে ভারি তাড়না করিল, ও সিকন্দর যান্নীয়সের পূর্ব্বকালীন বন্ধুদিগকে ও সঙ্গিগণকে বিশেষ দুঃখ দিল। তাহাতে অনেকানেক মান্য লোক রাণীকে তাহাদের রক্ষা করিতে অক্ষম দেখিয়া যিরূশালম ত্যাগ করত ক্ষুদ্র২ নগরে গিয়া বাস করিল।

কেবল খ্রীষ্টের ক্রুশে পৌলের শ্লাঘা করণ।

কিন্তু যদ্দ্বারা সংসারের পক্ষে আমি হত, এবং সংসারও আমার পক্ষে হত, এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ, তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমার শ্লাঘা করা না হউক। গালাতীয় ৬ অধ্যায় ১৪ পদ।

আভাস।

যীশুর প্রিয় সেবক পৌল প্রেরিতের উপদেশদ্বারা অদ্য আমরা ঈশ্বরের নিগূঢ়তার বিষয় কি শিক্ষা পাই, তদ্বিষয়ে পৌল অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে শিখাইয়াছে। এই ক্ষণে খ্রীষ্টাশ্রিত লোক অর্থাৎ সত্য ভক্তেরা, যাহাদের আত্মা দিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের ভজনা করিতে হয়, তাহারা পৌলের সঙ্গে এক আত্মা প্রাপ্ত হউক, যাহাতে করিয়া পৌল যীশুর নিকট সিদ্ধ পুরুষ হইয়া তাঁহার সুখের ভাগী হইল। কেননা এই বৃক্ষোপরি টাঙ্গান যীশুর ধর্ম্মহইতে এমত উত্তম ফল জন্মে, যে যাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়া পালন করে, তাহারা রাগ ও দ্বেষ ও হিংসা ও নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি যে পাপকর্ম্ম, তাহাতে আর না থাকিয়া পৃথক্ হইয়া নির্ম্মলস্বভাবে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ তাহারা যীশুর পদ চিহ্ন দিয়া গমনে যত্নবান হইয়া, পরদুঃখে দুঃখিত, ও পরের প্রতি প্রেম করিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যাহাদের পরদুঃখে হর্ষ জন্মে, তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলা দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের বিঘ্নকারী হইয়া উঠে। আমরা দেখি, অনেক লোক পরের বিপদে দুঃখিত না হইয়া, বরং মন্দ স্বভাবের

দোষানুসারে আনন্দিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রভু তাহাদের হইতে আপন দয়ালু মুখ ফিরাইয়া থাকেন, ইহা তাহাদের বোধের অজ্ঞানসার; তাহাতে তাহারা শাপগ্রস্ত ও আশ্রয়হীন হইয়া ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি ভোগ করিবার যোগ্যপাত্র হয়; এবং তাহারা ঈশ্বরের অভিশাপে অভিশপ্ত হইতেছে। কিন্তু হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমরা আপনাদের সর্ব্বনাশ করিলেও পরমেশ্বর ক্রোধকারী ঈশ্বর না হইয়া আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; যথা, ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন অনুগ্রহ করিলেন, যে আমাদের নিমিত্তে আপন পুত্রকে পাঠাইলেন, আর যত লোক তাঁহাতে আশ্রয় লয়, তাহারা নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ুর অধিকারী হইবে। অতএব এই প্রিয় যীশু আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে ক্রুশে মরিলেন; তাহাতে আমাদের এই অনন্ত যোগ্যতম গুণনিধি যীশুর রক্তপাতদ্বারা আমরা রক্ষা পাইতে পারি, তাহা জানাইবার নিমিত্তে পরমেশ্বর জগতের সঙ্গে মিলন করিয়া মনুষ্যকর্ত্তৃক আপন আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ যে অপরাধ, তাহা মনুষ্যের উপর আরোপণ না করিয়া আপনার উপরে লইবার নিমিত্তে খ্রীষ্টেতে বিরাজমান ছিলেন। এখন দেখ, এই সংবাদ জগৎ-বাসি সমুদয় লোকের পক্ষে সুসমাচার বটে। অতএব যাহারা গ্রাহ্য করে, তাহাদের পক্ষে সুখজনক, ও যাহারা অগ্রাহ্য করে, তাহাদের অনন্ত সর্ব্বনাশজনক হইবে, ইহা স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা-ধিরাজ প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বকালাবধি জানিয়া খ্রীষ্টদ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতএব কেহ যেন তাঁহার ক্রোধাগ্নির মধ্যে না পড়ে, এই জন্যে প্রত্যেক লোক প্রকৃতরূপে সত্য ধর্ম্ম পথ শিক্ষা করুক। যাহারা তাঁহাতে না থাকে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, তাহাদের দশা বড় খেদ ও ক্রন্দনের বিষয় হয়। দেখ, পরমেশ্বর আপন ঈশ্বরত্বের সমানাংশী অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগতে পাঠাওনেতে ঐ ঈশ্বরের নিশ্চিত ব্যক্তি জগতে আগমন পূর্ব্বক কি পর্য্যন্ত ক্লেশে থাকিয়া আমা-দিগকে মুক্তিপদে আহ্বান করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন করা-ইলেন, তাহার বৃত্তান্ত আমরা সুসমাচারদ্বারা জানিতেছি ও শুনিতেছি। আর খ্রীষ্টের প্রেরিত পৌলও তাঁহার ক্রুশের যন্ত্রণার

বিষয় প্রকাশ ভালরূপ করিয়াছে, এবং খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু প্রযুক্ত পৌল তাঁহাকে প্রেম করিত, তাহা পৌলের ব্যবহারদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। তবে আমাদের অসহ্য পাপ হেতু খ্রীষ্টকে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হইল তাহা, হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ, আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মুক্ত হইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে সমস্ত ঘৃণাস্পদ পরিত্যাগ কর। সমস্ত পাপের মূল-কারণ হইয়াছে অহঙ্কার, যেহেতুক আমাদের প্রথম মানুষ ঈশ্বরের ন্যায় হইব বলিয়া অহঙ্কার করাতে পাপেতে পতিত হইয়াছিল। যদি ঈশ্বরের সন্তান হইতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে পাপের বিষয়ে খেদিত হইয়া তাঁহার চরণে কান্দিয়া পড়, কেননা তাঁহার ক্রুশাবলম্বন ব্যতিরেকে আর কোন প্রকারে ঈশ্বররাজ্যে প্রবেশিবার পথ নাই। যথা, আর কোন রূপে যে কেহ আইসে, সে চোর এবং দস্যু। জীবনাধিকারি প্রভুর বধকারী যে পাপ, সে এই ক্ষণে যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত কিম্বা দক্ষিণ চক্ষুর ন্যায় প্রিয় হয়, তথাচ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টেতে আশ্রয় লও, কেননা পূর্ব্বে তোমরা পাপ-দ্বারা মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলা, কিন্তু এই ক্ষণে জীবন্ত বলিস্বরূপ আপনাদিগকে সমর্পণ কর, তাহাতে গ্রাহ্য হইবা। আর তোমার পাপ যে মন্দ ও ধর্ম্ম অতি উত্তম, ইহা জানিয়া শয়তানের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম পালন করিতে যত্নবান হও। যেমন বৃক্ষের গুঁড়িহইতে শাখার বিচ্ছেদ হইলে তাহার ফল প্রাপ্তি দূরে থাকুক, সে শেষাবস্থাতে অগ্নিতে পড়িয়া ভস্ম হয়, তেমনি খ্রীষ্টের ক্রুশরূপ গুঁড়িহইতে বিচ্ছেদ হইলে তোমরা কোন রূপে সৎকর্ম্ম করিতে পার না। এই প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের ক্রুশ ও তাঁহার মরণ সারবস্তু ও স্বর্গের ধন জানিয়া কি প্রকার ব্যবহার করিত, তাহা আমরা তাহার পত্রদ্বারা জানিতেছি। খ্রীষ্ট ব্যতি-রেকে কুত্রাপি ভূমণ্ডলের মধ্যে পরিত্রাণ হইতে পারে না, ইহা প্রচার করাতে তাহার কত ক্লেশ হইল, তাহা অনেক বার গীর্জা ঘরেতে শুনিয়া থাকিবা। তাহার সান্ত্বনাদায়ক কথা শুনিয়া আমাদের চিত্ত আনন্দেতে পুলকিত হয় ও স্বর্গীয় বিষয়ের অক্ষয় সুখের অনুভব পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অসহ্য দুঃখ

শুনিলে অধিক দুঃখ জন্মে। অতএব তাহার এই দুঃখ দুঃখের কারণ না হইয়া অনন্ত পরমায়ুজনক হইয়া স্বর্গের রাজ্যের শোভা পাইল। অদ্য আমরা পৌল প্রেরিতের বচনের উপদেশ-বাক্য শ্রবণেতে স্বর্গহইতে কি প্রসাদ পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে আমি প্রভুর আনুকূল্যদ্বারা উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হই; মনোযোগ পূর্ব্বক শুন।

প্রথম ভাগ। পৌল যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন অন্য বিষয়ের শ্লাঘা করিল না।

গালাতীয় মণ্ডলীর মধ্যে কতক যিহূদীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক কহিল, যে দেবপূজক লোক বাপ্তাইজ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাহাদিগের ত্বকচ্ছেদ্ না হইলে তাহারা ইব্রাহীমের সন্তান হইতে পারে না, ও স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু পৌল বলে, যাহারা ত্বকচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দেয়, তাহারা ত্বকচ্ছেদে শ্লাঘা করে। এবং যীশুর ক্রুশ ভিন্ন অন্য বিষয়ের যে শ্লাঘা করা তাহা নিরর্থকমাত্র, এই হেতু পৌল বংশাবলিতে ও ব্যবস্থা পালনেতে ও ত্বকচ্ছেদে ও সংসার সম্বন্ধীয় যে সকল মান সম্ভ্রম ছিল, তাহাতে শ্লাঘা করিল না। অনেকে খ্রীষ্টকে ও তাঁহার ক্রুশভোগকে না জানিয়া জাত্যভিমান প্রযুক্ত পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিল, এবং পৌলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কহিল, পৌল অতি বেঁটে মানুষ, সে তো আমাদের প্রভু যীশুকে দর্শন করে নাই, যে আমরা তাহাকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিব। ইহাতে মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে গোলমাল করিল, তাহার প্রমাণ করিন্থীয় মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায়। তাহাদের এই রূপ অবাধ্যতা দেখিবাতে পৌল তাহাদিগকে ধমকাইল। এবং আপনি যে এক জন প্রেরিত বটে, তাহার প্রমাণ দিয়া কহিল, আমি প্রেরিতদের মধ্যে এক জন প্রধান প্রেরিত, কেননা ত্বকচ্ছেদিদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিবার ভার যেমন পিতরকে দেওয়া গিয়াছিল, তেমনি ভিন্ন দেশীয়দের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিবার ভার প্রভু আমাকে দিয়াছেন। বিশেষতঃ আমি কোন মনুষ্যদ্বারা শিক্ষিত

নহি, ও কোন মনুষ্য আমাকে কোন নূতন শিক্ষা দেয় নাই, এবং কাহারো দ্বারা আমি প্রেরিতও নহি. যথা, মনুষ্যহইতে নয়, ও মনুষ্যদ্বারাও নয়, কিন্তু যাশু ও তাঁহার উত্থাপনকর্ত্তা পিতা ঈশ্বরহইতে প্রেরিত যে আমি পৌল, তাহার কারণ আমি দর্প করিতে পারি। কিন্তু জাতিতে কিম্বা ত্বক্‌ছেদে যদি পরিত্রাণ হইতে পারিত, তবে আমি কেন তাঁহার ক্রুশেতে শ্লাঘা করিয়া থাকি? আমি কি জানি না ও বুঝি না, যে এই সকল ঈশ্বরের নিকটে তুচ্ছনীয় হওয়াতে তদ্বিষয়ক শ্লাঘা অজ্ঞানতা-স্বরূপ হয়? যে সকল লোকেরা জাতিতে অহঙ্কার করিয়া শ্লাঘা করে, তাহাদের অপেক্ষা আমি দ্বিগুণ করিতে পারি; প্রমাণ ফিলিপীয় পত্রের ৩ অ ৩ পদেতে. যথা. আমরাই ত্বক্‌ছেদী হইয়া, আত্মাদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করণ পূর্ব্বক খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করিয়া জাতিতে নির্ভর দি না। কিন্তু আমার জাতিতে নির্ভর দেওনের কারণ আছে. কেননা আমি অষ্টম দিনে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত, এবং ইস্রায়েল বংশীয় ও বিন্যামীনের গোষ্ঠী, ও ইব্রী-কুলজাত ইব্রীয় এবং ব্যবস্থা পালনে ফিরূশী ও ধর্ম্মানুরাগ প্রযুক্ত মণ্ডলীদ্বেষী, এবং ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম পালনে নির্দ্দোষ ছিলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার যে লাভ ছিল, সে সমস্তই খ্রী-ষ্টের নিমিত্তে ক্ষতি জ্ঞান করিলাম, ফলতঃ আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞানের নিমিত্তে সে সমস্তই ক্ষতি জ্ঞান করি। আর আমি কোন মতে মৃতদের হইতে উত্থান পাইবার জন্যে খ্রীষ্টের সদৃশ মৃত্যুভোগ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার দুঃখের অংশ ও তাঁহার উত্থানের শক্তি যেন জ্ঞাত হই, আর ব্যবস্থা কি ক্রিয়ারূপ কর্ম্মের পুণ্যে পুণ্যবান না হইয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরদত্ত যে পুণ্য সেই পুণ্যে পুণ্যবান হইয়া কোন ক্রমে খ্রীষ্টকে পাইয়া তাঁহাদ্বারা যেন গ্রাহ্য হই, এই নিমিত্তে ক্ষতি স্বীকার করিয়া সে সমস্ত লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করি। এবং অন্য২ স্থানেও জাতি বিষয়ে যে শ্লাঘা করিতে পারে তাহা লেখে; যথা, তাহারা কি কহিতে পারে, আমরা ইব্রি লোক? আমিও ইব্রি লোক। তাহারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও ইস্রায়েলীয়। এবং তাহারা কি ইব্রাহীমের সন্তান? আমিও ইব্রাহীমের সন্তান।

এবং তাহারা কি খ্রীষ্টের সেবক? নির্ব্বোধের ন্যায় কহিলে আমি বলি, তাহাদের অপেক্ষা আমি তাঁহার বড় সেবক, ফলতঃ আমি তাহাদের অপেক্ষা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। এই প্রকারে পৌল জাতিতে ও অন্য ২ বিষয়ে শ্লাঘা না করিয়া কেমন শুদ্ধসত্ত্ব লোক হইল। পৌল নিশ্চয় জানিল, জাতিতে কিম্বা ব্যবস্থা পালনদ্বারা মুক্তি দূরে থাকুক, বরঞ্চ আমরা ঈশ্বরের পূর্ব্বনিয়মেতে পড়ি। ইহা আমাদের প্রতি উক্ত হয়, যথা, শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে সে স্থানহইতে বাহিরে আসিতে পারিবা না। এই কথাতে জানি যে আমরা কেহই আপন স্বভাবদ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হইতে পারি না, কেবল অনুগ্রহদ্বারা ত্রাণপ্রাপ্ত হইতে পারি। ইহা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য করিয়া মানিতে হয়। এবং দেখ, যাহাদিগকে পৌল অসার দেবগণহইতে ফিরাইল, ও যাহারা ঈশ্বরের ঘৃণিত পাত্র ছিল, তাহারাও আপনাদের ক্রিয়ার উপর নির্ভর দিয়া পরিত্রাণ পাইতে চাহিল। এই যে তাহাদের অজ্ঞানতা, তাহা তাহাদের মুখের উপরে একটা পর্দ্দাস্বরূপ হইয়া জ্ঞানচক্ষুকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু ঐ ভিন্নদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ ইহা মনে করিল না যে ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে ঈশ্বরের লোক কহা যাইত, ও তাহারা ঈশ্বরের সৈন্যগণ নামে খ্যাত ছিল, ও ঈশ্বরের জ্যেষ্ঠ সন্তান নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইব্রাহামের কিনান দেশে বাস করণ অবধি মূসার দ্বারা পুনরাগমন পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাহাদের প্রতি কত প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ও তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টের অবতার হওনেতে কেমন আশীর্ব্বাদ হইল; ইত্যাদি নানা গুণেতে গুণযুক্ত হইল, ইহাতে পৌলের অহঙ্কার না করণেতে অন্যেরা অহঙ্কার করিয়া ক্রুশের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিয়া পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিল। আর পৌল যখন দম্মেষক নগরেতে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে যাইতেছিল, তখন যীশু তাহাকে ধরিয়া তাহার মন ফিরাইলেন, এবং কহিলেন, এই ব্যক্তি আমার নাম প্রচার করিতে যোগ্য পাত্র। তুমি ভিন্নদেশীয়দের নিকটে যাও, আমার নাম প্রযুক্ত তোমাকে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। ইহাতে স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজাধিরাজ

যীশু তাহার প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখ। কোন ব্যক্তি যদি রাজাজ্ঞার বিপরীতে প্রজার উপরে দৌরাত্ম্য ব্যবহার করে, আর ঐ রাজা যদি তাহার শাস্তি না দিয়া, বরং স্বয়ং তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে অনুযোগ মাত্র করেন, পরে আপন রাজত্বে উচ্চ পদ দেন, তাহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে রাজা উহার প্রতি কঠিন ব্যবহার না করিয়া প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন? তেমনি পৌলের প্রতি ঘটিয়াছিল, প্রভু তাহাকে সুসমাচাররূপ জালে না ধরিয়া আপন হস্তদ্বারা ধরিলেন; তাহার পর ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টের নিমিত্তে বহুতর ক্লেশ পাইয়া খ্রীষ্টের নিমিত্তে অত্যন্ত শ্রম করিল। ইহাতেও পৌল মনে করিল না, যে ঈশ্বর আমার প্রতি সকলহইতে শ্রেষ্ঠতর প্রেম করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহার সাহসের প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে হয়, যেহেতুক পৌল জানিল, যে রোমা নগর তাবৎ পৃথিবীর রাজধানী ও প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বলা যায়, ইহাতে যে কোন প্রকারে হউক, আমি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুসমাচার প্রচার করিয়া আপন কর্ত্তা প্রভু যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে অনেককে লওয়াইব, ইহা শীঘ্রই বা হউক, বিলম্বেই বা হউক, আপন মনস্কামনা সিদ্ধ করিব। শেষে বন্ধনদ্বারা তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাজপুরী পর্য্যন্ত তাহার উপদেশ প্রকাশিত হইল, এবং অবশেষে ঐ স্থানেতে ভারি এক মণ্ডলী স্থাপিত হইল। এই সকলেতে পৌল আত্মগৌরব না করিয়া কহিল, আমরা সকলের নিকটে ঘৃণার পাত্র ও তুচ্ছনীয় লোক। তবে হে বঙ্গজ ভ্রাতগণ, যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র না করে, তাহারা আত্মশ্লাঘা করে। কিন্তু বিশেষ কথা এই আছে, যাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টের রক্তেতে পরিষ্কৃত জ্ঞান করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা ঐ পৌলের ন্যায় ইহা কদাচ বলিতে পারে না, যে আমি নগণ্যের মধ্যে হইলেও প্রধান প্রেরিতগণহইতেও কোন অংশে ন্যূন নহি। যীশু বলেন, যাহারা আপনাদিগকে উন্নত করে, তাহাদিগকে নত করা যাইবে। আর তোমরা যদি উন্নত হইতে চাহ, তবে যীশুর নিকটে মাথাখুলির স্থানে যাও, তিনি তোমাদিগকে উন্নত হইতে শিখাইবেন, কেননা আমাদের

নিমিত্তে যাহা আবশ্যক ছিল, তাহা ঐ স্থানে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ক্ষণে আমাদের মধ্যে জাতির বিষয়ে আত্মগৌরব ও মান ও সম্ভ্রম আছে কি না? হাঁ, অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জাতি বিষয়ে অনেকে শ্লাঘা করিয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যদি কোন বড় মানুষের কিম্বা কুলীন লোকের সন্তান খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়া খ্রীষ্টীয়ান হয়, তবে কখন২ কহে, আমরা বড় মানুষের সন্তান, আমাদের অপেক্ষা এমন কুলীন বংশ কে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে? আমরা ছোট লোকের সহিত কেন আহার ব্যবহার করিব? আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক। এবং আর এক দুঃখের বিষয় দেখ, অনেক লোক আপনাদের জাতি পর্য্যন্তও অস্বীকার করিয়া থাকে; তাহারা আপনাদের প্রশংসা হইবে বলিয়া শ্রেষ্ঠ কুল কহান্। হায়২ খ্রীষ্টীয়ান হওন প্রযুক্ত তাহারা যে সকল সংসার সম্বন্ধীয় জাতি আছে তাহা নষ্ট করিবে, তাহা দূরে থাকুক, বরঞ্চ জাতিতে শ্লাঘা করণ প্রযুক্ত জাতির যে সৃষ্টিকর্ত্তা শয়তান তাহার সম্মান করিয়া থাকে। অদ্যাপি ইহা তাহাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই, যে ঈশ্বর এই সংসারের যে মান ও সম্ভ্রম ও জাতিতে অহঙ্কার, তাহা মূঢ়তাস্বরূপ জ্ঞান করেন। যাহারা জাতিতে শ্লাঘা করে, তাহারা শয়তানের সম্মান করিয়া থাকে। তোমরা জান না, যে দিনেতে বাপ্তিস্মের জল গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিনেতে ঈশ্বরের নিকটে ঘৃণিত সংসারের অসার মান ও সম্ভ্রম ইত্যাদি বিষয় সকল খ্রীষ্টের কবরেতে পুঁতিয়া রাখিয়াছি? যীশুর নিকটে যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা থাকে, তবে সমস্ত গর্হিত বিষয় পরিত্যাগ কর। যে পর্য্যন্ত পরিত্রাণ না পাও, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িও না। খ্রীষ্ট অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন; তাঁহাকে ধর, ছাড়িয়া দিও না; যেহেতুক মনুষ্যেরা এই ক্ষণে বলেতে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেছে। আমরা যদি তাঁহার প্রজা হইতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদিগকে তাঁহার হস্তহইতে কেহই হরণ করিতে পারে না, কেননা প্রভু কহেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর যত ভার তাহা আমাতে সমর্পিত আছে। অতএব সর্ব্বপ্রকারে পৌল খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন অন্য বিষয়ে শ্লাঘা না করিয়া কহিল, যাহার দ্বারা

সংসারের পক্ষে আমি হত, ও সংসার আমার পক্ষে হত, এমত যে আমাদের প্রভু যীশুর ক্রুশ, তদ্ভিন্ন আমার আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করা না হউক।

কি প্রকারে পৌল সংসারের পক্ষে হত হইল, ও সংসার তাহার পক্ষে হত হইল? পৌল যীশুর ক্রুশহইতে অনন্ত জীবন জানিয়া যীশুর ক্রুশ ভিন্ন আর কোন বিষয়ে যেন আমি পতিত না হই, ও আর কাহাতে যেন আমি মন আসক্ত না করি, তন্নিমিত্তে ইন্দ্রিয়াদির যে সকল কর্ম্ম, অর্থাৎ কাম, ও ক্রোধ, ও পরদার, ও বেশ্যাগমন, ও অশৌচক্রিয়া, ও প্রতিমাপূজা, ও কুহক, ও শত্রুতা, ও বিবাদ, ও দ্বেষ, ও কলহ, ও পার্থক্য, ও বিধর্ম্মাচরণ, ও ঈর্ষ্যা, ও বধ ও মত্ততা, ও লম্পটতা, ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম নিতান্ত ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম, তাহাহইতে পৃথক হইল, কোন মন্দ স্বভাব তাহার দেখা গেল না, কোন লোক তাহার কোনই দোষ দিতে পারিল না, তথাচ পৌল অবিবাহিত পুরুষ ছিল; বরং অনেক লোক মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মে পতিত হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিল, ও যাহাদের নানা দোষ ক্ষমা করিয়াছিল, এবং যাহারা পৌলের কথা না মানিল, তাহাদিগকে মণ্ডলীহইতে বহির্ভূতও করিল, কিন্তু পৌলকে কোন ব্যক্তি কোন দোষেতে পতিত করিতে পারিল না, কেননা সে শয়তানের কর্ম্মহইতে পৃথক হইল। এবং পৌল কহে, আমি সুসমাচার প্রচার করিয়া পাছে অগ্রাহ্য হই, এই নিমিত্তে ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া আপনার বশে রাখি, এই নিমিত্তে সংসার আমার পক্ষে হত ও সংসারের পক্ষে আমি হত। সংসারের মধ্যে তাহার কি ছিল? কেবল দুঃখ ও ক্লেশ ও অপমান, এবং তাহাই সে খ্রীষ্টের নামেতে জ্ঞান করিয়া আপনার উপরে লইতে অপমান জ্ঞান করিল না। এবং সংসারের মধ্যে সে এক প্রকার মরিল। যেমন মৃত মানুষের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি তাহার সহিত সংসারের কোন সম্পর্ক থাকিল না। আমি তাহার আর এক দৃষ্টান্তকথা বলিব, যদি কোন ব্যক্তিরা আপনাদের এক সন্তানকে তাহার মঙ্গলের কারণ আজ্ঞা দেয়, আর ঐ সন্তান তাহাদের কথা অমান্য করিয়া

বিবাগী হইয়া যায়, এবং তাহার পিতা কি মাতা তাহাকে কোন মন্দ কর্ম্ম করিতে দেখে, যাহাতে তাহার বিনাশ হয়, পরে তাহার পিতা কি করে? কোন রূপে আমাদের সন্তানকে মন্দ কর্ম্ম করিতে দিব না বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনে। আর যদি ফিরিতে না চাহে, তবে বলেতে আপন বাটীতে আনে; এবং আর বার যদি কথা না শুনিয়া যাইতে চাহে, তবে শাস্তি পর্য্যন্ত দিয়া ঘরেতে বদ্ধ করিয়া রাখে। আর শেষেতে যদি তাহাদের কথা ও শাস্তি ও বিনয় বাক্য পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া দুষ্কর্ম্মে আসক্ত হওয়াতে মন লিপ্ত করে, তবে তাহার পিতা কোন প্রকারে ফিরাইতে অপারক হইলে কি কহিবে? যাও, আর আমরা তোমার মুখ দেখিতে চাহি না, তুমি আমাদের হইতে মরিলা। এই রূপে ত্যাজ্য পুত্র বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, আর বলে, তুমি জীবৎ থাকিতে আমাদিগের কোন উপকার করিলা না, এই ক্ষণ অবধি আমাদের সহিত তোমার কোনই সম্পর্ক নাই। এবং অবশেষে ঐ বালকও বলে, তোমরা আমাহইতে মরিলা, তোমাদের সঙ্গে আমারও কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার কথা পৌলের ও কুজগতের সহিত ছিল। যাহারা আপনাদের কু অভিলাষ পরিত্যাগ না করে, তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু। অবশেষে ঐ লোকের প্রতি বিনাশ উপস্থিত হইবে, কেননা অনেকে উদরকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া লজ্জাকর বিষয়ে শ্লাঘা করিয়া থাকে, এবং সংসার বিষয়ে আসক্ত থাকে। যাহারা সংসারের বিষয়ে আসক্ত থাকে, তাহাদের খ্রীষ্টকে প্রেম করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহারা সংসারের পক্ষে হত না হইয়া সংসারের পক্ষে জীবৎ থাকে। কিন্তু পৌল সর্ব্বপ্রকার সংসারের পক্ষে হত হইল। ও সংসারের যে সকল পাপাভিলাষ, তাহার বশীভূত না হওনেতে সংসার তাহাকে কহিল, যাও, তুমি আমার পক্ষে মরিলা, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। এই নিমিত্তে পৌল আরো কহে, ইন্দ্রিয়াদির যে সকল কর্ম্ম, তাহা খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছি। অতএব আইস, আমরা আত্মার সম্বন্ধে সজীব হওয়াতে, আত্মার ভাবে আচার ব্যবহার করি, ও অভিমানী না হইয়া পরস্পর ব্যঙ্গ দ্বেষাদি ত্যাগ করি।

দেখ, পাপের বেতন যে মৃত্যু, তাহাহইতে খ্রীষ্টের ক্রুশদ্বারা মুক্তি পাইয়াছি, এই কারণ পাপের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই ক্ষণে তোমাদের মধ্যে এমন কথা কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারে? এবং কোন্ ব্যক্তি বা বলিয়াছে ও বলিতেছে, যে সংসারের পক্ষে আমি হত, ও সংসার আমার পক্ষে হত। আহা, আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির যে সকল কামনা তাহা খ্রীষ্টের ক্রুশেতে বিদ্ধ করিয়াছি, যাহারা এমন কথা বলিতে পারে, তাহাদের চরণ কেমন ধন্য! তাহারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। ইহা যদি বলিতে পারিতা, তবে তোমরা অনেক দিনাবধি দেবপূজক লোকদের সাক্ষাতে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতা। কিন্তু বোধ করি, তাহা না হইতে পারিবে; ভয় আছে, কি জানি তোমাদের দোষে ঈশ্বরের নামের নিন্দা হইতেছে; ও তোমরা খ্রীষ্টের ক্রুশের বিঘ্নকারী হইতেছ, ইহাও সত্য বটে। আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান লোক হউক, কিম্বা উপদেশক লোক হউক, অথচ বালক কি বালিকা হউক, অনেকে শয়তানের প্রবঞ্চনাতে প্রবঞ্চিত হইয়া পতিত হইতেছে। বিশেষতঃ প্রভুর কথা ধরিয়া বিবেচনা কর; যে কেহ কামভাবে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি তখনি আপন মনে২ ব্যভিচার কর্ম্ম করিল। আমরা কত লোক শয়তানকে সম্মান করিয়া থাকি! অধিক লোক। যেহেতুক আমরা অন্যায় অস্বীকার করি না, ও পরের মঙ্গল করিতে চেষ্টান্বিত হই না। আমাদের মধ্যে অধিক গোলমাল ও অনেক বিবাদ ও চাতুরী ও হিংসা ও দ্বেষ দেখা যাইতেছে। ইহাতে আমরা কি বলিতে পারি, যথা, সংসারের পক্ষে আমি হত, ও সংসার আমার পক্ষে হত? ইহা কদাচ আমরা বলিতে পারি না; যেহেতুক আমাদের দোষেতে ঈশ্বরের নামের নিন্দা হইতেছে। এই ক্ষণে হে বঙ্গজ ভ্রাতৃগণ, সাবধান, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, ও তাহাকে ফেলিয়া দিও না; কেননা অনেকেই তাঁহার দয়াকে ফেলিয়া দিয়াছে, ও ফেলিয়া দিয়া থাকে, ইহাও সত্য, তাহা তোমরা আপন আপন অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ।

ব্যবহারদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ম্ম প্রকাশ পায়; অতএব যাহারা মন্দ কর্ম্মদ্বারা বিধর্ম্মাচারী হইয়া ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন থাকে, ও শয়তানের আজ্ঞার বশীভূত হয়, তাহাদের প্রতি যোহন প্রকাশিতের ২২ অধ্যায়ের ১৫ পদের কথা সফল হয়, যথা, কুক্কুরবৎ ও মায়াবী ও বেশ্যাগামী ও নরহত্যাকারী ও দেবপূজক এবং মিথ্যাকে প্রিয়জ্ঞানকারী ও মিথ্যার উৎপাদক, এই সকল লোকেরা স্বর্গহইতে বহির্ভূত হইবে। তাহাও কেবল নয়, বরঞ্চ তাহারা এই পৃথিবীমধ্যে প্রভুর পবিত্র ও ধর্ম্মময় মণ্ডলীহইতে বহির্ভূত হইবে। যেমন পৌল বলেন, যাহারা দুষ্কর্ম্মকারী হয়, তাহাদিগকে মণ্ডলীহইতে বহির্ভূত কর; এমন দুষ্কর্ম্মকারি লোকের সহিত আহার ব্যবহার করিও না, ও তাহাদের হইতে পৃথক হও। তবে হে প্রভুর সহবর্ত্তি ভ্রাতৃগণ, পাপিগণকে শেষ দিনেতে যে কথা বলা যাইবে, তাহা ভবিষ্যদ্বাক্য কথাতে শুনিলা; বড় ভয়ঙ্কর কথা। হায় ২ যাহাদের প্রতি এতদ্রূপ কথা হইবে, তাহাদের তখন কি দশা ঘটিবে? বড় ভয়ানক কথা, এপ্রকার, যে তোমরা আমার নিকটহইতে বাহিরে যাও। এমন কথা ঈশ্বর কহিলে কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবা? ও কে তোমাকে আশ্রয় দিবে? ও কে বা তোমার আশ্রয়স্বরূপ হইবে? কেহই নয়। যীশু ব্যতিরেক সেই দিনে কেহই তোমার বন্ধু হইবে না। শীঘ্র করিয়া পৌলের সঙ্গী হইয়া ইন্দ্রিয়াদির যে কর্ম্ম তাহা খ্রীষ্টের ক্রুশের উপরে বিদ্ধ কর; ও পাপের নিমিত্তে এমন ক্রন্দন কর ও বিলাপ কর, ও বল, হে প্রভো, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আমি কদাচ তোমাকে ছাড়িব না। তুমি যে আমার নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, ও আপন রক্তপাতদ্বারা আমাকে কিনিয়াছ, তাহা যেন আমার নিকটহইতে মিথ্যা ফিরিয়া না যায়। তবে এখন দেখ, পৌল প্রেরিত সংসারহইতে আপনাকে বহির্ভূত করিলে শয়তান তাহার নিকটে আর আসিতে পারিল না, যেহেতুক তাহার যত কিছু মান ও সম্ভ্রম ও জাত্যভিমানে ও ব্যবস্থাপালনে আত্মগৌরব ছিল, তাহা খ্রীষ্টের নিমিত্তে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিল, এবং

শয়তানকে কহিল, যাও, দূরে থাক, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

আশ্চর্য্যরূপে নরহত্যার প্রকাশিত হওন।

এক দিন বসরা নগরহইতে এক নৌকা বাগদাদ নগরে প্রস্থান করিলে কএক জন চড়নদার সেই নৌকাতে উঠিয়াছিল। পথিমধ্যে নাবিকেরা তাহাদের এক জনকে নিদ্রাগত দেখিয়া কৌতুকার্থে ভেড়ীতে বদ্ধ করিলে নৌকাস্থিত তাবৎ লোক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে পরিহাস করিতে ২ কাল কাটাইল। পরে গন্তব্য স্থানের নিকট উপস্থিত হইলে যখন নাবিকেরা তাহাকে মুক্ত করিতে চাহিল, তখন ভেড়ীর চাবি কোন স্থানে পাওয়া গেল না। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিতে মিথ্যা শ্রম করিলে পরে নাবিকেরা লোক পাঠাইয়া ভেড়ী খুলিবার নিমিত্তে এক জন কর্ম্মকারকে আনাইল। সেই ব্যক্তি যখন আইল, তখন বলিল, শাসনকর্ত্তার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি ইহার বন্ধন খুলিতে পারি না; কি জানি এ ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত বিচারস্থানে আনীত হইবার নিমিত্তে বদ্ধ হইয়াছে; তোমরা তাহার বন্ধু, এ জন্যে তাহাকে মুক্ত করিতে চাহ। তাহাতে নাবিকদের মধ্যে কেহ২ শাসনকর্ত্তাদের নিকটে গেলে তাহারা তাহাদের কথার সত্য মিথ্যা জানিবার জন্যে এক জন পদাতিককে নৌকায় পাঠাইল। সেই পদাতিক গিয়া সকলের কথা শুনিয়া সন্দেহ করাতে কহিল, এই মনুষ্যকে মুক্ত করিতে আমার অধিকার নাই। তখন তাহারা ঐ বদ্ধ ব্যক্তিকে বহন করিয়া সকলে শাসনকর্ত্তাদের নিকটে চলিল। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে অনেক লোক সমাগত হইল, কারণ নগরনিবাসিরা বোধ করিল যে সেই ব্যক্তি কোন দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত ধৃত হইয়া দণ্ড পাইবার নিমিত্তে বিচারস্থানে নীত হইতেছে। এই জন্যে সকলে তাহাকে দেখিতে ও তাহার দোষ জানিতে চেষ্টা করিলে হঠাৎ লোকারণ্যের মধ্যহইতে এক ব্যক্তি লম্ফ দিয়া সেই বদ্ধ লোকের গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, দুই বৎসরাবধি ইহাকে ধরিতে যত্ন করিতেছি, এখন পাইলাম; এ আমার

ভ্রাতার সম্পত্তি লুট করিয়া প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। ইহা বলিয়া সে তাহাকে আর ছাড়িল না, এবং শাসনকর্ত্তার নিকটে আইলে পরে আপনার কথা এমত স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিল, যে সেই ব্যক্তির দোষ নিশ্চিত হওয়াতে তাহার প্রাণদণ্ড করা গেল।

পিতার স্বপ্নদর্শন।

পিতা কহিতেছেন, এক দিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, বিচার-দিন উপস্থিত হইল। বিচারকর্ত্তা শুভ্রবর্ণ বৃহৎ সিংহাসনে বসিলে তাবদ্দেশীয় মনুষ্য সকল তাঁহার সম্মুখে একত্র হইতে লাগিল। আমার ভার্য্যা এবং আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলাম, কিন্তু আপনাদের সন্তানদিগকে দেখিতে পাইলাম না। তাহাতে আমি সহ্য করিতে না পারাতে তাহা-দের অন্বেষণে গিয়া দেখিলাম, তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া বিচারকর্ত্তার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমার দেখা পাই-বামাত্র তাহারা ত্বরায় আমাকে ধরিয়া ভয়পূর্ব্বক কহিল, হে পিতঃ, আমাদের বিয়োগ না হউক। আমি কহিলাম, হে প্রিয়েরা, যদি সাধ্য হয়, তবে এই মহাসঙ্কটহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, এই চেষ্টাতে আইলাম। পরে আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বিচারকর্ত্তার সম্মুখে গেলাম, কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমার এই সন্তানেরা এখন তোমার সঙ্গ ছাড়ে না কেন? জীবন থাকিতে তাহারা তোমার উপদেশ মানিত না, এখন তোমার সঙ্গে স্বর্গীয সুখের ভাগী হইতে পারে ন। হে শাপগ্রস্তেরা, দূর হও। তাঁ-হার এই কথাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে মন দুঃখসাগরে মগ্ন হইল। অল্প দিন পরে বিশ্রামবারের সন্ধ্যাসময়ে আমার সন্তান সকল আমার চতুর্দ্দিগে বসিলে আমি সেই স্বপ্নদর্শনের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইলাম তাহাতে প্রথমে এক জন, পরে আর এক জন ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বর তাহাদের মনে চেতনা জন্মাইলেন। সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন ত্রাণ-কর্ত্তা ঈশ্বরেতে আশ্রয় লইয়া পরমানন্দিত আছে, এবং বোধ হয়, অবশিষ্ট দুই জনও ধর্ম্মের বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে।

উপদেশক।

ফিব্রুয়ারি ১৮৫২ (৬২) মূল্য ২ আনা।

দয়ালু বালক।

ইংলণ্ড দেশের কোন নগরে এক বিধবা স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার চার্লি নামক একমাত্র পুত্র ছিল। সেই বালকের নয় বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সে প্রতিদিন আপন বসতিনগরের এক বড় কারখানাতে যাইয়া কর্ম্ম করিত। সমস্ত দিন আকাশ ও ক্ষেত্র ও বৃক্ষ ও ফল ও পুষ্প না দেখিয়া চারি ভিত্তির মধ্যে থাকিয়া কর্ম্ম করা তাহার দুঃখের বিষয় বোধ হইল না, বরং কর্ম্ম না পাইলে তাহার মনে দুঃখ হইত, কারণ সে কেবল আপনার জন্যে তাহা নয়, মাতার জন্যেও শ্রম করিত, এবং প্রতি শনিবার রাত্রিতে সাপ্তাহিক বেতন ঘরে লইয়া যাইত, এবং আনন্দ পূর্ব্বক সমস্তই মাতাকে দিত। বোধ হয়, সাধ্য মতে বিধবা মাতার উপকার করা যে তাহার উচিত, তাহা সে অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু অজ্ঞাত হইলেও সে স্বাভাবিক দয়া প্রযুক্ত মাতার উপকার করিত, যেহেতুক সে সকলের প্রতি দয়ালু ছিল, এবং যে কাহারও উপকার করিতে তাহার সাধ্য ছিল, তাহার উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল, তাহাতে সকল লোক তাহাকে ভাল বাসিত।

ঐ দেশের রীতি অনুসারে সে প্রতিদিন দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পরে এক ঘণ্টার ছুটী পাইয়া ঘরে গিয়া অতি ত্বরায় আহার করিত, পরে পুনরায় কারখানাতে আসিত। কখন২ আসিবার সময়ে মাতার দত্ত একটি ফল খাইত, এবং সর্ব্বদা প্রফুল্ল মন প্রযুক্ত তাহার মুখমণ্ডলে আন্তরিক সুখ প্রকাশ পাইত। যত

লোক তাহার সহিত কর্ম্ম করিত, কিম্বা তাহাকে চিনিত, সকলে তাহাকে সুশীল চার্লি বলিয়া ডাকিত।

চার্লির পিতাও কর্ম্মকার ছিলেন, পরে ক্ষয়রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এবং তাঁহার রোগের ও কবর দেওনের ভারি ব্যয় প্রযুক্ত মরণের পরে তাঁহার স্ত্রী দীনহীনা হইয়াছিল। তথাপি সে ঠিকা চাকরাণীর কর্ম্মদ্বারা আপনার এবং আপনার এক কন্যার ও এক পুত্রের প্রতিপালন করিত। চার্লি নয় বৎসর বয়ঃক্রমাবধি মৃত পিতার মত কর্ম্মে যাইয়া অল্প কালের পরে বেতন পাওয়াতে মাতার সাহায্য বিলক্ষণরূপে করিত, কিন্তু জেন নামে তাহার যে ভগিনী ছিল, সে যদ্যপি বয়সে বড় ছিল, তথাপি তাহাদ্বারা মাতার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভারের বৃদ্ধি হইত, কারণ সে অলসা এবং সুন্দর পরিচ্ছদে রত ছিল, এবং বাতায়নের নিকটে কিম্বা পথের মধ্যে বেড়াইতে ভাল বাসিত। প্রাতঃকালে সে মলিন বস্ত্রে এবং ছিন্নভিন্ন কেশে ঘরে বসিয়া থাকিত, পরে বৈকালে সাধ্য মতে সুন্দর বস্ত্র পরিয়া অন্য ২ অলসা বালিকার সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইত। তাহার কারণ এই, যে যাবৎ পিতার জীবন ও কর্ম্ম ছিল, তাবৎ পরিবারের দুঃখ না হওয়াতে মাতা সেই কন্যাকে কর্ম্মে ও শিষ্টাচারে চেষ্টান্বিত হইতে শিক্ষা দিত না; তাহাতে দুঃখের সময়ে কন্যার অশিষ্টাচার প্রযুক্ত মাতার মন শোকসাগরে মগ্ন হইল, কেবল পুত্রের সদাচার তাহার সান্ত্বনাজনক হইল। ধর্ম্ম বিষয়ে নিজ ভগিনী অপেক্ষা চার্লির অধিক জ্ঞান কিম্বা চেষ্টা ছিল, তাহা নয়। তাহাদের পিতা মাতা ধর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী ছিল, সুতরাং সন্তানদেরও চেষ্টা জন্মিল না। চার্লির বিধবা মাতা প্রভুর দিন না মানিয়া বিশ্রামবারে ক্ষেত্রমধ্যে বেড়াইতে তাহাকে পাঠাইত। সে ঐহিক ভাবনাতে মগ্না, কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে নিশ্চিন্তা ছিল। তাহা না হইলে কন্যার শাসন করিতে ত্রুটি করিত না।

চার্লি দুই প্রহরের সময়ে ঘরে গিয়া সর্ব্বদা যে প্রচুর খাদ্য পাইত, তাহা নয়। মাতা যখন ঠিকা চাকরাণীর কর্ম্ম করিতে বাহিরে যাইত, তখন কন্যা ঘরে না থাকিলে ঘর বন্ধ করিয়া

চাবি সঙ্গে লইয়া যাইত, তাহাতে কখন ২ চার্লি যখন আইল তখন দেখিল, মাতা আইসেন নাই। সুতরাং ঘর বন্ধ থাকাতে সে বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিত্তিতে গাত্র দিয়া মাতার অপেক্ষা করিত। এমন সময়ে মাতা নিজ কর্ম্ম সমাপ্ত করিবামাত্র দৌড়িয়া আসিত, কারণ ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে অন্ন দিতে সে ব্যস্তা হইত।

এক দিন অধিক বিলম্ব হইল, কারণ মাতা যে বাটীতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে সেই দিনে অধিক কর্ম্ম হইয়াছিল। তথায় যাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাতঃকালে সে কাঁচা মাংস তরকারি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাকস্থালীতে অগ্নির উপরে রাঁখিয়া দুই প্রহরে অতি সুস্বাদু হইবে ভাবিয়া কর্ম্মে গিয়াছিল। চার্লি তাহা জ্ঞাত হওয়াতে ভিতরে যাইতে বড় ইচ্ছা করিল। শেষে মাতার দেখা পাইল, সে চাবি হস্তে করিয়া এমত শীঘ্র দৌড়িয়া আসিতেছিল, যে উপস্থিত হইবার সময়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ থাকাতে প্রথমে একটি কথাও কহিতে পারিল না, তথাপি ঘর খুলিয়া দিলে উভয়ে প্রবেশ করিল।

কি দুঃখের বিষয়! পাকস্থালীর নিকটে গমন করিলে দেখা গেল, অগ্নি অতি শীঘ্র নির্ব্বাণ হওয়াতে তন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ কাঁচা মাংস তরকারি আছে, তাহা খাইবার যোগ্য নহে। মাতা অবাক্ হইয়া রহিল। চার্লি ঘড়ীর দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল দুই ঘণ্টা শীঘ্র বাজিবে, কর্ম্মে যাইবার সময় হইল। পরে মাতার মুখ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সে মনের দুঃখ প্রযুক্ত ক্রন্দন করিতে উদ্যত আছে। তখন সে মাতাকে কহিল, ভাবনা নাই, আজি রুটী মাখনের দিন হউক, আর এক বার অগ্নি জ্বালাইয়া অন্ন পাক করিব। তাহার এই কথার ভাব কি ছিল, তাহা বলি। কখন ২ শনিবারে বেতন পাইবার পূর্ব্বে এক দিন কিম্বা দুই দিন অর্থের ও খাদ্য দ্রব্যের অভাব প্রযুক্ত তাহারা পাক করিতে না পারাতে কিঞ্চিৎ রুটী মাখন কিম্বা রুটী পনীর খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিত। ইহাতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় লোকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, অতএব পাঠকেরা জানিবেন যে বিলাতে রুটী মাখন পনীর এই কএক দ্রব্য অল্পমূল্যে পাওয়া যায়, কিন্তু জ্বালাইবার নিমিত্তে কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তরাকার কয়লা বহুমূল্যে

ক্রয় করিতে হয়। মাতা চার্লির কথা বুঝিল, এবং তাহার আর অবকাশ নাই, ইহা জানিয়া রুটী ও ছুরী লইয়া একটি বড় আর একটি ছোট খণ্ড রুটী কাটিয়া মাখন দিয়া বালকের হস্তে রাখিল। পরে সে দুই হস্তে দুই খণ্ড লইয়া চলিয়া গেল।

যাইবার সময়ে সে বিবেচক বালকের মত প্রথমে ছোট খণ্ড খাইতে লাগিল। অল্প দূর গেলে পরে পথের মধ্যে এক দরিদ্র প্রাচীন কাফ্রি লোকের দেখা পাইল। সে জরা ও ক্ষুধা প্রযুক্ত অতি দুর্ব্বল এবং চিন্তাতে মগ্ন ছিল। চার্লি যখন তাহার নিকট দিয়া গেল, তখন সেই দুর্ভাগ্য বিদেশি লোক বালকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিল না। কিন্তু চার্লি দয়ালু হওয়াতে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া সেই বৃদ্ধের হস্ত স্পর্শ করণ পূর্ব্বক আপনার যে বড় রুটীখণ্ড খাইতে আরম্ভ করে নাই, তাহা দেখাইয়া বলিল, এই লও। ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি চক্ষু উন্মীলন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পূর্ব্বক হস্ত বিস্তার করিয়া রুটী গ্রহণ করিল, এবং তাহার মুখের আকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল, কিন্তু চার্লি অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া চলিল। দুই এক ক্ষণের পরে ঐ কাফ্রী আসিয়া বালকের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া অশুদ্ধ ভাষাতে কহিল, তুমি দয়ালু, রুটী দিলা। এক দয়ালু স্ত্রী বহি দিল। আমি বহি বিক্রয় করিব না, তোমাকে দিলাম, পাঠ করিলে অমর হইতে শিখিবা, ইহা বলিয়া সে এক খান ট্রেক্ট বাহির করিয়া বালককে দিল। চার্লি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া জেবে রাখিয়া কারখানার দিগে দৌড়িয়া গেল।

সেই দিনে বৃষ্টি এবং শীত বোধ হইল, অতএব সন্ধ্যাকালে চার্লি ঘরে আসিয়া আনন্দ পূর্ব্বক রুটী ও চা খাইল। পরে সে অতি ক্লান্ত হইল, কারণ মধ্যাহ্নকালে অনাহারে থাকিয়াও সমস্ত দিন শ্রম করিয়াছিল। অতএব তাহার মাতা বাসন প্রভৃতি দূর করিয়া যখন বস্ত্র সারিবার নিমিত্তে ছোট মেজের নিকটে বসিল, তখন চার্লি এক খান বড় চৌকী লইয়া অগ্নির নিকটে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে বসিয়া নিদ্রা গেল। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহার ভগিনী ঘরে আসিয়া একেবারে অগ্নির নিকটে গিয়া ঐ বৃহৎ চৌকী ধরিয়া লড়াইতে লাগিল, এবং অস-

সন্তুষ্ট মনে কহিল, চার্লি, আমি এখানে বসিয়া তাপ লইতে চাহি, তুমি কেন সমস্ত সুখ আপনি ভোগ করিবা? এই কথাতে চার্লি জাগ্রৎ হইয়া আলস্য ছাড়িবার মত মস্তকের উপর দিয়া হাত লম্বা করিল। এবং মাতা জেনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, কিন্তু চার্লি চৌকীহইতে উঠিয়া বলিল, ও মা, অসন্তুষ্ট হইও না, জেন বসুক, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ আমি প্রদীপের নিকটে দাঁড়াইতে চাহি। ইহা বলিয়া সে মেজের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, পরে বৃদ্ধ কাফ্রির দত্ত বহি মনে পড়াতে তাহা জেবহইতে বাহির করিয়া বলিল, ও মা, এই দেখ, আজি এক জন অল্পবুদ্ধি কাফ্রী এই বহি দিয়া আমাকে বলিয়াছিল, ইহা পাঠ করিলে অমর হইতে শিখিবা। মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস পূর্ব্বক কহিল, হে বৎস, এ বহি যদি অমরতার পথ দেখায়, তবে আশ্চর্য্য বহি বটে, কিন্তু বল, সেই কাফ্রী তোমাকে বহি দিল কেন? চার্লি সর্ব্বদা সত্য কহিত। সে যে আপনার রুটী ঐ লোককে দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলে নাই, পরে ঐ প্রকার জিজ্ঞাসিত হওয়াতে কহিল, বোধ হয় সেই ব্যক্তি দানশীল, আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ রুটী দিলে সে তাহার পরিশোধরূপে এই বহি আমাকে দিল। এখন আমরা দেখি, অমরতার কি পথ দেখায়।

পরে চার্লি নিঃশব্দরূপে সেই বহি পাঠ করিতে লাগিল। সমাপ্ত হইলে দুই গালে দুই হস্ত দিয়া মেজের উপরে দুই কণুই বসাইয়া মাতার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাকে এই প্রকার চিন্তাতে মগ্ন দেখিয়া মাতা ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, কি হইল?

বালক উত্তর করিল, বোধ হয়, আমি যেমন অনুমান করিয়াছিলাম, তেমনি সেই দুর্ভাগ্য কাফ্রী অল্পবুদ্ধি নহে। আমি বুঝিয়াছিলাম, পিতার মত যাহাতে আমাদের মৃত্যু না হয়, এমত অমরতার কথা এই পুস্তকে লিখিত আছে, তাহার কথার এই ভাব ছিল। কিন্তু সে নয়। দেখ, এই বহিতে পরকালীয় জীবন ও তাহা পাইবার উপায়, এবং অনন্তকালীয় মৃত্যু এড়াইবার উপায়, এই সকল কথা লিখিত আছে। এখন আমি

কাফ্রির কথা বুঝিলাম। যদ্যপি তাহাকে অল্পবুদ্ধি জ্ঞান করিয়াছিলাম, তথাপি আমা অপেক্ষা তাহার অধিক জ্ঞান আছে, ইহা জানিতে পাইলাম।

মাতা কহিল, ইহা পাঠ করিলে মনের সুখ হইতে পারে, এমন বোধ হয়।

বালক উত্তর করিল, ও মা, শুন না, ইহাতে কি লেখা আছে? ধর্ম্মপুস্তক দেখিয়া সকলই জানিবার চেষ্টা করিতে হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিতে চাহেন, এবং আমরা যেন সেই জীবন পাই, এই জন্যে যীশু খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, এই যে সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, তাহা দেখিতে হয়। আরও শুন, এই স্থানে কি বলে? ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা কর, কেননা তাহাদ্বারা তোমাদের অনন্ত জীবন হয়, এমন বোধ করিয়া থাক, আর তাহাই আমার বিষয়ে প্রমাণ দেয়। কিন্তু তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার নিকটে আসিতে চাহ না। ও মা, আমি এই সকল পাঠ করিতে বাঞ্ছা করি। ঠাকুরদাদার ধর্ম্মপুস্তক কি তোমার কাছে আর নাই?

মাতা কহিল, ও আমার প্রাণ, সত্য, তোমার জন্মের পূর্ব্বকালাবধি যে ঐ কুঠরীর উচ্চ আল্মারীতে আছে। তোমার পিতা কখন২ তাহা পাঠ করিতেন; আমি কাল নামাইয়া দিব, ঘরে আইলে পাঠ করিতে পাইবা।

পরদিনের সন্ধ্যাকালে সেই পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক মেজের উপরে ছিল। চার্লি তাহার নানা স্থান দেখিল, কিন্তু পূর্ব্বে কখনো ধর্ম্মপুস্তক পাঠ না করাতে কোথায় দেখিতে হয়, তাহা জানিল না, এই জন্যে যাহা পাঠ করিতে চাহিয়াছিল তাহা পাইতে পারিল না। পরে এক২ পাত ফিরাইয়া কহিল, ও মা, ইহা পাঠ করা অনেক দিনের কর্ম্ম, বোধ হয় যাবজ্জীবনের মধ্যে এক বার সমস্ত পাঠ করা ভার।

মাতা উত্তর করিল, হে বৎস, সমস্তই পাঠ করা অনেক দিনের কর্ম্ম বটে, আর আমি লেখা পড়া বড় জানি না, কিন্তু তোমার ঠাকুরদাদার মাতা তাহাকে প্রতিদিন এই পুস্তকের কিঞ্চিৎ পাঠ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, ইহা তোমার পিতার মুখে

শুনিয়াছি, এবং তিনি বলিতেন, প্রতিদিন তিন অধ্যায় পাঠ করিলে এক বৎসরের মধ্যে সমপূর্ণ ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া চার্লি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ও মা, কি বল? প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তিন অধ্যায় পাঠ করিতে কি পারিব না? আমি এক বার চেষ্টা করিব। বোধ হয় ইহা অপেক্ষা ঠাকুরদাদার ধর্ম্মপুস্তক ছোট ছিল। যা হউক, আমি দেখিব। এই বড় গ্রন্থখানা যদি এক বৎসরের মধ্যে পড়িতে পারি, তবে যাহা জানিতে চাহি তাহা জানিব; এবং সেই কাফ্রী যে বহি দিয়াছিল, তাহার কথা বুঝিব। তুমি কি বল?

মাতা কহিল, সত্য বলিলা, কিন্তু দেখ, ধর্ম্মপুস্তকের দুই ভাগ আছে, একটা আদিভাগ, আর একটা অন্তভাগ। তুমি যাহা পাইতে চাহ, বোধ করি তাহা অন্তভাগে থাকিবে, কারণ তাহারই মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের কথা আছে।

বালক জিজ্ঞাসা করিল, অন্তভাগ কোথায়?

মাতা উত্তর করিল, এই গ্রন্থে দুই ভাগ আছে, পাত ফিরাইলে দেখিবা।

বালক তদ্রূপ করিয়া যখন অন্তভাগের আরম্ভ দেখিল, তখন বলিল, ও মা, এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলে অনেক সময় যাইবে, আমি কি এক ভাগের দেড় অধ্যায় পড়িয়া আর এক ভাগের দেড় অধ্যায় পড়িতে পারি না? আর আমি দেখিতেছি, অন্তভাগ অপেক্ষা আদিভাগ বড়, আদিভাগের দুই অধ্যায় পাঠ করিয়া অন্তভাগের এক অধ্যায় পড়িলে কি হইবে না? কি বল?

তদবধি চার্লি ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ আরম্ভ করিয়া শীতকালে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐ গোলাকার মেজের নিকটে বসিয়া তিন অধ্যায় পাঠ করিত, এবং মাতা বালককে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছাতে আনন্দ পূর্ব্বক শ্রবণ করিত। জেন প্রথমে অসন্তোষও দেখাইল না, সন্তোষও দেখাইল না। কিঞ্চিৎ কাল পরে সে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া পাঠ করিবার সময়ে অস্থির হইয়া নানা প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। ইহার সত্য কারণ তাহার মাতা ও ভ্রাতা না জানাতে, এ কেবল তাহার স্বাভাবিক অশিষ্টতার ফল হইবে, এমন বোধ করিত। কিন্তু সত্য কারণ এই যে

ধর্ম্মপুস্তকের কথাদ্বারা পাপ বিষয়ে তাহার ভয় জন্মিয়াছিল, কারণ সে যে খ্রীষ্টের আজ্ঞার বিপরীতাচারিণী ইহা বুঝিয়াছিল, এবং ভ্রাতা যখন নরকগামি পাপিদের দুর্দ্দশার বিবরণ পাঠ করিত, তখন সে ত্রাসযুক্তা হইত।

এক দিন মাতা ঘরে ছিল না, তথাপি চার্লি নিত্য ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মপুস্তক লইয়া, আজি নিঃশব্দরূপে পাঠ করিব, ইহা মনে২ বলিয়া মেজের নিকটে বসিল। তখন জেন কহিল, ও চার্লি, শুন, তুমি সেই পুস্তক পড়িতে কি কখনো ক্লান্ত হইবা না?

চার্লি উত্তর করিল, যদি শুনিতে না চাহ, তবে নিঃশব্দে পাঠ করিব; কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে চাহ না, ইহার কারণ আমি বুঝি না।

জেন কহিল, কারণ এই যে শুনিলে ভয় জন্মে, এবং ধার্ম্মিক হইবার ইচ্ছা জন্মে।

এই কথাতে চার্লি হাসিতে প্রস্তুত হইল, তথাপি হাস্য না করিয়া বলিল, শুন, জেন, এমন যদি হয়, তবে এই উত্তম পুস্তক বটে, এবং ধার্ম্মিক হইবার ইচ্ছা জন্মিলে ধার্ম্মিক হওয়া দুঃসাধ্য নহে।

জেন কহিল, তুমি সর্ব্বদা ধার্ম্মিক, এই জন্যে ধার্ম্মিক হওয়া তোমার সহজ বোধ হয়। ইহা বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

চার্লি বলিল, কাল তুমি যখন ঘরে ছিলা না, তখন আমি মাতার কাছে একটি সুন্দর ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলাম, এক বার তাহা শুন। পরে সে শীঘ্র অনেক পাত ফিরাইয়া ফিরূশির ও করগ্রাহির দৃষ্টান্তকথা পাঠ করিয়া বলিল; শুন, জেন, আমি ধার্ম্মিক, ইহা যদি বলি; এবং তুমি মন্দ লোক, ইহা যদি বল, তবে আমি কি সেই ফিরূশির তুল্য হইব না? এবং তুমি কি সেই করগ্রাহির তুল্য হইবা না? তাহা হইলে যীশু খ্রীষ্ট আমাকে প্রেম না করিয়া তোমাকেই প্রেম করিবেন, এমত কি নয়? তিনি মনঃপরিবর্ত্তনের নিমিত্তে ধার্ম্মিকদিগকে ডাকিতে আইসেন নাই, পাপি লোকদিগকে ডাকিতে আসিয়াছেন, ইহা কি আপনি বলেন না?

চার্লির এই রূপ কথা শুনিয়া জেন আরও কাঁদিতে লাগিল।

সে অনেক কালাবধি মনেতে দুঃখিত ছিল, কারণ যে লোক আপনাকে দোসী জানে, তাহার অন্তরে কোন সুখ নাই। জেন আপনার পাপ বিসয়ে চেতনা পাইয়াছিল, এই জন্যে ঈশ্বরের কথা মনে পড়িলে ভীত হইত। সে ভয়েতে অতিশয় ব্যাকুল ছিল, কিন্তু রক্ষার পথ জানিত না।

চার্লি যথাসাধ্য ভগিনীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল। বিশেষতঃ ঐ কাফ্রী তাহাকে যে বহি দিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া তাহার মধ্যে লিখিত অনেক শাস্ত্রীয় বচন উত্থাপন করিল, কেননা খ্রীষ্ট যে পরিত্রাণের অদ্বিতীয় পথ, অতএব তাঁহার নিকটে আশ্রয় লওয়া পাপি লোকের উচিত, এবং আমাদের নিজ ধর্ম্মদ্বারা তাহা নয়, কেবল যীশুতে প্রকাশিত ঈশ্বরের কৃপাদ্বারা নরকহইতে রক্ষা হয়, এই সকল কথা তাহার মধ্যে লিখিত ছিল। তথাপি চার্লি আপনার ভগিনীকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে অসমর্থ হওয়াতে শেসে কহিল, শুন, জেন, তুমি এক কর্ম্ম কর। আমি মেরীর মুখে শুনিয়াছি, যে মেম সাহেব রবিবারের স্কুলে তাহাকে শিক্ষা দেন, তিনি সকলই জানেন, সমপূর্ণ ধর্ম্মপুস্তক বুঝেন, তুমি মেরীর সঙ্গে স্কুলে যাইয়া সেই মেম কি বলেন, তাহা শুন।

জেন স্কুলে যাইতে প্রথমে সম্মতা ছিল না, পরে মেরীর সহিত সেই স্থানে গেল। তাহাতে দুই তিন রবিবার পর্য্যন্ত কেহ তাহার প্রতি বিশেস মনোযোগ করিল না, কিন্তু তৎপরে যে মেম সেই বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেন, তিনি প্রথমে স্কুলে, পরে আপনার বাটীতে বার২ তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলে শেসে ঈশ্বরের অনুগ্রহে জেন উত্তম মেসপালক যীশুর নিকটে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। তদবধি পাপি লোকদের সেই প্রিয় ত্রাণকর্ত্তার অনুগ্রহে সে মনেতে সান্ত্বনা পাইল, এবং পূর্ব্বকালীয় দোষ ক্রমে২ ত্যাগ করিয়া সুশিষ্টা ও সদাচারিণী হইয়া উঠিল। তাহাতে সে আর মাতার বাধাজনক না হইয়া সাহায্য করিতে লাগিল, এবং মাতার প্রতিপালনার্থে শ্রম করিতে লাগিল, এবং যাহাদ্বারা পূর্ব্বে বার২ মাতার মনে দুঃখ হইয়াছিল, সে এখন আনন্দের কারণ হইল।

চার্লির অন্তঃকরণও আনন্দে প্রফুল্ল হইল। বিশেষতঃ জেন যে সময়ে পূর্ব্বদোষ ত্যাগ করিতে এবং মাতার সেবা করিতে বিশেষ যত্ন করিল, এমত সময়ে সে আহ্লাদ পূর্ব্বক হাততালি দিয়া কহিল, ও মাতা, ঐ কাফ্রী যদি আমাকে সেই বহি না দিত, এবং আমি যদি তাহাকে সেই রুটী না দিতাম—

মাতা কহিল, তবে বোধ হয়, আমরা আল্‌মারীহইতে ধর্ম্ম-পুস্তক নামাইয়া দিতাম না। আমি তাহা এত দিন তথায় গুপ্ত রাখিয়াছিলাম, আমার এই দোষ ঈশ্বর ক্ষমা করুন। তাঁহার মঙ্গলজনক কথা যেন মরণ পর্য্যন্ত আমার অতি বহুমূল্য, বরং উত্তর ২ প্রিয় বোধ হয়, এমত প্রার্থনা করিতেছি।

চার্লি যখন ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষাদ্বারা যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইল, তখনও পূর্ব্ববৎ দয়ালু থাকিল, বরং আরও দয়ালু হইল। এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার মন অধিক আনন্দে প্রফুল্ল হইল, এবং অন্য লোকেরাও যেন তাহার ন্যায় আনন্দিত হয়, এমত চেষ্টা সে করিতে লাগিল। আর যে অনুগ্রাহক ও দয়াময় ঈশ্বর পাপের দণ্ডহইতে মনুষ্যদের রক্ষার্থে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে দান করিলেন, তাঁহার প্রেমের বর্ণনা ধর্ম্ম-পুস্তকে পাঠ করিতে সে কখন ক্লান্ত হইল না।

প্রার্থনা।

ইহার ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে রায়াটেয়া নামক উপদ্বীপে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি লোকদের মনোযোগ হইতে লাগিল, সেই সময়ে এক দিন চারি জন মৎস্য ধরিবার জন্যে কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে এক খান ক্ষুদ্র নৌকাতে চড়িয়া সমুদ্রে গেলে হঠাৎ প্রবল বায়ু হওয়াতে তাহাদের নৌকা উল্টা-ইলে তাহারা সকলে জলেতে পড়িল। তাহারা সাঁতার দেওনে নিপুণ বটে, কিন্তু বাতাসের ও তরঙ্গের প্রবলতা প্রযুক্ত স্থলের নিকটে যাইতে অসমর্থ হইল। সেই চারি জনের মধ্যে দুই জন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল, আর দুই জন তখনও দেব-পূজক ছিল। যাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, তাহারা বলিল,

আইস, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তাহাতে তাহাদের দেবপূজক সঙ্গিরা কহিল, আগে প্রার্থনা কর নাই কেন? এখন প্রার্থনা করিলে কি ফল হইবে? আমরা তো জলের মধ্যে আছি। কিন্তু ঐ দুই জন খ্রীষ্টীয়ান অতি দৃঢ়রূপে প্রভুর প্রতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে প্রাণরক্ষার্থে উল্টান নৌকা ধরিয়া থাকিলে অকস্মাৎ এক হাঙ্গর আসিয়া তাহাদের এক জনকে আক্রমণ করিল, এবং অন্য তিন জন যথাসাধ্য সাহায্য করিলেও শেষে তাহাকে কাড়িয়া লইয়া গভীর জলে গিয়া গ্রাস করিল। সেই হতভাগ্য ব্যক্তি দেবপূজক। তাহার রক্তে জল নৌকার চারি দিগে লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে জুয়ার হইলে অবশিষ্ট তিন জন তীরের নিকটে উপনীত হইয়া যখন স্থলে উঠিতে প্রস্তুত হইল, তখন আর এক হাঙ্গর আসিয়া দ্বিতীয় দেবপূজক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গেল। সে উপকারার্থে চেঁচাইলেও তাহার দুই জন খ্রীষ্টীয়ান সঙ্গী সাহায্য করিতে পারিল না, কারণ উচ্চ তরঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগকে আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে যথাশক্তি যত্ন করিতে হইল। সেই উপদ্বীপ নিবাসি লোকেরা যখন এই ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিল, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে চেতনা পাইয়া, প্রভু যে প্রার্থনাশ্রবণকারি ঈশ্বর, ইহা বুঝিয়া তাঁহার বাক্যে মনোযোগ করিতে লাগিল।

কেবল খ্রীষ্টের ক্রুশে পৌলের শ্লাঘা করণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

পৌল কি প্রকারে যীশুর ক্রুশেতে শ্লাঘা করিল?

যীশুর মরণে পরিত্রাণ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, ইহা পৌলের সার কথা, ইহার কারণ তিনি বলেন, আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন আমার আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করা না হউক। যদি কোন লোক এক জন বদ্ধ ব্যক্তিকে কারাগারহইতে মুক্ত করে, তবে ঐ মুক্ত লোক তাহার কারণ শ্লাঘা করে,

কেননা সে তাহাকে মুক্ত করিয়াছে। ভাল, আদম অবধি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যসন্তানগণ পাপরূপ কারাগারে বদ্ধ হই-য়াছিল, এবং ঈশ্বর তাহাদিগেতে অসন্তুষ্ট আছেন; কিন্তু ঐ কারাগারহইতে কৃপাবান যীশু আপনি ক্রুশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিলেন, তন্নিমিত্তে পৌল খ্রীষ্টের ক্রুশেতে শ্লাঘা করিল। কেন ক্রুশেতে শ্লাঘা করিয়াছিল? তিনি খ্রীষ্টের ক্রুশকে স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠতম উত্তম বিষয় জানিয়া আ-স্বাদন পাইয়া তৎপশ্চাদ্গামী হইলেন। কেননা যে ব্যক্তি যে বিষয়ে দর্প করে, সে তাহার কোন নিগূঢ় গুণ জানিয়াই তদ্বিষয়ে দর্প করে; যেহেতুক বায়ুর সহিত পৌলের যুদ্ধ ছিল না। আমি জানি এবং দৃঢ় বিশ্বাস করি, পৌল নিশ্চয় জানিয়াছিল, যে ক্রুশের উপর আমার অনন্ত জীবনের দাতা টাঙ্গান ছিলেন। যখন পৌল কোন স্থানে প্রচার করিতে গেল, কিম্বা পত্র লিখিল, তখন কেবল যীশুর ক্রুশেতে অনন্ত জীবন, তাঁহা ভিন্ন আমি আর কিছু জানি না, ও আর কাহাতে শ্লাঘা করি না, এই কথাদ্বারা উপদেশ আরম্ভ করিল। এই খ্রীষ্টের সাহসেতে সে কাহাকেও ভয় করিল না; সে প্র-ধান২ যাজকদের ও অধ্যাপকদের ও ভয়ঙ্কর রাজাদের ও ভারি২ মহাসভাতে উপস্থিত হইয়া সাহস পূর্ব্বক প্রচার করিল। খ্রীষ্টের নিমিত্তে তাহার প্রতি যাহা২ ঘটিল, তাহা আনন্দ পূর্ব্বক প্রভুর নামেতে সহ্য করিল, ও যীশুকে সক-লের সাক্ষাতে প্রকাশ করিল। ইহাতে আমরা নিশ্চয় জানি যে তাঁহার ক্রুশহইতে মিষ্টতা ভোগ করিয়াছিল। হে প্রভুর সহভাগি লোক সকল, তোমরাও প্রভুর প্রিয় সেবক পৌলের ন্যায় ক্রুশে প্রেমকারী হইয়া ইহা বল, যথা, খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন আমার আর কোন বিষয়ে দর্প করা না হউক, ও তাঁহার ক্রুশ ভিন্ন আমি আর কোন বিষয় জানি না। ইহা যাহারা না বলে, ও যে বংশের মধ্যে দেখা না যায়, তা-হারা খ্রীষ্টের ক্রুশেতে কদাচ শ্লাঘা করিতে পারে না। তো-মরা জান না, যে আমাদের অনন্ত পরমায়ুঃ কোথাহইতে হয়? ও কে এমন অমূল্য ধন বিনামূল্যে দান করিতে পারে?

কেহই নয়, এই ক্রুশেতে হত খ্রীষ্টের ক্রুশকাষ্ঠেতে আমাদের ঐক্য ও তাবৎ জগতিস্থ লোকদের পরিত্রাণ ও অনন্ত পরমায়ুঃ গুপ্ত আছে, ইহা জগতের অত্যল্প লোক জানে। কিন্তু তাহার বিষয়ে যদি বাইবেল শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া সহায়কে পাইত, তবে তাহারা ঐ অনন্ত গুপ্ত ধনে বঞ্চিত হইত না। ইহাতে ধর্ম্মপুস্তকের বচন আমাদের মধ্যে সফল হয়, যথা, অনেকেই আহূত বটে, কিন্তু অল্প লোক মনোনীত। তোমাদের উচিত যে পৌলের প্রতি দৃষ্টি কর। সে কি প্রকার আচার ব্যবহার করিল? সে ক্রুশেতে হত প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া এমত আচার ব্যবহার করিল। যে শিষ্ট পুত্র আপন পিতা-মাতার সন্তোষার্থে আচরণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায়, কিম্বা বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় হইয়া সে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিল। এই কারণ জানা যায় যে সে ঈশ্বরের মনোনীত লোক ছিল। যীশু যে আমার নিমিত্তে প্রাণ দিয়াছেন, ও প্রাণ ব্যয় করিয়া আমাকে কিনিয়াছেন, ইহার নিমিত্তে আমি তাঁহার ক্রুশেতে শ্লাঘা করিয়া থাকি; অন্যেরা অন্য২ বিষয়ে শ্লাঘা করিয়া থাকে; করুক, কিন্তু আমি তাহা কদাচ করিব না, ইহা পৌল মনে২ বলিত। এবং প্রভুও তাহাকে এক জন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় আপনার প্রেমকারী জানিয়া সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেন, তৎপ্রযুক্ত সে কখন কোন বিষয়ে ভয় না করিয়া স্থিরচিত্ত হইয়া রহিল; যথা ১ থিষলনীকী ২ অ ২ পদেতে লিখেন; যথা, পূর্ব্বে আমরা ফিলিপী নগরে অনেক প্রকার দুঃখ ও অপমান সহ্য করিয়া ঈশ্বরের দ্বারা সাহস পাইয়া বহু যত্ন পূর্ব্বক নির্ভয়ে ঈশ্বরের সুসমাচার তোমাদের নিকটে প্রচার করিলাম, তাহাও তোমরা জ্ঞাত আছ। এই প্রকারে কোন আশঙ্কাতে কিম্বা বিপদে পড়িলেও সে ভয় করিল না; কিন্তু যখন প্রার্থনা করিল, তখনই যীশুহইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল; ও তাহার দ্বারা যীশু অনেক লোকদিগকে রক্ষা করিলেন। ইহাতে পৌল টের পাইল যে আমার প্রভু যীশুর ক্রুশহইতে কেমন উত্তম বস্তু মিলে। এখন পৌলের শ্লাঘার প্রাদুর্ভাব দেখ। ইস্রায়েল লোকেরা পরিত্রাণ পাইবার

ও পুণ্যবান গণ্য হইবার জন্যে এই প্রকার শ্লাঘা করিত, যে আমরা ইব্রাহীমের সন্তান, ইব্রাহীমহইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব; ও তাহাতে পরিত্রাণ পাইতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই, ও যিরূশালম নগরহইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব, ও যিরূশালম ও মন্দিরহইতে আমাদের পরিত্রাণ হইবে, ও ত্বক্‌ছেদদ্বারা ও ব্যবস্থা পালনদ্বারা আমরা পুণ্যবান গণিত হইব। কিন্তু পৌল বলেন, তাহা নয়, এই সকল বিষয়ে যাহারা শ্লাঘা করে, তাহারা কদাচ পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। যেহেতুক যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহদ্বারা পরিত্রাণ হয়; ব্যবস্থার ক্রিয়ার দ্বারা কিম্বা আর কোন প্রকারে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না; কিন্তু প্রতিজন ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া পুণ্যবান গণিত হইতে পারে, কেননা যাঁহার রক্তে বিশ্বাস করিতে হয়, এমন প্রায়শ্চিত্ত বলিস্বরূপ ঈশ্বর পূর্ব্বে যীশুকে নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব ক্রিয়ারূপ কর্ম্মদ্বারা পরিত্রাণ হওয়া অসম্ভব। এই প্রকারে পৌল সর্ব্ব প্রকার বিবেচনা করিয়া খ্রীষ্টের নিমিত্তে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহাও তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ। এবং বুঝ তাহার না ছিল ঘর, না ছিল কোন বাসস্থান, না ছিল বিষয় সামগ্রী, ও না ছিল তাহার স্ত্রীপুত্রাদি। আর তাহার যে সম্ভ্রম ও মানযুক্ত বংশাবলিতে আত্মশ্লাঘার হেতু, যে কোন প্রকার বস্তু ছিল, সে সকল খ্রীষ্টের কারণ লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিল। তবে পৌল কি খ্রীষ্টের কারণ অধিক শ্লাঘা করিতে পারিল না? অবশ্য তাহার শ্লাঘা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। এবং পশ্চাৎ দেখ খ্রীষ্টের কারণ তাহার প্রতি কি২ ঘটিয়াছিল। অন্য২ প্রেরিত অপেক্ষা তাহার এই সকল ঘটিল; তাহার প্রমাণ ২ করন্থী ১১ অধ্যায় ২৩ পদেতে; অন্যান্য প্রেরিতগণ অপেক্ষা বিস্তর পরিশ্রমে ও অসংখ্য প্রহারে ও অনেক বার কারাবন্ধনে ও অনেক বার প্রাণ সংশয়ে পড়িলাম। আমি যিহূদীয়দের হইতে পাঁচ বার ঊনচল্লিশ প্রহার, এবং তিন বার বেত্রাঘাত, এবং এক বার প্রস্তরাঘাত ভোগ করিলাম, এবং তিন বার জাহাজ ডুবিতে ঠেকিলাম; অগাধ জলে এক দিন এক রাত্রি ক্ষেপ করি-

লাম; এই রূপে অনেক বার যাত্রাতে, ও নদীসঙ্কটে ও দস্যুসঙ্কটে, ও স্বদেশীয়দের সঙ্কটে, ও বিদেশীয়দের সঙ্কটে, ও নগরসঙ্কটে, ও সমুদ্রসঙ্কটে; এবং ভাক্ত ভ্রাতৃগণের সঙ্কটে; এবং পরিশ্রমে ও ক্লেশে ও বার২ জাগরণে, ও ক্ষুধাতে, ও তৃষ্ণাতে, ও অনেক বার অনাহারে ও শীতে ও উলঙ্গতাতে কালক্ষেপ করিলাম; এবং নৈমিত্তিক সকল শ্রম ভিন্ন প্রতিদিন মণ্ডলীসমূহের তত্ত্বাবধারণের ভার আমার উপরে বর্ত্তে; এই প্রকারে অনেক ক্লেশ আমার প্রতি ঘটিয়া'ছিল, এই২ প্রকারে আমি তাঁহার ক্রুশের প্রতি শ্লাঘা করিতে পারি. কেননা আমি আপন শরীরেতে খ্রীষ্টের ক্রুশের চিহ্ন ধারণ করিয়াছি। কোন প্রেরিত কিম্বা কোন লোক পৌলের ন্যায় এমত ক্লেশ সহ্য করিয়া কি দর্প করিতে পারিল? কেহই নয়। সে এ প্রকার বলিল; যথা, খ্রীষ্টের ক্লেশ ভোগে যে কিছু ন্যূনতা ছিল, তাহা আমি তাঁহার শরীররূপ মণ্ডলীর নিমিত্তে নিজ শরীরে সম্পূর্ণ ভোগ করিতেছি। আর যদি কোন ব্যক্তির খ্রীষ্টের কারণ অধিক ক্লেশ হইল. কিন্তু সে ব্যক্তিও পৌল অপেক্ষা অধিক শ্লাঘা করিতে পারিল না। পৌল সুসমাচার প্রচার করিয়া যে চুপ করিয়া রহিল, তাহা নয়, বরঞ্চ ত্রাণহীন লোকেরা যেন যীশু খ্রীষ্টহইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনন্ত স্বর্গীয় বিভব প্রাপ্ত হয়, এই জন্যে তাহাদের অনন্ত কাল রক্ষাহেতু তাহাকে এই সকল সহ্য করিতে হইল। ইহাতে খ্রীষ্টের কারণ তাহার পরিশ্রম দেখ। মণ্ডলীতে উপদেশ দিতে হইল; যে দেবপূজকেরা মনের পরিবর্ত্তন করে নাই, তাহাদের নিকট রাত্রি দিন প্রচার করিতে হইল। রাত্রি দিন তাহার এই২ কারণ পরিশ্রমে বিশ্রামমাত্র ছিল না; ও মণ্ডলীতে যে২ প্রকার গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার শেষ মীমাংসা না হওন পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইল না। বিশেষতঃ প্রধান প্রেরিতদের মধ্যে পিতরের ও বার্ণব্বার ভুল দেখিয়া তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে ভর্ৎসনা করিল। কেননা এক সময়ে তাহারা সুসমাচারানুসারে ঠিক আচার ব্যবহার করে নাই। এবং যিরূশালমস্থ মণ্ডলীর মধ্যে যত দীনহীন গরিব ও অনাথ ও বিধবা তাহাদের উপকারার্থে অর্থ যোগাইয়া

তাহাদের দীনতা দূর করিল। সে ক্রুশে হত যীশুকে এই প্রকারে ভাল বাসিল, যে তাহার এক অঙ্গ নাশ স্বীকার করণ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টকে প্রেম করিতে ত্রুটি করিল না। তাহার আপন প্রতিপালনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। অন্য প্রেরিতেরা যেমন মণ্ডলীহইতে প্রতিপালিত হইত, তদ্রূপ সেও প্রতিপালিত হইতে পারিত, কিন্তু তাহাও সে চাহিল না, বরং আপন হস্তদ্বয়েতে পরিশ্রম করিয়া আপনার নির্ব্বাহ আপনি করিল, এবং বোধ করি, তাহার নিজ হস্তহইতে যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহা পরিমিতরূপে ভোগ করিয়া দীন হীন লোকদিগকে তাহার অংশ দিত। সে আপনি বলে, আমার প্রতিপালনের ভার কাহার উপরে দি না, আমার হস্তদ্বারা আমি আপনাকে প্রতিপালন করিতেছি, ও আমার হস্তদ্বয় শ্রম করিয়া আসিতেছে, ও আমার প্রতিপালন করিতে কাহাকে কখন বলিও নাই। তথাচ পৌল উচিত মত ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা ইহা বলিল, আমার প্রতিপালনের ভার তোমাদের উপরে আছে, তাহার প্রমাণ ১ করিন্থী ৯ অধ্যায় ৭ পদেতে ও অন্যান্য প্রমাণস্থানেতে মণ্ডলীকে জ্ঞাত করায়, আপন ধন ব্যয় করিয়া কে সংগ্রাম করিতে যায়? এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিয়া কে তাহার ফলভোগ না করে? এবং পশুপাল পালন করিয়া কে তাহার দুগ্ধ পান না করে? আর তোমাদের নিমিত্তে যদি পারমার্থিক বীজ রোপণ করিয়াছি, তবে শস্যের ন্যায় সাংসারিক বিষয়ের যে অংশী হইব, এ কি আশ্চর্য্য কথা? এই সকল কথা প্রমাণেতে যাহারা তাহা করিতে প্রবৃত্ত না হইল, তাহাদের পক্ষে দোষ বর্ত্তাইতে পারে, যেহেতুক ইহা ঈশ্বরের অভিমত ছিল। তবে পৌল যে এতাদৃশ প্রতিপালন চাহিল না, ইহার কারণ কি? কারণ এই, আমি যেন খ্রীষ্টের দিনেতে ক্রুশেতে দর্প করিয়া এই কথা বলিতে পারি; তোমার ক্রুশ পরম লভ্য জ্ঞান করিয়া সংসারের মধ্যে যত কিছু আমার লাভ ছিল, তাহা আপনার লাভের নিমিত্তে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিলাম। যাহারা শ্লাঘা করে, তাহারা পরমেশ্বরেতে শ্লাঘা করুক। যে জন আপনার প্রতিষ্ঠা করে, সে জন প্রতিষ্ঠিত নহে;

কিন্তু প্রভু যাহার প্রতিষ্ঠা করেন সেই প্রতিষ্ঠিত। কেননা আমি যাহা খ্রীষ্টের ক্রুশের কারণ প্রকৃত মতে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ মতে পরিত্যাগ করিয়াছি; এবং আমি যাহা ভগ্ন করিয়াছি, তাহা যদি আর বার গাঁথি, তবে আপনার দোষ আপনি স্থির করি, এবং আমি ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব হইবার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থাদ্বারা ব্যবস্থার সম্বন্ধে মৃত হইয়াছি। খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইলাম, তথাপি জীবিত আছি, কিন্তু সে আমি নহি, খ্রীষ্ট আমার মধ্যে জীবৎ আছেন। এই হেতু আমরা পাপসম্বন্ধে মৃত হইয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনাদিগকে সজীব করিয়া জ্ঞান করি, এবং যীশু কবরহইতে জীবৎ হইয়াছেন, এই নিমিত্তে যীশুর কারণ নিত্য মৃত্যুর মুখগত হই। এই২ প্রকারে অন্যান্য লোক অপেক্ষা পৌল খ্রীষ্টের ক্রুশেতে দর্প করিল। পৌল আরও কি পর্য্যন্ত খ্রীষ্টেতে শ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার এক দৃষ্টান্তকথা প্রভুর মুখহইতে নির্গত বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিব। মথি ১৩ অধ্যায় ৪৪ পদেতে, যথা, আর কেহ ক্ষেত্রমধ্যে আচ্ছাদিত যে ধন দেখিয়া গুপ্ত করিয়া রাখে, পরে আনন্দেতে যাইয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে, তাহার ন্যায় স্বর্গরাজ্য। এই দৃষ্টান্ত কথাতে আমরা পৌলের বিষয় কি বুঝিতে পারি? বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন স্থানেতে কোন প্রকার গুপ্ত ধন কোন লোক যদি দেখিয়া আইসে, তবে ঐ লোক কি করে? তাহার নিমিত্তে আনন্দিত হয়, এবং এমত লুকাইয়া রাখে, যে কোন লোক তাহা না জানিতে পারে, তাহার কুটুম্ব লোকদিগকেও কহে না, ও তাহার স্ত্রীপুত্রাদিদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করে না। এবং সে মনেতে এমত চিন্তা ও ভয় করে, পাছে আর কোন লোক শুনিতে পাইয়া কিম্বা অমুক স্থানেতে এমত মহামূল্য জিনিশ পাওয়া যাইতে পারে, ইহার অনুসন্ধান জানিয়া আসিয়াছে; কি জানি এমত ব্যক্তি আমার অগ্রে যাইয়া ঐ ভূমি ক্রয় করে, তন্নিমিত্তে ভূমি ক্রয়ার্থে টাকা দেওন পর্য্যন্ত অস্থিরমনা হয়, এবং তাহার কারণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে, আর তাহার যদি কিনিবার কিছু যোত্র না থাকে, তবে অল্প মূল্যে

অধিক ধন পাইব, ও অনেক দিবস পর্য্যন্ত বসিয়া আহার পাইব, কাহারো নিকটে যাইতে হইবে না, ও আহারের ও বস্ত্রের ও নানা প্রকার সুখের কারণ কোন লোকের খোশামদ করিতে হইবে না, ও অন্যান্য লোকেরা আমাকে কিছু অন্যায়রূপ বলিতে পারিবে না, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক সে ব্যক্তি কি করে? তাহার যে কোন বস্তু থাকে, তাহা অতি শীঘ্র করিয়া বিক্রয় করে; গোরু হউক, কিম্বা ধান্যাদি হউক, কিম্বা ভূমি হউক, কিম্বা তাহার যে কোন প্রকার ব্যবহার্য্য বস্তু থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা প্রস্তুত করে। এবং ঐ ভূমি কিনিতে যদি কোন প্রকার গৌণ বুঝে, তবে তাহার জন্যে আমলা লোকদিগকে কিছু পারিতোষিক পর্য্যন্তও দিতে ইচ্ছুক হয়, পশ্চাৎ কোন রূপে গোলমাল না হয়, তাহার কারণ পাট্টা লইয়া টাকা দিয়া ঐ বহুমূল্য গুপ্ত ধন কিনিয়া লইয়া আপনার হস্তগত না হওন পর্য্যন্ত বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় না। তেমনি পৌলের প্রতি বুঝা যাইতেছে, সেও এক স্থানেতে গুপ্ত ধন দেখিতে পাইয়াছিল। সে কোন্ স্থানেতে? গুলগল্টা পর্ব্বতে। সেই স্থানেতে খ্রীষ্টের ক্রুশকে দণ্ডায়মান দেখিল, ও তাহার নীচেতে যে গুহা ছিল, অর্থাৎ খ্রীষ্টের কবর, তাহাতে তাঁহার ও আমার ও তোমার পাপ পোঁতা গিয়াছে, এবং যে কালে যীশু মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিলেন, সে কালে আমাদের পরিত্রাণের দ্বার মুক্ত হইল। আর এক বিষয় স্মরণ কর, যে কালে খ্রীষ্টীয়ান পাপের বোঝা পৃষ্ঠোপরি করিয়া স্বর্গের প্রতি যাইতেছিল, এমন সময় খ্রীষ্টের ক্রুশকে দণ্ডায়মান দেখিবামাত্র তাহার পৃষ্ঠহইতে পাপের বোঝা গড়িয়া নীচে যে গুহা ছিল, তাহাতে অর্থাৎ খ্রীষ্টের কবরে পড়িল, তাহাতে সে সহজ মানুষ হইল, তেমনি পৌলের প্রতি বুঝায়। আর পৌল কি বিক্রয় করিয়া ঐ খ্রীষ্টের ক্রুশকে ক্রয় করিয়াছিল? তাহার অন্য সামান্য কোন প্রকার ধন কড়ি ছিল না, কিন্তু তাহার যত কিছু মান ও সম্ভ্রম ও সংসারের মধ্যে যে লাভ মাত্র ছিল, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াদির যে সকল কর্ম্ম ছিল, সেই সকল খ্রীষ্টের ক্রুশেতে বিদ্ধ করিল, ও সামান্য বস্তুকে হেয়জ্ঞান করিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যীশুর সহিত বসিয়া

যে রাজত্ব ভোগ করিবে, তাহাই মনোনীত করিল। এই প্রকারে পৌল খ্রীষ্টের ক্রুশেতে শ্লাঘা করিয়াছিল, যথা, আমি খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন আর কিছু জানি না, ও তাঁহা ব্যতিরেক আমার আর কোন বিষয়ে দর্প করা না হউক। তাহাতে শেষে-তে ঐ গুপ্ত ধন আপন অধিকারেতে আনিল, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে প্রাপ্ত হইল। পুনশ্চ পোল বলে, আমাদের অনন্ত জীবনরূপ যে পরি-ত্রাণ, তাহা তাঁহার ক্রুশেতে গুপ্ত আছে।

এই ক্ষণে হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ে আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক? আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করিলে আমরা কি জয়যুক্ত হইতে পারি? কিম্বা তাহাতে পরিত্রাণ হইতে পারে? কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমাদের বঙ্গ ভ্রাতৃগণের মধ্যে কে খ্রীষ্টের ক্রুশেতে দর্প করিয়া থাকে কিম্বা করিতেছে? তাহারা জানে না যে আ-মাদের ঋণপত্র প্রভু মুছিয়া দূর করিয়া ক্রুশেতে বদ্ধ করিয়া-ছেন। অতএব যাহারা খ্রীষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দৌড়ে, তাহারা বায়ুর সহিত যুদ্ধ করে। আর খ্রীষ্টের কারণ যদি সং-সারকে পশ্চাৎ দিকে না করি, তবে আমরা খ্রীষ্টের ক্রুশেতে দর্প করিতে পারি না। হে ভ্রাতৃ সকল, আমরা খ্রীষ্টেতে দর্প করিতে পারি, কেননা তিনি আমার ও তোমার নিমিত্তে মরিয়া-ছেন, ও আমাদের পরিত্রাণের পথ খোলসা করিয়াছেন। তিনি কহেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমা-দিগকে অনন্ত পরমায়ু দিব। তবে কি তোমরা তাঁহার কথাতে বিশ্বাস না করিয়া শয়তানের প্রতি দর্প করিবা? কেননা যা-হারা প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে, তাহারা শয়তানেতে শ্লাঘা করিয়া থাকে। আমরা আর কোন দিন প্রভুতে শ্লাঘা করিব, ইহা বলিয়া অনেক লোক ভ্রান্তিরূপ অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে। হে ভ্রাতৃগণ, ঐহিক ও পারমার্থিক বিষয় পাইতে যত্নবান হও; ও তোমরা এখন মৃত্যুর মুখগত হইয়াছ, তন্নিমিত্তে দেহ ত্যাগের পর যে২ বিষয় পাইবা, সে সকলের প্রতি দৃষ্টি কর। আর আত্মাতে বিশ্রাম প্রাপ্ত যাহাতে হইতে পার, তাহার জন্যে ত্রাণ-কর্ত্তা যীশুর নিকটে যাও। আমাদের যে পাপ ঈশ্বরের নিকটে যাইতে দেয় না, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ কর। সংসারের

যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে অনন্ত কালস্থায়ি ধন হারাইও না। কিন্তু হায় ২ আমরা দুষ্কর্ম্ম করা প্রযুক্ত শয়তানেতে শ্লাঘা করিয়া থাকি, কেননা আমরা তাহার কর্ম্ম করিতেছি। পরমেশ্বর তোমাদের মনঃপরিবর্ত্তন চাহেন, কিন্তু তোমরা তাহা চাহ না। তিনি মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দেন, তোমরা তাঁহার আজ্ঞা মান না। তিনি অদ্যই আজ্ঞা দেন, তোমরা বল, অনেক বেলা আছে, অতএব তাহা করিতে এখন হয় না। অধার্ম্মিক লোক আপন প্রভুর কথা মানে না, ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাতে তাহার উন্মত্ততা প্রকাশ পায়। যাহারা সামান্য একটি কথার উত্তর দিতে পারে না, তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই জানে না; তাহাদের বিবেক ঢাকা আছে, কোন প্রকার তাহার রব লোকেরা শুনিতে চাহে না। অজ্ঞানতা তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এতদ্দেশস্থ খ্রীষ্টীয় নামধারি লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। বারো তেরো বৎসর হইল, আমরা খ্রীষ্টাশ্রিত হইয়াছি। কোন লোকেরা খ্রীষ্টের ক্রুশকে সার জ্ঞান করিয়াছেন, এমত যদি হইত, তবে আমাদের এত বিবাদ ও বিসম্বাদ উপস্থিত হইত না। তোমরা ত্রাণের অধিকারি প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তিনি তোমাদিগকে কি প্রকার আজ্ঞা দিয়াছেন? তোমরা আপন ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও, তাহাতে অনন্ত পরিত্রাণ মিলিবে; তবে বিবেচনা করিতে হয়, তাঁহার ক্রুশ ব্যতিরেক পরিত্রাণ পাওয়া অসাধ্য হইবে। তাঁহার ক্রুশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দৌড়, এবং পৌল প্রেরিতের বিষয় বিবেচনা কর, এবং বল, যথা, খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন আমার আর কোন দর্প করা না হউক। অতএব যে কোন স্ত্রী কি পুরুষ হউক না কেন, যাহারা আপনাদের সংসারের লাভকে খ্রীষ্টের ক্রুশের উপরে বিদ্ধ না করে, তাহারা পৌলের শ্লাঘার বিষয় অর্থাৎ খ্রীষ্টের ক্রুশহইতে ঐ অনন্ত গুপ্ত ধন পাইতে পারিবে না। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ঐ গুপ্ত ধনে বঞ্চিত হয়। তাহারা বিবেচনা করে না, ও দেখে না, তাহাদের শেষাবস্থা কি হইবে। অতএব পৌল খ্রীষ্টের প্রতি শ্লাঘা করাতে কি হইল ও

কোন বস্তু উপার্জ্জন করিল, তাহার শেষ ফল বিবেচনা করিব।

তাহার শেষ ফল এই হইল, যে সে খ্রীষ্টরূপ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত হইয়া এই কথা বলিল, যথা, সম্প্রতি আমার প্রাণ বিয়োগ কাল উপস্থিত, তাহাতে আমি প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি, কেননা আমি এক জন উত্তম যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধ করিয়া গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছি; অদ্যাবধি আমার নিমিত্তে এক পুণ্যরূপ মুকুট রক্ষিত আছে, তাহা বিচারদিনে ন্যায্য বিচারকর্ত্তা প্রভু আমাকে দিবেন। কিন্তু পৌল ইহাও বলেন, আমাকে কেবল নয়, যত লোক আমার প্রভু যীশুর আগমনকে অপেক্ষা করে, তাহাদিগকেও দিবেন। এবং যাকূব প্রেরিত বলেন, যে জন পরীক্ষা সহ্য করে, সেই ধন্য; কেননা পরীক্ষিত হইলে পর প্রভু আপন প্রেমকারিদিগকে যে জীবনরূপ মুকুট দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে ঐ মুকুট প্রাপ্ত হইবে। এবং যোহন প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্যে ঐ কথাকে সাব্যস্ত করেন, যে ২ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে শঙ্কা করিও না। দেখ, শয়তান পরীক্ষার্থে তোমাদের কাহাকে কারাগারে সমর্পণ করিবে, ও দশ দিন পর্য্যন্ত তোমাদের দুঃখ হইবে; কিন্তু মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য থাক, তাহাতে আমি তোমাকে অনন্ত জীবনরূপ মুকুট প্রদান করিব। তাহার আরো গুণ বিষয় বিবেচনা কর। যদ্যপি পৌল আপনার বিষয় নিশ্চয় জানিতে পারিল, যে খ্রীষ্টদ্বারা আমার পরিত্রাণ সিদ্ধ হইয়াছে, তথাচ মণ্ডলীর লোকদের নিমিত্তে তাহার কি পর্য্যন্ত প্রেম, ও কি পর্য্যন্ত প্রাণপণ ছিল। আপনার ন্যায় তাহাদিগকে খ্রীষ্টের অংশী করিবার জন্যে সে অতি যত্নবান হইল, এবং তাহাদের কারণ মরিতে চাহিল! এবং অন্য স্থানেতে ইহার কারণ বলে, যথা, আমি যদি মরি, তবে আমার লাভের নিমিত্তে, আর যদি বাঁচি, সে খ্রীষ্টের নিমিত্তে; কিন্তু তোমাদের উপকারের নিমিত্তে আর কিছু দিন দেহেতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক আছি। খ্রীষ্টের কারণ তাহার যে সকল নিন্দা ও তাড়না ও দীনহীনতা ও নানা প্রকার

ক্লেশ ভোগ হইল, এবং বিশেষতঃ কেবল খ্রীষ্টের ক্রুশে সে যে শ্লাঘা করিত, তাহার এই ফল হইল; বিচারদিনে এক পুরস্কার মুকুট। এই ক্ষণে হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিলা, খ্রীষ্টের ক্রুশের শ্লাঘা করার ফল কি; ও খ্রীষ্টের ক্রুশ ভিন্ন অন্য বিষয়ের শ্লাঘা না করার ফল কি। তোমরা কি বলিতে পার, অদ্যাবধি এক পুণ্যরূপ মুকুট আমার নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, ন্যায্য বিচারকর্ত্তা প্রভু আমাকে বিচারদিনেতে পুরস্কার দিবেন? যত দিন আমি এবং তুমি পৌলের ন্যায় তাঁহার ক্রুশ ভিন্ন অন্য বিষয়ের শ্লাঘা করা আমার না হউক, এই কথা না বলিব, তত দিন ঐ অঙ্গীকৃত পুরস্কার পাইবার অযোগ্য পাত্র থাকিব, এবং তাঁহার ক্রুশের মিত্র না হইয়া ক্রুশের শত্রু হইব। ভয় আছে যে আমরা শত্রুই বটি, কেননা দেখ, আমাদের মধ্যে জাতিতে ও মানেতে শ্লাঘা না করে, এমন লোক প্রায় পাওয়া যায় না; যদ্যপিও এতদ্রূপ জাত্যভিমানে অপরাধী হয়, তথাচ শয়তানের বশতা ও দাসত্বরূপ যোঁয়ালিতে অধিকাংশ লোক বদ্ধ আছে ইহাও সত্য কথা বটে। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন ঈশ্বরের ক্রোধরূপ পাত্রেতে পান না কর; তাহাতে যীশু কহেন, ও হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় বিশ্রাম দিব, কেননা আমি ক্ষান্তশীল ও নম্রমনা, আমার ভার অতি লঘু, ও আমার যোঁয়ালি অনায়াস। এই কথাতে যদি বিশ্বাস কর, তবে তাঁহার ক্রুশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবা। ইহার নিমিত্তে খ্রীষ্টের কারণ যদি কোন তাড়না ঘটে, তবে এই কথা মনে কর, ধর্ম্ম যখন স্বর্ণপাদুকা পায়ে দিয়া বেড়ান, কেবল তখন যে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিব তাহা নয়; কিন্তু তিনি যখন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাস্তায় ২ ভ্রমণ করেন, তখনও তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে হইবে; তবে ধর্ম্মের সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে, ও যীশু আমাদের বন্ধু হইবেন; এবং পৌলের ফলেতে বঞ্চিত হইব না। এবং অবশেষেতে প্রার্থনা ভাবে এই কথা বল; হে সচ্চিদানন্দ প্রভু পরমেশ্বর, আমি নিতান্ত দোষী নরকযোগ্য লোক, তাহা স্বীকার পূর্ব্বক তোমার নিকটে আসিতেছি, তুমি

না বাঁচাইলে বিনষ্ট হইব। হে প্রভু যীশু, তোমার চরণেতে শরণ লইলাম, তুমি আমাকে রক্ষা কর। হায় ২ আমি এই সাংসারিক মায়াতে মুগ্ধ হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত তোমার অনুগ্রহকে হেয়জ্ঞান করিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষণে তাহার নিমিত্তে খেদিত হইয়া তোমার বশতাপন্ন থাকিতে স্বীকার করিতেছি; আর পূর্ব্বের মত অন্য প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমারই দাস হইতে আমার বাঞ্ছা। অতএব হে প্রভো, আমার মনোরূপ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া সমস্ত রিপুদিগকে দমন করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মরণ দিন পর্য্যন্ত প্রাণপণে তোমার সেবা করিতে আমার অটল ভক্তি থাকে। যীশুর নিকটে যাহারা এই রূপ প্রার্থনানুসারে করে, তাহারা সেই দিনে পৌলের ন্যায় পুণ্যরূপ বস্ত্র পরিহিত হইবে, ও স্বর্গীয় মণ্ডলীতে গৃহীত হইবে, ও যীশুর মুখ দর্শন করিবে। তাহাতে পৃথিবীতে থাকিতে যাহাদের যে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা ছিল, তাহা আর মনেতে পড়িবে না; এবং বিচারদিন হইলে, তাহারা যে সময় স্বর্গদূতগণেতে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে, তখন তাহাদের প্রতি উক্ত যে রব শুনা যাইবে, তাহার বিবরণ যোহন প্রেরিত প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যেতে লিখিয়াছেন, যথা, ঐ প্রাচীনগণের মধ্যে এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই শুক্ল বস্ত্রান্বিত লোকেরা কে ও কোথাহইতে আসিয়াছে? তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে মহাশয়, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। তখন সে আমাকে কহিল, ইহারা মহাক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া মেষশাবকের রক্তে আপনার বস্ত্র ধৌত করণ পূর্ব্বক আসিতেছে। এই রূপে যখন আমরা স্বর্গীয় রাজ্যের অধিকারী হইব, তখন স্বর্গের পবিত্র দূতগণের সহিত ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকটে উবুড় হইয়া এই কথা বলিব, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও মহিমা ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম ও শক্তি সদাকাল হউক। আমেন।

অবগাহনাদির সমাচার।

নিম্নলিখিত স্থানে কোন ২ লোকের অবগাহন হইয়াছে।

ঢাকাতে, দুই জনের। তাঁহারা শ্রীযুত পাদ্রি রবিন্সন সাহেবের সন্তান।

ঢাকার নিকটবর্ত্তি দয়াপুর গ্রামে, তিন জনের।

চট্টগ্রামে, ছয় জনের। ইহাদের মধ্যে দুই জন কমিল্লা দেশের লোক।

আগরাতে, এক জনের।

কটকে, চারি জনের। ইহাদের মধ্যে দুই জন ইংরাজ।

যশোহর জেলাতে, চৌদ্দ জনের।

কমিল্লাতে, তিন জনের।

কলিকাতার লাল বাজারে, দুই জনের।

কমিল্লা জেলাতে আমাদের যে ভ্রাতৃগণ ইহার অল্প কাল পূর্ব্বে খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি শত্রুরা অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছে। তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে তাহাদের নিকটে যাইতে দেয় না। কেহ ২ বাস করিবার নিমিত্তে ঘর বাঁধিবার স্থানও পাইতে পারে না। তথাপি তাহারা অদ্যাপি স্থির থাকে, এবং যাহাদের সর্ব্বস্বই গিয়াছে, তাহারাও বলে, টাকা অপেক্ষা সুসমাচার উত্তম। সেই তাড়নাগ্রস্ত ভ্রাতাদের নিমিত্তে আমাদের সমস্ত পাঠক বন্ধুগণ প্রার্থনা করিবেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক, অর্থাৎ ইউরোপীয় ও তাহাদের বংশীয় লোক ছাড়া এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষের কিছু অধিক। তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোক মান্দ্রাজ দেশে বাস করে।

উপদেশক।

মার্চ ১৮৫২ (৬৩) মূল্য ২ আনা।

হেনরি আইকেনফেল নামক বালকের উপাখ্যান।

১৩ অধ্যায়।

অল্প ক্ষণের মধ্যে সেনাপতি সৈন্য সামন্তের পশ্চাৎ২ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহৎ ও গাম্ভীর্য্যভাব বিশিষ্ট এবং অতি ভব্যও বটেন; পূর্ব্বে তাঁহার সহিত বৃদ্ধের পরিচয় থাকাতে সেনাপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতি ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, এবং আপন কুঠরীতে আসিতে আহ্বান করিয়া উপবেশনার্থে, আসন দান করিলেন। পরে সেনাপতির আজ্ঞাতে পানীয় মদিরা আনীত হইলে তিনি প্রথমতঃ সেই বৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ দিয়া আপনি পান করণ সময়ে কহিলেন, হে যোগ্য পিতঃ, আমি এক্ষণে আপনকাকে অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি, যেহেতু এমত ঝড়ের সময়ে অতি ক্লেশজনক পর্য্যটনের পর উত্তপ্ত গৃহ পাইলে সুখানুভব ও আনন্দ হয় বটে, পরন্তু আপনকার দর্শনে আমার অন্তঃকরণে আরো হর্ষ জন্মিতেছে। মহাশয়ের মুখমণ্ডলহইতে করুণারূপ কিরণ নির্গত হইতেছে দেখিয়া আপনকাকে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হইতেছে। অতএব হে পিতঃ, আপনকার অনুমতি লইয়া আমার অন্তঃকরণস্থ কথা খুলিয়া বলি। আপনি দেখিতেছেন, যে দীর্ঘকাল ব্যাপি ঘোরতর সংগ্রামের পর স্বদেশে পুনরাগমনে আমার অধীন লোকসমূহ কেমন প্রফুল্লিত হইতেছে, কিন্তু আমি তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেও উৎকট ভাবনাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, বাটীতে

যাইতে আমার ত্রাস হইতেছে। আমার ভার্য্যার নিমিত্তে যে ভয় করিতেছি এমন নয়, কেননা আমি জানি যে তিনি ভাল আছেন। পরন্তু আমার অদ্বিতীয় পুত্রের বিসয়ে ভয়জনক অসুখেতে আমি পরিপূর্ণ আছি, যেহেতু বহুদিনাবধি তাহার কোন সমাচার পাই নাই, বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শেষ বারের পত্রে লিখিয়াছেন, যে আমাদের প্রিয় হেন্‌রিকে এ জগতে আর কখন দেখিতে পাইবেন না। হে পিতঃ মেন্‌রাড, আপনি অনেক মহৎ কুলীনদিগকে জানেন, কেননা পূর্ব্বে আপনিও এক জন মহাবলবান্ খ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। আপনি এক্ষণে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন অনুমান হইতেছে, অবশ্য আপনি বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়া থাকিবেন, অত্র সন্দেহ নাস্তি। অতএব আপনকাকে জিজ্ঞাসা করি, আইকেনফেল দুর্গে কি হইতেছে, আপনি বলিতে পারেন? আর মহাশয়, তদ্বিষয়ে যদি কিছু বলিতে না পারেন, তবে যাহাতে আমি সান্ত্বনা পাই, এমত কোন কথা আমাকে বলুন। ইহা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, আমি তোমাকে অতি আহ্লাদজনক সমাচার দিতে পারি, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার পুত্র ভাল আছে; আর তত্তুল্য প্রীতিজনক উত্তম বালক আমি কখন দেখি নাই। এ কথা শ্রবণমাত্র সেনাপতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, তবে কি আপনি তাহাকে জানেন? বৃদ্ধ বলিলেন, তাহাকে আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তোমার বিদেশে অবস্থিতির সময়ের মধ্যে তাহার প্রতি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহা কহিয়া তিনি হেনরির প্রতি ঘটিত যে২ বিষয় অবগত ছিলেন, সে সমস্ত সেনাপতিকে কহিলেন, এবং তদ্‌বিসয়ক সন্দেহ ভঞ্জনার্থে হেনরির মাতার সুচারু ছবি তাঁহাকে দেখাইলেন। তাহা দেখিবামাত্র সেনাপতি কহিলেন, হাঁ২ ইহা তাঁহারই ছবি বটে, আমি তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কিন্তু এখন শোকেতে তাঁহার মুখশ্রীর আত্যন্তিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে, ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, হে পিতঃ, এক্ষণে আমার সে পুত্র কোথায়? বৃদ্ধ বলিলেন, তোমার সন্তান এই স্থানে তোমার নিকটবর্ত্তী আছে। ইহা শুনিবামাত্র সেনাপতি সচকিত

হইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি বলেন? আমার হেনরি কি এখানে আছে? হে দয়াবান্ পিতঃ, তবে আপনি তাহা এতক্ষণ বলেন নাই কেন? তাহার নিকটে আমাকে কৃপা পূর্ব্বক অবিলম্বে লইয়া চলুন। তখন পিতা মেনরাড একটী প্রদীপ লইয়া আইকেনফেদের অধিপতিকে তৎপুত্রের শয্যার নিকটে লইয়া গেলেন। বালক দিব্য দূতের ন্যায় রূপবান্, শয্যাতে নিদ্রাগত আছে। সেনাপতি তাহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি এক দৃষ্টিতে কিছু কাল চাহিয়া থাকিলেন। তৎকালে বৃদ্ধ কহিলেন, "পরমেশ্বর নিজ সন্তানগণের নিদ্রাবস্থাতে সুখ প্রেরণ করেন," দেখ এ কথা কেমন সত্য। সেনাপতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, হে আমার প্রিয় বন্ধো, আমি যখন যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন এই বালক রোদনপরায়ণ ক্ষুদ্র শিশু ছিল, এক্ষণে সে কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গের কেমন লাবণ্য প্রকাশ পাইতেছে। ও আমার প্রিয়তমা কোমলা কান্তে, এখন তোমার পত্রের মর্ম্ম বুঝিলাম, আমি যেন নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন না হই, তদর্থে তোমার যত্নজন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। পরে বালকের হস্তধারণ ও তৎপ্রতি ঈষদালিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হেনরি, ও আমার প্রিয়তম হেনরি, উঠ বাবা, তোমার পিতা তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, উঠ ২, বাপু উঠ।

ক্ষুদ্র হেনরি হস্তদ্বয়ে আপন চক্ষু ঘর্ষণ করণানন্তর সেনাপতির প্রতি স্থির দৃষ্টি করত অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনি এ পর্য্যন্ত নিদ্রাবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় আছে, ইহার নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে হাস্যবদনে এই উক্তি করিল, হে পিতঃ, আপনি কি আসিয়াছেন? ঈশ্বর আপনকার মঙ্গল করুণ; আপনকার সঙ্গে কি মাতা ঠাকুরাণী আসিয়াছেন?

সেনাপতি বালককে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুপাত করত কহিলেন, হে আমার বৎস, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তোমাকে অত্যাশ্চর্য্য রূপে রক্ষা করিয়াছেন, ও আমার হস্তে তোমাকে এক্ষণে যে সমর্পণ করিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রচুর প্রমাণ দানে আমি অসমর্থ। হেনরি কহিল, হে

পিতঃ, তদ্বিষয়ে আমিও অপারক। আহা ২, পরমেশ্বর কেমন দয়াময়, আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম প্রেম প্রকাশ হইয়াছে, যেহেতু তিনি আমাদিগকে এতাদৃশ সুখানুভব করাইতেছেন।

সেনাপতি স্বপুত্রের এতাদৃশ ভাববিশিষ্ট বাক্য ও নানা সদুত্তর শ্রবণ করিয়া এবং তাহার ভব্যতা দেখিয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তিনি বৃদ্ধকে কহিলেন, হে যোগ্য পিতঃ, আপনকার নিকটে আমি যাবজ্জীবন ঋণী থাকিলাম, কেননা এই বালকের প্রতি যাহা করিয়াছেন, তৎপুরস্কারার্থে আমার সমুদয় সম্পত্তি প্রচুর নয়। এই রূপ কথোপকথন কালে মাগরেট ঐ কুঠরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতে সাহস করিতে না পারিয়া এক কোণে লুকাইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া সেনাপতি তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মধুর বচনে তাহাকে অভয় দান করিলেন। কিন্তু তিনি দস্যুদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক আপন অধীন সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সাহসিক সেনাদিগকে লইয়া গিয়া দস্যুদিগকে অনুসন্ধান করিয়া পাইলে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া অবিলম্বে আইকেন্‌ফেলে আন, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতে হইবে। পরে তিনি হেনরির সহিত কথোপকথন পুনর্ব্বার আরম্ভ করিয়া তদ্বিষয়ে সমস্ত রাত্রি হরণ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা মেনরাড্ তাঁহাকে কহিলেন, যে কল্য উপযুক্ত সময়ে স্ব ২ গৃহে সকলে উপস্থিত হইতে ব্যগ্র হইয়াছে, অতএব এক্ষণে সকলের বিশ্রাম করণ অতি আবশ্যক। ইহাতে তিনি কথোপকথনে ক্ষান্ত হইলেন।

---

১৪ অধ্যায়।

হেনরির হৃত হওনাবধি সচ্চরিত্রা মাতা দণ্ডেকের নিমিত্তে দুর্গ ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি একবারও কখন গমন করেন নাই, সর্ব্বদা তথায় থাকিয়া শোক দুঃখেতে কাল হরণ করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রুদিগের সহিত সন্ধি স্থির হইয়াছে, এই জনরব

তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাহাতে কর্ত্তা ত্বরায় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, ইহা মনে উদয় হওয়াতে তাঁহার চক্ষুঃ-হইতে জলস্রোত পুনরায় বহিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, হায়২, আমি কেমন অভাগিনী; যে সমাচার পাইয়া সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে, তৎশ্রবণে আমার অন্তঃকরণে শোকের তরঙ্গ উপচিয়া পড়িতেছে। সাধারণ সেনাদিগের ভার্য্যাগণ নিজ২ স্বামির আগমনের নৈকট্য প্রযুক্ত প্রফুল্ল হইতেছে, কিন্তু আমার প্রভুর আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিতেছে। হা! তিনি আসিবামাত্র ভয়ানক নৈরাশ্য-সাগরে মগ্ন হইবেন। আমি কেমন করিয়া এ দারুণ দুর্ঘটনার কথা তাঁহাকে বলিব? হে ঈশ্বর, আমাদের দুই জনের এক জন কি এ জগতে আর কখন সুখভোগ করিতে পাইব না? এতদ্রূপ বিস্তর আবিষ্কার করত উদ্বিগ্নতাতে ব্যাকুলিতা হওয়াতে তিনি এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিলেন না, এক মহলহইতে অন্য মহলে, ও তথাহইতে আর এক স্থানে গিয়া কোন স্থানে মনঃশান্তি না পাইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সে স্থানেও বিস্তর ক্ষণ রহিতে না পারিয়া অবশেষে দুগন্থ ভজনালয়ে আশ্রয় লইলেন। তিনি যে২ স্থানে কিঞ্চিৎকাল রহিলেন, তথায় যিনি প্রকৃত শান্তি দিতে পারেন ও যিনি মনুষ্যের সর্ব্ববিষয়ের বিধানকর্ত্তা ও দারুণ দুর্ঘটনার শেষে সুফল জন্মাইতে পারেন, সেই পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন।

পরে এক দিবস তিনি উদ্যানের অতি নিভৃত স্থানে রীত্যনুসারে গিয়া উৎকট ক্রন্দন করত উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে মহানুগ্রাহক পরমেশ্বর, আমার প্রতি ও আমার স্বামির প্রতি দয়া করিয়া এই দীর্ঘকাল ব্যাপি দুঃখজনক পরীক্ষার শেষ কর; ইহা করিতে কেবল তোমার ক্ষমতা আছে। আমার স্বামির প্রত্যাগমন আমাদের উভয়ের পক্ষে যেন আনন্দের বিষয় হয়। তোমার দুর্গম্য অভিমতানুসারে পিতা মাতা ও পুত্র এ পর্য্যন্ত ভিন্ন২ হইয়াছে, এক্ষণে দয়া করিয়া সেই প্রিয় সন্তানকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর। তুমি আমাদের সংযোগ পুনর্ব্বার করিতে

পার, তুমি মঙ্গলস্বরূপ, আর শোকের স্থানে হর্ষ উৎপন্ন করিতে তোমার আনন্দ হয়। হে স্বর্গস্থ পিতঃ, যদ্যপি আমার নানা দোষ আছে, তথাপি আমি তোমার কন্যা; তোমার পুত্র তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে, ও তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার রাখিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। হেনরির প্রতি আমার প্রেমাপেক্ষা আমাদের প্রতি তোমার প্রেম দৃঢ়তর। তোমাবিনা আমার ভরসার স্থান কে আছে? তুমি কৃপা-পূর্ব্বক আমার প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত কর তাহা অগ্রাহ্য করিও না। এই রূপ প্রার্থনা করণকালে হেনরির মাতা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চারি দিগে দেখিতে ২ মার্গরেটকে দেখিতে পাইলেন, ফলতঃ মার্গরেট অন্যান্য লোকের সহিত দুর্গে পৌঁছিয়া অন্ধকারময় এক দীর্ঘ সুড়ীপথ দিয়া আপন ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্লিত দেখাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ভরসার উদয় হইল। মার্গরেট ঠাকুরাণীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ওগো উত্তম ঠাকুরাণী, আমি আপনকার প্রিয় ক্ষুদ্র হেনারর বিষয়ে অতি আহ্লাদজনক সংবাদ আনিয়াছি, আপনি আর শোক করিবেন না, হেনরি বাঁচিয়া আছে, আপনি তাহাকে অল্প ক্ষণের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া অতি স্নেহশীলা মাতা অতিশয় বিস্ময়াপন্না ও আনন্দিতা হওয়াতে তাঁহার মুখহইতে বাক্য সরিল না, পরন্তু তিনি মার্গরেটের প্রতি কিছুকাল এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন। আর পিতা মেনরাড্ যে সময়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার স্বামী ও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, সে পর্য্যন্তও তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না। বিবি আনন্দে পুলকিত হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন। পরে তাঁহার পর্য্যটনের শ্রান্তি দূর করণার্থে বিশ্রাম করিতে গৃহে আসিতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয়, বিবি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যে কুঠরীতে তিনি পূর্ব্বে হেনরিকে লইয়া থাকিতেন,

তাহার দ্বার খুলিবামাত্র দেখেন, যে তাঁহার স্বামী হেনরিকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেনাপতি তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আইলেন। তাহাতে হে আমার প্রিয় নাথ, ও আমার প্রিয় হেনরি, বিবি এই উক্তিমাত্র করিয়া মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূমিতে পড়িতে উদ্যত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে আপন বক্ষঃস্থলে ধরিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন ও বাক্যরহিত হইয়া থাকিয়া তাঁহার আনন্দাশ্রু বহিলে তিনি স্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই কথা কহিলেন, এক্ষণে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরিতে পারি; যেহেতুক আমি এতদ্রূপ সুসময়ের সুখ ভোগ করণার্থে বাঁচিয়া থাকিলাম। আহা২! ঈশ্বরের ইচ্ছা কেমন চমৎকার। হে প্রিয় ফ্রেড্রিক, হেনরিকে না লইয়া স্বামির নিকটে আমি কি প্রকারে মুখ দেখাইব? এই চিন্তা উপস্থিত হইলে আমার হৃৎকম্প হইত, কিন্তু দেখ, এক্ষণে আপনি তাহাকে আমার নিকটে আনিলেন। হে ঈশ্বর, আমি যাবৎ জীবৎ থাকি, তাবৎ কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক তোমার ধন্যবাদ করিতে কদাপি ক্ষান্ত হইব না। এবং আগামি সময়ে আমাকে যে কোন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাতে কখন নিরাশ হইব না, কেননা সকল প্রকার দুঃখভোগের নিমিত্ত পুরস্কার তুমি দিতে পার। হে প্রিয় হেনরি, আহা! তুমি কেমন সুন্দররূপে বাড়িয়া উঠিয়াছ। আহা! তোমাকে পুনরায় দেখিতে ও কোলে লইতে কেমন আনন্দ হয়। হে নাথ, এক্ষণে আমাদের কেমন সুখানন্দ অনুভব হইতেছে। পরমেশ্বর আমাদিগের পথদর্শক হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে পৃথক করিয়া পুনর্ব্বার এমত আশ্চর্য্য রূপে একত্র করিলেন, অতএব আইস আমরা ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করি। তাহাতে সকলে নম্রতাপূর্ব্বক চক্ষুর জলে পরিপূর্ণ হইয়া অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং মার্গরেট তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে তাঁহাদের সহিত ধন্যবাদ করণে প্রবৃত্তা হইল। আর পিতা মেনরাড্ও আপন নয়নবারি নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাদিগের প্রথম আত্যন্তিক আনন্দ স্রোত কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে হেনরি আপনার প্রতি ঘটিত বিষয়ের তাবৎ বিবরণ মা-

তার নিকটে কহিল, ফলতঃ সে তাহা এমন ঔৎসুক্য পূর্ব্বক বর্ণনা করিল, যে তাহা শুনিতে ২ বিবি এক বার হাস্য ও পর ক্ষণে আর বার ক্রন্দন করিলেন। এবং গহ্বরহইতে পর্ব্বতের ছিদ্র দিয়া বাহিরে প্রথম বার আইসন সময়ে হেনরির মনে যে চমৎকার ভাব উদয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ বৃদ্ধ যখন ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রেম করিতে তাহাকে শিক্ষা দেন, তখন তাহার অন্তঃকরণে যে আশ্চর্য্য ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে ২ তাহার চক্ষুর জল স্রোতের ন্যায় বহিতে লাগিল। তাহাতে সেনাপতি বলিলেন, যে তাহাই বটে। আহা, আমি যদি শৈশবাবস্থাতে এমন গহ্বরে বাস করিতে সুযোগ পাইতাম, তবে তাহা আমার পক্ষে ভাল হইত। এই বিচিত্র বিশ্ব নিয়ত দর্শন করিতে ২ তাহার সৌন্দর্য্য চমৎকার বোধ হয় না, এবং আত্মার সুখ ও নিত্য ২ ভোগে লঘু বোধ হয়। আমরা যদি হেনরির ন্যায় সাত আট বৎসরের বয়সে প্রথমবার জগতের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পাইতাম, তবে আমাদের মনে কি আশ্চর্য্যভাব উদয় হইত। হে কৃপাময় পরমেশ্বর, তোমার শক্তি ও জ্ঞান দর্শন করিয়া আমাদিগের চমৎকৃত হওয়া এবং তোমার দত্ত মঙ্গল প্রযুক্ত আনন্দিত হওয়া অতি কর্ত্তব্য। ফলতঃ তোমার হস্তকৃত আকাশ ও পৃথিবীমণ্ডল দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তোমাকে প্রেম ভক্তি করা ও তাহা যেন অন্তঃকরণহইতে লুপ্ত হইয়া না যায় এতদ্বিষয়ে অতি সাবধান থাকা উচিত বটে। বিবি বলিলেন, এই বিচিত্র পৃথিবীকে প্রথম দর্শন করাতে হেনরির মনে আশ্চর্য্য আনন্দময় ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহার এই কথা আগামি গৌরবময় জগতের অকথ্য সুখানন্দের এক দৃষ্টান্তস্থল জ্ঞান করি। এবং গহ্বরমধ্যে যে সকল খেলাইবার বস্তুতে হেনরি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সে সকল পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর অনুরূপ সামগ্রী; সুতরাং স্বর্গীয় সুখের সহিত তুলনা করিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ বিষয় তদ্রূপ নিরর্থক বোধ হয়। আর যাহাতে এক্ষণে স্বর্গীয় সুখানুভব হইতে পারে, এমন আর এক বিষয় এই যে অতি দুঃখজনক বহুদিনের পরে আমাদের পুনরায় একত্র হও-

য়াতে স্বর্গীয় সুখের ন্যায় আমাদের সুখানুভব হইতেছে। বিশেষতঃ আমি যেন স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছি, এমন বোধ হইতেছে।

---

১৫ অধ্যায়।

সেনাপতির অনুচরেরা গহ্বর আক্রমণ করিয়া দস্যুদলস্থ তাবৎকে ধরিল। এবং তাহাদের দুই ২ জনকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ও তাহাদের হৃত সম্পত্তি শকটে পূর্ণ করিয়া তদুপরিস্থ স্বর্ণপূর্ণ সিন্দুকের উপরে সেই কাকচরিত্রা বুড়ী মাগীকে বসাইয়া আনিয়া কএক দিনের পরে আইকেনফেলে উপস্থিত হইল। গহ্বরে হেনরির অনুদ্দিষ্ট হওনের পর দস্যুরা তাহার বিষয়ে আর কিছুই ভাব্যভাবনা করে নাই। কারণ তাহারা দস্যুবৃত্তি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া লৌহনির্ম্মিত দ্বার দৃঢ় রূপে বদ্ধ দেখিয়া তথাহইতে নির্গমনের অন্য পথ তাহাদের জ্ঞাতসার না থাকা প্রযুক্ত অনুমান করিয়াছিল, যে বালক কোন কূপমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে, কিম্বা পর্ব্বতের ভারী চাপ তাহার উপরে পড়াতে সে পিষিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহারা যখন আইকেনফেল দুর্গে আনীত হইল, তখন বারাণ্ডার নীচে পিতার পার্শ্বে হেনরিকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল: ফলতঃ বালক গহ্বরহইতে কি প্রকারে পলাইয়াছিল, তাহার নির্ণয় কেহ কিছুই করিতে পারিল না। বিশেষতঃ তাহাদের সরদার অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া নিজ ভাষাতে এই রূপ কহিল, শক্তিতে ও ধূর্ত্ততাতে আমাদের সদৃশ পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও নাই, এমন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দেখ এক ক্ষীণ শিশু আমাদিগকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করাইল। এবং সেই বাদ্যকর আপনা আপনি বলিতে লাগিল, যে আমরা নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিবার মানসে এ বালককে হরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হায় ২! এ কি দুর্ঘটনা যে সেই এখন আমাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিল। অতএব মনুষ্য যখন অধর্ম্ম করে, তখনই তাহার শাস্তি উপস্থিত হয়, এই কথা অতি সত্য বটে। এবং গহ্বরে হেনরিকে যে অতিশয় প্রেম করিত, সেই রিচার্ডও নিজ অন্তঃ-

করণে এই রূপ বলিতে লাগিল, যে ঈশ্বরই ঐ বালককে পলায়ন কালে রক্ষা করিযাছেন। এক্ষণে আমার প্রাণ যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে বটে, তথাপি ঐ বালক নিজ পিতা মাতার নিকটে সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া আমি পরমাপ্যায়িত হইলাম। এ স্থলে পরমেশ্বর নিজ শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, তিনি নির্দ্দোষকে রক্ষা করেন, এবং দুষ্টকে শাস্তি দেন। আর আমার মাতা এই যে কথা পুনঃ২ কহিতেন, যে দুষ্ট লোক যদ্যপি পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকায়, তথাপি ন্যায়বান পরমেশ্বর সেই স্থানহইতে তাহাকে বাহির করিয়া উপযুক্ত দণ্ডেতে সমর্পণ করিবেন, তাহা এখন আমাদের প্রতি বর্ত্তিতেছে। আপনার প্রতি অতিশয় দয়াকারি রিচার্ডকে দস্যুমধ্যে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিয়া হেনরি আত্যন্তিক দুঃখিত হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে নিজ পিতাকে বিনতি করিল। তাহাতে সেনাপতি কহিলেন, আমি তাহার বিষয়ে কিছু অঙ্গীকার করিতে পারি না, কিন্তু সাধ্যানুসারে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিব। পরে তাহার বিষয়ে এই প্রমাণ পাওয়া গেল যে রিচার্ড কাহারও প্রাণ নষ্ট করে নাই, সে কেবল ঐ দস্যুদের ভৃত্যস্বরূপ ছিল। এই জন্যে সে দারুণ দণ্ডহইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু চিরকাল কারাগারে বদ্ধ থাকিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইল। পরে দুর্গাধ্যক্ষ সেই আজ্ঞারও পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, রিচার্ডের সদাচরণের প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত খাটনি স্থানে সে কএদ থাকিবে, পরে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। পদাতিকেরা তাহাকে যখন লইয়া যায়, তখন সেনাপতি তাহাকে কহিলেন, তুমি এখন দেখিতেছ, যে সৎকর্ম্মের ফল কখন হত হয় না, এবং দুষ্ট ব্যক্তি কখন দণ্ড এড়াইতে পারে না। আমি তোমার দণ্ডের পরিবর্ত্তন করিলাম, ইহার কারণ এই যে তুমি আমার সন্তানের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলা। তোমার সৎকর্ম্মের পুরস্কারার্থে আমি তোমার দুঃখিনী মাতার তত্ত্বাবধারণ করিব। তোমার আচার ব্যবহার শীঘ্র শোধন কর, তাহা করিতে পারিবা, তুমি ভাল মানুষ হইলে শীঘ্র তোমার মাতার নিকটে যাইতে পারিবা। দস্যুরা আপনাদের অসৎকর্ম্মের উপযুক্ত ফল

প্রাণদণ্ড ভোগ করিল, ও কাকচরিত্রা বুড়ী যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ থাকিল। এবং দস্যুদের লুটিত দ্রব্যমধ্যে যে সামগ্রী যাহার জানা গেল, তাহা তাহাকে দেওয়া গেল, অবশিষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেনাপতি পিতৃমাতৃহীনদের আশ্রয়স্থান প্রস্তুত করাইলেন। এবং মাগরেট নিজ কর্ত্রীর নিকটে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্তা হইয়া আর কখন নিমেষের নিমিত্তে বালককে ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইত না, যেহেতু সে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিয়া বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল। জর্জ নামক সেই যুব মালী যে উত্তর ২ কুকর্ম্মী হইয়া উঠিবাতে দুর্গহইতে দূরীকৃত হইয়াছিল, সে তৎপরে মদ্যপানাদি অসৎকর্ম্মে অহোরাত্র অনুরক্ত হওয়াতে অপরিমিতাচারের ফলরূপ উৎকট পীড়াতে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করত অল্প বয়সে মরিয়া গেল। যুব রাখাল যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতময় অঞ্চলস্থ নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিল। সেনাপতি ও তৎপত্নী দুর্গে আপনাদের নিকটে যাবজ্জীবন থাকিতে পিতা মেনরাড্‌কে বিস্তর সাধ্যসধনা ও বিনতি করিলেও তিনি সম্মত হইলেন না। ফলতঃ তিনি উত্তর করিলেন, যে আমার অবশিষ্ট জীবন কাল পরমেশ্বরের উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে উৎসগ করিতে বাসনা করি, আমার এই অভীষ্ট নির্জনে বিলক্ষণ সিদ্ধ হইতে পারে, আমার আশ্রমে থাকিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ দুঃখি মেষপালকদিগরে প্রতিদিন উপকার করিতে পারি। আমি এ সংসারে বিস্তর দিন কাটাইয়াছি, এবং আমার বয়ঃক্রমের উপযুক্ত কর্ম্ম করত প্রাপ্ত জ্ঞানদ্বারা শ্রেষ্ঠতর জীবন প্রাপ্ত্যর্থে শিক্ষিত হইয়াছি।

আইকেনফেল দুর্গে ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তির সহিত কিয়দ্দিবস যাপন করিয়া তিনি দুর্গাধ্যক্ষের ও তদ্‌ভার্য্যার ও পুত্রের নিমিত্তে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলে তাঁহাদের চক্ষুহইতে জলধারা বহিতে লাগিল, বিশেষতঃ হেনরি তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া এমত দৃঢ়রূপে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিল, যে অতি কষ্টে তাঁহাকে পৃথক্ করা গেল। তাহারা সকলে বৃদ্ধের সহিত দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত গেল, তথায় দুর্গাধিপতির রথ তাঁহার নিমিত্তে প্রস্তুত ছিল। বৃদ্ধ তদা-

রোহণ করিয়া বাৎসল্যভাবে হাস্যবদনে কহিলেন, এক্ষণে বিদায় হই, তোমাদের কল্যাণ হউক। প্রভুর অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি নিরন্তর অবস্থিতি করুক, স্বর্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

সমাপ্ত।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহুদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

১। সিকন্দ্রার দুই পুত্র ছিল। হূর্কানস নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি শান্ত ও অলস; তিনি মহাযাজকত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র আরিষ্টবূল অতি প্রয়াসী ও উগ্র; সে আপন মাতার রাজ্যশাসন ও ফিরুশিদের আচার বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পিতার সময়ে যে দল শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহাহইতে প্রধান২ লোককে সঙ্গে করত তিনি সিংহাসনের নিকটে দণ্ডবৎ হইয়া ফিরুশিদের দূরে থাকিবার চেষ্টাতে দেশ ত্যাগ করিবার, কিম্বা দেশের সীমাতে স্থিত কোন নগরে নিবাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাণী তাঁহাদের নিবেদন শুনিয়া, তাঁহার ধন যে২ নগরে ছিল, তাহা ছাড়া আর সকল নগরে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। পরন্তু দম্মেষক নগরের উপকারার্থ সৈন্যদল আরিষ্টবূলের হস্তে সমর্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কর্ম্ম না করিয়া কেবল সৈন্যদের প্রসাদ চেষ্টা করিলেন। অনন্তর নয় বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করিয়া সিকন্দ্রা পীড়াগ্রস্ত হইয়া মরিলেন। এবং অন্তিমকালে আপনাকে রাজশাসনে অক্ষম দেখিয়া কোন উত্তরাধিকারিকেও নির্দ্দিষ্ট করিলেন না। খ্রীষ্টের জন্মের ৬৯ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

২। অপর ফিরুশিরা দ্বিতীয় হূর্কানসকে সিংহাসনে বসাইল। তিনি কেবল তিন মাস রাজত্ব করিলেন, কারণ তাঁহার ভ্রাতা আরিষ্টবূল আপন মাতার ব্যামোহকালে রাজ্যের তাবৎ গড় প্রাপ্ত হইয়া আপনি রাজা হইতে চেষ্টা করিলেন। সামান্য

লোক সকল ফিরূশিদের আচরণে বিরক্ত হইয়া দুর্ব্বল হূর্কানসকে সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই হস্তগত দেখিয়া সৈন্যদের সঙ্গে আরিষ্ট-বূলের পক্ষ হইল। তাহাতে হূর্কানস প্রায় স্বচ্ছন্দে মহা-যাজকত্ব ও রাজমুকুট উভয়ই সমর্পণ করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় আপন স্বভাবানুসারে কাল যাপন করিলেন।

৩। এমন সময়ে ইদোম্ দেশীয় আন্তিপাত্তর নামক যে ব্যক্তি সিকন্দর যান্নায়সের ও তাহার স্ত্রী সিকন্দ্রার পরম বন্ধু ছিল, তিনি স্বমঙ্গলার্থে হূর্কানসকে নানা কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন। আন্তিপাত্তর উক্ত দুই জনদ্বারা ইদোম্ দেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি হূর্কানসকে নানা রূপ প্রবোধ দিলে, বিশেষতঃ আরিষ্টবূল তোমাকে হত করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা বলিলে অবশেষে হূর্কানস রাত্রিযোগে পিত্রা নগরে পলায়ন করিয়া আরিতা নামক আরবীয় রাজার নিকটে আশ্রয় লইলেন। আরিতা অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্যদ্বারা তাঁহার সাহায্য করিয়া তাঁহাকে যিহূদা দেশে পুনর্ব্বার আনাইলেন, এবং অনেক যিহূদীয়েরা তাঁহার পক্ষ হইলে তিনি আরিষ্টবূলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে আরিষ্টবূলকে মন্দিরের পর্ব্বতে স্থাপিত দৃঢ় গড়ে আশ্রয় লইতে হইল। সে গড়ের আক্রমণে শত্রুগণ অত্যন্ত দ্বেষ প্রকাশ করিল। পূর্ব্বে যে দেবপূজক রাজগণ নগর অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা মহা২ পর্ব্ব সময়ে যিহূদীয়-দিগকে মেষশাবক লইয়া মন্দিরে বলিদান করিবার অনুমতি দিত, কিন্তু আরিষ্টবূল প্রাচীরহইতে টাকা দিলেও হূর্কানস নিস্তার-পর্ব্বের সময়েও বলি যোগাইয়া দিতে নিবারণ করিলেন।

৪। তৎকালে রোমীয় লোকেরা সর্ব্বদেশে রাজত্ব করিতে বাঞ্ছা করিয়া পম্পেয় নামক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে বৃহৎ সৈন্য-দল আশিয়া দেশে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি যৎকালে আ-র্ম্মানি দেশে তিগ্রানিস ও মিথ্রিদাতিস্ নামক দুই জনের বিপ-রীতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার কতক জন সেনা-পতি সুরিয়া দেশে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহাতে সিবেরুস নামক এক রোমীয় সেনাপতি দম্মেষক্ নগর প্রাপ্ত হইলে আরিষ্টবূল তাঁহার নিকটে চারি শত তালান্ত প্রেরণ করিয়া

আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হূর্কানসও সিবেরসের নিকটে চারি শত তালান্ত দান করত সাহায্য যাজ্ঞা করিলেন; কিন্তু আরিষ্টবূলের সাহায্য করা সহজ, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে দমন করা কঠিন, ইহা ভাবিয়া সিবেরস তাঁহারই সাহায্য করিতে স্থির করিলেন; অতএব আরিতাকে কহিয়া পাঠাইলেন, তুমি অবিলম্বে যিহূদা দেশহইতে প্রস্থান কর, নতুবা রোমীয়দের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। আরবীয় রাজা তাহা শুনিবামাত্র প্রস্থান করিলেন; কিন্তু আরিষ্টবূল তাঁহাকে পথের মধ্যে ধরিলে যুদ্ধেতে হূর্কানসের পক্ষীয় বিস্তর বন্ধু মারা পড়িল। এই রূপে আরিষ্টবূল সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইলে রোমীয়েরা তাঁহাকে দেশের রাজা স্বীকার করিবে, ইহা চাহিলেন। অতএব পম্পেয়ের দম্মেসক্ নগরে আগমন সময়ে বারো জন রাজা ও অন্যান্য রাজ উকীল তাঁহার নিকটে গেলে আরিষ্টবূলের উকীলগণও ৫০০ তালান্ত মূল্যের অতি সুন্দর স্বর্ণময় দ্রাক্ষালতা লইয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে আরিষ্টবূলের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া গেল না; তাঁহার উপঢৌকন অঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু আরিষ্টবূলের পিতার দানরূপে অঙ্কিত হইল।

৫। পরবৎসরে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে হূর্কানস ও আরিষ্টবূল উভয়ই পম্পেয়ের নিকটে উকীলগণকে পাঠাইয়া আপনাদের বিবাদ ভঞ্জনের প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু পম্পেয় তাঁহাদিগকে আগামি বৎসরে আসিতে বলিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার বিস্তর সাক্ষিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তদ্ভিন্ন যিহূদীয়দের অন্য এক দল আসিয়া উভয় লোকের বিরুদ্ধে দাবী দিয়া কহিল, উহাঁরা দেশের কর্ত্তৃত্বের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া মাহাযাজকের পরিবর্ত্তে রাজার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। হূর্কানস কহিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব আমাকেই রাজা হইতে হয়; কিন্তু আরিষ্টবূল কহিলেন, হূর্কানস রাজত্ব করিতে অক্ষম। তাহাতে পম্পেয় কহিলেন, আমি আপনি যিরূশালম নগরে গমন করিবার অবকাশ পাইলে সে স্থানেই এই বিষয় নির্ণয় করিব, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরন্তু রোমীয় লোকেরা আপনাদের অধীন রাজা-

দিগকে দুর্ব্বল রাখিতে ভাল বাসে, অতএব সম্ভাবনা হয় তাহারা হূর্কানসের উপকার করিবে. ইহা ভাবিয়া আরিষ্টবূল হঠাৎ যুদ্ধের নিমিত্তে প্রস্তুত হওনার্থে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে পম্প্রেয় ক্রোধিত হইয়া নাবাথীয় আরবীয়দের দমন করিলে পর যিহূদা দেশে গমন করিয়া সিকন্দরিয়ম্ নগরস্থ দৃঢ় গড়ের মধ্যে আশ্রিত আরিষ্টবূলকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। আরিষ্টবূল পম্প্রেয়ের আজ্ঞা মানিলে পম্প্রেয় তাঁহাকে আপনার হস্তগত দেখিয়া যিহূদাদেশীয় তাবৎ গড় রোমীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবে, এমত রাজাজ্ঞা লেখাইলেন। তাহা করিলে তাঁহার মোচন হইল; কিন্তু তিনি পম্প্রেয়ের অপকারেতে ক্রুদ্ধ হইয়া যিরূশালম নগরে পলায়ন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্তে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে পম্প্রেয় উপস্থিত হইলে হূর্কানসের পক্ষীয় লোকেরা নগরদ্বার মুক্ত করিয়া দিল, তথাপি আরিষ্টবূল শেষ পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিতে স্থির করিয়া আপনার দলের সঙ্গে মন্দিরে পুনর্ব্বার আশ্রয় লইলেন। পম্প্রেয় অতি শক্তরূপে মন্দির বেষ্টন করিলে যিহূদীয়দের বিশ্রামদিবস অতি দৃঢ় মান্য করণেতে তাঁহার কর্ম্ম সহজ হইল। মাক্কাবীয়দের সময়াবধি যিহূদীয়েরা বিশ্রামদিবসে প্রাণরক্ষার্থে যুদ্ধ করিত বটে; নতুবা শত্রুগণের চেষ্টা বিফল করিবার নিমিত্তে আর কোন কার্য্য করা তাহাদের অনুচিত বোধ হইত। তাহাতে রোমীয়েরা সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ করণার্থে প্রয়োজনীয় বস্তু বিশ্রামবারে প্রস্তুত করিত। এই রূপে তিন মাসান্তে যে দিনে নিবূখদ্নিৎসর নগর ও মন্দির লইয়াছিলেন, সেই দিনে, অর্থাৎ তদ্ঘটনা স্মরণার্থে যিহূদীয়েরা যে সময়ে উপবাস করিতেছিল, এমন সময়ে রোমীয় লোকেরা মন্দির আক্রমণ করত তাহা প্রাপ্ত হইল; তাহাতে বিস্তর লোকের সংহার ঘটিল; বিশেষতঃ যে যাজকগণ অতি ধৈর্য্য পুর্ব্বক বেদির নিকটে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতেছিল, অবশেষে তাহাদেরও হত্যা হইল।

ভূমিকম্প।

নানা সময়ে নানা দেশে ভূমিকম্প হইয়া থাকে; তাহা কখনং অতি ভয়ানক এবং বড় ক্ষতি জন্মায়, অন্য২ সময়ে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, তথাপি লোকেরা ভীত হয়, কারণ যে ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় বোধ হয়, তাহা যখন নড়ে, তখন আর কি স্থির থাকিতে পারে? এমন ভাবনা জন্মে। কিন্তু ভূমি যদ্যপি নড়ে, তথাপি পরমেশ্বরের বাক্য অটল থাকে। এই বিষয়ে দায়ূদ কহিয়াছেন, যথা, "পৃথিবী যদ্যপি টলে, ও পর্ব্বতগণ সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহার তরঙ্গ ঘোর গর্জ্জন করিয়া বেগে চলে, ও তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত হয়, তথাপি আমরা ভয় করিব না।" ৪৬ গীত; ২, ৩।

১৭৮৩ শালে ইতালি দেশের দক্ষিণ ভাগে রিগিয়[*] নগরের নিকটবর্ত্তি অঞ্চলে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে ন্যূনাধিক বত্রিশ সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই ঘটনা বিষয়ক কএকটী কথা নিম্নে লিখিত হইবে।

এক নদীর তীরে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী ও এক অশ্বতর একত্র চলিতেছিল, অকস্মাৎ ভূমিকম্প হইলে তাঁহারা যে স্থানে ছিল, সেই স্থানের অর্থাৎ ভূমির সহিত আকাশ দিয়া নদীর অন্য তীরে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু কিছু হানি পাইল না।

এক মনুষ্য লেম্বু গাছের উপরে চড়িয়া ফল পাড়িতেছিল, তাহাকেও সেই ভূমিকম্প গাছ ও ভূমিশুদ্ধ হঠাৎ তুলিয়া লইয়া দূরস্থ স্থানে বসাইল।

সেই দেশে অপ্পিদঃ নামক একটী ছোট নগর ছিল, ঐ ভূমিকম্পের দিনে সেই নগরের ১২০০ লোক মারা পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেকে দগ্ধ হইল, কারণ ঘর সকল যখন পড়িল, তখন নানা ঘরে অগ্নি লাগিয়া অতি শীঘ্র সকলই প্রজ্বলিত করিল। এক স্ত্রী নিজ বালকের সহিত আপনার পতিত ঘরের কাঁথড়ার নীচে পড়িয়া এগারো দিন পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিল। তাহার জেবে কএকটী

---

[*] উক্ত রিগিয় নগরের নিকট দিয়া পৌল প্রেরিত গমন করিয়াছিলেন, প্রেরিত ২৮, ১৩। কিন্তু তাহার গমন ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

চেস্নট নামক শুষ্ক ফল থাকাতে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইল না, কিন্তু পঞ্চম দিনে আত্যন্তিক তৃষ্ণা প্রযুক্ত বালক মরিল। তাহার মাতা অবশেষে উদ্ধৃতা হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিল।

সমুদ্রের তীরে স্কিল্লা নামে একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল, তন্নিবাসি লোকেরা ভূমিকম্পে ত্রাসযুক্ত হওয়াতে নির্ভয়ে থাকিবার নিমিত্তে সমুদ্রের কূলে গিয়া বসিলে অকস্মাৎ একটী উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া আকাশ দিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রে পড়িল। তাহাতে সমুদ্রের ঢেউ সকল অতি বেগে তীর আপ্লাবন করাতে ১৪৫০ জন মনুষ্য জলে ডুবিয়া গেল। সেই স্থানে মৎস্যধারিদের অনেক নৌকাতে বিস্তর লোক আশ্রয় লইয়াছিল, সেই সকল নৌকাও মগ্ন হইল, এবং একটী তক্তা কিম্বা এক মানুষের মৃত দেহ আর কখনো দেখা গেল না। কেবল এক বালককে পুনরায় পাওয়া গেল সে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া জলের মধ্যস্থিত একটী উচ্চ শৈলের উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সমুদ্রের তরঙ্গ এমন উচ্চ যে পথে স্থিত এক স্ত্রী লোককে তুলিয়া লইয়া কোন গৃহের তৃতীয় তালার যে বাতায়ন খোলা ছিল, তাহা দিয়া গৃহের ভিতরে ফেলিয়া দিল। অন্য কোন স্ত্রীলোক জলে ভাসিয়া যাওয়াতে তাহার কেশ কোন উচ্চ গাছের শাখাতে লগ্ন হইল, তাহাতে সেও রক্ষা পাইল।

১৭৫৫ শালের ১ নবেম্বর তারিখে পর্ত্তুগাল দেশের রাজধানী লিসবন নামক নগরে অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল। সেই দিনে ঐ মহানগরের বিংশতি সহস্র লোক মারা পড়িল। ভূমিকম্পের কিঞ্চিৎ পরে নিকটবর্ত্তি সমুদ্রের ও নদীর জল এমন উচ্চ হইল, যে তাহাতেও বিস্তর ক্ষতি জন্মিল। যদ্যপি অন্য ২ স্থানে সেই ভূমিকম্পদ্বারা অনেক ক্ষতি জন্মিল না, তথাপি তাহা পৃথিবীর তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়াছিল।

১৮১২ শালের ২৬ মার্চ তারিখে দক্ষিণ আমেরিকা দেশস্থ কারাকাস নামক নগরে অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল। সেই দেশের লোকেরা সকলে রোমাণ কাথলিক, এবং সেই দিন ইষ্টর নামক পর্ব্বের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার, এই জন্যে তাহাদের নিকটে মহাপর্ব্বরূপে মান্য হওয়াতে অধিকাংশ লোক

গ্রিজাঘরে একত্র ছিল। সেই দিনে অতিশয় গ্রীষ্ম ছিল, কিন্তু আকাশ নির্ব্বাত ও মেঘরহিত হওয়াতে কেহ আগামি মহাবিপদের আশঙ্কা করিল না। বৈকালে চারি ঘণ্টার কিঞ্চিৎ পরে ভূমি প্রথম বার কাঁপিল. তাহাতে সমস্ত গ্রিজাঘরের ঘণ্টা স্বয়ং বাজিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। ভূমি কিঞ্চিৎ স্থির হইবামাত্র দ্বিতীয় ভূমিকম্প হইল, তাহা এমত ভয়ঙ্কর যে ভূমি তপ্ত জলের ন্যায় চঞ্চল বোধ হইল. তাহাতে সকল লোকের বড় ভয় জন্মিল, তথাপি বড় ক্ষতি হইল না। পরে লোকেরা যখন আর বার সুস্থির হইতে লাগিল, তখন হঠাৎ ভূমির নীচে মহাশব্দ শুনা গেল, সে অতি ঘোরতর মেঘগর্জ্জনহইতেও ভয়ানক। তাহা নিবৃত্ত হইলে ভূমি একেবারে উঠিতে ও নামিতে লাগিল, পরে তরঙ্গময় নদীর ন্যায় চঞ্চল হইতে লাগিল। পুনঃ ২ এই রূপ আঘাত হওয়াতে উক্ত কারাকাস নগর সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইল, এবং ন্যূনাধিক নয় সহস্র পাঁচ শত মনুষ্য মরিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের উপরে গ্রিজাঘর কিম্বা তাহাদের নিজ ২ বাটী পড়িয়াছিল। নগরে দুই গ্রিজাঘর এক শত হাত উচ্চ ছিল, কিন্তু পতিত হইবামাত্র কেবল চারি পাঁচ হাত উচ্চ কাঁথড়ার ঢিবি দেখা গেল। সৈন্যদের বাটীর মধ্যে ৮০০ জন সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রিজাঘরে যাইবার নিমিত্তে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে আট কিম্বা দশ জন বিনা অন্য সকলে একেবারে ঘরের পতনে নষ্ট হইল।

রাত্রি হইলে ধূলা ভূমিতে পড়িলে আকাশ পুনরায় নির্ম্মল এবং জ্যোৎস্নাতে সুন্দররূপে ভূষিত হইল, কিন্তু যে স্থানে নগর ছিল, সেই স্থানে কেবল বিলাপের শব্দ শুনা গেল। অনেক ২ মাতা শিশুর মৃত দেহ কোলে করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহা আর বার জীবন পাইবে, এমন মিথ্যা প্রত্যাশা করিতেছিল। অনেক ২ লোক আপনাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব কিম্বা বন্ধু বান্ধবদিগকে অন্বেষণ করিতেছিল. কিন্তু কোন্ স্থানে কাহার বাটী ছিল, তাহা প্রায় জানা গেল না। কাঁথড়ার ঢিবিহইতে ন্যূনাধিক দুই সহস্র জীবৎ লোক উদ্ধৃত হইল, কিন্তু শয্যা ও অস্ত্র ও চিকিৎসার উপায় ও খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্র সকলই

কাঁথড়ার নীচে পতিত হওয়াতে ক্ষত বিক্ষত লোকদের সেবা করা বড় দুষ্কর হইল। লোকেরা কতক দিন পর্য্যন্ত খাদ্য দ্রব্যের এবং জলের অভাবে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইল। এবং এত মৃত লোকদিগকে কবর দেওয়া বড় দুষ্কর হওয়াতে শব সকল দগ্ধ করিতে হইল।

ঐ ভূমিকম্প এমত ভয়ানক যে অনেকে বিচারদিন উপস্থিত জ্ঞান করাতে আপন ২ পাপ ও দুষ্ক্রিয়া স্বীকার করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক ২ মান্য লোকদের কথাদ্বারা জানা গেল, যে তাহারা পূর্ব্বে পরদার ও চুরিকর্ম্ম ও নরহত্যা করিয়াছিল। এবং যাহারা পরস্পর শত্রু ছিল, এমত অনেক লোক সেই দিনে মিলন করিল। কিন্তু অন্য অনেক লোকের কঠিন মন আরও কঠিন হইয়া উঠিল।

উক্ত দিনে ঐ কারাকাস নগরে এবং তন্নিকটবর্ত্তি অঞ্চলে বিংশতি সহস্র মনুষ্য এক নিমিষে মরিল।

অবগাহিত-মণ্ডলীগণের বার্ষিক সভা।

গত জানুয়ারি মাসের যে দিনে সভার আরম্ভ হইবার কথা ছিল, সেই দিনে অর্থাৎ ১৩ তারিখ মঙ্গলবারে অনেক লোক ধানদোবা নামক স্থানে একত্র হইল। বড়িশালহইতে পেজ সাহেব ও সেল সাহেব ও পিয়ার্স সাহেব ও ডিমণ্টি সাহেব এবং ন্যূনাধিক ত্রিশ জন দেশীয় ভ্রাতা ও ভগিনী উপস্থিত হইলেন। বড়িশালহইতে উত্তর পশ্চিম দিগে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত গেলে এক মহানদীর তীরে স্থিত তুরকী বাজার পাওয়া যায়, তথাহইতে একটী ছোট খাল দিয়া এক ক্রোশ পশ্চিমে গেলে ধানদোবা দেখা যায়। উক্ত অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি ঐ দিনের মধ্যাহ্নকালে তথায় উপস্থিত হইয়া নারিকেল সুপারি ও আম্র ইত্যাদি নানা প্রকার গাছে বেষ্টিত এক গৃহে গমন করিলেন। সেই গৃহের দুই তালা আছে, প্রথম তালা গির্জ্জাঘর, দ্বিতীয় তালা অধ্যক্ষ-

দের শয়নার্থক বাসা। যে সকল লোকদের আগমনের অপেক্ষা ছিল, তাহাদের শয়নার্থে এবং তাহাদের নিমিত্তে অন্ন পাক করণার্থে গ্রিজাঘরের চারি দিগে নানা গৃহ প্রস্তুত করা গিয়াছিল। সভা যে বড়িশালে না হইয়া ধানদোবাতে হইয়াছিল, তাহার কারণ এই, যে সেই অঞ্চলের খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল এক দিনের মধ্যে কিম্বা দেড় দিনের মধ্যে ধানদোবাতে যাইতে পারে, কিন্তু বড়িশালে যাইতে হইলে তাহাদের বড় ক্লেশ হইত। ধানদোবাহইতে পশ্চিমে গমন করিলে কাম্দিরপার ও ছব্বিকারপার ও বাক্কাল ও অ স্কর ও আম্বলিয়া ও গুয়াগাং ও কটওয়ালিপাড়া ও দিগালিয়া ও মাদ্রা, এই সকল গ্রাম ক্রমে ২ পাওয়া যায়, আর এই সকল গ্রামে খ্রীষ্টীয়ান লোক থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী যে দিগালিয়া গ্রাম, তাহা ধানদোবাহইতে বারো ক্রোশ দূরে স্থিত, এবং স্থানে ২ জল ও কাদা প্রযুক্ত গমনের বাধা হওয়াতে এক দিনের মধ্যে তথায় যাওয়া ভার। ধানদোবাহইতে অতিদূরে উত্তর পশ্চিমে স্থিত কলিগাং নামক গ্রামেও কএক জন খ্রীষ্টীয়ান বাস করে। বড়িশালে এবং তন্নিকটবর্ত্তি ধাম শহর নামক গ্রামে যাহারা থাকে তাহারা শুদ্ধ ঐ অঞ্চলের ১২৫০ খ্রীষ্টীয়ান লোক বাপ্তিষ্ট মিশনরির সোসাইটীর সহিত সংযুক্ত আছে। তথাকার ভূমি এমত নিম্ন যে বর্ষাকালে বৃহৎ নৌকাও সর্ব্বত্র চলে। এবং নিকটবর্ত্তী বিলে অতি বিস্তারিত নলবন আছে, বিশেষতঃ কটওয়ালিপাড়ার দক্ষিণে যে নলবন আছে, তাহা পার হইতে এক প্রহর লাগে। ঐ বিলে অসংখ্য ২ হাড়গীলা ও সারস ও বক ও হাঁস এবং চিতা ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর ইত্যাদি বাস করে। এমন অসভ্য দেশে যাহারা বাস করে, তাহাদের প্রতি ধর্ম্মসূর্য্য উদিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য বটে।

উক্ত মঙ্গলবারে মধ্যাহ্নকালের পরে নানা গ্রামহইতে খ্রীষ্টীয়ান লোক আসিতে লাগিল। তাহারা প্রায় সকলে নির্ম্মল বস্ত্র পরিহিত ছিল, এবং তাহাদের হস্তে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ধর্ম্মপুস্তক ও গীতপুস্তক দেখা গেল। সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা

নিমিত্তক সভা হইল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

পরদিন বুধবারের প্রাতঃকালে আর বার প্রার্থনা নিমিত্তক সভা হইল, এবং দুই প্রহরে শ্রীযুক্ত পেজ সাহেব উপদেশ করিলেন। তাঁহার উপদেশের সার দায়ূদের ৭২ গীতের ১১ পদে লিখিত এই কথা, "তাবৎ রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিবে, ও তাবৎ জাতীয়েরা তাঁহাকে সেবা করিবে।" সন্ধ্যাকালে আর বার প্রার্থনা হইলে পর শ্রীযুক্ত পিয়ার্স সাহেব এবং শ্রীরামপুরহইতে আগত কএক ভ্রাতা ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে ঐ দেশের খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আরবার প্রার্থনা হইলে অন্য ২ মণ্ডলীহইতে যে ২ পত্র আসিয়াছিল, তাহা পাঠ করা গেল। তৎপরে যশোহর জেলাহইতে দুই জন ভ্রাতা এবং কলিকাতাহইতে শ্রীযুক্ত ওএঙ্গর সাহেব উপস্থিত হইলেন।

দুই প্রহরের সময়ে শ্রীযুত পিয়ার্স সাহেব উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশের সারকথা হোশেয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থের ২ অধ্যায়ের ২৩ পদে লিখিত আছে, যথা, "আমি আপনার জন্যে দেশে তাহাকে রোপণ করিব, ও লোরুহামাকে কৃপা করিব, এবং লোয়ম্মীকে কহিব, তুমি আমার প্রজা, এবং সে কহিবে, তুমি আমার ঈশ্বর।"

সূর্য্য অস্তগত হইলে এক বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে কবর দিতে হইল। সেই ব্যক্তি অবগাহিত হন নাই, তথাপি সভার সময়ে আপনার দূরবর্ত্তি গ্রামে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সমাগত ভ্রাতৃগণকে দেখিতে এবং তাহাদের সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে ও তাঁহার বাক্য শুনিতে বড় বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে বোধ হয় অতিশয় বার্দ্ধক্য সময়ে শক্তির অতিরিক্ত শ্রম করাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার বিশেষ পীড়া হইল না। যে সভার স্থান দেখিতে বড় চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে তাঁহার বিশ্রামের কিম্বা মহানিদ্রার স্থান হইল।

সন্ধ্যাতে প্রার্থনা এবং বার্ষিক পত্রের পাঠ হইলে পরে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ক জিজ্ঞাসাবাদ হইল।

সভার শেষদিনে অর্থাৎ শুক্রবারে দশ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুত ওএঙ্গর সাহেব উপদেশ দিলেন। উপদেশের সারকথা এই, "তিনি আপন প্রাণব্যথার ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।" যিশায়িয় ৫৩; ১১। উপদেশ সমাপ্ত হইলে প্রভুর ভোজন হইল।

দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পরে, যাহারা পাঠ করিতে পারে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তে নানা পুস্তক দেওয়া গেল, বিশেষতঃ যাত্রির গতি এবং ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস, এই২ রূপ পুস্তকের বিতরণ হইল। তাহাতে দেখা গেল যে অনেক২ স্ত্রীলোকও পাঠ করিতে শিখিয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে বড় উদ্‌যোগ প্রকাশ করিতেছে। পুরুষ লোক অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এই বিষয়ে প্রায় অধিক যত্ন করিতেছে।

উপদেশের সময়ে বালক ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ শত দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিল, এবং প্রায় দেড় শত লোক প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিল। ঐ অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনাধিক দেড় শত লোক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং এক শতের অধিক পাঠ করিতে শিখিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক। কেবল যুবতী নহে, বৃদ্ধ স্ত্রীলোকও পাঠ করিতে শিখিতেছে। এবং পুরুষ লোকদের মধ্যেও অনেকে সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে পাঠ করণে সমর্থ দশ জনও ছিল না।

ঐ সকল লোকেরা পূর্ব্বে প্রায় সকলে নমঃজাতীয় ছিল, এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিত। তৎকালে তাহারা নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে রত এবং দুঃখেতে মগ্ন এবং অজ্ঞানতারূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এখন সকলে যে পাপ ত্যাগ করিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে সত্যরূপে প্রভুতে বিশ্বাসী হইয়াছে, আরও অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান পাইয়াছে, এবং পূর্ব্বে যে প্রকার ঘৃণার্হ পাপ তাহাদের মধ্যে চলিত ছিল, তদ্বিষয়ে সম্প্রতি ভয় পূর্ব্বক সাবধান থাকে। পূর্ব্বে তাহারা মিথ্যা দেব দেবীর পূজা করিত,

সম্প্রতি সত্য ঈশ্বরের এবং ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসার্থ গীত গান করিতে ক্লান্ত হয় না। সভার সময়ে যখন প্রার্থনা কিম্বা উপদেশ হইত না, তখনও চারিদিগে ধর্ম্মগীতের গান নিত্য ২ শুনা যাইত, বিশেষতঃ রাত্রিকালে দুই তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত শুনা যাইত।

তাহাদের বিষয়ে এই কথাও কহিতে হয়, যে তাহারা আপনারা চেষ্টা প্রকাশ করিয়া ২৪ টাকা ৩ আনা চাঁদা করিয়াছিল।

ঐ চারি দিন এত বাঙ্গালি লোকদের মধ্যে প্রায় কোন গোলযোগ কিম্বা বিবাদ হয় নাই, এই প্রমাণদ্বারা তাহাদের আন্তরিক অবস্থা জানা যাইতে পারে। সকলের আহার ও শয়নার্থে মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঞ্চয় এবং উপযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে তাঁহারা প্রশংসনীয় বটেন।

এক স্থানে এত খ্রীষ্টীয়ান লোক সমাগত হইয়াছে, এমন সংবাদ শুনিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম ও বাজারহইতে অনেক ২ হিন্দু ও মুহম্মদি লোক তামাশার দর্শনার্থে বলিয়া প্রতিদিন ধানদোবাতে উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইলে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিল। এবং আনন্দের বিষয় এই যে তাহাদের মধ্যে কেহ তথাকার খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিন্দা করিল না। বোধ হয় সেই তামাশার দর্শন তাহাদের মধ্যে কাহার ২ পরিত্রাণের উপায় হইতে পারে।

শুক্রবার বৈকালে সমাগত লোকেরা আপন ২ গ্রামে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিল, কারণ শনিবারে রাত্রির পূর্ব্বে ঘরে উপস্থিত হইতে তাহাদের চেষ্টা ছিল।

উক্ত সভার বিষয়ে আমরা বলিতে পারি, "পরমেশ্বর আমাদের জন্যে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আমরা আনন্দিত হইতেছি।"

শ্রীযুক্ত পাদ্রি লেসি সাহেবের মৃত্যু।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে কটকে শ্রীযুক্ত লেসি সাহেব মহানিদ্রাগত হইলেন। তিনি ২৮ বৎসর অবধি উড়িষ্যা দেশে প্রভুর কর্ম্মে শ্রম করিয়াছিলেন। হাটে বাজারে সুসমাচার প্রচার করা তাঁহার পরমানন্দের কর্ম্ম বোধ হইত; এবং ঘোষণা করণের সময়ে তাঁহাকে না দেখিয়া কেবল তাঁহার রব শুনিলে কোন দেশীয় প্রচারক ঘোষণা করিতেছে, এমন বোধ হইত। প্রভুর নিমিত্তে তাঁহার শ্রম বৃথা হয় নাই, যেহেতুক তাঁহার দ্বারা অনেক উড়িয়া লোক প্রভুর নিকটে আনীত হইয়াছে। যখন তিনি প্রথমে কটকস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইলেন, তখন শ্রীরামপুর হইতে আগত এক ভ্রাতা বিনা এতদ্দেশীয় কোন লোক সেই মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হয় নাই। সম্প্রতি ১৩৩ জন মণ্ডলীভুক্ত আছে, তাহাদের অধিকাংশ উড়িষ্যা দেশীয় লোক, এবং নিকটবর্ত্তি ছোগা গ্রামে ৬৬ জন মণ্ডলীভুক্ত আছে। এবং উড়িষ্যা দেশের অন্যান্য স্থানে মণ্ডলীভুক্ত ন্যূনাধিক ৮০ জন আছে। এতদ্ভিন্ন যাহারা জীবদ্দশাতে মণ্ডলীভুক্ত ছিল, প্রভুতে বিশ্বাসি এমত অনেক লোক মরিয়াছে। ইহারা সকলে যে লেসি সাহেবের শ্রমদ্বারা প্রভুর নিকটে আনীত হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু অনেকে তাঁহার শ্রমের ফলস্বরূপ বটে।

নেটিব বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটীর দ্বিতীয় বার্ষিক সভা ৩০ ডিসেম্বর তারিখে হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত পাদ্রি লাক্রোয়া সাহেব সভাপতি ছিলেন। গত বৎসরে উক্ত সোসাইটী সুসমাচার প্রচার করণার্থে বৈটকখানাতে স্থিত গৃহ ব্যতিরেকে বালিয়াঘাটে আর এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই দুই গৃহে এবং অন্যান্য স্থানে নিত্য ঘোষণা হইয়া থাকে।

উপদেশক।

এপ্রিল ১৮৫২ (৬৪) মূল্য ২ আনা।

বেঙ্গাল নেটিব্ বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটীর দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট।

পরমেশ্বরের শক্তি অতি অদ্ভুত ও তাঁহার সংকল্প অতি চমৎকার, ফলতঃ তাঁহার সংকল্প মনুষ্যের সংকল্প সদৃশ নয়, ও তাঁহার কার্য্য সাধনের রীতি মনুষ্যের ধারার ন্যায় নয়। মনুষ্য অতি আড়ম্বর পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিয়াও তাহা নিষ্পাদন করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করেন। দেখ তিনি আজ্ঞামাত্রে অবস্তুহইতে এই বিচিত্র বিশাল সংসার সৃষ্টি করিলেন, এবং মৃতকল্প ইব্রাহীমহইতে গগণস্থ নক্ষত্র সদৃশ অগণ্য লোক উৎপন্ন করিলেন। তাহা কেবল নয়, তিনি কতিপয় দীনহীন মৎস্যধারিকে মনুষ্যধারী করিয়া তাহাদের দ্বারা জগদ্ব্যাপি অনন্ত কাল স্থায়ি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করাইলেন। কোন কার্য্যে তাঁহার সংকল্প হইলে তাঁহার শক্তিদ্বারা তাহা অবাধে সিদ্ধ হয়। অতএব যিনি এতাদৃশ মহান্ এবং সকল মনুষ্য যে ত্রাণজনক জ্ঞান পায় যাঁহার এমন ইচ্ছা আছে, তাঁহার যদি এক্ষণে এই ক্ষুদ্র সোসাইটীকে নিজ অনুগ্রহানুসারে বৃদ্ধি করিয়া বঙ্গদেশস্থ বহুজনের মনঃপরিবর্ত্তনের হেতুস্বরূপ করণের সংকল্প থাকে, তবে তাহা কি তাঁহার শক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না? পরন্তু হে বন্ধুগণ, এই সমাজের উপর তাঁহার অনুগ্রহরূপ হস্তক্ষেপ হইয়াছে, এমন অনুভব হইতেছে, যেহেতু এই সম্প্রদায় আরম্ভ কালে একটী অতি ক্ষুদ্র বীজরূপে রোপিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাহইতে নির্গত সুন্দর অঙ্কুর দৃষ্ট হইতেছে; কেননা গত বৎসরাপেক্ষা এ বৎসরে অধিক সংখ্যক বন্ধুগণের

উদ্‌যোগ ও অর্থদান, সুতরাং তদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি বাহুল্যরূপে হইয়াছে। ফলতঃ গত বৎসরের পত্রিকাতে অর্থাৎ রিপোর্টে দক্ষিণ দেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেবল দুই তিন জনের দানের কথা উল্লেখিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসরে খাড়ি ও লক্ষ্মীকান্তপুর ও নরসীকদারচক প্রভৃতি কএক মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে প্রায় বিংশতি জন এই সোসাইটীর উপকারার্থে দান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা প্রভুর ইষ্ট ক্রিয়াতে যে উদ্‌যোগী হইতেছেন, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্‌ভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ও ফ্রিচর্চ্চ ও চর্চ্চ অব্‌ ইংলণ্ড মণ্ডলী সংক্রান্ত কএক বন্ধুগণ দেশীয় ত্রাণহীন লোকদের প্রতি প্রেমজন্য সুসমাচার প্রচারার্থে দান করিয়াছেন। আর ইটালী ও কলিঙ্গা মণ্ডলীস্থ অনেকেই এই সোসাইটীর বৃদ্ধ্যর্থে মনোযোগী হইয়া উপকার করিয়াছেন। অধিকন্তু কএক স্ত্রীলোক প্রভুর ইষ্ট কার্য্যে বিশেষরূপে মনোযোগিতা প্রকাশ করিয়াছেন, ফলতঃ এক জনা সূচীকর্ম্মের উপস্বত্বদ্বারা ও অন্য জন অন্য প্রকার উপস্বত্বদ্বারা সোসাইটীর উপকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ এক জনা বিধবা ঘোষণা ঘরে পুস্তক রাখিবার নিমিত্তে আপন ব্যবহৃত একটী সিন্দুক দান করিয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন আর কএক জন স্ত্রীলোক সাধ্যানুসারে অর্থ দান করিয়াছেন। ইহা অতি আনন্দের বিষয় বটে। আর এই রূপ সৎকার্য্যে ইংরাজ বন্ধুগণ যে বিশেষ মনোযোগী, তাহার কথা কি কহিব? তাঁহারা অকাতরে বিস্তর দান করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এদেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রভুর কার্য্যার্থে উদ্‌যোগের কথা শুনিয়া আনন্দিত হওয়াতে সুসমাচার প্রচারার্থে একখানি ঘর প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে চল্লিশ টাকা দান করিলেন; তদ্দ্বারা বালিয়াঘাটায় এক ঘর প্রস্তুত হইয়াছে; এবং তিনি তত্রস্থ ভূমির ছয় মাসের খাজনা দিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই উপকার আমরা বিশেষরূপে স্বীকার করি, যেহেতু তাহাতে রৌদ্রাদিভোগি কএক প্রচারকের এবং পূর্ব্বদেশীয় অসংখ্য লোকের বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। আর ঐ গৃহ প্রস্তুত হওনের সংবাদ অবগত হইয়া কএক সল্লোক এবং যাহারা আমাদের পশ্চাদ্‌গামী না হইয়াও আমাদের সহিত সংগ্রহ করে, এমত

কএক সদন্তঃকরণ ব্যক্তিও পুল্‌পীট ও বেঞ্চ ক্রয়ার্থে অর্থ দান করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের সুখানুভব হইতেছে।

অধিক কি কহিব? মুঙ্গের প্রভৃতি দূরদেশস্থ বন্ধুগণ এই সোসাইটীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব বলি, পরমেশ্বরের বাক্য অতি সত্য, যেহেতু যিরূশালমস্থ মন্দির নির্ম্মাণার্থে নিরাশ লোকদিগকে উদ্‌যোগী করণাভিপ্রায়ে তিনি এই কথা কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমরা সবল হও, ভয় করিও না, আমি এ মন্দির মহিমাতে পরিপূর্ণ করিব। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তাবৎ রূপা আমার ও তাবৎ স্বর্ণ আমার"। এবং পরমেশ্বরের এতদ্রূপ বাক্যে প্রত্যয়জাত পরিণামদর্শিদিগের লক্ষ্য প্রায় অন্যথা হয় না, কেননা গত বাৎসরিক সভাতে কোন ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, যে হে বন্ধুগণ, এ সোসাইটীর ক্ষীণতা দেখিয়া তোমরা ভয় করিও না, যেহেতুক যেমন শিশু ত্রাণকর্ত্তার প্রতিপালনার্থে পরমেশ্বর দূরদেশীয় লোকদ্বারা যূষফের হস্তে স্বর্ণ সমর্পণ করিলেন, তেমনি এই নব সমাজের বর্দ্ধনার্থে তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুগণদ্বারা তোমাদের হস্তে অর্থ গচ্ছিত করিবেন। তদনুসারে নানা স্থানস্থ বন্ধুগণের উদ্‌যোগে সোসাইটীর হস্তে প্রচুর অর্থ উপস্থিত হওয়াতে বাহুল্যরূপে সুসমাচার প্রচার করণার্থে কএক মাস হইল এক জন প্রচারককে নিযুক্ত করা গিয়াছে। তিনি বৈঠকখানায় ও বালিয়াঘাটায় স্থাপিত গৃহদ্বয়ে এবং শিয়ালদহের রাস্তাহইতে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত কলিকাতার পূর্ব্ব দিগের গ্রাম সমূহে ও অন্যান্য স্থানে প্রতিদিন দুই তিন বার ঘোষণা করিতেছেন। অধিকন্তু তিনি ধাঙ্গড় ও জালিয়া ও নিকারী ও উড়িয়া প্রভৃতি অতি অজ্ঞান দরিদ্র লোকদিগকে ত্রাণজনক জ্ঞান দান করণার্থে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। এবং এই সভার কর্ম্মকারক ভ্রাতারা বৎসর ব্যাপিয়া ঐ গৃহদ্বয়ে পালানুক্রমে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাহা কেবল নয়, তাঁহাদের কেহ ২ রাস্তায় ২ লোকদের সহিত আলাপ করিয়া, ও কেহ ২ লোকদের ঘরে গিয়া, কেহ বা পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কেহ বা আফিসে সুযোগ পাইয়া লোকদিগকে সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য বন্ধুগণ

কখন ২ পূর্ব্বোক্ত প্রচারগৃহে সুসমাচার ঘোষণা করিয়াছেন। এই রূপে প্রাতঃ সায়ং রজনীতে নানা জনকর্ত্তৃক সুসমাচার প্রচারিত হওয়াতে অসংখ্য ত্রাণহীন প্রাণী, বিশেষতঃ পূর্ব্ব দেশীয় বিস্তর লোক জীবনদায়ক বাক্য শ্রবণ করিতে পাইয়াছে। ইহাতে কি পর্য্যন্ত ফল দর্শিতেছে, তাহা সম্যক্‌রূপে বলিতে পারি না বটে, তথাপি প্রভুর বাক্য উপযুক্ত কালে যে সফল হইবে, অত্র সন্দেহো নাস্তি, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে, 'তুমি প্রাতঃকালে বীজ বপন কর, ও সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না, কেননা ইহা সফল হইবে, কি উহা সফল হইবে, কিম্বা উভয় সমান উত্তম হইবে, তাহা তুমি জান না।'' আর, যথা, ''আমার মুখ নির্গত বাক্য অবশ্য তদ্রূপ হইবে, তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিবে না, কিন্তু আমি যাহা নিরূপণ করি তাহা সিদ্ধ করিবে, এবং যাহার জন্যে প্রেরণ করি তাহাও সফল করিবে।'' ফলতঃ দুই তিন ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অদ্যাপি প্রভুকে প্রকাশরূপে স্বীকার না করাতে তাঁহাদের বিষয়ে এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করিতে বিহিত বুঝি না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এ দুর্ব্বল সমাজদ্বারা এ পর্য্যন্ত কার্য্য করিলেন, এ জন্যে তাঁহার ধন্যবাদ করি। আর দেশীয় মণ্ডলী স্বাধীন করণ সোসাইটীর যে দ্বিতীয় অভিপ্রায়, তাহা সুযোগাভাবে বিশেষ কিছু করা যায় নাই বটে, তথাপি দেশীয় বন্ধুদিগকে তদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্তি দিয়া উদ্‌যোগী করা যাইতেছে, এবং দুই স্থানস্থ ইটালী ও কলিঙ্গা মণ্ডলীর কিঞ্চিৎ ২ সাহায্য করা গিয়াছে।

হে বন্ধুগণ, ত্রাণজনক জ্ঞান ব্যাপ্ত করণার্থে আপনারা প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির মনের ঐক্য ও কিঞ্চিৎ উদ্‌যোগ হওয়াতে দেখ এক মহৎ কার্য্যের সূত্র হইয়া উঠিতেছে, এতদ্দর্শনে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; তাহা কেবল নয়, প্রভুর ইষ্ট ক্রিয়া করণার্থে খ্রীষ্টাশ্রিত সর্ব্বজনের উত্তরোত্তর বিশেষ উদ্‌যোগ করা কর্ত্তব্য। আপনকাদের সাহায্য পাইয়া এই সোসাইটীর কর্ম্ম-কারকেরা আপন ২ জ্ঞান ও শক্তি ও সময়ানুসারে সভয়ে সমাজের কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিবেদন করি, তাঁহা-

দের দুর্ব্বল হস্ত সতত সবল রাখিতে আপনারা কদাপি বিস্মৃত হইবেন না, কেননা এই সোসাইটীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে কেবল কর্ম্মকারকদের প্রতি ভার আছে এমত নয়। তাঁহারা তো সোসাইটীর বন্ধুগণের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অতএব বলি এই কার্য্য সকলের, সুতরাং সকলকে তাহা নিষ্পাদন করিতে হয়, কিন্তু অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ করণার্থ সকল কার্য্যে সকলের প্রবৃত্ত হওয়া ভার বটে। তথাপি তাহার অনেক কার্য্য অনেকেই সাধন করিতে পারেন, ফলতঃ সুযোগানুসারে ত্রাণহীন লোককে ত্রাণদায়ক মূলকথা জ্ঞাত করণ, ও পরস্পর খ্রীষ্টীয় প্রেম বৃদ্ধি করণ, ও এই সোসাইটীর সাহায্যার্থে বিশেষ২ লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেওন, এবং যথাসাধ্যে অর্থাদিদ্বারা ইহার উপকার ও মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করণ, ইত্যাদি কার্য্য প্রায় সকলে করিতে পারেন, আর তাহা সর্ব্ব জনের অতি কর্ত্তব্য বটে, কেননা যিরূশালমের প্রাচীর ও মন্দির দুই এক ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, পরন্তু ক্ষুদ্র লোক অবধি মহৎ ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। আর যে যেমন বীজ বপন করিবে, সে ব্যক্তি তদ্রূপ ফসল কাটিবে, ইহা সদা স্মরণে রাখিবেন।

এ বৎসর ব্যাপিয়া ২৮২ ||৵১৫ সংগৃহীত হইযাছে, এবং গত বৎসরের ১২৫৶ সঞ্চিত থাকে, একত্র করিলে ৪০৭ ৸১৫ হয়। তন্মধ্যে ১৮৮৷৵১৫ ব্যয় হইয়াছে। এক্ষণে সোসাইটীর হস্তে ২১৯৷৶০ মজুত আছে। জমা খরচের বিশেষ কথা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

গত বৎসরে সেবিংস্ বেঙ্কে যে টাকা পাঠান যায়, তাহা বেঙ্কের লোকেরা সোসাইটীর নামে জমা করিতে কোন মতে স্বীকার না করাতে তাহা মেং মেণ্ডিস্ সাহেবের কাছে গচ্ছিত রাখা গিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সঞ্চিত টাকা অল্প দিনের মধ্যে বেঙ্কে রাখা যাইবে, এমত স্থির হইয়াছে।

মেং মেণ্ডিস্ অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ততা হেতু, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কবিরাজ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত এ সোসাইটীর সেক্রেটেরির অর্থাৎ সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু তাঁহারা মেম্বর থাকিলেন।

আগামি বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫২ সালে এই সোসাইটীর কার্য্য নিষ্পাদনার্থে এই কএক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে লক্ষ্য করা গিয়াছে। সভাপতি, মুন্সি শুজাআৎআলী। সেক্রেটেরি, শ্রীশেমচন্দ্র নাথ। ধনাধ্যক্ষ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র। সভ্যগণ, মেং মেণ্ডিস্ ও মেং ম্যানূয়েল, ও মেং জেম্স বেলচ্যাম্বর, ও শ্রীরামকৃষ্ণ কবিরাজ, ও শ্রীলালচাঁদ নাথ, ও শ্যামূয়েল পীরবক্স্, ও গুলজার শাহ্। এবং ইহারা সকলেই অর্থসংগ্রাহক।

দ্বিতীয় বার্ষিক সভার সংক্ষেপ বিবরণ।

ইং সন ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখে ইটালী গ্রামস্থ ভজনালয়ে বাঙ্গাল নেটিব বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটীর দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয়। তৎকালে তথায় দেশীয় ও বিদেশীয় প্রায় ২০০ দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। একটী পারমার্থিক গীত গানে সভা আরম্ভ হয়, পরে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র মিত্র প্রার্থনা করেন। তদনন্তর শ্রীযুত মান্যবর পাং লাক্রোয়া সাহেব সভাপতি মনোনীত হয়েন। তিনি সভাসম্বন্ধে ইংরাজি ও বাঙ্গালি ভাষায় কোন২ আনন্দজনক কথা কহনোত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ কবিরাজকে রিপোর্ট পাঠ করিতে কহিলেন, তাহাতে সেক্রেটেরি এই রিপোর্ট পাঠ করিলেন।

রিপোর্ট পাঠ হইলে পর,

১। শ্রীযুত পাং ওয়েঙ্গর সাহেব প্রথমে প্রস্তাব করিলেন যে এই রিপোর্ট গ্রাহ্য ও মুদ্রিত হইয়া যেন বন্ধুদিগের নিকটে প্রেরণ করা যায়।

তৎপরে বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী এই প্রথম প্রস্তাবিত কথার পোষকতা করিয়াছিলেন।

২। শ্রীযুত শেম চন্দ্র নাথ দ্বিতীয় প্রস্তাব করিলেন, যথা, এক মহৎ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এই সোসাইটী এমন বিবেচনা করেন, তথাচ এবম্ভূত অন্য২ সোসাইটীর উন্নতি দেখিয়া সাহস প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাহারা অকপটভাবে

প্রভুকে প্রেম করে, তাহাদের সকলের দ্বারা এই সোসাইটী উপকৃত হওনের প্রত্যাশা রাখে।

শ্রীযুত মুনসী সুজাআৎ আলী এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন।

৩। শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার তৃতীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে এই সোসাইটীর রক্ষার ও উন্নতির নিমিত্তে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

মেং জে এল কেরো সাহেব ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন। পরে গীত ও প্রার্থনার দ্বারা সভা ভঙ্গ হয়।

পাদ্রি জৎসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

এই বর্ত্তমান কালে ব্রহ্ম দেশীয় রাজার সহিত যেরূপ যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, বরং আরম্ভ হইয়াছে, সেই রূপ যুদ্ধ ১৮২৪ শালে ঐ দেশে হইয়াছিল। যুদ্ধের আরম্ভ সময়ে পাদ্রি জৎসন সাহেব ও তাঁহার ভার্য্যা উক্ত দেশের রাজধানী আবা নামক নগরে গমন করিতেছিলেন। তাঁহারা আমেরিকা দেশীয় লোক, কিন্তু শত্রুরা তাঁহাদিগকে ইংরাজ লোক জ্ঞান করাতে তাঁহাদের প্রতি অশেষ দৌরাত্ম্য করিল। তাহাতে তাঁহারা যে ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জৎসন সাহেবের ভার্য্যা লিখিয়া আমেরিকাদেশস্থ নিজ দেবরের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সেই বৃত্তান্ত অতি মনোরম্য, এবং ব্রহ্ম দেশ বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী, এবং জৎসন সাহেবের সহিত আমাদের এতদ্দেশীয় কএক ভ্রাতার পরিচয় ছিল, এই নিমিত্তে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে বিহিত বুঝিলাম। জৎসন সাহেব সমুদয় ধর্ম্মপুস্তকের তর্জ্জমা করিয়াছেন, এবং ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইল, বোধ হয় তাহা সমস্ত পাঠক জ্ঞাত আছেন।

আমার প্রিয় ভ্রাতঃ,

আবা নগরে আমাদের বন্দিত্ব ও দুঃখভোগের বিশেষ বিবরণ অবগত করণের মানসে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি।

আমাদের অপমান ও আতঙ্কের বিষয় পুনঃ স্মরণ করণে কত কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিব, তাহা সম্প্রতি বলিতে পারি না। আবা নগরে আমাদের গমনাবধি প্রতিদিন যাহা২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত বিশেষরূপে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বিপদ ঘটনের আরম্ভে সে সকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি।

আবাহইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে চিন্ পিউ কিয়ন নামক স্থানে আমরা উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম লোকেরা ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করণের মানস প্রকাশ করিয়াছে, ইহার নিশ্চিত সংবাদ প্রথম বার প্রাপ্ত হইলাম। ঐ স্থানে বাণ্ডুলা নামক বিখ্যাত সেনাপতি সৈন্যের কিয়দংশ লইয়া শিবির রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমাদের অগ্রসর হওন কালে সুবর্ণমণ্ডিত যুদ্ধের নৌকাসমূহে বেষ্টিত নিজ স্বর্ণতরণীতে পরমানন্দে উপবিষ্ট বাণ্ডুলাকে দেখিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া কোন২ বিষয় অনুসন্ধান ও বিশেষ২ কথা জিজ্ঞাসা করণার্থে এ পারে আমাদের নিকটে একখান যুদ্ধের নৌকা প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রেরিত দূতকে কহিলাম, আমরা আমেরিকান লোক, ইংরাজ নহি, মহারাজের আজ্ঞানুসারে আবা নগরে গমন করিতেছি। ইহা শুনিয়া দূত আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে গমন করিতে অনুমতি দিল।

পরে আমরা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলাম যে আমাদের বন্ধু ডাক্তর প্রাইসের প্রতি রাজার আর অনুগ্রহদৃষ্টি নাই, এবং তৎকালে আবা প্রবাসি অধিকাংশ বিদেশি লোকের প্রতি তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছে। পরে তোমার ভ্রাতা রাজবাটীতে দুই তিন বার গেলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিও রাজা পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ব্যবহার করিলেন না, এবং মহারাণী পূর্ব্বে আমার আগমন প্রতিদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা উপস্থিত হইলে আমার বিষয় আর কিছু জিজ্ঞাসা বা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রাজবাটীর বহির্দ্দেশে বাসকারি রাজবংশীয় নানা জনকর্ত্তৃক প্রায় প্রতিদিন আমি নিমন্ত্রিত হইলেও রাজবাটীতে যাইবার কোন চেষ্টা পাইলাম না।

এমন কুলক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই বর্ত্তমান কালের যুদ্ধেতে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা রাজপুরুষদিগকে ভাবক্রমে অবগত করণাভিপ্রায়ে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমরা পূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে আরম্ভ করা ও সুযোগানুসারে সুসমাচারের কার্য্য করা বিহিত বুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দুই তিন সপ্তাহের পরে মহারাজ ও রাজ্ঞী ও তাবৎ রাজপরিজন এবং বহুসংখ্যক রাজকার্য্য সম্পাদনকারি লোক অমরপুরে গমন করিলেন, কারণ তথাহইতে আসিয়া রীত্যনুসারে নূতন রাজবাটী অধিকার করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। আবা ও অমরপুর এই দুই নগরই ব্রুহ্ম রাজ্যের রাজধানীরূপে খ্যাত প্রযুক্ত তদ্বিশেষ কি, তাহা অনেকেই অবগত নয়, এই হেতু এই স্থলে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। আধুনিক আবা নগর রাজ্যের পূর্ব্বকার রাজধানী, কিন্তু বৃদ্ধরাজের সিংহাসনাধিষ্ঠিত হওনের অল্প দিন পরে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া তথাহইতে তিন ক্রোশ দূরে অমরপুরে এক নূতন রাজবাটী নিম্মাণ করাইয়া তথায় যাবজ্জীবন বাস করিয়াছিলেন। তদ্রূপ বর্ত্তমান রাজা রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে অমরপুর রাজধানী ছাড়িয়া আবার ভগ্ন কাঁথড়ার উপরে এক সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন, ইহাই এক্ষণে ব্রুহ্ম রাজ্যের রাজধানী এবং মহারাজের বাসস্থান। এই বাটী নির্ম্মাণ কালে ভূপতি ও তৎপরিজনগণ সামান্য গৃহে বাস করিতেন, তথাহইতে অমরপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

নূতন রাজবাটী অধিকার করণার্থে মহারাজ যে রূপ প্রভাবে এবং লক্ষ২ লোকের ধন্যবাদ প্রাপণ পুরঃসর সুবর্ণপুরে প্রবেশ করিলেন, তাহা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। ফলতঃ ঐ সময়ে চীন দেশের সীমাস্থিত প্রদেশরক্ষকগণ ও রাজ্যস্থ তাবৎ প্রদেশাধিকারী ও প্রধান২ রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব২ পদানুযায়ি বেশ ভূষা ধারণ পূর্ব্বক আসিয়া একত্র হইয়াছিল, এবং একটী শ্বেত হস্তী সুবর্ণ ও মণি মুক্তাদিতে বিভূষিত প্রযুক্ত সমারোহের মধ্যে মনোহররূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল, এতদ্‌ভিন্ন প্রকাণ্ড২ বিস্তর হস্তী ও বহু সংখ্যক অশ্ব, ও চিত্র বিচিত্র বহু প্রকার যান বাহন এমত

চমৎকাররূপে সুসজ্জিত করা গিয়াছিল, যে তাহা বাক্যে ব্যক্ত করা অসাধ্য। এই দিনে রাজ্যের মহৈশ্বর্য্য তাবৎ জনগণের গোচরে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল মহারাজ ও রাণী কোন অভরণ ধারণ না করিয়া সামান্য পরিচ্ছদান্বিত ও এতদ্রূপ সমারোহে পরিবেষ্টিত হইয়া পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক যে স্থানে আমরা বসিয়াছিলাম ও রাজার নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রাজার নূতন রাজধানী অধিকার করণের অল্প ক্ষণ পরে এই রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইল যে লানসাগো ব্যতিরেকে কোন বিদেশি লোক এই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পাইবে না। ইহাতে আমাদের কিঞ্চিৎ ত্রাস জন্মিল বটে, কিন্তু অনুমান হইল যে কোন রাজব্যাপার সম্পন্ন করণার্থে এই রূপ হইল, তাহাতে আমাদের চিন্তা কি?

কএক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমাদের ভয়জনক কোন বিষয় ঘটিল না। আমরা প্রতিদিন ইস্কুলের কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, এবং মেং জংসন প্রতি রবিবারে ঘোষণা করিতেন, ও ইষ্টকালয় নির্ম্মাণার্থে কাষ্ঠাদি নানা সামগ্রী আনা গেল, এবং রাজমিস্ত্রিরা ঐ গৃহ অনেক দূর পর্য্যন্ত গাঁথিয়া তুলিল।

১৮২৪ সালের মে মাসের ২৩ তারিখে নদীর অন্য পারে ডাক্তরের বাটীতে আমরা ঈশ্বরারাধনার শেষ করিয়া উঠিবামাত্র এক জন দূত আসিয়া আমাদিগকে সমাচার দিল যে রঙ্গুণ নগর ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংবাদ আমাদের পক্ষে আচম্বিত ভারী আঘাতস্বরূপ বোধ হইল, ইহাতে আমাদের ভয় ও আনন্দ দুই জন্মিল। ফলতঃ আবা নগর প্রবাসি মেং গৌজর নামক এক জন যুব বাণিজ্যকারী সে সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারি অধিক ভয় হইল, কারণ তিনি ইংরাজ। এমত হইলে আমরা অবিলম্বে আপনাদের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, এতদ্বিষয়ে ভাব্য ভাবনা করিতে লাগিলাম। মেং গৌজর রাজসন্নিধানে অতি মর্য্যাদাপন্ন থরাওয়াদি নামক রাজভ্রাতার নিকটে গেলেন, তাহাতে তিনি মেং গৌজরকে কহিলেন, এতদ্বিষয়ে তোমার ত্রাসান্বিত হওনের প্রয়োজন নাই, কেননা মহারাজের নিকটে

সেই প্রস্তাব উল্লেখ করিলে তিনি এমত আজ্ঞা দিলেন, আবা নগরে যে কতক গুলি বিদেশি লোক বাস করিতেছে, এই যুদ্ধে-তে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, অতএব তাহাদের প্রতি কোন উপদ্রব ঘটিবে না।

এক্ষণে তাবৎ রাজকীয় লোক ব্যস্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ তিন চারি দিবসের মধ্যে কিউন জি নামক সেনাপতির অধীনে দশ বার হাজার সৈন্য সাকীর উন্ জির সহিত মিলিতে প্রেরিত হইল। সাকীর উন জি ইতি পূর্ব্বে রঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিতে২ পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, যে রঙ্গুন ইংরাজদের কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ইংরাজেরা অবশ্য পরাজিত হইবে, এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিল না। রাজার এই মাত্র ভয় ছিল, যে বিদেশিরা আমার সৈন্যসামন্তের অগ্রসরণ দেখিয়া পাছে তাহাদের বন্দিরূপে ধৃত হওনের পূর্ব্বে ইংরাজি জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়ন করে। সেই সময়ে এক জন রাজ পুরুষ কহিলেন, আমার নৌকা বাহনার্থে ছয় জন কালাপিউ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বিদেশি লোক আনয়ন কর। এবং এক জন উন্‌জির ভার্য্যা আজ্ঞা করিলেন, আমার গৃহের কার্য্য করণার্থে চারি জন শ্বেতাঙ্গ বিদেশি লোক-কে আন, আমি শুনিলাম তাহারা বিশ্বস্ত চাকর। যুদ্ধের নৌ-কাতে সৈন্যগণ আরোহণ করিয়া যেন আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। ফলতঃ তাহারা নৃত্য গীত ও আনন্দ প্রকাশক হাস্য পরিহাস ও নানা রঙ্গ ভঙ্গ করত নৌকা বাহিয়া আমাদের বাটীর নিকট দিয়া চলিল। তাহা দেখিয়া আমরা নিজ ভাষাতে কহিলাম, হায়২ অভাগ্য সকল, হয় তো তোমরা আর কখন নৃত্য করিতে পাইবা না। হায়, তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ঘটিল, কেননা তাহাদের অত্যল্প লোক স্বস্থানে ফিরিয়া আইল।

রাজা সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিলে পর অমাত্যদিগকে জিজ্ঞা-সা করিতে লাগিলেন, যে রঙ্গুণ নগরে বিদেশি লোকদিগের আসিবার কারণ কি? তাহাতে কেহ২ বলিল, এদেশে অবশ্য চর আছে, তাহারাই তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে; আর বিলক্ষণ বোধ হইতেছে এই আবা নগরে প্রবাসি ইংরাজ লোকে-

রাই চার হইবে। ফলতঃ সেই সময়ে এই একটী জনরব হইয়াছিল, যে সম্প্রতি লের্ড নামক যে এক জন কাপ্তন এ দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি ইংরাজদের রঙ্গুন নগর হস্তগত করণের মানস যাহাতে প্রকাশিত আছে, এমন বঙ্গদেশীয় সমাচার পত্র আনিয়া মহারাজহইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা অনুসন্ধান করণার্থে রাজাজ্ঞা প্রকাশিত হইবাতে মেং গৌজর ও কাপ্তান লের্ড ও মেং রোজর এই তিন ব্যক্তি বিচারস্থানে আনীত হইলে পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল, যে ইহারা ঐ সংবাদ পত্র দেখিয়াছে বটে, অতএব সুতরাং তাহারা বিশেষ স্থানে বদ্ধ হইল। ইহাতে আমরা আপনাদের বিষয়ে কম্প্রান্বিত হইলাম, এবং কখন কোন ভারি দুর্ঘটনা আমাদের প্রতি ঘটে, এই ভাবনা আমাদের মনে সতত হইতে লাগিল।

অবশেষে মেং জৎসনকে ও ডাক্তর প্রাইস্‌কে বিচারস্থানে ডাকাইলে বিচারকর্ত্তারা তাঁহাদিগকে বিশেষ২ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিল, বিশেষতঃ বিদেশিদের সহিত এদেশের অবস্থা বিষয়ে তোমাদের লেখালিখি আছে কি না? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাঁরা কহিলেন, আমরা আমেরিকাদেশস্থ বন্ধুগণের নিকটে সতত পত্র পাঠাইয়া থাকি, পরন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারিদের কাছে অথবা বঙ্গদেশস্থ কর্ত্তাদের নিকটে কোন পত্র পাঠাই না। এই রূপে ইহাঁরা পরীক্ষিত হইলে ইহাঁরা ইংরাজদের ন্যায় কোন স্থানে বদ্ধ না হইয়া স্ব২ গৃহে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। পরে গৌজর সাহেবের হিসাব পরীক্ষা করিতে২ দেখা গেল যে মেং জৎসন ও ডাক্তর প্রাইস তাঁহার নিকটহইতে বিস্তর টাকা লইয়াছে। বঙ্গ দেশহইতে আমাদের টাকা হুণ্ডীদ্বারা লইবার ধারা বিষয়ে ব্রহ্ম লোকেরা অজ্ঞান ও আমাদের প্রতি তাহাদের সন্দেহ থাকা প্রযুক্ত তাহারা অবধারণ করিল, যে মিশনরিরা ইংরাজদের নিকটহইতে বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা চর হইবে। অতএব এ বিষয় তাহারা মহারাজের কর্ণগোচর করিলে তিনি কোপান্বিত হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে ঐ দুই বেটা উপদেশককে অবিলম্বে ধরিয়া কারাতে বদ্ধ কর।

জুন মাসের ৮ তারিখে যে সময়ে আমরা মধ্যাহ্নের ভোজন করণার্থে প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময়ে এক জন সেনাপতি এক খানি কাল রঙ্গের পুস্তক হস্তে ও বার জন পদাতিক সঙ্গে করিয়া আসিয়া আমাদের বাটীতে বেগে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে এক জনকে চিত্রমুখ দেখিয়া আমরা অবধারণ করিলাম, যে এ ব্যক্তি হন্তা অর্থাৎ জল্লাদ ও কারাকূপের দূত। ঐ সেনাপতি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, উপদেশক কোথায়? ইহা শ্রবণ করিয়া মেং জড্‌সন্ অবিলম্বে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সেনাপতি তাঁহাকে কহিল, মহারাজ তোমাকে ডাকিয়াছেন। কেবল মহাপরাধি ব্যক্তিকে ধৃত করণ সময়ে তাহারা এই রূপ উক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই কথা বলিবামাত্র চিত্রমুখ ব্যক্তি মেং জড্‌সনকে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া যন্ত্রণা দেওনার্থক এক গাছ রজ্জু বাহির করিল। ইহাতে আমি তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলাম, ক্ষান্ত হও, আমি তোমাকে টাকা দিই। সেনাপতি কহিল, ও মাগীকেও ধর, যেহেতু ও বেটীও বিদেশিনী। তাহাতে মেং জড্‌সন সজল নয়নে বিনতি পূর্ব্বক বলিল, ইহাকে ধৃত করণের আজ্ঞা যে পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হয়, তাবৎ ইহাকে থাকিতে দেও। এই ক্ষণে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া উঠিল, যে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ফলতঃ প্রতিবাসিগণ চারি দিগ হইতে আসিয়া একত্র হইল, ও ঐ ইষ্টকালয় নির্ম্মাতা রাজেরা হস্তস্থ কর্ণিকাদি অস্ত্র সকল নিঃক্ষেপ করিয়া ভারাহইতে ঝম্প দিয়া পলায়ন করিল, এবং আপনাদের কর্ত্তার এতাদৃশ অপমান ও দুর্দ্দশা দেখিয়া বঙ্গদেশীয় ভৃত্যবর্গ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায় দাঁড়াইয়া রহিল, ও আমাদের প্রতিপালিত ক্ষুদ্র২ ব্রহ্মদেশীয় শিশুরা ভয়ে চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন অসহ্য দুঃখের সময়ে নিষ্ঠুর হন্তা হাস্যবদনে সেই দড়ী গাছটা শক্ত করিয়া পাকাইয়া মেং জড্‌সনের হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক হিঁচুড়িয়া কোথায় লইয়া গেল, তাহা জানিতে পারিলাম না। ফলতঃ টাকা লইয়া বন্ধন যেন খুলিয়া দেয়, তদর্থে আমি চিত্রমুখকে

যে পুনঃ ২ বিনতি করিলাম, তাহা বৃথা হইল, কেননা সে টাকা তুচ্ছ করিয়া অবিলম্বে প্রস্থান করিল। তথাচ আমি মঙ্গ ইঙ্গের হস্তে মুদ্রা দিয়া ইহা কহিয়া পাঠাইলাম, যে তুমি উহাদের পশ্চাৎ২ গিয়া মেং জংসনের যন্ত্রণার লাঘব করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফলা হইল না, পরন্তু বিচারালয়ের নিকটস্থ হইলে নির্দয় পদাতিকেরা মেং জংসনকে পুনর্ব্বার ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া রজ্জু এমন টানিয়া বান্ধিল, যে তাঁহার নিশ্বাস ত্যাগ করা ভার হইল।

সেনাপতি ও তাহার অনুচরগণ বন্দিকে ঘেরিয়া বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া সে স্থানে উপবিষ্ট নগরের শাসনকর্ত্তা ও বিচার-কর্তৃগণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহাতে তাহাদের এক জন বধার্হ লোকদের কারাগারে মেং জংসনকে বদ্ধ করণ বিষয়ক রাজাজ্ঞা পাঠ করিলে পদাতিকেরা বন্দিকে ঝটিতি ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া কারাকূপে নিক্ষেপ করিয়া দ্বার বদ্ধ করিল। তাহাতে মঙ্গ ইঙ্গ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। হা! এক্ষণে কি ভয়ঙ্কর কাল নিশি আমার সম্মুখে উপস্থিত! তদ্দ-র্শনে আমি হৃৎকম্প হইয়া আমার কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া আমার প্রতি যে কোন বিপদ ও ক্লেশ ঘটে, তাহা সহ্য করণার্থে পরমেশ্বরের নিকট সাহস ও শক্তি প্রার্থনা ও আত্মবিষয় নিবেদনদ্বারা সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নির্জন স্থানে এতদ্রূপ সান্ত্বনা আমার প্রতি দীর্ঘকাল দত্ত হইল না। যেহেতুক ঐ স্থানস্থ বিচারকর্ত্তা আমার বারাণ্ডায় আসিয়া, তুমি শীঘ্র বাহিরে আসিয়া আমার নিকটে পরীক্ষা দেও, ইহা কহিয়া আমাকে বারম্বার ডাকিতেছিলেন। কিন্তু আমি বহির্গত হওনের পুর্ব্বে আমার সমস্ত পত্র ও দিবসিক বিবরণ লিপি নষ্ট করিলাম, ফলতঃ এ দেশে আগমনাবধি তাবৎ ঘটনার বিষয় আমরা লিখিয়া রাখিয়াছি, ও ইংলণ্ড দেশস্থ বন্ধুদের সহিত আমাদের যোগ আছে, পাছে লিপিদ্বারা ইহা প্রকাশ পায়, এই ভয়ে সে সমস্ত নষ্ট করিলাম, পরে বাহিরে আসিয়া বিচারকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি আমাকে

নানা কথা সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে এ বাটীর বহির্দ্বার বন্ধ কর, কাহাকে ভিতরে আসিতে বা বাহিরে যাইতে দিও না, এবং এই স্ত্রীলোককে নিরাপদে রক্ষা কর, এই দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া দশ জন প্রহরিকে রাখিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মোপদেশের সার।

হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা দেবপ্রতিমাহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।
১ যোহন ৫; ২১।

যোহন নামা যীশু খ্রীষ্টের এক প্রিয়তম শিষ্য নানাদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের প্রতি এই কথা লিখিতেছেন। ইহা অতি আবশ্যক প্রযুক্ত সম্প্রতি আমরা তদ্বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করি। ইহাতে বিবেচনায় প্রধান দুই বিষয় আছে, ফলতঃ দেবপ্রতিমা কি? এবং কি নিমিত্তে আপনাদিগকে তাহাহইতে রক্ষা করিতে বলেন? তন্মধ্যে দেবপ্রতিমা যে কি তাহা প্রথমতঃ বলি।

সামান্যতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তির বা বস্তুর প্রতিমাকে কহা যায়, কিন্তু এ স্থলে কেবল তাহাই বোধ হইতে পারে না, যেহেতুক প্রেরিত যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত কথা লিখেন, তাহারা যিহূদি কিম্বা অন্য জাতি হউক সকলেই খ্রীষ্টীয়ান, আর খ্রীষ্টীয়ান হইয়া যে সামান্য দেবপূজা করিবে, তাহা অসম্ভব। বিশেষতঃ তাৎকালিক যিহূদীয়েরাও বাবিলের দাসত্বহইতে মুক্ত হওনাবধি দেবপূজাতে আর পতিত হয় নাই, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট ঘৃণা জন্মিয়াছিল। তদ্ভিন্ন রোমান কাথলিকদের পূজ্য মৃত সাধু লোকদিগের প্রতিমাদিরও ব্যবহার তৎকালে ছিল না। অতএব যোহনের উক্ত কথা যে কেবল সাধারণ দেবপ্রতিমার বিষয় না হইয়া অপর কোন অভিপ্রায়েও কথিত হইয়াছে ইহা সম্ভব হয়। আর প্রেরিতগণের লিখিত অন্যান্য পুস্তক পাঠদ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বর ভিন্ন কোন বস্তু বা ক্রিয়া যাহা আমরা ঈশ্বরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক প্রেম করি, তাহাই দেবপ্রতিমা পূজাস্বরূপ হয়। তাহা কি২ শুন।

১, জগতিস্থ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, বাগান, বাটী, বসন, ভূষণ, শকট, শিবিকাদি যান, বাহন, দাস, ও দাসী ইত্যাদি সম্পত্তি সমূহকে ঈশ্বরাপেক্ষা অধিক প্রেম করিলে দেবপূজা করা হয়। এবিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে। ১ তী ২; ৯, ১০, ১১। ১ পি ৩; ৩, ৫।

২, শারীরিক সুখাভিলাষ অর্থাৎ জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণের অভিলাষকে ঈশ্বরহইতে অধিক প্রেম করিলে তাহাই দেবপূজা করা হয়, ফলতঃ ঈশ্বরের নিয়মাতিক্রম করত বিবিধ উত্তমোত্তম খাদ্য পেয় দ্রব্যে সন্তোষ, কিম্বা মনোরঞ্জক গান বাদ্যাদি শ্রবণ,

ও যাত্রাদি দর্শন ও সুগন্ধ রসাদির ঘ্রাণ লওন, এই সকলের আসক্তিকেও দেবপূজা কহা যায়। ১ যো ২; ১৬, ১৭। ১ ক ৭; ৩১। ১ পি ৪; ৩, ইফ ২; ৩, ৪।

৩, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি মানসিক রিপুগণের বশতাপন্ন হওনেতেও প্রতিমাপূজা সিদ্ধ হয়, বরঞ্চ তাতোধিক হয়। ১ ক ৩; ৫। গল ৫; ১৯।

৪, ব্যভিচার ও পরদারাদি ঈশ্বরের নিষিদ্ধ তাবৎ কার্য্য দেবপূজা-স্বরূপ, যেহেতুক উক্ত কর্ম্মকারিরা সামান্য দেবপূজকের সদৃশ ফল-ভোগী হয়। হি ৬; ৩২।

৫, ঈশ্বর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে যাহা২ আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ না করিলে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা হয়, আর ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা যে সেই দেবপূজা। ১ রা ১৭; ১৯, ২০। ২ রা ৮; ২৬, ২৭। ২ রা ১৬; ৩।

৬, দেবপূজকদের সহিত অনুপযুক্ত রূপে আত্মীয়তা রাখা কিম্বা তৎ-সম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম করা, বা দেখা, কিম্বা মন্ত্রাদিতে ভরসা রাখা, এ সকল দেবপূজাতুল্য। ১ক ৫; ১০, ১২। ২ থি ৩: ৬, ১৪। ২ যো ১; ১০ ১১।

এখন কি নিমিত্তে তাহাহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে বলেন তাহা কহি।

১, তাহা ঈশ্বরের অতি ঘৃণাহ, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা স্থলে শক্তরূপে নিষেধ আছে। তাহার কএক প্রমাণ লিখিয়া দি। যথা, "তাহারা অনীশ্বর-দ্বারা আমার ক্রোধ জন্মায় ও আপন২ বিগ্রহদ্বারা আমাকে কোপান্বিত করে; এবং আমিও অগণ্য লোকের দ্বারা তাহাদিগকে উত্তাপযুক্ত করিব, ও বাতুল জাতিদ্বারা তাহাদিগকে ক্রোধান্বিত করিব।" দ্বি ৩২; ১৯, ২১।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, দেবপূজাহইতে বিমুখ হও। আমি বিজ্ঞ লোকের সদৃশ তোমাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমার কথায় বিবেচনা কর। ১ ক ১০; ১৪, ১৫। দ্বি ৪; ২৩, ২৪। দ্বি ৫; ৬, ৯। গী ৯৭; ৭। যির ২; ১১, ১৩। এতন্নিমিত্তে প্রেরিত কহেন যে তোমরা দেবপ্রতিমা-হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।

২, দেবপূজকদের প্রতি ঈশ্বরের কোপানল প্রচণ্ডরূপে জ্বলিতেছে, এবং তৎপ্রযুক্ত ইহজগতেই তাহাদের প্রতি নানা দুর্ঘটন ঘটিয়াছে, ইহারও কএকটি উদাহরণ লিখিয়া দি। "এক নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের প্রতি কথা প্রস্তাব করিল; তাহাতে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, এ মানুষের নহে, দেবতার রব। কিন্তু হেরোদ ঈশ্বরের সম্মান করিল না, এই জন্যে পর-মেশ্বরের দূত হঠাৎ তাহাকে প্রহার করিল, তাহাতে সে কীটদ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।" প্রে ১২; ২০, ২৩।

আর এক সময়ে এক দিনের মধ্যে উক্ত দোষ প্রযুক্ত ন্যূনাধিক তিন সহস্র ইস্রায়েল লোক মারা পড়িল। যা ৩২; ১। এবং ৭-১০ এবং ১৫; ২৪। দ্বি ৩২, ৩৫। ২ রা ১, ২, ৬, ১৭। ২ রা ১৭; ১৫, ২০। যি ২২; ২৯।

৩, দেবপূজকদের নিমিত্তে পরকালে অনন্ত নরক নিরূপিত আছে। পূর্ব্বোক্ত তাবৎ দুর্ঘটনাহইতেও ইহা অতি ভয়ানক, যেহেতুক এ যন্ত্রণা অতুল্য, দেবপূজকেরা তথায় চির কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরদত্ত মহাদণ্ড ভোগ করিবে। ইহারও কএকটি দৃষ্টান্ত দি। যথা, "ইহার নিমিত্তে আমি তোমাকে কি প্রকারে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করে, ও যাহারা ঈশ্বর নয়, তাহাদের নাম লইয়া শপথ করে; আমি তাহাদিগকে শপথ করাইলেও তাহারা ব্যভিচার করে। তাহারা কামাতুর হইয়া প্রত্যেক জন আপন প্রতিবাসিনী স্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করে। পরমেশ্বর কহেন, এই সকলের নিমিত্তে আমি কি তাহাদিগকে দণ্ড দিব না? ও এমত লোকদিগকে কি প্রতিফল দিব না?" যির ৫; ৭।

"প্রতিফল দেওয়া আমার কর্ম্ম; যে সময়ে তাহাদের পা পিচ্ছলিবে, সেই সময়ে তাহাদের দণ্ড হইবে; তাহাদের ক্লেশের দিবস নিকটবর্ত্তী, ও তাহাদের প্রতি নিরূপিত দুর্গতি শীঘ্র আসিবে।" দ্বি ৩২; ৩৫।

"ব্যভিচারী, কি লম্পট, কি দেবপূজকদের মধ্যে গণিত লোভী, ইহারা খ্রীষ্টের অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অধিকার পাইবে না। যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণ্য কর্ম্মকারী ও নরহত্যাকারী ও দেবপূজক, তাহারা ও তাবৎ মিথ্যাবাদী অগ্নি ও গন্ধকের প্রজ্বলিত হ্রদে অধিকার পাইবে। এই দ্বিতীয় মৃত্যু।" ইফ ৫; ৫। প্র ২১; ১৫।

অতএব উক্ত দেবপ্রতিমাহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এখন হে প্রিয় পাঠকেরা, তোমরা প্রত্যেকে বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমরা কি আপনাদিগকে দেবপ্রতিমাহইতে রক্ষা করিয়াছ? না, এ বিষয়ে প্রায় অনেকেরই ত্রুটি আছে, কেননা যদ্যপি আমরা সাধারণ রূপে কোন প্রতিমার পূজা ও আরাধনা না করিয়া থাকি, এবং দেবতাদের উপর কোন ভরসা না করি, তথাচ দেবপূজা সম্বন্ধীয় বা তত্তুল্য অনেক ক্রিয়া আমাদের মধ্যে দৃশ্য হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রথম ভাগের সহিত স্বীয়২ অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিলেই বিজ্ঞপ্ত হইবেক। অতএব যোহনোক্ত বাক্য গ্রহণ করত আপনাদিগকে দেবপ্রতিমাহইতে অন্তর করিতে যত্ন কর, নতুবা তোমাদিগেরও প্রতি তাহার ফল অচিরেই বর্ত্তিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি বল, জগতিস্থ বিষয়াদির লাভ ও মনোযোগ পূর্ব্বক তদ্রক্ষা না করিলে এবং শরীর পালনার্থক শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম্ম না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ এবং উদর পালন কি প্রকারে হইবেক? সে সকল করিতে নিষেধ নাই, কিন্তু ঈশ্বরকে তদুপযুক্ত মান্যমান ও সম্ভ্রমাদি করা, এবং জগতিস্থ অসার বস্তুকে তদুপযুক্ত স্নেহ করা লোকতঃ শাস্ত্রতঃ সিদ্ধ। অতএব আইস, ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে প্রেম ভক্তি করত তাঁহার বিধানুসারে তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা শ্রেয় জ্ঞান করি, কারণ তাহা হইলে উক্ত দোষের সম্ভব থাকিবে না। আর উক্ত দেবপ্রতিমাপূজাহইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে, যে এ সকলেতে সুখের লেশমাত্রও নাই, সূর্য্যের নীচে কোন

অভিলষিত বস্তু আমাদিগকে তৃপ্তিকর সুখ প্রদান করিতে পারে না, এতজ্জন্য বলি যে সত্য পরমেশ্বরেতে সুখান্বেষণ কর, তাহা করিলে কোন কেহ তাহাতে বঞ্চিত হইবে না, কারণ তিনি সকল সুখের আকর।

কস্যচিৎ বীরভূম নিবাসিনঃ
শ্রীলাজারস্ মাধবচন্দ্রদাস।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

পম্পেয় আপনার কএক সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের অতিপবিত্র কুঠরী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন, কারণ কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সাহস পাইল না। কোন২ লোক তাঁহার চরিত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছে, তিনি তৎকালাবধি সর্ব্ববিষয়ে অকৃতার্থ হইলেন। ইহা যথার্থ বটে; তথাপি সেই অকৃতার্থতা তাঁহার ঐ পাপ প্রযুক্ত ঘটিল কি না, ইহা স্থির করা যায় না। পম্পেয় পবিত্র কুঠরীর বস্তু সকল অতি মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু মন্দিরস্থ পবিত্র পাত্রাদি ও দশ সহস্র তালান্ত স্বর্ণ স্পর্শ করিলেন না। পরে পম্পেয়ের আজ্ঞাদ্বারা যিরূশালম নগরের দুর্গ ও প্রাচীর বিনষ্ট হইল। তাহাতে যাহারা অল্প কাল পূর্ব্বে রোম দেশীয় লোকদের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়াছিল, তাহারা তদবধি তাহাদের করাধীন হইল। পম্পেয় হূর্কানসকে মহাযাজকত্ব ও রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে রোমীয়দের প্রতি কর দিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং রাজমুকুট পরিধান করিতে কিম্বা দেশের সীমা উল্লংঘন করিয়া রাজ্যের বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিলেন। যিহূদা দেশের বহির্ভূত যে সকল স্থান হূর্কানস যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সকল সুরিয়া দেশের সহিত সংলগ্ন হইয়া রোমীয় প্রদেশ গণিত হইল, এবং ইস্কৌরঃ নামক দেশাধ্যক্ষ দুই বাহিনী সৈন্য লইয়া তাহার শাসন করিতে লাগিলেন। যিহূদা দেশ তৎকালে (অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে) রোমীয়দের অধীন হইয়াছিল, ইহা সকল লোক গ্রাহ্য করে। পিলেষ্টীয়া দেশ ত্যাগ করণ কালে পম্পেয় রোমদেশে আপন জয়প্রশংসা অধিক শ্রীযুক্ত কর-

র্থে আরিষ্টবূলকে এবং সিকন্দর ও আন্তিগনস নামক তাঁহার দুই জন পুত্রকে এবং দুই জন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া লইলেন।

আরিষ্টবূলের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দর রোমদেশে যাইতে২ পন্থেয়হইতে পলায়ন করিয়া আপন দেশে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। তিনি খ্রীষ্টের আগমনের ৫৭ বৎসর পর্য্যন্ত বিরত থাকিয়া শেষে ভারি সৈন্যদল একত্র করিয়া অনেক দৃঢ় গড় বশে করিলেন, এবং তথাহইতে সম্পূর্ণ দেশ লুট করিলেন। হূর্কানস তাঁহার ব্যাঘাত করিতে অক্ষম ছিলেন, এবং সিকন্দর যিরূশালম নগরের উপরে এই ক্ষণে চড়াউ করিবেন, এই ভয়ে নগরের প্রাচীর শুধরাইতে চাহিলেন, কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহাকে নিবারণ করিল। তথাপি যে সময়ে হূর্কানস রোমীয়দের নিকটে উপকার যাচ্ঞা করিলেন, সে সময়ে গাবিনিয়স নামক দেশাধ্যক্ষ মার্ক আন্তনি নামক অশ্বারোহি সৈন্যের অধ্যক্ষকে সঙ্গে করিয়া সৈন্যদলকে যিহূদা দেশে আনাইলেন। হূর্কানসের সৈন্যদল আন্তিপাতরের বশে আসিয়া রোমীয় সৈন্যদের সহিত মিলিল, তাহাতে যুদ্ধের সময়ে সিকন্দর সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। পরে সিকন্দ্রিয়ম নামক দৃঢ় গড়ে আশ্রয় লইয়া শেষে আপন মাতার প্রার্থনা দ্বারা গাবিনিয়সের সঙ্গে মেল করিলেন; তাহাতে তিনি যে২ গড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলি বিনষ্ট হইল।

তৎপরে গাবিনিয়স রোমীয়দের ধারানুসারে দেশ স্থির করাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নানা বিষয়ে আন্তিপাতরের পরামর্শেতে চলিলেন, এমন বোধ হয়, কারণ আন্তিপাতর রোমীয়দের অনুগ্রহপাত্র হইতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাহাতে যে রাজনিয়মে তাবৎ প্রভুত্ব প্রধানবর্গের হস্তে থাকে, এমত রাজনিয়ম স্থাপন করা গাবিনিয়সের প্রধান চেষ্টা ছিল। পূর্ব্বকালে দুই প্রকার বিচারসভাদ্বারা যিহূদা দেশের শাসন হইত; এই দুই প্রকার সভার মধ্যে ক্ষুদ্রতর সভাতে তেইশ জন অংশী ছিল; এবং প্রত্যেক নগরে এই রূপ ক্ষুদ্র এক সভা ছিল; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সভা সকল যিরূশালম নগরস্থ মহাসভার অধীন ছিল। উক্ত মহাসভাতে ৭২ লোক সভাস্থ

থাকিত, এবং তাহার সানহেদ্রিম এই নাম ছিল। গাবিনিয়স ঐ সমস্ত সভা ভগ্ন করিয়া যিরূশালম ও যিরীহো ও গাদারা ও আমাথুস ও সেফোরিস্ এই পাঁচ নগরে পাঁচ স্বতন্ত্র বিচার-সভা স্থাপন করিলেন। তাহাতে অন্য কোন মহাসভার অধীন না হওয়াতে সেই সভা কর্তৃক লোকদের উচিত শাসন হইতে পারিল। এই নূতন নিয়মদ্বারা সেং সভাস্থ ব্যক্তিদের হস্তে সম্পূর্ণ পরাক্রম ছিল, তাঁহারা সকলে প্রধান লোক; কিন্তু পূর্ব্বকালীন নিয়মানুসারে দেশের রাজা প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই প্রকারে রাজার ক্ষমতা ন্যূন হইল, ইহাতে যিহূদীয়দের আহ্লাদ জন্মিল, কারণ তাহারা খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাতার অপেক্ষা করিতেছিল, এই ওজরে দায়ূদ বংশ ছাড়া অন্য কোন বংশজাত রাজাকে চাহিল না।

অন্য ভারি ঘটনা এই। অরিষ্টবূল আপন কনিষ্ঠ পুত্র আন্তিগনসের সহিত রোম দেশহইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন, এবং অল্প কালের মধ্যে বৃহৎ দল একত্র করত রাজবিপরীতে উঠিলেন, তাহাতে ভারি বিপদের সম্ভাবনা হইল বটে, কিন্তু রোমীয় লোক তাঁহাকে অবিলম্বে দমন করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে পুনর্ব্বার বদ্ধ রাখিল। গাবিনিয়স এই দুই জনকে রোম দেশে প্রেরণ করিয়া, সিকন্দর যৎকালে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন, তৎকালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে দমন করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার বিষয় সংবাদ দিলেন, তাহাতে রোমদেশীয় মহাসভাস্থ লোক মাতার অনুরোধে সমস্ত পরিবারকে মুক্ত করিয়া কেবল আরিষ্টবূলকে বদ্ধ রাখিল।

অল্প কাল পরে রোমদেশে যে তিন জন যোগ করিয়া রাজশাসন করিতে লাগিলেন, তাহাদের মধ্যে ক্রাসস্ নামে অতি লোভী এক জন গাবিনিয়সের পদ লইয়া সুরিয়া দেশের কর্তৃত্ব করিলেন। তিনি সৈন্যদলের সঙ্গে যিরূশালমে গিয়া মন্দিরের যে ধন পম্পেয় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাবৎই অপহরণ করিয়া দুই কোটি টাকা প্রাপ্ত হইলেন। পরবৎসরে তাঁহার পরাজয় হইয়া মৃত্যু হইল, অতএব মন্দির অপহরণ প্রযুক্ত ঈশ্বর তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছেন, ইহা যিহূদীয়েরা ভাবিল।

আগ্নেয় পর্ব্বত।

পৃথিবীর অনেক দেশে আগ্নেয় পর্ব্বত আছে. সে সকল সমুদ্রহইতে বহুদূর নয়, তথাপি সকলে যে সমুদ্রের তীরে স্থিত তাহাও বলিতে পারা যায় না। সেই সমস্ত পর্ব্বতের নীচে স্থিত ভূমি অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ। এমন গভীর স্থানে অগ্নি কি রূপে জন্মে, এ বিষয়ে জ্ঞানি লোকদের মধ্যে এখনও বিচারের কিঞ্চিৎ অনৈক্য আছে। চূণের উপরে জল পড়িলে তাপ জন্মে, ইহা সকলে জানে, আর ইহাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন তাপের ও অগ্নির একটী উদাহরণ হইতে পারে, যেহেতুক চূণ ও জল মিলিলে যেমন তাপ জন্মে, তদ্রূপ অন্যান্য পদার্থ মিলিলে কিম্বা পরস্পর ঘর্ষণ হইলে তাপ ও অগ্নি উৎপন্ন হয়। গন্ধকাদি নানা বস্তু অতি অনায়াসে প্রজ্বলিত হয়, ইহা কে না জানে? অধিকন্তু পৃথিবী খনন করিয়া অতি গভীর কূপ কিম্বা আকর করিলে অতি নিম্ন স্থানের বাতাস উষ্ণ আছে ইহা জানা যায়। তাহাতে বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর অতি তপ্ত, এবং সেই তাপহইতে যে নানা প্রকার বাষ্পাদি জন্মে, তাহাই ঐ অগ্নিদাহের এক প্রসিদ্ধ কারণ।

আগ্নেয় পর্ব্বতের মধ্যে কোন ২ পর্ব্বত এমত উচ্চ, যে তাহার শৃঙ্গ হিমে আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু অন্য ২ পর্ব্বত সেই প্রকার উচ্চ নয়। কোন ২ পর্ব্বতহইতে ধূম কিম্বা অগ্নিশিখা নিত্য ২ উঠে, কিন্তু অন্য ২ পর্ব্বত যদ্যপি বার ২ প্রজ্বলিত হয়, তথাপি মধ্যে ২ দীর্ঘকালার্থে নির্ব্বাণ হয়, এবং তাহার মধ্যে কোন ২ পর্ব্বত এক সহস্র কিম্বা দুই সহস্র বৎসরাবধি নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে। যত আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, প্রায় সকলে বিশেষ সময়ে বিশেষ ভয়ানকতা দেখাইয়া খরতর রূপে প্রজ্বলিত হয়। এমন সময়ে কেবল ধূম ও অগ্নি বমন করে তাহা নয়, বরং তপ্ত ভস্ম ও প্রস্তর ও জল ও কাদা ও গলিত ধাতু, এই সকলও উদ্গীরণ করে, তাহাতে গলিত ধাতুর নদীতে সহস্র২ বিঘা ভূমি এক দিনে নষ্ট হইতে পারে, এবং তপ্ত জল ও কাদা ও প্রস্তরদ্বারা বিস্তর মনুষ্য ও পশুদের মৃত্যু হয়, এবং তপ্ত ভস্মেতে

চতুর্দ্দিক্স্থ অনেক গ্রামে ভূমি ও ছাত ও ঘরের মেঝিয়া কখন২ অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়। যে সময়ে কোন আগ্নেয় পর্ব্বত এমন ভয়ানকরূপে প্রজ্বলিত হয় সেই সময়ে ভূমিকম্প হয়। তথাপি অন্য২ সময়েও ভূমিকম্প হইতে পারে।

আগ্নেয় পর্ব্বত যে সর্ব্বদা উপরিস্থ শৃঙ্গ দিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করে, তাহা নয়, বরং কখন২ পর্ব্বতের পার্শ্বে স্থিত মুখ দিয়া অগ্নি নির্গত হয়। সেই প্রকার মুখ ক্রমে২ শৃঙ্গ হইয়া উঠে, কারণ তাহাহইতে যে সকল ভস্ম ও প্রস্তর ও গলিত ধাতু ঊর্দ্ধে উড়ে, তাহার অধিকাংশ নীচে পড়িবার সময়ে সুতরাং সেই মুখের চতুর্দ্দিগে পড়িয়া একত্রীকৃত হওয়াতে পর্ব্বতশৃঙ্গের আকৃতি উৎপাদন করে। এমত পর্ব্বতশৃঙ্গ গোলাকার, নীচে মোটা, উপরে সরু, এবং ভিতরে ফাঁপা, এই কএক চিহ্নদ্বারা অগ্নির কিম্বা ধূমের অভাবেও চেনা যায়।

নানা দেশে তপ্ত জলের যে সকল উনুই আছে, বিশেষতঃ এই দেশের যে২ স্থানকে সীতাকুণ্ড বলে, তাহা যদ্যপি অতি ক্ষুদ্র, তথাপি এক প্রকার আগ্নেয় পর্ব্বতের সদৃশ বটে।

বেষুবিয় নামক আগ্নেয় পর্ব্বতকর্তৃক অগ্নির উদ্গার।

ইতালি দেশস্থ নেপল (অর্থাৎ নবপুর) নামক মহানগরের নিকটে বেষুবিয় নামক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। রোমীয় রাজ্যের তীত নামা যে মহারাজ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে যিরূশালম নগর উন্মূলন করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকার সময়ে উক্ত পর্ব্বতের ভয়ানকতা প্রথম বার প্রকাশ পাইয়াছিল। পূর্ব্বে কেহ কখন তাহার আগ্নেয়তা জ্ঞাত হয় নাই। ঐ সময়ে সেই পর্ব্বতহইতে উদ্গীর্ণ ভস্ম ও প্রস্তরদ্বারা চতুর্দ্দিগে বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি আচ্ছন্ন হইল, কেবল তাহা নয়, বরং অন্যান্য গ্রাম ব্যতিরেকে হর্কুলানিয়ম ও পম্পেয়ি নামক দুই নগর এক প্রকার কবরস্থ হইল, ফলতঃ সম্প্রতি ত্রিশ হস্ত পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খনন করিলে সেই দুই নগরের গৃহ ও পথ

ইত্যাদি দৃশ্য হয়। এত মৃত্তিকা খননদ্বারা দূর করা বড় শ্রমের কর্ম্ম তথাপি গত একশত বৎসরের মধ্যে উক্ত দুই নগরের কিয়দংশ সুগম হইয়াছে. তাহাতে ইহার আঠারো শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশস্থ লোকদের কি প্রকার বাটী ও মন্দির ও দোকান ছিল, তাহা চাক্ষুষ দৃশ্য হয়। ঐ সময়ে প্লিনি নামক অতি জ্ঞানবান এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল. কারণ তিনি সেই আশ্চর্য্য দর্শনহইতে প্রাপ্য জ্ঞানলাভের চেষ্টাতে তথায় গমন করিলে দেশব্যাপি ভস্মদ্বারা তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হওয়াতে প্রাণত্যাগ হইয়াছিল। ঐ সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত উক্ত বেসূবিয় পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে ধূম ও প্রস্তর ও কিঞ্চিৎ অগ্নি নিত্য উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং কখন২ অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ ও ভস্মাদির উদ্‌গার হইয়া থাকে। এই প্রকার যে ঘটনা ১৭৯৪ সালের ১৫ ও ১৬ জূন তারিখে হইয়াছিল, তাহার যে বর্ণনা নেপল্‌ নগরে প্রবাসি এক সাহেব লিখিয়াছেন, তাহার সার নিম্নে লেখা যাইবে।

জূন মাসের ১৫ তারিখে রাত্রি ১০ ঘণ্টার সময়ে এমত ভয়ানক ভূমিকম্প হইল, যে তাহাতে সমস্ত লোকের ত্রাস জন্মিল। সেই ভূমিকম্পের সময়ে ভূমির নীচে উৎপন্ন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মহারব শ্রুত, এবং আকাশ গন্ধকের গন্ধে পরিপূর্ণ হইল। অল্প ক্ষণ পরে আরও ঘোরতর নিনাদ হওয়াতে লোকসমূহ গৃহহইতে পলাইয়া পথে আশ্রয় লইল, এবং হায়২. পর্ব্বত অগ্নিময় হইল, ও সমুদ্রের জল উঠিতেছে, ইহা বলিয়া হাহাকার করিল। অগ্নিময় পর্ব্বতের তেজে আকাশমণ্ডল ও ভূতল উভয় দিবসের ন্যায় তেজোময় হইল। শেষে উক্ত ইংরাজ সাহেব আপনি ত্রাসযুক্ত হইয়া পথে পলায়ন করিলেন। সেই স্থানে লোকারণ্য এবং রথের বাহুল্য ও গ্রীষ্মের খরতা প্রযুক্ত তিষ্ঠিতে না পারাতে তিনি সমুদ্রের ধারে গমন করিলেন। ১১ ঘণ্টার সময়ে পর্ব্বতের পার্শ্বে স্থিত কতিপয় মুখহইতে গলিত ধাতুর অনেক প্রবাহ নির্গত হইল। তাহা এমন অগ্নিবৎ তেজোময় যে তেজের খরতা সহ্য করিতে না পারাতে তাঁহাকে একটী পাৎলা বস্ত্র দিয়া চক্ষু আচ্ছাদন করিতে হইল। তথাপি তিনি দেখিলেন, গলিত ধাতুর ঐ সকল প্রবাহ মিলিয়া একই অগ্নিময় নদী হইয়া

উঠিল, এবং পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত মুখহইতে প্রকাণ্ড পাষাণ অতি উচ্চে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহর সময়াবধি পর্ব্বত আরও উগ্র হইল, এবং অতি ভয়ানক মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত পুনঃ২ শ্রুত হইল। সেই সময়ে সমুদ্রও তরঙ্গময় হওয়াতে উক্ত সাহেব তাহার তীরে থাকিতে ভীত হইতে লাগিলেন।

৩ ঘণ্টার সময়ে পর্ব্বতের উগ্রতা এমত ভয়ানক হইল, যে তাহাতে আকাশমণ্ডল কম্পবান হইল, এবং পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে সর্ব্বদিগগামি বিদ্যুৎ দৃশ্য হইল, কারণ তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শৃঙ্গের এক বৃহৎ খণ্ড অগ্নিবমনকারি মুখমধ্যে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে সে সকল পাষাণাদি শীঘ্র পুনরায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া কএক ক্রোশ দূরে স্থিত সমা ও অত্তযান নামক দুই নগরের অনেক গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও মনুষ্যদিগকে নষ্ট করিল।

কিঞ্চিৎ পরে অগ্নিবৎ গলিত ধাতুর নদী অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া ন্যূনাধিক দুই সহস্র হাত চৌড়া হওয়াতে আর কোন বাধা মানিল না, কিন্তু অতি বেগে বহিয়া বাটী ও ভজনালয় ও উদ্যান সকল এবং যে নগরে ১৮০০০ মনুষ্য বাস করিত এমত এক নগর * নষ্ট করিয়া শেষে ভয়ানক ফোঁসধ্বনি পূর্ব্বক সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশ করিবামাত্র সমুদ্রের জল ঊর্দ্ধে উঠিল, এবং লক্ষ২ মৎস্য তাপে নষ্ট হইল, এবং ঐ গলিত ধাতুহইতে এক প্রায়দ্বীপ জন্মিল, তাহা চারি শত হস্ত লম্বা ও ষাইট হস্ত চৌড়া।

৫ ঘণ্টার সময়ে পুনরায় ভূমির নীচে ঘোরতর নিনাদ হইলে ভস্মের অতি বৃহদাকার কতিপয় স্তম্ভ পর্ব্বতহইতে উঠিয়া বায়ুদ্বারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। যদি নেপল নগরে পড়িত, তবে হর্কলানিয়ম ও পম্পেয়ির ন্যায় সেই মহানগরও ভস্মে মগ্ন হইত ও তন্নিবাসি তিন লক্ষ মনুষ্য নষ্ট হইত।

প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত সাহেব আপন বাসাতে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাহার মোজায়াতে তিন বুরুল ভস্ম ছিল।

* সেই নগরের নাম তরে দেল গ্রেকো, অর্থাৎ গ্রীকের দুর্গ।

উপদেশক।

মে ১৮৫২ (৬৫) মূল্য ২ আনা।

সুসমাচার ঘোষণা করণার্থে শ্রীরামপুরস্থ প্রচারক-গণের দেশভ্রমণ।

ডিসেম্বর ১৮৫১।

পরম প্রভুর কৃপাতে আমরা চারি ভ্রাতা বুধবারে নৌকা খুলিয়া পর-দিবস বৃহস্পতিবারে সুখসাগরের বাজারে উঠিয়া ঘোষণা করিলাম, ও পুস্তক বিতরণ করিয়া নৌকায় আইলাম। আমাদের শ্রোতৃবর্গ বিস্তর ছিল, এবং কেহ কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না, কিন্তু সকলেই অতি সুস্থির হইয়া আমাদের উপদেশ শ্রবণ করিল। ঐ হাটের দোকানদারদের অতিশয় দুঃখ ছিল, কেননা একটা পাকা ঘরে অগ্নি লাগিয়া সমুহ বাজার ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আমরা তথাহইতে হরধামের খালের মুখে এক জন দরবেস ফকিরকে পাইয়াছিলাম, সে ধূলি লাগাইয়া বসিয়াছিল; তা-হাতে তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কোন্ শাস্ত্র? আর তাহার আচার্য্য কে? এই কথা সে শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়, আমি মুর্খ মানুষ, এই সকল কথা জানি না; কেবল এক কথা আমি জানি, অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। পরে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা করিতে২ আট বা দশ জন লোক একত্র হইল, তাহাতে সকলেই মঙ্গলসমাচার উত্তম রূপে শ্রবণ করিল।

৫ শুক্রবার। আমরা কালনার গঞ্জে উঠিয়া ঘোষণা করিতে আরম্ভ করি-লাম, আর যে কএক স্থানে প্রচার করিলাম, সেই সকল স্থানে শ্রোতৃবর্গ উত্তমরূপে শ্রবণ করিল। আমরা ঘোষণা সাঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাহাদের কোন কথা আছে কি না? তাহাতে তাহারা কহিল যে আমাদের কোন কথা নাহি। পরে পুস্তক দিয়া নৌকায় আইলাম।

৬ শনি। ঘোষণা করিবার কোন সুযোগ পাইলাম না।

৭ রবি। আমরা গোয়াড়ির বাজারে জাগান করিয়া দুই বেলা তথায় ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম। তথাকার লোক মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিতে ও পুস্তক পাইতে বড় যত্নবান। ধনি লোকেরা দরিদ্র লোক-

দের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া প্রচারিত বাক্য অবধান করিল, আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া পুস্তক চাহিয়া২ লইল, আর অনেক ভদ্রসন্তান নৌকায় আসিয়া পুস্তক লইয়া চলিয়া গেল।

৮ সোম। কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামক এক গ্রাম পাইয়া উঠিলাম, আর তথায় এক দোকানদার পাইয়া দেখিলাম যে কএক জন লোক বসিয়া আছে; তাহাতে আমরা তাহাদের নিকটে গিয়া ঘোষণা আরম্ভ করিলে এক জন ব্রাহ্মণ তাহা সহিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। আর যত জন তথায় ছিল, সকলেই ভাল মতে তাহা শ্রবণ করিল ও কএকখান পুস্তক গ্রহণ করিল। প্রথমে দোকানদার কিছু বাদানুবাদ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহার উত্তর পাইলে নিরুত্তর হইল। বৈকালে আমরা বাঙ্গালজীর হাট পাইয়া তথায় ঘোষণা করিলাম। যদিও সেই হাট অতি বড়, তথাচ আমাদের শ্রোতৃগণ অতি অল্প, কেননা সেই হাট প্রায় স্ত্রী লোকেতে পূর্ণ, অথচ সন্ধ্যা হওন প্রযুক্ত লোকেরা ব্যাস্ত ছিল।

৯ মঙ্গল। ঘোষণা করিবার নিমিত্তে কোন সুযোগ পাইলাম না।

১০ বুধ। প্রাতে এক গ্রাম পাইলাম, তাহার নাম শিবপুর। ঐ গ্রামে আমরা তিন স্থানে ঘোষণা করিলাম। প্রথমে এক জন গৃহস্থের এক দালানে কএক জন কৃষাণ একত্র হইয়া গর্ত্ত করিতেছিল, তাহাতে আমরা তাহাদের নিকটে কথা কহিতে আরম্ভ করিলে এক জন বৃদ্ধ উত্তর করিল, ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? অতএব পরিত্রাণের প্রয়োজন, এই কথা ধরিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিলাম। যদিও তাহারা ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইল, তথাচ ভালমতে মনোযোগ করিল না। শেষ অন্য এক স্থানে আইলাম, সেই স্থানে কএক জন কৃষাণ তিল কাটিতেছিল, তাহাতে তাহাদের নিকটে উপদেশ করিলে তাহারা কর্ম্ম করিতে২ শ্রবণ করিতে লাগিল। পরে তাহাদের নিকটহইতে প্রস্থান করিয়া এক পাঠশালা পাইলাম, ও তাহার গুরু মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক কথাবার্ত্তা করিয়া তাহাকে ও তাহার বালকদিগকে কএকখান পুস্তক দিয়া চলিয়া আইলাম।

১১ বৃহ। পলাশীপাড়া নামক এক অতি বৃহৎ গ্রাম পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রেই এক বাজার ও রেসমের কুঠী দেখিতে পাইলাম, তাহাতে আমরা ঘোষণা করিয়া অতি সুখী হইলাম, কেননা বাজারের ও কুঠীর সমূহ লোক আমাদের চারি দিগে দাঁড়াইয়া ঘোষণা শ্রবণ করিয়া আনন্দ করিতেছিল, আর অনেক স্ত্রী লোক কলস লইয়া পথেই দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিল, আর অনেকে আমাদের নৌকায় আসিয়া পুস্তক লইয়াছিল। আমরাও তাহাদের নিকটে তিন বার ঘোষণা করিলাম।

১২ শুক্র। টিয়াকাটা বলিয়া এক বাজার আছে, তথায় আমরা ঘোষণা করিলে জন কুড়িক লোক দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিল। আমরা কহিতে পারি না যে আমাদের সকল শ্রোতৃবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল, তথাচ কহিতে পারি, অনেকেই মনোযোগ করিল। পরে পুস্তক বিতরণ

করিয়া চলিয়া আইলাম। পরে সুরমপুর নামক এক বাজারে উঠিয়া ঘোষণা করিলে প্রায় জন পঁচিশেক লোক আসিয়া শ্রবণ করিল। কেহ কোন গোল না করিয়া তাহা শ্রবণ করিল, আর যাহারা পাঠ করিতে পারে এমত কএক জন পুস্তক গ্রহণ করিল।

১৩ শনি। করিমপুরের বাজারে আমরা পঁহুছিয়া উপরে গেলাম, আর সেই স্থানে ঘোষণা আরম্ভ করিলে এক জন বৃদ্ধ মুসলমান প্রথম-হইতে শেষ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে শ্রবণ করিল। সেই স্থানে অনেক ফচ্‌কিয়া লোক আর বেশ্যা সকল আসিয়া আপনাদের মধ্যে নানা প্রকার কথা-বার্ত্তা করিতে লাগিল। তাহাতে উপদেশকের বাক্যে অত্যল্প লোক মনোযোগ করিয়াছিল, শেষে কএকখান পুস্তক বিতরণ করিয়া চলিয়া আইলাম।

১৪ রবি। বদরপুর নামক এক গঞ্জে উপস্থিত হইলাম। বর্ষাকালে এই স্থানে কোন দোকানদার থাকে না, কিন্তু শীতকালে মহাজন লোকেরা এই স্থানে আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে। আমরা তথায় যাইয়া ঘোষণা করিলে অনেকে আসিয়া ঘোষণা শ্রবণ করিল, ও চলিয়া গেল। দুই জন লোক কিছু তর্ক করিয়াছিল। এই স্থানেতেও ঈশ্বরের বাক্যে অমনোযোগ প্রকাশ করিল, অত্যল্প লোক মনোযোগ করিয়াছিল।

১৫ সোম। প্রাতে ভবানী দেওয়াড় নামক এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঐ গ্রাম পদ্মা নদীর পাড়ে, তথায় গ্রামের মধ্যে লোক প্রায় পাইলাম না। শেষে এক জন গৃহস্থ লোকের বাটীতে জন ষোল লোক বিবাহের উপলক্ষে গোলমাল করিতেছিল, তাহাতে আমরা তথায় গিয়া তাহাদের নিকটে মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করাইতে লাগিলাম। তাহারা উত্তমরূপে শ্রবণ করি-তেছিল, ইতিমধ্যে ঐ বাটীর কর্ত্তা আসিয়া ঐ লোকদিগকে শীঘ্র বিদায় করণের নিমিত্তে ত্বরা করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের বাক্যে অমনোযোগ করিল, সুতরাং আমাদিগকেও চলিয়া আসিতে হইল। বৈকালে ধাপারী নামক এক গ্রাম পাইয়া তাহাতে গিয়া মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিয়া বহু আনন্দ পাইলাম, কেননা সমূহ মহাজন লোক আমা-দের মঙ্গলসমাচার পাঠ করণ শ্রবণ করিতে পাইয়া এক দোকানে আসিয়া বসিল। আর কতক পথিক লোক সেই স্থানে একত্র হইয়া পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। শেষে ঘোষণা আরম্ভ হইলে হিন্দু ও মুসলমান অতি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে পলাশী-পাড়ার লোকেরা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিল। এই স্থানেতেও তাদৃশ মনোযোগ প্রকাশ পাইল। হায় এই প্রকার যদি সর্ব্ব স্থানেতে হইতে পারিত, তবে কত বড় আনন্দ আমরা পাইতে পারিতাম। শেষে এই লোকদের কএক জন কিছু বাদানুবাদ করিল, পরে তদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ হইল ও নিরুত্তর হইয়া আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, কেননা তাহারা ভয় করিল। পরে ইচ্ছা পূর্ণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা করিলাম।

১৬ মঙ্গল। প্রাতে নৌকা লাগান করিয়া তালবেড়িয়া নামক এক গ্রামে উঠিলাম। ঐ গ্রামে সর্ব্ব প্রকার জাতি বসতি করে। ঐ স্থানে ঘোষণা আরম্ভ করিলে প্রায় জন ষোল লোক স্থির হইয়া মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিল। পরে এক জন ধনিলোক স্নান করিতে আসিয়া আমাদের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক আলাপ করিয়া আমাদের প্রশংসা করিতে লাগিল। শেষে আমরা পুস্তক বিতরণ করিয়া আর এক বাজারে আইলাম। তথায় কোন উপরি লোক ছিল না, কেবল দোকানদারেরা; তাহাদের নিকটে পাঠ আরম্ভ করিলে প্রায় সকলেই তদ্ধ্বনি শ্রবণমাত্রেই আপন২ দোকানহইতে বাহির হইয়া চলিয়া আইল, আর তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, পরে তাহাদের নিকটে ঘোষণা করিলে অতিশয় মনোযোগ প্রকাশ করিল। তাহাদের মনোযোগ দেখিয়া আমরা এক দোকানে বসিয়া মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারের এক স্থান পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, তাহাতে তাহারা আমাদের চারি দিগে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, আর কহিতে লাগিল, যে আমাদের পাপ ঈশ্বর কি নিতান্ত মার্জ্জনা করিয়া স্বর্গসুখ দান করিবেন? তাহাতে আমরা তাঁহার অসীম দয়ার প্রমাণ তাহাদের নিকটে দিলাম। এই রূপে ঐ বৈকাল প্রায় তাহাদের নিকটে কাটাইলাম, পরে নৌকা খুলিয়া চলিয়া আইলাম।

১৭ বুধ। প্রাতে আমরা পাবনা জিলায় পঁহুছিয়া আহারান্তে শহরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকদের নিকটে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিলাম। আমাদের ঘোষণা করণ কালীন এক২ সময় শতাধিক লোক হইয়াছিল; আর যত লোক তাহা শ্রবণ করিল, সকলেরি বহু মনোযোগ দেখা গেল। প্রভুর ইচ্ছা হউক যে এই স্থানে এক মণ্ডলী স্থাপন হয়। বহু কালাবধি এই স্থানে বাসকারি এক জন হিন্দুস্থানি লোক প্রচার শ্রবণ করিবাতে তাহার মন এমত উত্তপ্ত হইয়া গেল, যে সে আপনি আপন হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া প্রমাণ দিয়া জনতার নিকটে প্রকাশ করিতে লাগিল, যে সাহেব লোকেরা যেমন দুষ্ট লোকদিগকে ধরিয়া জেলখানায় দেয়, তেমনি ঈশ্বর আমাদের দোষ দেখিয়া নরকে নিক্ষেপ করিবেন; অতএব পাপহইতে ফির। আমাদের আগমনেতে শহরের মধ্যে তোলপাড় হইয়া গেল, ক্রমশঃ লোকদের সমারোহ হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় লোকদের মধ্যে কেবল এক জন তর্ক করিয়া কহিয়াছিল যে বেদের মতে আমরা দেব উপাসনা করি, তাহাতে তাহার কোট মঙ্গলসমাচার মতে সিদ্ধান্ত করণেতে সকলেই কহিতে লাগিল, "এই ভাল। এই প্রকার ঘোষণা করিয়া বাজার ও চক পরিভ্রমণ করিলাম, ও সন্ধ্যার সময় নৌকায় চলিয়া আইলাম। এই স্থানে ইংরাজি এক পাঠশালা আছে, তাহার ছাত্রেরা অনেক পুস্তক লইয়াছে। ডাক্তর লাজারস্ সাহেব এই স্থানে মঙ্গলসমাচারের নিমিত্তে বিস্তর শ্রম করিয়াছিলেন। তিনি কোন২ জনকে আপন নিকটে ডাকাইয়া মঙ্গলসমাচার প্রচার করিতেন, আর কোন২ পুস্তক দিতেন, তাহাতে বিস্তর লোক তাঁহাকে মনে রাখিতেছে।

১৮ বৃহ। আমরা প্রাতে নৌকাহইতে উঠিয়া পাবনায় গেলাম, তাহাতে লোকেরা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া চারি দিগহইতে চলিয়া আইল, আর আমরা তাহাদের নিকটে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা শতেকের অধিক। তাহাদিগকে উপদেশ দেওনানন্তর আমরা অন্য এক স্থানে গেলাম, সেই স্থানেও তদ্রূপ ছিল। পরে আমরা অন্য এক স্থানে যাইতেছিলাম, এমত কালীন কালেক্টর সাহেবের নাজীর দুই জন লোক প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিল; তাহাতে আমরা তথায় গেলে আদর পূর্ব্বক বসাইয়া ঈশ্বরের কথা আনন্দ মনে শ্রবণ করিল। তথায় লোকের এত ভিড় ছিল যে ঐ বাসাঘর অন্ধকার হইয়া গেল, তাহাতে আমরা পুস্তক পাঠ করিতে পারিলাম না। পরে আমরা লোকদিগকে বসাইয়া যিশায়িয় পুস্তকের এক স্থান পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম; পরে শ্রান্ত হইয়া নৌকায় আইলাম। পরে আহারান্তে পাবনাহইতে এক ক্রোশ দোগাছিয়া বলিয়া এক হাটে গমন করিলাম। ঐ হাট প্রায় বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে লাগে। ঐ স্থানে ঘোষণা করিলে হাটের সমুহ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর আমাদের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া কেহ২ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল যে এই কি?. কেন ইহারা এই মত ভাল কথা কহে, আর এই মত উত্তম২ পুস্তক বিনামুল্যে দান করে? আর কেহ কোন প্রতিবন্ধকতা করিল না। ঐ হাটের লোকসংখ্যা বৃহৎ, অনুমান হয় দেড় হাজার। আমরা চারি ভ্রাতা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লোকদের নিকটে মঙ্গলসমাচার প্রচার করিলাম, কেননা দেখিতেপাইলাম যে শ্রোতৃগণ শ্রান্ত নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পুস্তকের নিমিত্তে অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল, আর পুস্তক পাইতে না পারিয়া অনেকেই মনোদুঃখী হইল। যাহা হউক তাহারা যীশু ত্রাণকর্ত্তার বিষয় শ্রবণ করিতে পাইল। এই জিলার লোকদের মিষ্ট আলাপেতে ও ব্যবহারেতে আমরা অতি সন্তুষ্ট ছিলাম। এই প্রদেশে যে সকল সাউ লোক বসতি করে, তাহারা অতি নম্রমনা। আমরা দুই দিবস পাবনার নীচে পদ্মা নদীতে থাকিয়া ঘোষণা করিলাম, কেননা পাবনার নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিনে আমরা নৌকা খুলিয়া চলিয়া আইলাম।

১৯ শুক্র। প্রাতে আমরা নৌকা খুলিয়া নিচিন্দপুরের হাটস্থানে বা বাজারে উত্তরিয়া ঘোষণা করিলাম। সেই স্থানে যদিও আমরা অনেক শ্রোতা প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না, তথাচ যাহারা তথায় ছিল, তাহারা সকলেই ভাল মতে শ্রবণ করিয়া পুস্তক লইল। আর লোকদের পুস্তক পাওনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া এক জন বৃদ্ধ মনুষ্য মান করত কহিল, বিস্তর পুস্তকে কার্য্য কি? কেবল একখান থাকিলেই হয়। অন্য এক জন কহিল, উহারা আপনাদের কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গেল, আমাদের উপর ভার চাপাইয়া গেল, আমরা এখন বুঝিব।

২০ শনি। প্রাতে আমরা ছিনুমপুর নামক গ্রামের হাটে পঁহুছিয়া সমুহ দিবস তথায় রহিয়া মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিলাম। ঐ হাট ঐ গ্রামের

মধ্যে বৃহৎ কহিতে হয়, কেননা তাহাতে অনুমান দুই হাজার লোক ছিল। আমরা বহু লোক দেখিয়া চারি ভ্রাতা চারি স্থানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলাম, কেননা লোকদের এত সমারোহ হইতে লাগিল, যে পশ্চাৎ স্থিত লোকেরা প্রচারককে দেখিতে পাইল না; তাহারা সকলেই স্থিরমনে শ্রবণ করিল। আমাদের তিন স্থানে কোন বাদানুবাদ হইল না, কেবল এক স্থানে এক জন লোক বাগ্‌যুদ্ধ করিল। শেষে তাহাকে নিরুত্তর করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলাম, আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া খেয়ার নৌকায় পার হইতে আসিয়া ঐ মাঝির সহিত ধর্ম্ম বিষয় আলাপ করিলাম, তাহাতে ঐ বৃদ্ধ মানুষ বড় সন্তুষ্ট হইল। পরে নৌকার নিকটে খেয়ার অপেক্ষাকারী আর কএক জন স্ত্রী ও পুরুষ লোক পাইয়া প্রভুর মরণ সংবাদ তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইলাম; তাহারাও অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। পরে নৌকায় প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

২১ রবি। এলাইচি বলিয়া এক গ্রামে এক বাজার প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়া ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই বাজারে দেবপূজক অতি অল্প, প্রায় সকলেই মুসলমান। এই অজ্ঞান মুসলমান লোক সকল দুদুমেয়ার মতে ফরাজী হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাহি। তাহাদের নিকটে প্রথমে পুস্তক পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলে সকলেই স্থির হইয়া ঘোষণা শ্রবণ করিল, কিন্তু ইহাতে যে তাহাদের কোন আনন্দ বোধ হইল, এমত প্রমাণ দেখিলাম না, কেননা কতক লোক শ্রবণ করিতে আর না থাকিয়া চলিয়া গেল, আর কতক জন মনোযোগ না করিয়া আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা করিতে লাগিল। এই রূপে তাহাদের অধিকাংশ লোক অমনোযোগ প্রকাশ করিয়াছিল। যাহা হউক, অমনোযোগিদের সংখ্যাপেক্ষা মনোযোগিদের সংখ্যা অধিক ছিল; আর তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুস্তক লইল, কোন বাদানুবাদ হইল না। পরে নৌকা খুলিয়া টেপাখোলায় পঁহুছিলাম।

২২ সোম। আহারান্তে টেপাখোলাহইতে পদব্রজে জেলা ফরিদপুর মোকামে গেলাম, ও বাজারের চৌমাথা পথে দাঁড়াইয়া মঙ্গলসমাচার পাঠ করিয়া ঘোষণা আরম্ভ করিলাম। আমাদের শব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমান জন পঞ্চাশেক লোক আইল, পরে তাহারা শ্রবণ করিয়া চলিয়া গেল, আমাদের এই পর্য্যন্ত শেষ সংখ্যা শ্রোতৃগণ ছিল, আর অধিক হইল না। কেননা লোক অত্যল্প, আর জেলার মধ্যেও কোন বড় মনুষ্যের গৃহাদি দেখিলাম না। যে ২ লোকেরা আমাদের ঘোষিত মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। আমাদের ঘোষণার আরম্ভেই খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বেষি এক জন লোক কএক লোককে জোর পূর্ব্বক লইয়া চলিয়া গেল, যেন তাহারা তাহা শ্রবণ না করে। এই রূপে ঐ দিবস তথায় থাকিয়া ঘোষণা করিলাম।

২৩ মঙ্গল। প্রাতে টেপাখোলার ঘাটে ঘোষণা করিয়া ও কএক জন লোককে পুস্তক দিয়া নৌকা খুলিলাম। ঐ স্থানে প্রায় জন ত্রিশেক শ্রোতা ছিল। তাহারা সকলেই নীরব হইয়া শ্রবণ করিল; কেবল এক জন লোক,

ঈশ্বর পাপ করান, এই বিষয় ধরিয়া বচসা করিল। পরে উভয়ের মতের অনৈক্য হওনেতে সে আর না তিষ্ঠিয়া চলিয়া গেল. তাহাতে আমরাও বিদায় লইয়া নৌকারোহণ করিলাম।

২৪ বুধ। প্রাতে আমরা হিলসামারার খালের মুখে এক বাজার পাইলাম, তাহার নাম মকদুমপুরের বাজার। তথায় আমরা উপস্থিত হইলে এক জন মুসলমান আগে বাড়িয়া আসিয়া আমাদের গমন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে সে পরিচয় পাইয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক এক দোকানে আমাদিগকে বসাইয়া সমূহ দোকানদার লোককে আহ্বান করিয়া বসাইয়া আমাদের মুখে প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল। পরে আমাদের ঘোষণা করণ সাঙ্গ হইলে সকলেই, এই অতি উত্তম কথা, ইহা কহিয়া পরস্পর আলাপ করিতে লাগিল। পরে আমরা তাহাদিগকে পুস্তক দিলে সকলেই হৃষ্টমনে গ্রহণ করিয়া আপন২ দোকানে গেল। কিন্তু সেই জন ও আর কএক জন সেই স্থানে থাকাতে শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল, তাহাতে তাহাকে তাহার বিষয় জ্ঞাত করাইলে সেই সকল সে মানিল। সে জনের আলাপ করণেতে আমাদের বড় আনন্দ ছিল, কেননা আমরা জানিতে পারিলাম, যে শাস্ত্র বিষয় আলাপে সে শ্রান্ত নহে, তাহার সাধ ভাঙ্গে না। পরে স্নান ও আহার করিবার সময় অতীত হইলে সে আমাদিগকে বিদায় করিল। বৈকালে ঐ গ্রামে এক হাট হইলে আমরা ঐ দিবস তথায় যাপন করিলাম, ও হাটে প্রবেশ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিলাম ঐ হাট অতি বড় নহে, তথাচ ঈশ্বরের বাক্যে বড় মনোযোগ ছিল, কেননা তাহারা আপন২ দোকান বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া সমূহ লোক আমাদের নিকটে আসিয়া ঘোষণা শ্রবণ করিতে লাগিল। আমরা এত লোকারণ্য দেখিয়া তাহাদিগকে ঘাসবনে বসিতে অনুমতি করিলে অত্যল্প লোক বিনা সমূহ লোক বসিয়া ঘোষণা শ্রবণ করিতে লাগিল। পরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা শ্রবণ করিয়া আপন২ দোকানে চলিয়া গেল। আর কোন এক জন কোন এক কথা বিপরীত না কহিয়া সকলেই প্রভুর প্রচারিত বাক্যের উত্তমতা কহিতে লাগিল। ঐ হাটে কতক জন ভদ্র লোকদিগকে আমরা দেখিলাম, তাহারা উত্তম মতে শ্রবণ করিয়াছিল, ও পুস্তক লইয়া সেই স্থানে পাঠ করিতে লাগিল। এক জন যুবলোক আসিয়া অতি যত্নবান হইয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, যে আমি যত পুস্তক হিন্দুশাস্ত্রে পাইতে পারিযাছি, সকলই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সত্যতার বিষয় আমার মনে লয় না। তোমাদের এই প্রচারিত কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে বড় লাগিল, অতএব আমার প্রার্থনা যে তোমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র একখানি আমাকে দান কর। তাহার সহিত আমরা অনেক কথা কহিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া একখানি অন্তভাগ পুস্তক দিলাম, তাহাতে সে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

২৫ বৃহ। আমরা দেবী নগরের হাট পাইয়া তথায় সমস্ত দিবস থাকিয়া

মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিলাম। উক্ত হাট অতি বৃহৎ, প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় ও সমস্ত দিবস থাকে, তথায় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রোতৃগণ এত অধিক দণ্ডায়মান হইল যে অনেকে জ্ঞাত ছিল না যে এই স্থানে কি কথা প্রচার করিতেছে, কেননা কথকের মুখ দেখিতে পাইল না; তাহাতে তাহারা পরসপর ঠেলাঠেলি করিত। যাহা হউক, পরমেশ্বর আমাদিগকে তাহাদের মধ্যে লইয়া যাওনেতে আমরা বাক্য প্রচার করিয়া বহু সুখ প্রাপ্ত হইলাম, তথাচ এক জন লম্পট লোক পাইয়াছিলাম; সে দেব দেবী মানে না, আর পরমেশ্বরকে সমস্ত পাপের কর্ত্তা জ্ঞান করে। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত ফরাজি মুসলমান লোক বিরক্ত ছিল; আর আমরা যে সকল প্রমাণ তাহাদিগকে দিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। শেষ আমরা শ্রান্ত হইলে নৌকায় আইলাম।

২৩ শুক্র। প্রাতে আমরা বাগয়ারীর বাজারে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা আরম্ভ করিলাম, তাহাতে ঐ বাজারের অধিকাংশ লোক আমাদের নিকটে আগমন করিল, আর তাহাদিগকে ভদ্রলোকের ন্যায় দেখা গেল। আমরা তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ দেবপূজক লোক দেখিলাম। যাহা হউক, দেবপূজক ও মুসলমান লোক উভয় মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পুস্তক গ্রহণ করিল, আর উভয় লোকই পরমেশ্বরের কথায় সন্তুষ্ট ছিল, আর পুস্তক প্রাপণার্থে অনেক২ দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পুস্তক লইয়া চলিয়া গেল। পরে বৈকালে চুরঙ্গ নামক এক হাট প্রাপ্ত হইয়া তথায় নৌকা লাগান করিয়া হাটে উঠিয়া গেলাম। আর দেখিলাম যে কেবল মুসলমান লোকেতে হাট পরিপূর্ণ, তাহাতে হাটের এক ভিতে দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করণেতে বিস্তর লোকের আগমন হইল, আর অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহাতে প্রায় আমাদের সকল সময় তাহাদের নিমিত্তে ব্যয় করিয়াছিলাম, আর সকলেই প্রভুর বাক্যের প্রশংসা করিল ও পুস্তক গ্রহণ করিল।

জানুয়ারি ১৮৫২।

১ বৃহ। নারায়ণ গঞ্জের আড় পার সোণাকান্দির হাটে ঘোষণা দুই বেলা করিলাম। উক্ত হাট অতি বৃহৎ, আর প্রাতঃকালহইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত থাকে। ঐ হাটে ঢাকার পাদরি রাবিনসন সাহেব ও তৎসহায় চাঁদ ভাই প্রভৃতি কএক জন ভ্রাতা উপস্থিত হওয়াতে আমরা দলে২ ঘোষণা করিলাম। পূর্ব্বোক্ত হাটস্থ লোকেরা যাদৃশ মনোযোগ করিয়াছিল, তাদৃশ এই হাটেতেও ছিল। এই হাটের নিকট এক দল বেদিয়া পাইয়া আমরা তাহাদের নিকটে ঘোষণা করণেতে বড় আনন্দ পাইলাম, কেননা তাহারা ভক্তি পূর্ব্বক মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিল। তাহাদের এক জন কহিল, আমরা এখন অবধি কেবল যীশু খ্রীষ্টকে

ভজনা করিব; যে সত্য তিনি কি আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন? আমরা তাহাকে উত্তর করিলাম, হাঁ। পাপির পাপ ক্ষমা করিবার নিমিত্তে তিনি এই জগতে আসিয়া মহা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর বার অর্থাৎ তৃতীয় বার উক্ত হাটে গেলাম। ঐ বেদিয়া জাতির কএক জন স্ত্রী লোক আমাদের নিকট আসিয়া কহিল, তোমরা হাটেতে কি কহিতেছিলা? তাহা আমাদিগকে কহ। তাহাতে তাহাদের নিকট খ্রীষ্টের মহা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথা কহা গেলে এক২ করিয়া দুই জন কহিল, যে ইলসা মাছি কুরবানি করিব, তবে তো আর খাইতে পারিব না। শেষে আমরা তাহাদের উক্ত কথা বুঝিয়া কহিলাম, ইলসা মাছি নহে, কিন্তু ইসা মসী কুরবানি হইয়াছেন; তোমরা তাঁহার উপর এ কি আন? তাহাতে তাহারা এক প্রকার লজ্জিত হইল। যেহেতুক প্রথমে তাহারা আমাদের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল না, পরে তাহাদিগকে যে কথা কহা গিয়াছিল, তাহাতে তাহারা ভাল মনোযোগী ছিল। তাহাদের সহিত কথোপকথন করণ কালীন আর অনেক লোক তাহা হৃষ্ট মনে শ্রবণ করিতেছিল। এই প্রকারে আমরা হাটের চারি দিগে ঘোষণা করিয়া ও পুস্ত বিতরণ করিয়া শেষে প্রার্থনা করিয়া নৌকায় আইলাম।

২ শুক্র। প্রাতে নারায়ণ গঞ্জে আমরা ও ঢাকার ভ্রাতারা একত্র হইয়া দুই দল হইলাম, ও আনন্দ মনে দুই স্থানে ঘোষণা করিতে লাগিলাম। তাহাতে ধনি ও দরিদ্র দেবপূজক ও মুসলমান একত্র হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া প্রচারিত বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল, ও বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিল আমরা তাহাদের গঞ্জে ঘোষণা সাঙ্গ করিয়া নৌকার নিকট আইলে সেই স্থানেতেও লোক জমাইত হইল, তাহাতে তাহাদের নিকটে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিয়া বিদায় লইয়া মদন গঞ্জে গেলাম। এই মদন গঞ্জ নারায়ণ ভাঙ্গিয়া নূতন হইয়াছে। সেই স্থানে আমরা অধিক লোক পাইতে পারিলাম না, কেননা বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তথাচ যাহারা শ্রবণ করিয়াছিল, তাহারা ভাল মতে শ্রবণ করিল।

৩ শনি। মুনসি গঞ্জের হাট পাইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া তথায় গেলাম, ও ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলে এক জন ব্রাহ্মণ প্রথমহইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিল, আর তাহার ভাবে বোধ হইল যে ধর্ম্মপুস্তকের কথা তাহার মনে লাগিল, শেষে এক গোমাস্তা আসিয়া কিছু তর্ক করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা উত্তর পাইয়া নিরুত্তর হইল; পরে একখান পুস্তক চাহিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আর যত লোক শ্রবণ করিল, সকলেই ভাল মতে শ্রবণ করিল। আমরা ঐ হাটের চতুষ্পার্শ্বে ঘোষণা করিয়া নৌকায় আইলাম। বৈকালে আমরা আর একটা অতি ছোট হাট পাইলাম, তাহার নাম পুরুয়া। এই হাটের লোকদের মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিতে বড় উৎযোগ দেখা গেল। হাটের যত লোক ছিল, তাহারা সমুহ একত্র হইয়া আসিয়া মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিল। আমরা যত ক্ষণ তাহাদের নিকটে ছিলাম, তত ক্ষণ ক্রয় বিক্রয় কেহ করিল না, সকলেই একমনে একধ্যানে

মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিল। পরে আমাদের সহিত নৌকা পর্য্যন্ত অনেকে আইল। শেষে তাহাদের সম্মুখে নদীর তটে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া নৌকা খুলিলাম।

৫ সোম। বৈকালে বয়ড়ার বাজার নামক এক হাট পাইলাম ঐ হাটে উত্তরিয়া প্রায় সকল হেদায়েতী মুসলমান লোক দেখিলাম; তাহারা প্রভুর কথা শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু মনোযোগ করিল না। তাহার কারণ এই যে এই সকল কথা কেবল দেবপূজক লোকদের নিমিত্তে, আমাদের কারণ নহে। শেষে তাহারা দুই বা তিনখানা পুস্তক লইয়া নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিল, কেবল এক জন যুবা একখানি আপন নিকটে রাখিল।

বরিশালহইতে ধানডোবা নামক গ্রামের মধ্যস্থানস্থ সরিকোল নামক এক হাট আমরা পাইয়া তথায় ঘোষণা করিলাম, তাহাতে বিস্তর লোকের সমারোহ হইয়াছিল, ও অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিল। জালকাঠির বাজারে আমরা উঠিয়াছিলাম, ও তথায় ঘোষণা করণেতে শ্রোতৃবর্গ অতি সন্তুষ্ট, আর তাহাদের প্রার্থনা যে এক জন খ্রীষ্টীয়ান একটা গির্জাঘর করিয়া তথায় থাকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা পড়া দেয়। এই তাহাদের অনেকের মত।

সভার বিবরণ।

১৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার রাত্রি ৭ ঘণ্টার সময় প্রার্থনার বৈঠক হইল। পাদরি পেজ সাহেব গীত পাঠ করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় দুই জন প্রচারক ভ্রাতা দুই প্রার্থনা করিলেন। পাদরি পিয়ার্স সাহেব দায়ূদের গীত পাঠ করিয়া শেষ প্রার্থনা করিলেন।

১৪ বুধ। প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময় প্রার্থনা হইলে মণ্ডলীগণের প্রেরিত পত্র সকল পাঠ হইল। ১১ ঘণ্টার সময় পাদরি পেজ সাহেব একটী উত্তম উপদেশ দিলেন, তাহার সার এই যে খ্রীষ্টকে সমূহ রাজ্য দত্ত হইবেক। পাদরি পিয়ার্স সাহেব ঐ কথা ধরিয়া তাহার পোষকতা করিলেন, যেন ভ্রাতৃগণের সাহস বৃদ্ধি হয়। তাহার পর আমাদের যাত্রার বিষয় ভ্রাতৃগণ শ্রবণ করিলেন। রাত্রি ৭ ঘণ্টার সময় পিয়ার্স সাহেবের আপন যাত্রার বিষয় প্রস্তাব করিতে২ পীড়া বোধ হইল; তাহাতে তিনি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নৌকায় চলিয়া গেলেন। শেষে বরিশাল জিলার ভ্রাতা ও ভগিনী লোকেরা ধর্ম্মপুস্তক কি পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইয়াছে, তাহা জানিতে আমাকে অনুমতি করিলেন, যেন তাহাদের শিক্ষার বিষয় শ্রীরামপুরস্থ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাত করাইয়া আনন্দিত করিতে পারি। তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগহইতে অন্তভাগ পর্য্যন্ত সহজ২ জিজ্ঞাসা করিলে উভয় ভ্রাতারা ও ভগিনী লোকেরা মুক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল। ইহাতে প্রমাণ যে শিক্ষকদের যেমন পরিশ্রম, শিক্ষাকারিদের তাদৃশ মনোযোগ।

১৫ বৃহ। প্রাতে ৭ ঘন্টার সময় প্রার্থনা বৈঠক। ১১ ঘন্টার সময় পিয়াস সাহেব অতি উত্তম এক উপদেশ দিলেন, যেন তাহাতে শ্রোতৃগণ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে শাহস পায়। সন্ধ্যা ৭ ঘন্টার সময়ে পাদরি সেল সাহেবের সভার পত্রিকা পাঠ হইল। পরে পাদরি ওএঙ্গর সাহেব যুষফের সহিত খ্রীষ্টের উপমা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আর ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষায় কি পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

১৬ শুক্র। পাদরি ওএঙ্গর সাহেব উপদেশ করিলে পর প্রভুর ভোজ হইল। পরে সভা ভাঙ্গিল।

সভায় আগমনকারি লোকদের বিবরণ।

এই সভা ধানডোবা নামক এক স্থানে হইয়াছিল, তাহা বরিশালহইতে নৌকার পথে দেড় দিন লাগে। এই সভার নিরূপিত দিন জ্ঞাত হইয়া মেষপালের ন্যায় ভ্রাতা ও ভগিনী লোকেরা গীত গান করিতে২ চলিয়া আইল। তাহারা আপন২ গ্রাম পরিত্যাগ করণ সময় আনন্দজনক গীত গাইতে২ আসিয়া ধানডোবার নিকটবর্ত্তী হইল। শেষে তাহারা এই গীত গাইল, যীশুর নামে মার রে ডঙ্কা, ও ভাই জগতে লাগিয়াছে যে শঙ্কা, ইত্যাদি গাইতে২ গিরিজা বাটীর হাতিনায় প্রবেশ করিল। খ্রীষ্টীয় লোকদের সংখ্যা অনুমান ৫০০ শত। উক্ত সভাতে যে সকল প্রার্থনা হইয়াছিল, ভরসা করি পরমেশ্বর তাহা শ্রবণ করিয়া সভায় অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন। আর যে সকল উপদেশ হইয়াছিল, পরমেশ্বর তাহার উপর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যেহেতুক খ্রীষ্টীয় লোকদের আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। ভ্রাতারা প্রাতঃকালে ও রাত্রে আমাদের নিকটে আসিয়া ধর্ম্ম বিষয় আলাপ করিত, ও ভগিনী লোকেরা বৈকালে আমাদের নৌকায় আসিয়া ধর্ম্মগীত গান করত ও প্রার্থনাদি করত আনন্দ করিয়াছিল। আর প্রায় প্রত্যহ দেবপূজক ও মুসলমান লোকেরা আসিয়া সভা দেখিত, ও সভা ভাঙ্গিলে প্রচারক ভ্রাতাদের নিকটে মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিত। আর যাহারা প্রচারক নহে, এমত অনেক ভাই মনের উত্তপ্ততাতে লোকদের নিকট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যে গুণ তাহাদের মধ্যে বর্ত্তিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল।

আমি ভরসা করি যে ভ্রাতৃগণ শ্রবণ করিয়া অতি সন্তুষ্ট হইবেন, যে গত চারি বৎসর হইল, যে সময় আমরা শ্রীহট্ট মোকামে গিয়াছিলাম, তখন স্থানে২ ঘোষণা করিতে২ গিয়াছিলাম, তাহাতে কোন হাটে ঘোষণা করণেতে এক জন যুবা স্বর্ণকার আমাদের ঘোষণা শ্রবণ করিয়াছিল, ও একখানি পুস্তক পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি আপন বৃদ্ধ মাতা ও ৪ জন ভ্রাতা ও স্ত্রীকে লইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের গমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া আমাকে দেখিয়া

চিনিয়া সকলের নিকটে কহিলেন, যে ইহাঁর ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ও পুস্তক লইয়া ঘোর অন্ধকার হইতে ফিরিয়াছি। ইহা কহিয়া অতিশয় আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। প্রভুর ধর্ম্মে স্থির হইয়া থাকিতে আমি তাঁহাকে উপদেশ দিলাম, ও প্রভুর ধন্যবাদ করিলাম।

পাদ্রি জৎসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে আমি আমাদের প্রতিপালিত ব্রহ্ম দেশীয় চারি জন বালিকাকে লইয়া গৃহের মধ্যস্থলস্থ কুঠরীতে গেলাম। দ্বারে হুড়কা দিবামাত্র প্রহরিরা আমাকে বলিতে লাগিল, তুমি অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আইস, নতুবা আমরা তোমার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তাহাতে আমি তাহাদের আজ্ঞাতে বহির্গত হইতে দৃঢ় রূপে অস্বীকার করিয়া কহিলাম, তোমরা আমার প্রতি এতদ্রূপ উপদ্রব করিতেছ, ভাল, কল্য অধিপতির নিকটে তোমাদের নামে অভিযোগ করিব। এই রূপে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করাতে তাহারা আপনাদের আজ্ঞার প্রতি আমার তাচ্ছল্য দেখিয়া দুই জন বঙ্গদেশীয় ভৃত্যকে ধরিয়া হাড়িকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া অতিশয় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাদের দুঃখ ভোগ দর্শন করিতে না পারাতে আমি প্রহরিদের প্রধান ব্যক্তিকে আমার গবাক্ষের নিকটে ডাকিয়া বলিলাম, তোমরা চাকরদিগকে ছাড়িয়া দেও, কল্য প্রাতে তোমাদের সকলকে পুরস্কার দিব। ইহাতে তাহারা বিস্তর কলহ ও তর্জ্জন করণান্তর মৌখিক ভাবে সম্মত হইল, পরন্তু আমার প্রতি যথাসাধ্য দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিতে মনে স্থির করিয়াছে, এমন বোধ হইতে লাগিল। আমি অরক্ষক ও মেং জৎসনের প্রতি কি ঘটিল তাহা অজ্ঞাত থাকা এবং প্রহরিদের ভয়ঙ্কর মত্ততা ও প্রেতের ন্যায় কদুক্তি প্রযুক্ত ঐ রাত্রিতে ত্রাসে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইলাম, তাহা বাক্যে ব্যক্ত করা অসাধ্য। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, ঐ নিশিতে আমার চক্ষুহইতে নিদ্রা ও মনহইতে শান্তি যে পলায়ন করিল, ইহা তুমি অনায়াসে অনুভব করিতে পার।

মেং জড়সনের কি অবস্থা হইয়াছে, ইহা অবগত হইতে এবং তিনি যদি জীবৎ থাকেন, তবে তাঁহাকে খাদ্য সামগ্রী দিতে পরদিন প্রাতঃকালে মঙ্গ ইঙ্গকে পাঠাইলাম। মঙ্গ ইঙ্গ ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে মেং জড়সনকে ও বিদেশি তাবৎ গৌরাঙ্গদিগকে তিনং জোড়া বেড়ী দিয়া বধার্হ লোকদিগের কারাগারে একখান বৃহৎ কাষ্ঠে এমন শক্ত করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, যে তাহাদের কোন দিগে কিঞ্চিৎও সরিবার সুযোগ নাই। হায়ং আমিও বন্দী হওয়াতে মিশনরিদের উদ্ধারার্থে কোন চেষ্টা করিতে পারিলাম না, এই মনোদুঃখ এক্ষণে আমার অনুক্ষণ হইতে লাগিল। আপনাদের দুরবস্থার বিষয় অবগত করণ মানসে কোনং রাজপুরুষের নিকটে গমনার্থে মাজিষ্ট্রেটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন যে কি জানি, তুমি পলায়ন কর, এই ভয়ে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার সাহস কুলায় না। পরে রাজার এক ভগিনীর সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা থাকাতে তাঁহার নিকটে পত্রদারা নিবেদন করিলাম যে আপনি উপদেশকদের মুক্তি জন্যে বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। তাহাতে তিনি উত্তর পাঠাইলেন যে আমি এ পত্রের কিছু বুঝি না। তাঁহার এই কথা আমাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণে তাঁহার অসম্মতি প্রকাশ পাইল; তথাপি আমাদের উপকার করণে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা আছে, কেবল রাজ্ঞীর ভয়ে সাহস করিতে পারেন না, ইহা আমি পরে অবগত হইলাম। এই রূপ অতিশয় দুঃখে সে দিন অতীত হইলে আর এক ঘোর রজনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে আমি রুটী ও চা ও চুরট দিয়া প্রহরিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। এ সমস্ত দ্রব্য পাইয়া তাহারা গত রাত্রির ন্যায় আমার প্রতি উপদ্রব না করিয়া আমাকে অন্তরস্থ কুঠরীতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দিল। কিন্তু আমার স্বামী লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কারাগারে মেজিয়ার উপরে গড়াইয়া আছেন, এই চিন্তা ভূতের ন্যায় আমার মনে পুনঃং উপদ্রব করাতে আমার নিদ্রা হইল না।

নগরের শাসনকর্ত্তার হস্তে কারাগারের সর্ব্ব বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার থাকা প্রযুক্ত আমি তৃতীয় দিবসে কোন লোকের দ্বারা

তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলাম, যে উপঢৌকন লইয়া আপনকার সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলে চির বাধিত হই। ইহাতে তিনি সম্মত হইয়া আমাকে নগরে গমনার্থে ছাড়িয়া দিতে প্রহরিদের প্রতি অবিলম্বে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিলেন। আমি শাসনকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে সমাদর পূর্ব্বক উপবেশনার্থে আসন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমার প্রার্থনা কি? তাহাতে আমি তাঁহাকে বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ উপদেশকদের দুরবস্থা অবগত করিয়া কহিলাম, মহাশয়, উহাঁরা আমেরিকান লোক, এই উপস্থিত যুদ্ধেতে উহাঁদের কোন সম্পর্ক নাই, অকারণে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া নগরাধ্যক্ষ কহিলেন, তাহাদিগকে কারাগার বা শৃঙ্খলহইতে মুক্ত করিতে আমার ক্ষমতা নাই, তথাপি তাঁহাদের ক্লেশের কিছু লাঘব করিতে পারি। ঐ দেখ আমার প্রধান কর্ম্মচারী, উহাঁর সহিত তোমাকে এতদ্বিষয়ের পরামর্শ করিতে হয়। এই কর্ম্মচারিকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যে ইনি সর্ব্বপ্রকার দুঃস্বভাবান্বিত। তিনি আমাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া কহিলেন, যে তোমার ও কারাগারস্থ বন্দিদিগের ভাল মন্দ করণের ক্ষমতা আমার হস্তগত। তুমি যদি আমাকে যথেষ্ট উপঢৌকন দেও, তবে তোমাদের সুখ হইতে পারে; কিন্তু তাহা যখন দিবা, তখন যেন কোন রাজকীয় লোক জানিতে না পায়, অতি গোপনে দিবা। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ দুই শিক্ষকের বর্ত্তমান দুঃখের লাঘব করণার্থে এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, তাহা যদি করিতে চাহ, তবে আমাকে দুই শত তিকেল অর্থাৎ টাকা ও দুই থান সূক্ষ্ম বস্ত্র ও দুই থান রুমাল দেও। আমাদের বাটী কারাগারহইতে এক ক্রোশ দূর, এ প্রযুক্ত সে দিবস অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া প্রাতঃকালে টাকা সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলাম। তাহা দিতে স্বীকার করিয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিলাম, মহাশয়, এই টাকা ব্যতিরেকে আপনাকে আর কোন দ্রব্য দিতে পারি না। মহাশয়, অন্য যে সকল সামগ্রীর কথা কহিলেন, তদ্বিসয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন; সে সকল নাই।

এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়া সে কিছু ক্ষণ অর্থ গ্রহণে দ্বিধা করিতে লাগিল, কিন্তু এত টাকা পাছে অন্য হস্তে যায়, এই ভয়ে তিনি আমাকে শেষে বলিলেন, ভাল, যাহাতে উপদেশকেরা দারুণ যন্ত্রণা দায়ক অবস্থাহইতে নিস্তার পায়, তাহা আমি করিব। এই অঙ্গী-কার করিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন। পরে কারাগারে যাতায়াত করণার্থ শাসনকর্ত্তাহইতে অনুমতিপত্র পাইলাম। কিন্তু মেং জড়-সনকে দেখিতে গিয়া তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া যেরূপ মনোদুঃখ পাইলাম, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ফলতঃ আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে মেং জড়সন বক্ষঃস্থলে গমন করত কষ্টশ্রেষ্ঠে কারাগারের দ্বারের নিকটে আসিয়া আপন মুক্তির উপায় বিষয়ক পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে লৌহবৎ কঠিনান্তঃকরণ কারারক্ষকেরা ঝটিতি প্রস্থান করিতে আমাকে আজ্ঞা করিল। হায় আমাদের দুঃখের সময়ে পরস্পর দর্শন জন্য সুখভোগের প্রতি তাহারা ঈর্ষ্যা করিল। আমি শাসনকর্ত্তাহইতে অনুমতি লইয়া এখানে আসিয়াছি, এ কথা আমি পুনঃ২ বলিলে তাহা বৃথা হইল, যেহেতুক তাহারা উত্তর২ উগ্র হইয়া বারম্বার কহিতে লাগিল, তুমি এখানহইতে অবিলম্বে বহির্গত হও, নতুবা আমরা তোমার হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিব। সে যাহা হউক, সেই দিবসের বৈকালে মিশনরিদিগকে ও যাঁহারা পূ-র্ব্বোক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ কারা-হইতে বহির্গত করিয়া তৎপ্রাচীরের বহির্ভাগে এক কুঁড়িয়াতে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী ও তাঁহাদের শয়নার্থে শপ প্রেরণ করিতে অনুমতি পাইলেও তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে কএক দিন পর্য্যন্ত নিষেধিত হইলাম।

তৎপরে রাণীর নিকটে আমাদের দুঃখ নিবারণার্থে নিবেদন করিতে মনস্থ করিলাম, কিন্তু যে ব্যক্তি মহারাজকর্তৃক অবজ্ঞাত, সে রাজবাটীতে গমনের অযোগ্য, এ প্রযুক্ত রাজ্ঞীর ভ্রাতৃভার্য্যা-দ্বারা তাঁহার নিকটে নিবেদনপত্র প্রেরণ করিতে বিহিত বুঝিলাম। আমার সুখাবস্থার সময়ে তাঁহার নিকটে গেলে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে মেং জড়সন কারাবদ্ধ ও আমি দুর্দশাগ্রস্ত, এপ্রযুক্ত তিনি আমার প্রতি বড় প্রসন্না হইলেন

না। ফলতঃ আমি বিস্তর ব্যয়ে এক উপঢৌকন লইয়া যখন তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম, তখন তিনি সহচরীগণ মধ্যে দুলিচার উপরে শয়ন করিয়াছেন. ইহা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া সাহস ও ব্যগ্রতা অথচ সমাদর পূর্ব্বক আমাদের দুঃখের ও ক্লেশের বিষয় সবিনয়ে অবগত করিয়া তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা করিলাম। তাহাতে তিনি স্বীয় মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া উপঢৌকন পাত্রাবরণ উদ্‌ঘাটন ও তত্রস্থ দ্রব্যাবলোকন করিয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন, তোমাদের প্রতি ঘটিত ব্যাপার কিছু অসাধারণ নয়, কেননা সমস্ত বিদেশি লোক তদ্রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি উত্তর করিলাম যে আমাদের বিষয় অসাধারণ বটে, কেননা উপদেশকেরা আমেরিকান্ লোক, তাঁহারা ধর্ম্মসেবক, যুদ্ধ ও রাজব্যাপারের সহিত তাঁহারা কোন সম্পর্ক রাখেন না। পরন্তু মহারাজের আজ্ঞাতেই এই আবা নগরে আসিয়াছেন, এবং এখানে এতদ্রূপ দুঃখ পাইবার যোগ্য কোন অপকর্ম্ম করেন নাই। বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহাদিগকে এরূপ দুঃখ দেওয়া কি ন্যায় কর্ম্ম? ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করেন; আমি তো রাজা নহি, আমি কি করিতে পারি? আমি বলিলাম, আপনি মহারাণীকে অবগত করিয়া উপদেশকদের মুক্তির উপায় করিতে পারেন। এবং আপনি এক বার মনে করিয়া দেখুন, আমি যে অবস্থাতে এক্ষণে আছি, আপনি যদি সেই অবস্থাতে থাকিতেন, অর্থাৎ আপনি যদি আমেরিকাতে প্রবাস করিতেন, এবং আপনকার স্বামী বিনাপরাধে যদি কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, ও আপনি নিঃসহায় ও অরক্ষক হইতেন, তবে তখন আপনি কি করিতেন? এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হইয়া আমাকে কহিলেন, ভাল, আমি তোমার আবেদনপত্র রাজ্ঞীকে দিব, কল্য পুনরায় আইস। এ কথা শুনিয়া মিশনরিদের মুক্তি ত্বরায় হইবে, এমন ভরসা পাইয়া আমি গৃহে পুনরাগমন করিলাম। কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে কএক জন রাজপুরুষ মেং গৌজরের লক্ষ টাকার সামগ্রী হরণ করিয়া রাজবাটীতে প্রেরণ করিয়া যে সময়ে কি-

রিয়া আইল, তখন আমাকে শিষ্টতা পূর্ব্বক কহিল, কল্য আমরা তোমার বাটীতে আসিব। তাহাদের দত্ত এই সমাচার প্রযুক্ত তাহাদের নিকটে আপনাকে এক প্রকার বাধ্য বোধ করিয়া তাহাদের আগমন অপেক্ষা করণার্থে প্রস্তুত হইলাম। ফলতঃ যদি যুদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপী হয়, তবে অন্নাভাবে আমাদের প্রাণবিয়োগ হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি সমস্ত ক্ষুদ্র২ বহুমূল্য সামগ্রী ও বিস্তর রৌপ্য সাধ্যানুসারে সংগোপন করিলাম, কিন্তু পাছে ইহা প্রকাশ পায়, ও তাহাতে আমি কারাবদ্ধ হই, এই ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কোন স্থানহইতে টাকা পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকিত, তবে এমত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।

অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে রাজকোষাধ্যক্ষ ও রাজকুমার থরাবাদী ও উং নামক অধ্যক্ষ এবং কৌন্‌টোন মাইউচা ইহাঁরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন পদাতিক সমভিব্যাহারে আমাদের সম্পত্তি অধিকারার্থে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে আমি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার নিমিত্তে চৌকী ও জলযোগার্থে চা ও মিষ্টান্ন দিলাম। এ স্থলে আমার প্রতি তাঁহাদের সৌজন্যের কথা বলা আমার কর্ত্তব্য বটে, ফলতঃ আমাদের সংস্থান হরণকালে তাঁহারা আমার প্রতি যেরূপ শিষ্টাচার করিলেন, তদ্রূপ ব্রহ্মদেশীয় রাজপুরুষদের করা ভার। উক্ত তিন জন প্রধান লোক অনুচরদিগকে বাহিরে থাকিতে আজ্ঞা দিয়া কেবল এক জন রাজকার্য্যসম্পাদককে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আমাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া তাঁহারা কহিলেন, যে পরদ্রব্য হরণ করিতে আমাদের মনেতে বড়ই দুঃখ বোধ হইতেছে, কিন্তু কি করিব? রাজাজ্ঞা মানিতে হয়। পরে কোষাধ্যক্ষ আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য ও অলঙ্কার কোথায়? আমি বলিলাম, আমার সুবর্ণ বা অভরণ কিছু নাই। পরন্তু এক তোরঙ্গ মধ্যে রূপা আছে, তাহার চাবী এই লও; তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা কর। ইহা কহিয়া ঐ তোরঙ্গ আনিয়া দিলে তাঁহারা তন্মধ্যস্থ রূপা যে সময়ে ওজন করেন, তখন আমি বলিলাম, এই রূপা আমেরিকা দেশীয় খ্রীষ্টের ভক্তগণকর্তৃক

সংগৃহীত হইয়া এ দেশে কিয়ৎ অর্থাৎ পুরোহিতের গৃহ নির্ম্মাণার্থে, এবং যত দিন আমরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা দিই, তত দিন আমাদের প্রতিপালনার্থে প্রেরিত হইয়াছে। ইহা গ্রহণ করা কি আপনকাদের উচিত? তাঁহাদিগকে আমার এরূপ জিজ্ঞাসা করণের কারণ এই যে বৃদ্ধ লোকেরা ধর্ম্মার্থে দত্ত অর্থ গ্রহণে অতি ঘৃণা করে। এ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, ভাল, আমরা মহারাজকে এই বিষয় জ্ঞাত করিব, বোধ হয় তিনি ইহা পুনরায় পাঠাইয়া দিবেন। পরে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার সমস্ত রূপা? ইহাতে আমি মিথ্যা কহিতে না পারাতে বলিলাম, এই বাটী মহাশয়দের অধিকারে আছে, আপনারা স্বয়ং অন্বেষণ করুন। পরে জিজ্ঞাসিলেন, তবে কি তোমার কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকটে রূপা গচ্ছিত রাখিয়াছ? আমি বলিলাম, আমাদের পরিচিত বন্ধুগণ সকলে কারাগারে বদ্ধ, তবে কাহার কাছে কি গচ্ছিত রাখিব? তদনন্তর তাঁহারা আমার তোরঙ্গ ও দ্রাজ দেখিতে মনস্থ করিয়া তৎপরীক্ষা করণার্থে কেবল সম্পাদককে আমার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। তিনি সুন্দর কিম্বা অসামান্য কোন সামগ্রী দেখিলে তাহা লওয়া কর্ত্তব্য কি না, তন্নির্ণয়ার্থে ঐ প্রধান লোকদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। আমি আমাদের পরিধেয় বস্ত্র বিষয়ে তাঁহাদিগকে কহিলাম, যে আমাদের ব্যবহৃত বস্ত্র মহারাজের অধিকারার্থে গ্রহণ করা অতি অপমানের বিষয়, পরন্তু তাহা রাখিয়া গেলে তদ্দ্বারা আমাদের উপকার দর্শিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তাহা রাখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন, তথাপি বস্ত্রের ও পুস্তকের ও ঔষধাদি তাবৎ দ্রব্যের এক তালিকা লিখিয়া লইলেন। আর আমার সূচী কর্ম্মের মেজ ও আমার ভ্রাতার দত্ত দোলা চৌকী কৌশলক্রমে তাঁহাদের হস্তহইতে রক্ষা করিলাম। তাঁহারা আরং অনেক দ্রব্য রাখিয়া গেলে তদ্দ্বারা আমাদের দীর্ঘকালব্যাপি বন্দিভাবস্থাতে আমাদের বিস্তর উপকার দর্শিল।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

"অন্য কাহারো নিকটে পরিত্রাণ নাই; কারণ আকাশমণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত আর কোন নাম নাই, যাহাদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়।" প্রেরিত ৪; ১২।

প্রথম ভাগ। উক্ত কথার অর্থ।

১। পরিত্রাণে সকল মনুষ্যদের প্রয়োজন। ইহার প্রমাণ।

(১) সকলের মৃত্যু হয়। (২) সকলে পাপী। (৩) সর্ব্বপ্রকার লোক পরিত্রাণ আবশ্যক জানিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা প্রকাশ করে।

২। খ্রীষ্টের নিকটে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(১) ইহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের এবং পরিত্রাণ প্রাপ্ত নানা লোকের বাক্য।

(২) খ্রীষ্ট কেমন করিয়া পাপিদিগকে পরিত্রাণ দেন?

প্রং। তিনি তাহাদের পাপের ভার লইয়া আপনি তাহাদের পরিবর্ত্তে পাপের দণ্ড ভোগ করিলেন। ইহা স্বীকার করা পাপি লোকের কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

দ্বিং। তিনি পুণ্যবান হওয়াতে মনুষ্যদিগকে আপনার সেই পুণ্য দিয়া পুণ্যবান করেন। তাঁহার স্বভাব পবিত্র হওয়াতে তিনি মনুষ্যদিগকেও সেই পবিত্র স্বভাব দেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র হওয়াতে মনুষ্যদিগকে আপনার সেই অধিকারের অংশী করেন। এই রূপে তাঁহারই দ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান ও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট ও ঈশ্বরের সন্তান হইয়া উঠে, সুতরাং পরিত্রাণ পায়।

তৃং। কিন্তু বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টকে পরিত্রাণের আকর রূপে গ্রাহ্য করিতে হয়।

(৩) খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর হওয়াতে তাঁহার দুঃখভোগের ও ক্রিয়ার গুণ মনুষ্যমাত্রের নিমিত্তে কুলায়। সকলে যে বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পায় এমত নহে; কিন্তু যদি পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্য বিশ্বাস করিত, তবে সকলে পরিত্রাণ পাইত, ইহার সন্দেহ নাই।

৩। খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে অন্য কাহারো নিকটে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

(১) আমরা আপনাদের পরিত্রাণ আপনারা করিতে পারি না।

(২) যত লক্ষ ২ নাম উল্লেখ করা যায়, তাহাদের মধ্যে একটি নামদ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে না।

(৩) ঈশ্বরের এই বাক্য আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ মনুষ্যদের প্রতি বর্ত্তে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

দ্বিতীয় ভাগ। উক্ত কথার প্রমাণ।

১। পরিত্রাণের নিয়ম নিশ্চয় করা ঈশ্বরের অধিকার। মনুষ্যেরা তাঁহারই কাছে অপরাধী হইয়াছে, অতএব তিনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন কি না; এবং যদি করেন, তবে কি রূপে করিবেন, তাহা কেবল তিনি স্থির করিতে পারেন।

২। তিনি পরিত্রাণের উপায়ার্থে খ্রীষ্টের নাম নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ।

(১) খ্রীষ্টের পারকত্তা। ঈশ্বরের পুত্র হওয়াতে তিনি পরিত্রাণ করণে সমর্থ আছেন।

(২) খ্রীষ্টের কর্ম্ম, বিশেষতঃ তাঁহার মনুষ্যাবতার হওন ও তাঁহার মৃত্যু। ইহার কোন অভিপ্রায় অবশ্য ছিল, এবং সেই অভিপ্রায় মনুষ্যদের পরিত্রাণ।

(৩) কবরহইতে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। তিনি যদি সত্য ত্রাণকর্ত্তা না হইতেন, তবে কবরহইতে উত্থান করিতে পারিতেন না।

(৪) ধর্ম্মপুস্তকের অনেক ২ বচন।

৩। ঈশ্বর পরিত্রাণের এই উপায় আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ মনুষ্যদের নিকটে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

৪। তিনি পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নিরূপণ করেন নাই। যদি করিতেন, অর্থাৎ যদি তিনি পরিত্রাণের অন্য কোন পথ দেখাইতেন, তবে,

(১) খ্রীষ্টের অবতার ও দুঃখভোগ নিষ্প্রয়োজন ছিল, ইহা বলিতে হইত, তাহাতে তাঁহার প্রতি পিতা ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইত; কিম্বা,

(২) খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণ হওনের আশা সিদ্ধ হয় না, ইহা বলিতে হইত; তাহাতে ঈশ্বরের জ্ঞানে ত্রুটি প্রকাশ পাইত।

এই কএকটী প্রমাণদ্বারা সপষ্টরূপে জানা যায়, খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস, সেই পরিত্রাণের অদ্বিতীয় পথ।

তৃতীয় ভাগ। শ্রোতাদিগকে চেতনা দেওয়া।

১। পরিত্রাণের অন্য ২ পথ আছে, কেহ মনে ২ এমত কথা না কহুক।

২। পাপিগণ এই মহাপরিত্রাণ অবহেলা না করুক।

৩। বিশ্বাসিরা আপনাদের সৌভাগ্য প্রযুক্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করুক, এবং অন্য সকল মনুষ্যদিগকে সেই সৌভাগ্যের অংশী করিতে যত্নবান হউক।

ধনের ভার।

ইহার আশি বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা দেশে ফ্রেংক্লিন্ নামে অতি বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি বাস করিতেন। এক দিন কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, মহাধনি লোক ভাবনাতে ব্যাকুল হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্য। আমি এক সদাগরকে চিনি, তাঁহার অসীম ধন আছে, তথাপি পরিশ্রমে ও ভাবনাতে তাঁহার যত ক্লেশ হয়, তাঁহার কোন দাসের তত ক্লেশ হয় নাই; ইহার কারণ কি?

বন্ধুর এই প্রকার জিজ্ঞাসা শুনিয়া ফ্রেংক্লিন্ কিছু উত্তর না করিয়া এক আপেল ফল তুলিয়া, তাঁহার পার্শ্বে যে ছোট বালক খেলা করিতেছিল, তাহাকে দিলেন। সুস্বাদু ফলের দর্শনে ঐ বালক আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া তাহা ধরিবার নিমিত্তে হস্ত বাড়াইল, কিন্তু ফল এমত বড় যে এক হস্তে তাহা প্রায় ধরিতে পারিল না। ফল লইয়া সে তাহা খাইবার নিমিত্তে মুখে আনিতেছিল, এমন সময়ে উক্ত সাহেব তাহাকে দ্বিতীয় ফল দিলেন, সেই দ্বিতীয় ফল অন্য হস্তে ধরিলে প্রথম ফল খাইতে কিছু দুষ্কর হইল। তাহাতে ফ্রেংক্লিন্ আর একটী বড় ফল তাহাকে দিতে স্বীকার করিলে সে তাহা লইবার নিমিত্তে অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু সে সকল চেষ্টা বৃথা হইল। ঐ ফল ভূমিতে পড়িল, এবং বালক কাঁদিতে লাগিল।

তাহাতে ফ্রেংক্লিন্ আপন বন্ধুকে বলিলেন, ঐ ছোট মনুষ্যকে দেখ, উহারও এত ধন যে সুখে তাহা ভোগ করিতে পারে না।

মুদ্রাঙ্কিত ধর্ম্মপুস্তক।

সম্প্রতি যেমন পুস্তক সকল মুদ্রাঙ্কিত হয়, পূর্ব্বে তদ্রূপ হইত না, কারণ বিলাতে পুস্তক ছাপাইবার ধারা ১৪৪০ শালে প্রথম বার কোন বুদ্ধিমান লোকদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময়ের পূর্ব্বে গ্রন্থ সকলের অনুলিপি হস্তে লিখিতে হইত, তাহাতে একখান ধর্ম্মপুস্তকের মূল্য এক সহস্র টাকা ছিল। পুস্তক ছাপাইবার ধারা নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে কোন ছাপাখানার কর্ত্তা অতি গুপ্তরূপে শত২ খান ধর্ম্মপুস্তক ছাপাইয়া এক শত বিংশতি টাকাতে এক২ খান বিক্রয় করিতে লাগিলেন; পরে তদ্দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট লাভ জন্মিলে ষাইট টাকাতে বিক্রয় করিলেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি কি প্রকারে ধর্ম্মপুস্তকের এত অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া এমন অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা লোকেরা বুঝিতে না পারাতে বলিতে লাগিল, যে তিনি শয়তানের সাহায্যদ্বারা তাহা করিতেছেন। অতএব শয়তানের সাহায্যে প্রস্তুত ধর্ম্মপুস্তক

নিতান্ত মন্দ, ইহা বলিয়া পারিস্ নগরের শাসনকর্ত্তারা উক্ত সাহেবের দোকানে যত ধর্ম্মপুস্তক পাইলেন, সে সমস্ত আটক করিলেন। শেষে সেই পুস্তক সকল কিরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহা সেই ব্যক্তি কারাগারের ভয় প্রযুক্ত প্রকাশ করিলে তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

ঐ সময়ে যাইট টাকা না দিলে কেহ ধর্ম্মপুস্তক পাইতে পারিত না। এই দেশে যদি তাহার এত মূল্য হইত, তবে কে ধর্ম্মপুস্তক কিনিত? বাঙ্গালা অক্ষরে সম্পূর্ণ ধর্ম্মপুস্তক ছাপাইলে এক২ খানেতে প্রায় সাত টাকা খরচ লাগে। যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ধর্ম্মপুস্তক পাইয়াছে, তাহারা কি সকলে ইহা মনে করে?

মানসোপদেশ।

এ সময় মন যদি স্থির কর মন।
জিজ্ঞাসি তোমায় এক অপূর্ব্ব মনন॥
সর্ব্বদা কহিয়া থাক হইয়া গর্ব্বিত।
সকল বিদ্যায় হও পরম পণ্ডিত॥
সকলের সঙ্গ আছে তোমার আলাপ।
ভ্রমে ব্যবহার নাহি কর অপলাপ॥
তবে কেন বল দেখি হইয়া সত্বর।
দাস হইয়া রহিয়াছ ভবের মায়ার॥
অপলাপ নাহি যদি কর ব্যবহার।
পর ধনে বল কেন আমার ২॥
পণ্ডিত বলিয়া তুমি কর অভিমান।
তবে কেন ভাব সদা মান অপমান॥
ভাল মতে যদি তুমি জান ও হে রণ।
তবে কেন কর নাক ইন্দ্রিয় দমন॥
আর এক কথা মন জিজ্ঞাসি তোমায়।
অকপটে পরিচয় দেও হে আমায়॥
যদ্যপি আমার দেহে রও চির দিন।
না হও বল না কেন আমার অধীন॥
আর ২ যাহা আছে তব ব্যবহার।
ক্রমশঃ উত্তর কর করিয়া বিচার॥
ভক্তিভাবে খ্রীষ্টে যদি করহ ভজনা।
সফল হইবে তব মনের কামনা॥

খ্রীষ্ট নাম সুধাপান কর সদা মন।
বিষয় বাসনা ক্ষুধা তবে নিবারণ॥
মৃত্তিকানির্ম্মিত তব এই কলেবর।
তার দর্পে দর্প করিতেছ অনিবার॥
দিন দুই পরে দেহ দেহমাত্র হবে।
মাটিতে মিশালে দেহ দেহরব রবে॥
তাই বলি তোরে মন ত্যজরে অসার।
রিপুরে করিয়া বশ খ্রীষ্ট কর সার॥
দেখ তব কলেবর ক্ষীণ দিনে ২।
গেল দিন গতি নাই দীননাথ বিনে॥
নিদ্রিত থেক না মন হও সচেতন।
নিদ্রাবশে দেখিতেছ নিশির স্বপন॥
মহা নিদ্রা কবে আসি ধরিবে তোমায়।
পশ্চাতে শমন মন দেখ না উপায়॥
মিছা মায়া ছায়ারূপ সংসার সাগর।
কি রূপে হইবে তুমি তাহা হতে পার॥
নয়ন মুদিয়া দেখ কেহ নহে কার।
দারা পুত্র পরিজন সকলি অসার॥
দেহ তরি পরে দাঁড়ি আছে ছয় জনে।
দেখ যেন তোমারে না ডুবায় তুফানে॥
অতএব শুন মন সাধু সুমন্ত্রণা।
যাহা হতে দূরে যাবে ভবের যন্ত্রণা॥
ভবের বাণিজ্যে আসি কি করেছ মন।
এনেছিলে কি বা কি বা কৈলে উপার্জ্জন।
বার ২ এই বার শুন রে বচন।
অনিত্য ত্যজিয়া ধর নিত্য মহাধন॥
দান ঘাটে দানী যথা আছে তথা যাও।
খ্রীষ্টনাম হৃষ্টচিত্তে রসনায় গাও॥
ভক্তি ভাবে স্মর তারে লাগাইয়া মন।
অনায়াসে পাবে তবে অমূল্য রতন॥
সাধিলে হইবে সিদ্ধ সাধনার ধন।
খ্রীষ্টনাম সুধাপান কর সদা মন॥

বীরভূম নিবাসিনঃ
শ্রীলাজারস মাধবচন্দ্র দাসস্য।

অবগাহনাদির সমাচার।

ডিসেম্বর মাসের শেষে মুঙ্গেরে দুই জন ইউরোপীয় লোক, এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম রবিবারে আসাম দেশস্থ নয়গাঁ নামক স্থানে চারি জন যুবতি স্ত্রী অবগাহিত হইয়াছিল।

ফিব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যে সকল লোকদের অবগাহন হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি উআইটব্রেকট সাহেবের মৃত্যু।

উক্ত সাহেব ১৮৩১ শালে এই দেশে আসিয়া তদবধি বর্দ্ধমানে প্রভুর কর্ম্মে অতি উদ্‌যোগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গত ফিব্রুয়ারি মাসের শেষে তিনি কার্য্য ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া উক্ত মাসের শেষদিন রবিবার রাত্রিতে উপদেশ দিলেন। উপদেশের মূলবচন প্রকাশিত বাক্যের অন্তে লিখিত এই কথা, "আমি অবশ্য শীঘ্র আসিতেছি। যে আজ্ঞা, প্রভো যীশু, আইস।" উপদেশের পরে কোন বন্ধুর গৃহে গিয়া ওলাউঠা রোগে রোগগ্রস্ত হওয়াতে পরদিন প্রাতে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল। তিনি প্রভুর অতি বিশ্বস্ত দাস ছিলেন।

নুতন পুস্তক।

ট্রেক্ট সোসাইটীদ্বারা অরুণোদয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। এবং ফুলমণি ও করুণা নামক অতি সুন্দর এক পুস্তক অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। এই পুস্তক স্ত্রীলোকদের উপকারার্থে লিখিত এবং অনেক ছবিতে ভূষিত।

আর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গিরিকর্ত্তৃক সংগৃহীত গুরুতত্ত্ব নামে একটী ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রতারক গুরুদিগের বিবিধ প্রকার কাল্পনিক মন্ত্রের মীমাংসা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক নানা সদুপদেশ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক হিন্দু লোকদের নিমিত্তে রচিত।

উপদেশক।

জুন ১৮৫২ (৬৫) মূল্য ২ আনা।

এক রাখাল ও দুই মেষ।

কোন সময়ে দয়ালু নামক এক মেষপালক অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল, অকস্মাৎ পথ মধ্যে দেখিল যে লোলুপ ও ধৈর্য্য নামক দুই মেষশাবক চলৎশক্তি বিহীন হইয়া ধুলায় লুণ্ঠিত কলেবরে চীৎকার ধ্বনি করিতেছে। তাহাদিগের মাতা নিকটে ছিল না, সুতরাং আহারাভাবে অতিশয় কৃশ হইয়াছিল। রাখাল তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া আপন অন্তঃকরণে এই বিবেচনা করিল, যে কি জানি ইহাদের জননী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপন পালককে ত্যাগ করিয়া অধিক আহার লোভে এই দুই শাবককে লইয়া বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ও কোন হিংসুক বনচর তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে, নচেৎ এই মেষশাবকদের চীৎকার শব্দ শুনিয়া কোন ক্রমে অন্য স্থানে থাকিতে পারিত না, এবং ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অতি দূরেও চরিতে যাইত না। যাহা হউক, ইহাদের গর্ভধারিণীর কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা জানা যাইতেছে; অতএব ইহাদিগকে এই অবস্থায় ত্যাগ করা কোন প্রকারে উপযুক্ত নহে, ইহাদের আনুকূল্য যাহাতে হয়, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য। পরে তাহাদিগকে আপন বক্ষস্থলে লইয়া গমন করিতে লাগিল। গমন কালে মেষপালকের এই চিন্তা উদয় হইল যে কি অবস্থায় ইহাদিগকে রাখি? পরে এই স্থির করিল যে এক উত্তম স্থান অন্বেষণ করিব, যাহাতে উত্তম পরিষ্কার জল থাকিবে, ও যে স্থানে অনেক উত্তম পল্লব ও শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষাদি থাকিবে, যাহাদের ছায়াতে প্রখর রৌদ্রের সময়ে ইহারা আশ্রয় লইতে, এবং বিশ্রাম পা-

ইতে পারে; তদ্ভিন্ন যথেষ্ট ঘাসও থাকিবে, যেন কোন প্রকারে ইহাদিগের ক্লেশ না হয়। রাখাল এবম্প্রকার চিন্তা করত গমন করিতে২ আপন বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া এক অতি উত্তম স্থান দেখিতে পাইল, যেখানে উত্তম এক উনুই ছিল, ও বৃক্ষাদি যথেষ্ট ছিল। সেই স্থান আপন পরিশ্রমদ্বারা উত্তম রূপে বেড়া দিয়া বেষ্টন করিল, ও বর্ষাকালে যেন মেষেরা ক্লেশ না পায়, এই অভিপ্রায়ে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে ঐ দুই মেষবৎসকে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দিল, ও যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা উত্তম রূপে বেড়াইতে ও লম্ফ ঝম্প দিতে না পারিল, তত দিন তাহাদের প্রতি অতিশয় মনোযোগ করিল। পরে যখন সবল হইল ও ভালমতে বেড়াইতে পারিল, তখন তাহাদিগকে বাগানের মধ্যে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান কালে মেষবৎসদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে থাক; কোন ভয় নাই, কেহ আমার হস্তহইতে তোমাদিগকে হরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি তোমরা আপন ইচ্ছায় আমাকে ত্যাগ কর, তবে নিতান্ত ক্লেশভোগ করিবা। আর নিত্য২ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাখাল ঐ বাগানে যাইয়া মেষদের তত্ত্বাবধারণ করে। এই প্রকারে কিছু দিন যায়।

দৈবাৎ ইহকাল নামা এক বনমেষ চরিতে২ ঐ বাগানের বেড়ার নিকটে আসিয়া দেখিল, যে দুই হৃষ্টপুষ্ট মেষ হৃষ্টচিত্তে উদ্যান মধ্যে চরিতেছে। এবম্প্রকার দেখিয়া একেবারে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে কি প্রকারে ইহাদিগকে এই উত্তম অবস্থাহইতে চ্যুত করিতে পারি? বহু ভাবনানন্তর অবশেষে এই স্থির করিল যে ইহারা যে অবস্থাতে আছে, তদপেক্ষা উত্তম অবস্থার প্রত্যাশা যদি জন্মাইতে পারি, তবে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। পরে ক্রমে২ বেড়ার নিকট যাইয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিল, হে বন্ধুগণ, তোমাদিগের এই স্থানহইতে বাহির হইবার কি কোন উপায় নাই? আমি তোমাদের দুঃখে দুঃখিত আছি; যেহেতুক আমি যে স্থানে ইচ্ছা করি, সেই স্থানে যাইতে পারি, ও অনেক উত্তম২ বাগানে আমি ভ্রমণ করিয়া থাকি। তোমরা কখন চক্ষুতে তাহা দেখ নাই, এবং তাহার

বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম হই। তথাপি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই স্থানহইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইবে, এক বাগান আছে, তাহাতে ঘাস এক বিঘত পরিমাণ হইবে; ও তন্মধ্যে এক পুষ্করিণী আছে, তাহার জল অতি উত্তম; এতদ্ভিন্ন জাম্ আম্ কাঁঠাল কদলি ইত্যাদি অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে; তোমরা যদি এক বার আমার সহিত যাও, তবে সেই স্থানকে কখন ভুলিবা না, বরঞ্চ এই স্থানকে একেবারে বিস্মৃত হইবা। আমি বিশেষ রূপে তোমাদের নিমিত্তে দুঃখিত হই, যে তোমরা কারাগাররূপ বেড়াবেষ্টিত বাগানে বাস করিতেছ, সে স্থানহইতে কোন ক্রমে উদ্ধার পাইতে পার না। এই সকল কথা শুনিয়া লোলুপ নামা মেষ সঙ্গি ধৈর্য্যনামা মেষকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ ব্যক্তিকে কি উত্তর দেওয়া উচিত? ধৈর্য্য উত্তর করিল, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ঐ ব্যক্তি প্রবঞ্চক; যদি আমরা এই স্থান ত্যাগ করি, তবে অতিশয় দুর্গতি হইবে। যিনি আমাদিগকে দুরবস্থা ত্যাগ করাইলেন, বরঞ্চ দয়া করিয়া আমাদিগের সুখের নিমিত্তে অনেক ক্লেশ ভোগ করিলেন, এবং অবশেষে এই উত্তম স্থানে বাস করাইলেন, তাঁহাকে কোন প্রকারে বিস্মৃত হইতে পারি না। লোলুপ উত্তর করিল, আমার এমন বোধ হয় না যে এই ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিতেছে, কারণ কি? না ইহাকেও তো উত্তম হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতে পাইতেছি। যদি মিথ্যা হইত, তবে এই প্রকার পুষ্ট শরীর তাহার কখন হইত না। আমার ইচ্ছা হয় যে তাহার সহিত যাইয়া সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করি। পরে ইহকালের প্রতি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি তোমার সহিত যদি যাই, তবে আমার অবস্থা কি রূপ হইবে? ইহকাল উত্তর করিল, আমার ন্যায় হইবা, বরঞ্চ আমা অপেক্ষাও অধিক সুখে থাকিবা। লোলুপ এবম্প্রকার কথা শ্রবণানন্তর একেবারে ঐ বাগানকে তুচ্ছজ্ঞান করিল; তাহার সর্ব্বদা এই চেষ্টা হইল যে কি প্রকারে এই কারাগাররূপ বাগানহইতে উদ্ধার পাইতে পারি? ও আপন সঙ্গি ধৈর্য্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল, ও সুযোগ চেষ্টা করত বাগানে চারি দিগের বেড়ার নিকট ভ্রমণ করিতে লাগিল; ফলতঃ কোন উপায় না পাইয়া

অতিশয় দুঃখিত হইল। অবশেষে এই স্থির করিল যে লক্ষ দিয়া এই বেড়া উত্তীর্ণ হইব, আর তাহাই করিতে চেষ্টা পাইল। দুই তিন বার লক্ষ দিল, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অবশেষে নৈরাশ হইয়া ইহকালকে কহিল, যে হে ভাই, আমার সকল চেষ্টা বৃথা হইল; আমি কোন প্রকারে যদি এই কারাগারহইতে উদ্ধার পাই, তবে নিশ্চয় আমাকে ভাগ্যবান্ বলি। ইহকাল কহিল, আমি দেখিতে পাইতেছি যে তোমাদের বাগানের পূর্ব্ব কোণের মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ উচ্চ, তুমি যদি ঐ স্থানহইতে লক্ষ দেও, তবে কি জানি বেড়া পার হইতে পারিবা। লোলুপ তাহার এই কথা শুনিয়া পূর্ব্ব কোণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে ঐ স্থানের মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ উচ্চ বটে। তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ পরামর্শানুসারে ঐ স্থানে গিয়া লক্ষ দিল, এবং বেড়া উত্তীর্ণ হইল। ইহকাল তাহা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, ও তাহার নিকটে গিয়া নিজ প্রেম জানাইবার নিমিত্তে গাত্র চাটিতে লাগিল। লোলুপ আপনাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া ইহকালের সহিত গমন করিল। ইত্যবসরে ঐ বাগানের স্বামী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে লোলুপ নামা মেষ নাই। পরে ধৈর্য্য নামা মেষকে জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কোথায়? তাহাতে ধৈর্য্য উত্তর করিল, হে মহাশয়, এক বনমেষ আসিয়া তাহাকে কুপ্রবৃত্তি দিয়া কহিল, যদি আমার সহিত আইস, তবে এস্থান অপেক্ষা আরো উত্তম স্থানে বাস করিতে পাইবা; তাহার এই প্রকার কথাতে লোলুপ মোহিত হইয়া আমার সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ করিল। কোন ক্রমে আমি তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না; অবশেষে পূর্ব্বকোণের উচ্চ স্থানহইতে লক্ষ দিয়া বেড়া উত্তীর্ণ হইয়া বনমেষের সহিত চলিয়া গেল। রাখাল তাহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, ও ধৈর্য্যকে কহিল, যে নিশ্চয় তাহার দুর্গতি হইবে, এবং তাহাকে তাহার দোষের নিমিত্তে অবশ্য খেদ করিতে হইবেক, কারণ সে শেষে জানিতে পারিবে যে ইহকাল নামক ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমি তোমাকে এই বলি যে তুমি এই স্থানে যদি সুস্থির হইয়া থাক, তবে তোমার কিছুরই অভাব হইবে না, বরঞ্চ

উত্তর২ আরও অধিক সুখ ভোগ করিবা। পরে মেষপালক আপন গৃহে গমন করিল।

লোলুপ ইহকালের সহিত কতক দূর যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে বন্ধো, তোমার সেই বাগান কত দূর আছে? কারণ আমি পথশ্রান্ত হইয়া আর চলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হয় যে কোন স্থানে বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করি। ইহকাল উত্তর করিল, আর বিস্তর দূর নাই, আমি বোধ করি পোয়া ঘণ্টার মধ্যেই আমরা উপস্থিত হইতে পারিব, এবং তুমি একেবারে সেই স্থানে বিশ্রাম করিও। এই প্রকার কথোপকথন করিতে২ প্রায় সূর্য্যাস্ত সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ফলতঃ লোলুপ পথশ্রান্ত প্রযুক্ত ক্ষীণ হইয়া এক তরুমূলে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া থাকিল, তাহার এমন সাধ্য হইল না যে উঠিয়া বেড়ায় বা আহার করে। ইহকাল তাহাকে এতদবস্থায় দেখিয়া সান্ত্বনা করণ জন্য গাত্র লেহন করিতে ২ কহিল, হে বন্ধো, আমার বোধ হয় যে তুমি শ্রান্ত হইয়াছ। তুমি যদি আমার দ্বারা কোন উপকার পাইতে প্রয়াস কর, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি। লোলুপ কহিল, হে বন্ধো, আমি জানি তুমি পরোপকারক, তথাপি অদ্য আহার করিতে আমার ইচ্ছা নাই। এই প্রকার কথোপকথন করণানন্তর দুই জনে সেই স্থানে শয়ন করিল। অপর রজনী প্রভাত হইলে তাহারা উত্তম ঘাস অন্বেষণ করিতে লাগিল, লোলুপ যে ঘাস খায়, সেই ঘাস তাহার মুখে তিক্ত লাগে। অতএব লোলুপ ইহকালকে কহিল, আমি যে ঘাস খাই, সকলই তিক্ত লাগে, ইহার কারণ কি? তাহাতে ইহকাল কহিল, তুমি গত কল্য আহার না করাতে পিত্তবৃদ্ধি হইয়াছে; অতএব ঘাস খাইতে২ তোমার রুচি জন্মিবে। কিন্তু দুই তিন দিবসাবধি সে স্থানে থাকিলেও মুখের তিক্ততা ঘুচিল না। লোলুপ ইহকালকে কহিল, যদ্যপি তুমি আর কোন উত্তম স্থান জান, তবে আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, এই স্থানে থাকিতে আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই। ইহকাল তাহাকে ঐ স্থানে রাখিতে অনেক প্রকার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য না হওয়াতে লোলুপকে সঙ্গে করিয়া অন্য স্থানের নিমিত্তে প্রস্থান করিল। লোলুপ

একে পথশ্রান্ত, তাহে আহারহীন হইয়া অতিশয় কৃশ হইল; কখন বসন, কখন চলন, কখন মূর্চ্ছাপন্ন হওন, ইত্যাদি প্রকারে ইহকালের সহিত প্রায় তিন চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া ইহকালকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই উত্তম স্থান কত দূর? আমি আর চলিতে পারি না। তাহাতে ইহকাল তাহাকে অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিল, তুমি যে ঐ ক্ষুদ্র পাহাড় সম্মুখে দেখিতে পাইতেছ, তাহার অন্য পার্শ্বে সেই স্থান। আর কিঞ্চিৎকাল ক্লেশ সহ্য করিলে আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইব। পরে তাহারা ক্রমে২ পর্ব্বতশিখরোপরি উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতা হেতু পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া শৈলের এক পার্শ্বে রৌদ্রের হ্রাসতার অপেক্ষাতে রহিল। পরে সূর্য্যের উত্তাপ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে তাহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদ্দেশ্য স্থানে পৌঁছিল, এবং লোলুপ ঐ স্থানস্থ তৃণ পল্লবাদিতে ভূষিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল; বিশেষতঃ স্থানের সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত অতিশয় আপ্যায়িত হইল। পরে লোলুপ হৃষ্টচিত্তে পল্লবাদি খাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং যথেষ্ট আহারান্তে নিকটস্থ এক পুষ্করণীর জল পান করিয়া এক বৃক্ষের ছায়াতে শয়ন করত ইহকালকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে বন্ধু, তুমি আমার নিমিত্তে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, তন্নিমিত্তে আমি তোমার নিকট বাধিত আছি। ফলতঃ লোলুপ আহারে সন্তুষ্ট হইলেও তাহার দুঃখ নিবারণ হইল না; কারণ এই স্থানস্থ মৃত্তিকা অতিশয় মন্দ, ও তদুৎপন্ন তৃণাদি যদিস্যাৎ সুস্বাদু, তথাপি রোগজনক। লোলুপের উদর ক্রমে২ স্ফীত হইতে লাগিল, এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। লোলুপ সমস্ত রাত্রি ক্লেশ ভোগ করিল, ও তাহার উদরাময় রোগ জন্মিল, এবং তাহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল; ইহকাল যদ্যপি মৌখিক ভাবে তাহার দুঃখে দুঃখিত ছিল, তথাপি তাহার দুঃখ দেখিয়া অন্তঃকরণে সন্তুষ্ট হইল। এই স্থানের প্রতিও লোলুপের অশ্রদ্ধা জন্মিলে সে ইহকালকে কহিল, আমার সঙ্গি ধৈর্য্য নামা যে ব্যক্তির পরামর্শ আমি অগ্রাহ্য করিয়া তোমার সহিত আইলাম, তাহার পরামর্শ যে উত্তম ছিল, এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে। অতএব তুমি

যদি আর কোন উত্তম স্থান জান, তবে সেই স্থানে.আমাকে লইয়া চল। ইহকাল তাহাকে ভুলাইবার নিমিত্তে ভিন্ন ২ অনেক স্থানে লইয়া গেল, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার মনকে ভুলাইতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তর ২ ইহকালের প্রতি লোলুপের অশ্রদ্ধা জন্মিল। ইহকাল যখন দেখিল যে তাহার কথায় লোলুপ আর বিশ্বাস করে না, বরঞ্চ ঘৃণা করে, তখন তাহাকে এক নিবিড় বনে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিল।

লোলুপ ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়া কি করিবে, তাহা ভাবিতে লাগিল; বিশেষতঃ কোন উত্তম স্থান না জানাতে অতিশয় চিন্তিত হইয়া এক তরুমূলে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে সে মনে ২ চেতনা পাইয়া কহিল, হায়! আমার প্রতিপালকের নিকটে যে মেষ আছে সে যথেষ্ট ও ততোধিক আহার পাইতেছে, কিন্তু আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া এই কথা বলিব, হে পিতঃ, ঈশ্বরের এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিলাম. এ কারণ তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি; আমাকে তোমার এক অযোগ্য দাস করিয়া রাখ। পরে সে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিল। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দেখে যে তাহার সম্মুখে এক ভয়ানক ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উপায় না পাইয়া আপন প্রতিপালককে স্মরণ করিল। পরে ঈশ্বরেচ্ছায় এমন হইল যে অকস্মাৎ এক হরিণ ব্যাঘ্রের দিগে দৌড়িলে ব্যাঘ্র লোলুপকে পরিত্যাগ করিয়া সারঙ্গের প্রতি ধাবমান হইল। লোলুপ এই সুযোগে ত্বরায় সেই বন পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে অন্য কাননে প্রবেশ করিল। এই কাননে পূর্ব্বের ন্যায় আর এক ভয়ানক আপদে বিপদগ্রস্ত হইল। সেই রাত্রে কতক গুলিন ব্যাধ হরিণ শিকার করণেচ্ছায় ঐ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল; দৈবাৎ লোলুপকে দেখিয়া তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ঐ শর লোলুপের সম্মুখবর্ত্তি ভূমিতে পতিত হইল। লোলুপ শর অবলোকন করিয়া শারীরিক অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে সেই স্থানহইতে পলা-

য়ন করিল। এই প্রকার অনেক দুঃখ ক্লেশ ও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ্য করিয়া অবশেষে আপনার পূর্ব্ব প্রতিপালকের বাগানের নিকট উপস্থিত হইয়া ধৈর্য্য নামক মেষ হৃষ্টপুষ্ট শরীরে এবং উল্লাসিত অন্তঃকরণে উদ্যানে চরিতেছে দেখিয়া কি প্রকার দুঃখিত হইল তাহা বর্ণনাতীত; তথাপি রাখালের অনুগ্রহ বিস্মৃত হয় নাই, তাহার ভরসা ছিল যে মেষপালক তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিবেন। পরে ধৈর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে বন্ধো, তোমার কথা অগ্রাহ্য করাতে আমি এই প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। ধৈর্য্য তাহাকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, ও তাহাকে অনেক প্রকার প্রবোধ কথা কহিল; বিশেষতঃ মেষপালকের অনুগ্রহের কথা তাহাকে বিস্তারিত রূপে কহিল; যথা' "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন দয়া করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন; তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে।" যোহন ৩; ১৬। "তিনি আমাদের দূর্ব্বলতা সকল ধারণ করিলেন, আমাদের "ব্যাধি সকল লইলেন; তিনি আহত ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রহারিত "ও দুঃখগ্রস্ত হইলেন। তিনি আমাদের নিমিত্তে ক্ষত বি- "শিষ্ট, ও আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, এবং আ- "মাদের মঙ্গলজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার "ক্ষতদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য হয়।" যিশায়িয় ৫৩; ৪-৫ পদ। "যে "জন তৃষ্ণার্ত্ত হয় সে আসুক, এবং যে কেহ ইচ্ছা করে সে বিনা "মূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।" প্রকাশিত ২২; ১৭ পদ। "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার "নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমি "ক্ষান্তশীল ও নম্রমনা, এই হেতুক আমার যোঁয়ালি আপনাদের "উপর ধরিয়া লও, এবং আমার স্থানে শিক্ষা কর; তাহাতে "তোমরা আপন২ মনেতে বিশ্রাম পাইবা। কেননা আমার "যোঁয়ালি অনায়াস ও আমার ভার লঘু।" মথি ১১; ২৮-৩০ "পদ। তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ "হইবে, ও সিন্দূরবর্ণের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের "ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে। তোমরা যদি ইচ্ছুক ও আজ্ঞাকারী

"হও, তবে দেশের উত্তমং সামগ্রী ভোজন করিবা।" যিশয়িয় ১; ১৮-১৯ পদ।

লোলুপের মন এই সমস্ত কথাতে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল। পরে আপনার প্রতি ঘটিত সমস্ত দুর্ঘটনা বিস্তারিত রূপে ধৈর্য্যের নিকট প্রকাশ করিতেছে, ইত্তোমধ্যে দেখে যে মেষপালক বাগানে আসিতেছে; অতএব দৌড়িয়া গিয়া তাহার চরণ অবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পিতঃ, ঈশ্বরের এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিলাম, এ কারণ তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি; আমাকে তোমার এক অযোগ্য দাস করিয়া রাখুন। রাখাল হৃষ্টচিত্তে তাহাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া বাগানে আইল, ও তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিল, ও শরীরের সমস্ত ধুলা ঝাড়িয়া দিল, এবং বারম্বার মুখ চুম্বন করত নবীন ঘাস ও পরিষ্কার জল খাইতে দিল। কিছু দিন পরে মেষপালক তাহাদিগকে সেই বাগানহইতে লইয়া যিরুশালম নামক নগরে রাখিল। সে নগরে ঈশ্বরের তেজ অবস্থিতি করে, এবং তাহার জ্যোতি বহুমূল্য রত্ন, অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত মণি তুল্য স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। এবং ঐ নগরের প্রাচীর অতি উচ্চ ও বৃহৎ; তাহার পূর্ব্বদিগে তিন দ্বার, ও উত্তর দিগে তিন দ্বার, ও দক্ষিণ দিগে তিন দ্বার, এবং পশ্চিম দিগে তিন দ্বার; সমুদয়ে দ্বাদশ দ্বার আছে। সেই দ্বাদশ দ্বারের উপরে দ্বাদশ দূত থাকে, ও দ্বারের উপর ইস্রায়েলের বংশের দ্বাদশ গোষ্ঠীর নাম লিখিত আছে। এবং ঐ প্রাচীরের দ্বাদশ ভিত্তিমূল আছে, তাহাতে মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের নাম লিখিত আছে। ঐ নগর চতুষ্কোণ; তাহার দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং উচ্চ এক সমান। তাহার প্রাচীরের পরিমাণ করিলে মনুষ্যের এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত পরিমাণ হইল, সূর্য্যকান্ত মণি নির্ম্মিত তাহার প্রাচীর, এবং ঐ নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ পরিষ্কৃত। সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাচীরের ভিত্তিমূল নানা প্রকার মূল্যবান্ রত্নেতে ভূষিত। এবং একং মুক্তা নির্ম্মিত একং দ্বার, এই রূপ দ্বাদশ মুক্তায় দ্বাদশ দ্বার। নগরের সমস্ত পথ পরিষ্কৃত সুবর্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল। নগরের দ্বার দিবাতে কখন বন্ধ থাকে

না, এবং সে স্থানে রাত্রিও হয় না। ঈশ্বরের তেজদ্বারা সে নগর দেদীপ্যমান্ হয়, ও তাহাতে মেষশাবক জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন। এই স্থানে ঐ দুই মেষ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

শ্রীলালচাঁদ নাথ।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি জংসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

অপর রাজপুরুষেরা দ্রব্যানুসন্ধান করণের শেষ করিয়া প্রস্থান করিবামাত্র আমার আবেদনপত্রের কি রূপ ফল দর্শিয়াছে, তাহা জানিবার জন্যে আমি মহারাণীর ভ্রাতার নিকটে দ্রুতগতিতে গমন করিলাম। কিন্তু হায়, তাঁহার পত্নী অপ্রসন্ন বদনে আমাকে যে রূপ উত্তর দিলেন, তাহাতে আমার তাবৎ আশা একেবারে ভঙ্গ হইয়া গেল; ফলতঃ তিনি আমাকে বলিলেন, আমি তোমার বিনয় রাজ্ঞীকে অবগত করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে উপদেশকেরা হত হইবে না, তাহারা যেমন আছে তেমনি থাকুক। হে ভ্রাতঃ, তাঁহাহইতে উপকার পাইবার আমার আত্যন্তিক আশা থাকা প্রযুক্ত তাঁহার এই রূপ উত্তর শ্রবণে আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। আমাদের সাহায্য করিতে যদি মহারাণী অস্বীকার করিলেন, তবে আমাদের পক্ষে কোন কথা কহিতে আর কে সাহস করিবে? এই চিন্তা করত অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলাম। গমনকালে তোমার ভ্রাতাকে এই অমঙ্গলের সমাচার দেওনার্থে বন্দিশালাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দ্বারিরা আমাকে অতি কর্কশবচনে নিবারণ করিল। তৎপরে প্রতিদিন বিশেষ ২ উদ্যোগ করিলেও তাহারা আমাকে দশ দিন পর্য্যন্ত তথায় প্রবেশ করিতে দিল না। অবশেষে আমরা পত্রদ্বারা পরস্পর কথোপকথন ও পরামর্শ করিতে সুযোগ করিলাম, কিন্তু তাহাও অল্প দিনের মধ্যে ব্যক্ত হইবাতে পত্রবাহক ব্যক্তি অতিশয় প্রহারিত ও হাড়িকাষ্ঠে বদ্ধ হইল। ইহাতে আমার বিংশতি

টাকা ব্যয় হইল, কেবল তাহা নয়, বরং ইহাহইতে কোন দারুণ দুর্ঘটনা উৎপন্ন হইবে, এই ত্রাসেও আমি দুই তিন দিন অতি ব্যাকুল হইলাম।

আমাদের দ্রব্য হরণকারি রাজকীয় কর্ম্মচারিরা হৃত সামগ্রী ভূপতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিল. হে মহারাজ, জড্‌সন প্রকৃত গুরু বটে, কেননা উপদেশকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতিরেকে তাঁহার গৃহে আমরা অন্য কোন সামগ্রী পাইলাম না। এই ধন ছাড়া তাঁহার বাটীতে বহুসংখ্যক পুস্তক ও বিস্তর ঔষধ এবং পরিধেয় বস্ত্রে পূর্ণ তোরঙ্গ আছে; তাহার তালিকা মাত্র আনিয়াছি। সে সমস্ত আনিব? না তথায় থাকিবে? রাজা বলিলেন, সে সকল সেখানে থাকুক, এবং এই সমস্ত দ্রব্য এক পৃথক স্থানে রাখ. কেননা তাহাকে যদি নির্দ্দোষ পাওয়া যায়, তবে এ সমস্ত তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। রাজার এই কথাতে জানা যাইতেছে যে তিনি মেং জড্‌সনকে চর অনুমান করিয়াছিলেন।

তদনন্তর আমি পোলিষের ব্যাপার অজ্ঞাত থাকা হেতু ও আমাদের ধনে ক্ষুদ্র পদস্থ রাজকর্ম্মচারিদের অনিবার্য্য লোভ প্রযুক্ত দুই তিন মাস পর্য্যন্ত নিয়ত অতিশয় উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের সম্পত্তি হরণ করণার্থে যে সময়ে রাজপুরুষেরা আমাদের বাটীতে আসিয়াছিল, তৎকালে তাহারা আমাকে দৃঢ়রূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল. তোমার স্বামিকে অন্তরস্থ কারাগারহইতে উদ্ধার করণার্থে তুমি শাসনকর্ত্তাকে ও কারারক্ষককে কত টাকা দিয়াছ? আমি সরলভাবে যাহা সত্য তাহা কহিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা শাসনকর্ত্তার নিকটে সেই টাকা চাহিবাতে তিনি অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া বলিলেন, যে আমি বন্দিদিগকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে রাখিব। পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার নিকটে যাইবামাত্র তিনি আমাকে এই রূপ সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি বড় মন্দ লোক, তুমি আমাকে কত টাকা দিয়াছ, এ কথা কেন রাজকোষাধ্যক্ষকে কহিয়াছ? আমি বলিলাম. মহাশয়, ধনাধ্যক্ষ আমাকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যথার্থ না বলিয়া আর কি কহিতে পারিতাম?

শাসনকর্ত্তা বলিলেন, তুমি যদি বলিতা যে আমি তাঁহাকে কিছুই দি নাই, তবে আমি বন্দিদিগকে কারাগারে সুখে রাখিতাম, কিন্তু এখন তাহাদের কি দশা হয় তাহা জানি না। আমি বলিলাম, মহাশয়, আপনকাদের ধর্ম্মহইতে আমাদের ধর্ম্ম অতি প্রভিন্ন, আমাদের ধর্ম্ম ছলের কথা কহিতে নিষেধ করে। আর আপনি যদি আমার কাছে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি ছোরা তুলিয়া থাকিতেন, তথাপি আপনি যাহা শিখাইয়া দিতেছেন, তাহা আমি কদাচ কহিতে পারিতাম না। এ কথা শুনিয়া তৎপার্শ্বে উপবিষ্টা তদ্ভার্য্যা যিনি এই সময়াবধি আমার পরম উপকারিণী হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন যে ইহা অতি যথার্থ বটে, তদ্ব্যতিরেকে উনি আর কি করিতে পারিতেন? আমি এই রূপ সরল ব্যবহার সকলের নিকটে অপেক্ষা করি। পরে তিনি স্বামির প্রতি অভিমুখ হইয়া কহিলেন, তুমি উহার প্রতি রাগ করিও না। তখন আমি ইংলণ্ড দেশহইতে প্রাপ্ত একটী ছোট দুর্ব্বীণ শাসনকর্ত্তাকে দিয়া নিবেদন করিলাম, মহাশয়, আমার প্রতি আপনকার কোপ প্রযুক্ত যেন বন্দিদিগের প্রতি নির্দয় ব্যবহার না হয়। মহাশয়ের ক্ষতি পূরণার্থে আমি মধ্যে২ কোন২ সামগ্রী আপনকাকে ভেট দিব। ইহাতে তিনি বলিলেন, কেবল তোমার স্বামির নিমিত্তে নিবেদন করা তোমার কর্ত্তব্য, তোমার অনুরোধে তিনি এখন যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে থাকিতে পাইবেন; কিন্তু অন্যদের বিষয়ে কিছু কহিও না, তাহারা আপনাদের মঙ্গলের উপায় আপনারা দেখুক। আমি ডাক্তর প্রাইসের নিমিত্তে বিস্তর বিনতি করিলাম, কিন্তু তাঁহার বিষয় তিনি কিছু শুনিতে চাহিলেন না। বরং সেই দিনে ডাক্তরকে কারাগারের মধ্যস্থলস্থ কুঠরীতে পাঠাইয়া দিলে তথায় তাঁহাকে দশ দিবস থাকিতে হইল। পরে তিনি এক থান বনাত দিতে স্বীকার করিলে ও আমি দুই থান রুমাল পাঠাইয়া দিলে তাঁহাকে তথাহইতে বাহির করিয়া রাখিল।

প্রায় এই সময়ে ট্রোৎদৌ বিচারস্থানে উপস্থিত হওনার্থে এক দিন আমার প্রতি আদেশ পত্র প্রেরিত হইল। ইহাতে কি দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা না জানিলেও আমাকে তথায় যাইতে

হইল। আমি তথায় উপস্থিত হইলে আমাকে সিঁড়ির নীচে দাঁড় করাইয়া রাখিল, যেহেতু কোন স্ত্রীলোককে সিঁড়ির উপরে উঠিতে অথবা দাঁড়াইতে অনুমতি নাই, তথাপি অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় আমাকে ভূমিতে বসিতে হইল না। আমার চারিদিগে শত২ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিচারকর্ত্তা গম্ভীর স্বরে আমাকে কহিলেন, আমি যে২ কথা জিজ্ঞাসা করি, তদ্‌বিষয়ে সত্য কহ। যদি সত্য কহ, তবে তোমার কোন মন্দ হইবে না; কিন্তু সত্য যদি না কহ, তবে তোমার প্রাণ যাইবে। শুনা যাইতেছে, যে তুমি কোন বৃদ্ধ লোকের নিকটে এক ছড়া মুক্তার মালা ও হীরা বসান এক জোড়া কুণ্ডল ও একটা রূপার চা পাত্র গচ্ছিত রাখিয়াছ, এ কথা কি সত্য? ইহাতে আমি উত্তর করিলাম যে ইহা সত্য নয়। আপনি কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি ঐ সকল সামগ্রী বাহির করিতে পারেন, তবে আমি হত হইতে অস্বীকার করিব না। বিচারকর্ত্তা পুনর্ব্বার কহিলেন, সত্য কহ। আমি বলিলাম, যে এতদ্বিষয়ে আমার আর কোন কথা নাই, কেবল বিনতি করি, আপনি কারাগারহইতে মেং জড্‌সনকে মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বিচারস্থানে যাওন কালে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশ ভাবনা ছিল, তথাহইতে প্রত্যাগমন সময়ে তদ্রূপ চিন্তা থাকিল না; কিন্তু আমার প্রতি এই রূপ বিড়ম্বনা পুনঃ২ হইবে, ইহা তখন জানিতে পারিলাম। রাজ্ঞীর নিকটে আমার আবেদন পত্র দেওয়া নিরর্থক হইলেও যে পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিলাম, তাবৎ তোমার ভ্রাতার মুক্তির উপায় নিয়ত চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইলাম না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত রাজভগিনী আমার নিবেদনের উত্তর দিতে অস্বীকার ও তাঁহার গোচরে আমার গমন নিবারণ না করিলেন, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সহিত বারম্বার সাক্ষাৎ করিলাম। ইহার পর সাত মাসের মধ্যে এমন এক দিন গত হইল না, যাহাতে আমি আমাদের পক্ষীয় করণার্থে কোন রাজপুরুষ বা রাজপরিজনের নিকটে যাই নাই। তাহাতে এই ফল দর্শিল যে তাঁহাদের ভরসাজনক অঙ্গীকারেতে আমরা নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন না হইয়া আমাদের বিপদের ত্বরায় শেষ হইবে, এমন

ভরসাযুক্ত হইয়াছিলাম; সুতরাং তদ্দ্বারা আমরা সর্ব্ব প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে পারিলাম, নতুবা কোন প্রকারে পারিতাম না। সে যাহা হউক, এ স্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে রাজপুরুষদিগের নিকটে পুনঃ২ গতায়াত করাতে তাঁহাদের অনেকেই আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া গুপ্তরূপে আমাকে খাদ্যাদি দানে সাহায্য করিতে, এবং এই যুদ্ধেতে উপদেশকদের কোন সম্পর্ক থাকিবে, এই যে ভ্রান্তি রাজসভাতে প্রচলিত ছিল, তদুচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে সময়ে ইংরাজদের পুনঃ২ জয় সংবাদ উপস্থিত হইতেছে, তখন রাজার বা রাণীর নিকটে আমাদের পক্ষে একটী কথা যে কহে, এমন সাহস এক ব্যক্তিরও ছিল না।

এই সপ্ত মাসের মধ্যে তোমার ভ্রাতা ও অন্যান্য গৌরাঙ্গ বন্দিগণ যে রূপ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার ভোগ করিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ফলতঃ দুরাত্মারা কোন সময়ে টাকা, কোন সময়ে বা বস্ত্র চাহিত। এবং মধ্যে ২ এমন আজ্ঞা প্রকাশ করিত যে শ্বেতাঙ্গ বন্দিরা কারাগারে পরস্পর কথোপকথন ও বহির্দ্দিকস্থ বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে পাইবে না; এবং কিছু না দিলে চাকরেরা কারাগারে খাদ্য দ্রব্য আনিতে পাইবে না। আর কত দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যা না হইলে আমি তথায় যাইতে পারিতাম না, এবং সেই ভয়ঙ্কর কারাহইতে রাত্রি নয় ঘণ্টার সময়ে কত বার আমাকে একাকী এক ক্রোশ পথ চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ফলতঃ তথাহইতে অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া আসিয়া তোমার এবং আর এক বন্ধুর দত্ত দোলা চৌকীতে পড়িয়া বন্দিদিগের মুক্ত্যর্থে নূতন উপায় ভাবিয়া দেখিতাম। কখন২ আমার মন দুই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আমেরিকা ও তত্রস্থ বন্ধু বান্ধবগণের দিগে যাইত বটে, কিন্তু প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এখানকার দুর্দশা বিষয়ক চিন্তাতে মন পরিপূর্ণ থাকাতে আমার প্রতি ঘটিত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং আবা নগরের বাহিরে আমার যে কোন বন্ধু বান্ধব আছে, ইহা প্রায় স্মরণ হইত না।

হে ভ্রাতঃ, বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি আমার কীদৃক্ ঘনিষ্ট প্রেম ও তাঁহাদিগকে স্মরণ করণে আমার কি পর্য্যন্ত আনন্দ,

তাহা তুমি জ্ঞাত থাকাতে পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা আমাদের কেমন দারুণ দুর্দশা হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পার। পরন্তু আমাদের শেষগতি কি হয়, ইহার ভাবনা আমার যন্ত্রণার প্রধান কারণ হইল। ফলত আমার স্বামী নিদারুণ রূপে হত হইবে, সুতরাং আমি দাসীকৃতা হইয়া কোন দুরন্ত নির্দয় লোকের হস্তে পতিতা হইয়া ভাবিতে২ অল্প কালের মধ্যে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে, এই চিন্তা আমার মনে সতত উঠিত। কিন্তু এই রূপ পরীক্ষার সময়ে প্রভুর বাক্যহইতে বিস্তর সান্ত্বনা বাহুল্যরূপে প্রাপ্ত হইতাম। ফলতঃ এই সংসারসাগরের পর-পারে যে স্থানে প্রভু যীশু রাজত্ব করাতে বিশ্রাম নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে, উপদ্রবের লেশমাত্র নাই, তদ্দ্বারা তত্রস্থ শান্তিতে মনঃশান্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। এই কথা কহিতে২ মূল কথা ত্যাগ করিয়াছি, অতএব তদ্বিবরণ লিখিতে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হই।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহুদি লোক-দের পুরাবৃত্ত।

১। পম্পি ও যুলিয়স কৈসর এই দুই ব্যক্তির অনুগামি রোমীয় লোকদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ উৎপন্ন হইলে কৈসর শত্রুকে দুঃখ দিয়া নিজ মঙ্গল জন্মাইব ইহা ভাবিয়া আরিষ্টবুলকে মুক্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজমুকুট প্রাপ্ত্যর্থে দুই সৈন্যদল দিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পম্পির অনুগামি কতক লোক আরিষ্ট-বুলকে পথের মধ্যে ধরিয়া বিষ খাওয়াইল, এবং সিকন্দর নামক তাঁহার যে পুত্র পিতার উপকারার্থে সৈন্যদল প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাঁহাকেও ধরিয়া আন্তিয়খীয়া নগরে আন-য়ন করিয়া কোন মিথ্যা বিচারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। দুই বৎসর পরে কৈসর মিসরদেশীয় যুদ্ধের শেষ করিয়া যখন যিহূদা দেশের মধ্য দিয়া পুনরাগমন করিতেছিলেন,

তখন আরিষ্টবূলের অবশিষ্ট পুত্র আন্তিগনস তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আপন গোষ্ঠীর প্রশংসাপূর্ব্বক কৈসরের উপকারার্থে স্বীকৃত তাহার ক্লেশের ও শ্রমের বর্ণনা করিয়া আপন পিতার পদে রাজক্ষমতা নিবেদন করিলেন। কিন্তু কৈসর তাঁহার নিবেদন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিলেন, কারণ তৎকালে আন্তিপাতর হুর্কানসের নামে যিহূদা দেশের কর্তৃত্ব করিতেছিল। আন্তিপাতর স্বক্ষমতা প্রকাশ করিয়া মিসরদেশীয় যুদ্ধের সময়ে নিকটবর্ত্তি দেশহইতে সাহায্য করিয়া রোমীয় লোকদের, বিশেষতঃ কৈসরের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিল, এবং নানা বিষয়ে অধিক সাহসও প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে কৈসর তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত বিস্তর সম্মান করিলেন।

২। আন্তিপাতর কৈসরের প্রণয় জ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা নিজ সৌভাগ্য জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বকালে মহাযাজকত্ব ও রাজত্ব পদের যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, তাহা কৈসরদ্বারা হুকানসের প্রতি দত্ত হইল। অতএব গাবিনিয়সদ্বারা কৃত যে নূতন নিয়মানুসারে ভিন্ন২ স্থানে ভিন্ন২ স্বাধীন আদালত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইলে পূর্ব্বকালে যে রূপ রাজকর্ত্তৃত্ব ছিল, তাহা পুনঃস্থাপিত হইল। গাবিনিয়স যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে লোকেরা আসক্ত ছিল, অতএব কৈসর তাহা হঠাৎ কোন নূতন আইনদ্বারা নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তথাপি হুর্কানসের প্রতি পূর্ব্বকালীয় মতে রাজক্ষমতা দান করাতে সে নিয়মের হানি করিলেন। রাজকর্ত্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হওয়াতে হুর্কানস আপনি অধিক পরাক্রম প্রাপ্ত হইলেন না, কারণ যে ক্ষমতা রোম নগরবাসির অধিকার ছিল, আন্তিপাতর তাহা প্রাপ্ত হইয়া রোমদেশীয় সভাদ্বারা প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইয়া যিহূদা দেশ শাসন করিলেন, তাহাতে তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। পম্পি যিরূশালম নগরের যে প্রাচীর নষ্ট করিয়াছিলেন, কৈসর তাহা পুনঃস্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন; এবং নানা সময়ে কৈসর আন্তিপাতরদ্বারা যিহূদীয় লোকদের প্রতি নানারূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে তাহারা রোমীয়দের অধীনত্ব ভারেতে প্রায়

কোন দুঃখভোগ করিল না। আন্তিপাতরের প্রথম কার্য্য এই, তিনি ফাসায়েল্ ও হেরোদ নামক আপন দুই পুত্রকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। হেরোদ গালীল প্রদেশের ও ফাসায়েল যিরূশালম নগরের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তৎকালে গালীল প্রদেশ অতি দুঃসাহসি দস্যুদলেতে পূর্ণ ছিল, অতএব হেরোদ তাহাদের নাশ করিতে যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি নিয়মানধীন হইয়া স্বেচ্ছামতে আচরণ করিলেন, তাহাতে সান্‌হেদ্রিম নামক সপ্ততি জন বিশিষ্ট যিহূদায়দের মহাসভার লোকেরা তাঁহাকে আপন আচার বিষয়ে উত্তর দেওনার্থ যিরূশালম নগরে আহ্বান করাইলেন। তিনি আজ্ঞামতে উপস্থিত হইলেন বটে; কিন্তু কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিস্তর লোকের সমভিব্যাহারে আইলেন, এবং যাহাতে তাঁহার মুক্তি দিবার আজ্ঞা ছিল এমত এক পত্র সুরিয়া দেশীয় সভাধ্যক্ষহইতে প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গে আনিলেন। ইহাতে সভাস্থ সকলে প্রথমে ভীত হইলেও অবশেষে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অতএব হুর্কানস হেরোদকে ভাল বাসাতে সভাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে হেরোদ পর রাত্রিতে পলায়ন করত দম্মেশক্ নগরস্থ সেক্‌স্তস্ কৈসর নামক অধিপতির নিকটে গেলেন। পরন্তু সেক্‌স্তস কৈসর তাঁহাকে কৈলী সুরিয়া নামক দেশের কর্তৃত্ব পদ দিলেন। অপর হেরোদ দ্বেষে পূর্ণ হইয়া যিরূশালম নগরে গমন করত মহাসভাস্থ লোকদিগকে দণ্ড দিয়া হুর্কানসকে পদচ্যুত করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে এমত অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন।

৩। রোমদেশে নানা মহাবিবাদ ও গোলমাল হইবার সময়ে সুরিয়া ও পিলেষ্টিয়া দেশেও কলহ ও উৎপাত জন্মিল। এই সকল কলহ ও উৎপাতে আন্তিপাতরের পুত্রগণ প্রবলতম প্রকাশ পাইল। ব্রুতস ও কাস্সিয় এই দুই জন আপনাদের সহায়দিগকে সঙ্গে করিয়া যুলিয় কৈসরকে বধ করিলে পর বাসস তাঁহার কুটুম্ব সেক্‌স্তস্ কৈসরকেও সংহার করিল, তাহাতে যুদ্ধরূপ অগ্নিশিখা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইল। ইটালি

দেশে কাস্সিয় এবং অন্যান্য লোক আন্তনির ও অক্টাবিয়ের পরাক্রম ভঙ্গ করিতে অক্ষম হইয়া সূরিয়া দেশে গমন করত তাহা আক্রমণ করিয়া ডলাবেল্লা নামক মণ্ডলাধিপতির বিপরীতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধের কার্য্য চালাইবার নিমিত্তে তিনি যে মহাসৈন্যদল একত্র করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-পালনার্থে তাঁহাকে দেশীয় লোকহইতে বিস্তর ধন লইতে হইল। তাহাতে যিহূদা দেশ ৭০০ তোড়ার দায়গ্রস্ত হইয়াছিল, এবং আন্তিপাতরের আজ্ঞামতে হেরোদকে অর্দ্ধেক ভাগ অর্থাৎ তিন শত পঞ্চাশ তোড়া সংগ্রহ করিতে হইল, আর মালিখস নামক হূর্কানসের এক জন প্রধান বন্ধুকে অবশিষ্ট ভাগ আনাইতে হইল। হেরোদ অল্পকালের মধ্যে স্বভাগ প্রাপ্ত হইয়া আন্তিপা-তরের নিকটে অর্পণ করিলেন, তাহাতে আন্তিপাতর তাঁহার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মালিখস কিছু বিলম্ব করাতে তাঁহাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে হূর্কানসকে নিজ ধন-হইতে ১০০ তোড়া দিতে হইল। এই রূপে যিহূদীয় লোকদের মধ্যে আন্তিপাতরের পরাক্রম ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা দেখিয়া মালিখস ও প্রধান২ যিহূদীয় লোক অতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারকে বিনষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল, ফলতঃ অল্পক্ষণ পরে রাজবাটীতে কোন মহাভোজের সময়ে মহাযাজকের ভ্রাতা আন্তিপাতরকে বিষাক্ত দ্রাক্ষারস পান করাইয়া সংহার করিল। হেরোদ আপন পিতার শত্রুকে প্রতিফল ভোগ করা-ইতে স্থির করিলেন, অতএব কাস্সীয় তাঁহার পরামর্শমতে রোমীয় সৈন্যদিগকে সূর নগরে মালিখসকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে মালিখসের সহকারি লোক সকল হূর্কানস-হইতে সাহায্য পাইয়া আপনাদিগকে আন্তিপাতরের পুত্রগণের পরাক্রমহইতে উদ্ধার করিতে প্রবলরূপে যত্ন করিল, কিন্তু অকৃ-তার্থ হওয়াতে হেরোদ ও ফাসায়েল অধিক ক্ষমতাপন্ন হইলেন। হূর্কানস হেরোদের শত্রুগণের উপকার করিয়াছিলেন, এই কারণ হেরোদ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন বটে, কিন্তু মরি-য়মী নামে মহাযাজকের অতি জ্ঞানবতী ও সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহদ্বারা আসমোনীয় বংশের ও নিজ কুলের যোগ

করিবার বাঞ্ছাতে তিনি তাঁহার প্রতি অধিক বৈরিতা প্রকাশ করিলেন না।

৪। হেরোদের ও ফাসায়েলের বিপক্ষ যে দল ছিল, তাহা এই পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই, বরং অল্প ক্ষণের মধ্যে আরিষ্টবুলের কনিষ্ঠ পুত্র আন্তিগনস্ সে দলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এই ব্যক্তির বিষয় আমরা পূর্ব্বে কএক বার লিখিয়াছি। তিনি যিহূদা দেশের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিলেন, এবং অনেকে তাঁহার সাহায্য করিল; কিন্তু তিনি সৈন্যদল, লইয়া দেশে উপস্থিত হইলে হেরোদদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। অতএব তাঁহাকে কতক কাল পর্য্যন্ত রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ক মনস্থ ত্যাগ করিতে হইল। পর বৎসরে মার্ক আন্তনি ফিলিপ্পি নগরে ক্রুতসকে পরাজয় করিয়া আশিয়া দেশ রক্ষা করিতে গমন করিলেন। এই ব্যক্তি পুর্ব্বকালে পিলেষ্টিয়া দেশে গাবিনিয়সের অধীন কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন, ইহা পাঠকদের স্মরণে থাকিবে। অতএব তিনি যিহূদীয়দের সর্ব্ব বিষয় জানিতেন, এবং তাহাদের প্রধান ২ লোককে চিনিতেন। অধিকন্তু তিনি আন্তিয়খিয়া নগরের নিকটবর্ত্তি দাফ্নি নামক নগরে উপস্থিত হইলে এক শত মান্য যিহূদি লোক তাঁহার নিকটে গমন করিয়া আন্তিপাতরের রাজ্যাপহারক পুত্রদের বিষয়ে আদ্দাস করিতে লাগিল। আন্তনি তাহাদের কথা শুনিলে পর হুর্কানসের প্রতি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেশ শাসন করিতে কাহাকে উপযুক্ত জ্ঞান কর?" তাহাতে হুর্কানস "হেরোদ ও ফাসায়েল" এই দুই ভ্রাতাদের নাম করাতে অনেক লোকদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। কিন্তু হেরোদ তাঁহার পৌত্রীর সঙ্গে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এই জন্যে হুর্কানস উক্ত উত্তর দিলেন, এমন বোধ হয়। পরন্তু হেরোদ কএক বার আন্তনির নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন আন্তিপাতর নানা মতে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, আন্তনি ইহা স্মরণ করাতে হেরোদ ও ফাসায়েলকে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিয়া যিহূদা দেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। অল্প কাল

পরে অর্থাৎ আন্তনি যে সময়ে সূর নগরে ছিলেন, সেই সময়ে যিহূদীয়দের মধ্যহইতে বিস্তর লোক সেই বিষয়ে আন্দোল করিতে তাহার নিকটে পুনর্ব্বার গমন করিলে আন্তনি আপন সৈন্যগণকে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে কতক লোকদের প্রাণনাশ হইল।

ধর্ম্মোপদেশের সার।

হে প্রিয়বর্গ, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি। ১ যোহন ৪; ৭।

যোহন নামা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এক প্রিয়তম শিষ্য সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্যকে উক্ত কথা লিখিতেছেন, তাহা কএক অংশে পৃথক করত প্রেম যে কি, ও তাহা কি জন্য অত্যাবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় আইস আমরা স্ব২ হিতার্থে আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করি।

দেখ, পরস্পর প্রেম জগজ্জনের হৃদয় মধ্যে অবস্থাপন না হওয়াতে জগতের পত্তনাবধি এই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা, দুরদৃষ্টতা, ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এতদ্বিষয়ে আমরা ধর্ম্মপুস্তকান্তগত ইতিহাস স্থলে বহুল প্রমাণ পাইতে পারি। আর এতদ্ভিন্ন আমরা নিত্য চাক্ষুষ দেখিতে পাই, যে প্রেমের অভাব প্রযুক্ত মানবজাতির নানা উপদ্রবোৎপাদনও হইতেছে। অতএব এতদ্দৃষ্টে ইহা প্রতিপত্তি হয় যে প্রেম যে কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহা অকথনীয়। আরো দেখ, জগদীশ্বরের মধ্যে যদি কোন প্রেমের সঞ্চার না থাকিত, তবে কি আমাদের কোন পরিত্রাণ প্রাপণের সম্ভাবনা বা ভরসা থাকিত? আর তাঁহার মধ্যে যদি প্রেমোদয় না হইত, তবে কি তিনি আপনার অদ্বিতীয়জাত প্রিয় পুত্রকে এই পাপিষ্ঠ নরজাতির পরিত্রাণার্থে পাঠাইতেন? আর যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে প্রেমের সংস্রব না থাকিত, তবে কি তিনি অস্মদাদির ত্রাণার্থে অকাতরে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারিতেন? কদাচ না। এক্ষণে বিবেচনা কর, আমরা তাঁহার অনাজ্ঞাবহ ও অসন্তোষক মনুষ্য হইলেও যদি তিনি আমাদের প্রতি এতোধিক বাৎসল্য প্রকাশ করিলেন, তবে কি আমাদের পরস্পর প্রেম করা উচিত হয় না? অবশ্য, যোহনের উক্ত ঐ কথা আমাদের নিত্য স্মরণোপযুক্ত, আর আমরা যাহাতে প্রেম করিতে উদ্যোগী হই, তজ্জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নানা স্থলে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, যথা. "আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তাদৃশ পরস্পর প্রেম কর, এই আমার আজ্ঞা।" অধিকন্তু তিনি স্বীয় শিষ্যদের চরণ ধৌত করিয়া কহিলেন, "যদি আমি প্রভু ও গুরু হইয়া তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে তোমাদেরও পরস্পর তদ্রূপ করা উচিত। আমি তো-

মাদের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিলাম, তোমরাও যেন তদ্রূপ কর, এতজ্জন্য তোমাদিগকে এক উদাহরণ দেখাইলাম।" অতএব আইস আমরা এই বিচার্য্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করত, প্রেম ও তাহার ফল কি, এবং তাহা কি জন্য অত্যাবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ পশ্চাল্লিখিত ভাগ ও উপভাগের সহিত স্বীয় ২ মনের প্রমাণানুসন্ধান করি।

প্রথম ভাগ। প্রেম ও তাহার চিহ্ন।

১। প্রেম কি? তাহা অন্তঃকরণের এক ভাব বিশেষ, অথচ গুণকে বুঝায়, ফলতঃ আনন্দ, ভয় ও ক্রোধ ইত্যাদি সকল যেমন অন্তরস্থ গুণ হয়, তদ্রূপ প্রেমও জানিবা।

২। প্রেমের চিহ্ন কি? তাহার তিন বিশেষ চিহ্ন আছে, প্রথমতঃ সামান্য চিহ্ন এই, যাদৃশ মনুষ্যদিগের অন্তরস্থ ভয় ক্রোধাদি অন্যান্য ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাদৃশ প্রেমও বাক্যের দ্বারা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ তাহা ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ পরের হিত, মঙ্গল, ও উপকারার্থক কায়িক শ্রম, অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার। তৃতীয়তঃ তাবতের কল্যাণার্থে যত্নশীল হইয়া জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা। এই তিনের মধ্যে শেষোক্ত চিহ্ন যদ্যপি অকপট প্রেমের চিহ্ন প্রযুক্ত উত্তম, এবং ধনী, নির্ধন, বিদ্বান্, ও অবিদ্বান্ সকলেরই সাধ্য, তথাচ তাহা মনুষ্যদিগের নিকটে অবিদিত হইয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রকাশিত প্রযুক্ত তাহাকে সাধারণ চিহ্ন বলা যায় না, আর সেই মঙ্গলার্থক প্রার্থনা ক্রিয়াসম্বলিত না হইলে মৃতবৎ থাকে। আর প্রথমোক্ত চিহ্ন যদি ক্রিয়াহীন হয়, তবে সেও মৃতবৎ থাকে। এতদ্বিষয়ে যাকুব স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন, যথা, তোমাদের কোন ভ্রাতা কি ভগিনী যদি বস্ত্রহীন ও দিবসিক খাদ্যহীন হয়, আর তোমাদের কেহ যদি শরীরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছুই না দিয়া তাহাদিগকে ইহা কহে, তোমরা উষ্ণগাত্র ও তৃপ্ত হইয়া কুশলে যাও, তবে তাহাতে কি লাভ? যা ২; ১৫,১৬। আরো যোহন লিখিয়াছেন, যথা, তিনি আমাদের নিমিত্তে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলেন, ইহাতেই প্রেম জানা যায়; অতএব ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদেরও প্রাণপণ করা উচিত। হে আমার প্রিয় বালকগণ, আইস, আমরা কেবল বাচনিক ও মৌখিক প্রেম না করিয়া কার্য্যেতে ও সত্যতাতে প্রেম করি। ১ যো ৩; ১৬। অতএব প্রথমোক্ত প্রেমালাপ এবং শেষোক্ত প্রার্থনাপেক্ষা কার্য্যদ্বারা যে প্রেম প্রকাশ, তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উত্তম চিহ্ন হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। পরস্পর প্রেম করা আমাদের আবশ্যক কেন?

১। ইহা যে আমাদের অত্যাবশ্যক তাহার প্রথম কারণ এই যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি আমাদের ত্রাণের কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে আজ্ঞা দিয়াছেন যে তোমরা পরস্পর প্রেম কর। যো ১৫; ১৩। তিনি আরো কহিয়াছেন, যে প্রভু পরমেশ্বরকে সমস্ত চিত্তদ্বারা প্রেম করণ, ও প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করণ, এই দুই মহা আজ্ঞাতেই

সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের ভার আছে। ম ২২; ৪০। আরো যথা, আমরা যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করি, তখন তাঁহার বালকগণকেও প্রেম করি ইহা জানি। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনেই তাঁহার প্রতি প্রেম প্রকাশ পায়, এবং যে প্রত্যেক জন জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তজ্জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে। ১ যো ৫; ১, ২। কেহ কখনো ঈশ্বরকে দেখে নাই; কিন্তু আমরা যদি পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন, ও আমাদিগেতে তাঁহার প্রেম সিদ্ধ হয়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম আছে, ইহা আমরা জ্ঞাত হইয়া বিশ্বাস করি; ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; আর যে জন প্রেমে থাকে, সেই ঈশ্বরেতে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন। যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া, 'আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি,' এমত কথা বলে সে মিথ্যাবাদী; কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে, তাহাকে যদি প্রেম না করে, তবে যাঁহাকে দেখে নাই, এমন ঈশ্বরকে কি প্রকারে প্রেম করিতে পারে? যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক, এই আজ্ঞা আমরা তাঁহাহইতে পাইয়াছি। ১ যো ৪; ১২, ১৬, ২০, ২১।

২। সেই প্রেম ধর্ম্মাচরণের মূল। এ বিষয়ে প্রেরিত পৌল বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছেন, যথা, মনুষ্যদের এবং স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা কহিতে পারিলেও যদি আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কেবল শব্দকারক ভেরী ও কাংস্য করতালীস্বরূপ হই। আর যদ্যপি ভবিষ্যদ্বাক্যে ও সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী হই, এবং যাহাতে পর্ব্বতকে স্থানান্তর করিতে পারি এমন বিশ্বাস ও আমার হয়, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমি নগণ্যের মধ্যে হই। আর যদ্যপি দরিদ্র লোকদের জন্য সর্ব্বস্ব দান করি, এবং আপন শরীরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে দি, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমার কোন ফল নাই। ১ ক ১৩; ১, ২, ৩,। আর তোমরা সকলে একমনা, ও পরদুঃখ ভোগী, ও ভ্রাতৃ প্রেমকারী, ও দয়াবান, ও সদ্ভাবী হও। কেননা "যে কোন ব্যক্তি দীর্ঘায়ুকে প্রেম করিয়া সুখভোগে কালক্ষেপ করিতে চাহে, সে মন্দ কথাহইতে আপন জিহ্বাকে ও প্রবঞ্চনার কথাহইতে আপন ওষ্ঠাধরকে নিবৃত্ত করুক। এবং দুষ্টাচরণ ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম করুক, ও মঙ্গল চেষ্টা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত থাকুক। ১ পি ৪; ৮; ১০।

৩। সেই প্রেম আমাদের খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের ও পরিত্রাণ প্রাপণের প্রমাণ। যথা, যে জন ধর্ম্মাচরণ ও আপন ভ্রাতার প্রতি প্রেম না করে, সে কদাচ ঈশ্বরহইতে জাত নয়। ভ্রাতৃগণের সহিত প্রেম করাতে আমরা যে মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, ইহা জানি; যে কেহ আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, সে মৃত্যুর আশ্রয়ে থাকে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক হয়; এবং নরঘাতকের অন্তরে অনন্ত পরমায়ু স্থান পায় না। ১ যো ৩; ১০, ১৪। যদি আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম না দৃশ্য হয়, ও আমরা আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান রূপে প্রদর্শিত করি, তাহাতে

কি ফল আছে? কারণ খ্রীষ্টের মধ্যে যে ষোল আনা প্রেম ছিল, তাহার এক আনাও আমাদের মধ্যে দৃশ্য হয় না। তিনি বলেন, "যদি তোমরা আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞাও পালন কর," অতএব পরস্পর প্রেম করণ তাঁহার বিশেষ আজ্ঞা হওয়াতে আমাদের তদ্রূপ করণ অত্যাবশ্যক, কারণ তাহা আমাদের খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের এবং পরিত্রাণের এক প্রমাণ।

তৃতীয় ভাগ। আমাদের পরস্পর প্রেম করণেতে লাভ বা ফল কি?

১। সর্ব্ব প্রকারে পরস্পর প্রেমেতে অনেক ফল আছে, আর প্রথমতঃ প্রেমেতে যে অসংখ্য সদ্গুণোৎপাদন হয় তাহা বলি। প্রেম চিরসহিষ্ণু ও হিতদায়ক; প্রেম পরদ্বেষী নয়, প্রেম আত্মশ্লাঘা কি অহঙ্কার করে না; এবং অবিহিত ব্যবহার করে না, ও আত্মচেষ্টা করে না, ও হঠাৎ ক্রোধী নয়, ও পরের মন্দ চিন্তাও করে না; পাপ বিষয়ে আমোদ না করিয়া সত্য বিষয়ে আমোদ করে; ও সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমা করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যয় করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যাশা করে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে সহ্য করে। ১ ক ১৩; ৪, ৫, ৬, ৭।

প্রেমেতে ভয় থাকে না, সিদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর করে; ভয়েতে যন্ত্রণা আছে, যে জন ভয় করে, সে প্রেমেতে সিদ্ধ নয়। ১ যো ৪; ১৮।

৩। সেই প্রেম আমাদের সর্ব্ব সুখাবহ। কিন্তু যদি আমরা প্রেমের চেষ্টা না করিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করি, তবে তাহা আমাদের সুখদায়ক না হইয়া বরঞ্চ অহর্ষক হইবে, ও তাহাতে কোন ফলোৎপাদন হইবে না। এতদ্ভিন্ন যাহারা আমাদিগকে প্রেম করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রেম করিলেও আমাদের কোন ফলোদয় হইবে না। খ্রীষ্ট কহেন, যদি হিতকারিদিগের মাত্র হিত কর, তবে তোমাদের কি ফল? পাপি লোকেরাও তাদৃশ করিয়া থাকে। লূ ৬; ৩৩। আর তোমরা যদি কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণকে নমস্কার কর, তবে সে কোন্ বড় কর্ম্ম কর? চণ্ডালেরাও কি সে রূপ করে না? ম ৫; ৪৭।

২। সেই প্রেমদ্বারা ঈশ্বরোক্ত তাবৎ ব্যবস্থাপালন সিদ্ধ হয়। যথা, তোমরা পরস্পর প্রেম বিনা আর কিছুতে কাহারও ঋণী হইও না; কেননা যে পরের প্রতি প্রেম করে, তাহাদ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। রো ১৩; ৮। "তুমি প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর," এই শাস্ত্রীয় বচনোক্ত যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা, তাহা যদি পালন কর, তবে বিলক্ষণ কর। যা ২; ৮।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা মুক্তি পাইবার নিমিত্তে আহূত হইয়াছ, কিন্তু সেই মুক্তি উপলক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিও না, বরং প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের সেবা কর। যেহেতুক "আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর," এই আজ্ঞা পালন করিলে তাবৎ ব্যবস্থা পালন সিদ্ধ হয়। গল ৫; ১৩, ১৪।

এই ক্ষণে হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আইস আমরা সকলে স্ব২ মনের পরীক্ষা করত এই জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের মধ্যে প্রেম আছে কি না? যদি বল, আছে,

তবে তাহার ফল অবশ্য তোমাদের মধ্যে দৃশ্য হইবে। এখন তোমাদের মনোমধ্যে সেই সকল ফলোৎপাদন হইয়াছে কি না? হে প্রিয় বন্ধুগণ, এ অতি সুকঠিন প্রশ্ন, কারণ যাহার হৃদয়মধ্যে প্রেম অবস্থাপন না হইয়াছে, সে কখন সত্য খ্রীষ্টীয়ান নয়, এতজ্জন্য নিবেদন করি, তোমরা এতদ্বিষয়ে স্ব২ মনের পরীক্ষা কর। যদি এ পর্য্যন্ত তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া থাক, তবে অবিলম্বে পিতা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনাদ্বারা তদ্রূপ করিতে সামর্থ্য যাচ্ঞা কর, কারণ লিপি আছে, তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার কথা যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা করিয়া যাচ্ঞা করিবা, তোমাদের তাহাই সফল হইবে। যো ১৫; ৭।

অতএব যাহাতে আমরা পরকে আত্মতুল্য প্রেম করিতে পারি, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, কারণ এই প্রেম অস্মদাদির মধ্যে দৃশ্য না হওয়াতে খ্রীস্টের রাজ্য বৃদ্ধি হওনের বিস্তর বিঘ্ন জন্মিয়াছে। যদি খ্রীষ্টের প্রেমের এক বিন্দুমাত্র প্রেম আমাদের হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করিত, তবে নিঃসন্দেহ এত দিন অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক পৌত্তলিকগণ খ্রীষ্টীয়ানদিগের কাপট্যরহিত প্রেম দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিত। আর আমরা যদি কেবল মৌখিক স্বীকার করি যে প্রেম অত্যাবশ্যক বটে, ও ক্রিয়াদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন না করি, তবে তাহাতে কি ফল আছে? অনেক লোক মনোগ্নি বশতঃ দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানগণের হস্তে হস্ত প্রদান ও ভ্রাতৃরূপে সম্বোধন করিতে অনাদর বোধ করে, ইহা কি খ্রীষ্টীয় প্রেমের চিহ্ন বলা যাইতে পারে? কেহ২ বলিতে পারে যে আমরা ভ্রাতৃগণের হস্তে হস্ত প্রদান ও তাহাদিগকে ভ্রাতা সম্বোধন করিয়া থাকি, ইহা এক প্রেমের চিহ্ন বটে, কিন্তু যে প্রেম ঈশ্বর হইতে হয়, তাহা মনুষ্যের অবস্থা ও গোত্রাদি বিবেচনা না করিয়া ধনবান কিম্বা ধনহীন উভয়কে সমভাবে প্রেম করত তাহাদের সহিত আলাপাদি করে। পরমেশ্বরের নিকটে ধনী কিম্বা দরিদ্র, শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সমান, তিনি ধনী বা মহৎকুলোদ্ভব বলিয়া কাহারও মুখাপেক্ষা করিবেন না। অন্যান্য লোকাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশক ও ধর্ম্মঘোষকগণের ইহা করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ যাহারা যে পদান্বিত তাহারা তদুপযুক্ত ব্যবহারিক না হইলে তাহাদের কর্ম্ম নিষ্পাদন হইতে পারে না। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দরিদ্র লোকদের দীনতা দেখিয়া তাহাদিগকে অপ্রেম করিতেন না, বরঞ্চ ধর্ম্মগ্রন্থ দৃষ্টে আমরা প্রমাণ পাই, যে তিনি দরিদ্রদের বন্ধু ছিলেন, এবং ধনি লোকদের সহিত হৃদ্যতা না রাখিয়া সর্ব্বদা দুঃখি লোকদের সহিত আহার ব্যবহারাদি করিতেন। তবে দেখ, আমাদের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রেম দৃশ্য হয়, তাহা কখন সত্য প্রেম নয়, এবং তাহা বিশেষ রূপে জ্ঞাপনেচ্ছুক হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রেমের ফলের সহিত স্বীয়২ মন উন্নয়ন করিলেই বিজ্ঞপ্তি হইবেক। কিন্তু আমাদের মন যদি তদ্বিপরীত প্রমাণ দেয়, তবে আইস আমরা সকলে আর পূর্ব্ববৎ অপ্রেমী না হইয়া এই নিমিষাবধি পরস্পর প্রেম করিতে উদ্যোগী হই।

উপদেশক।

জুলাই ১৮৫২ (৭৬) মূল্য ২ আনা।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি জৎসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওন বৃত্তান্ত।

এই সময়ে ব্রুহ্মরাজ যুদ্ধ ব্যাপার সাধ্য পর্য্যন্ত উৎসাহ পূর্ব্বক সম্পন্ন করেন। তিনি বারম্বার নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নৌকাযোগে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা সমরে পতিত হইয়াছে, এই সংবাদ পুনঃ২ আসিতে লাগিল। পরন্তু বাণ্ডুলা সেনাপতির অধীনে আরাকান দেশে স্থিত ব্রুহ্ম সৈন্যদল অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল; বিশেষতঃ এক সময়ে বাণ্ডুলা নিজ জয়ের ফলস্বরূপ তিন শত বন্দিকে রাজধানীতে প্রেরণ করেন, তাহা দেখিয়া মহারাজ মনে করিলেন, যে বিদেশীয়দের সহিত যুদ্ধ করণে বাণ্ডুলার যেমন নৈপুণ্য আছে তদ্রূপ আর কাহার নাই। অতএব তিনি তাহাকে রঙ্গুণে প্রেরিত সৈন্যের অধিপতিত্বে অভিষেক করণার্থে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। তিনি আবাতে উপস্থিত হইলে অতি সমাদরপূর্ব্বক রাজ-বাড়ীতে নীত হইয়া মহারাজ ও রাজ্ঞীহইতে বিস্তর পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন, এবং যাবৎ তিনি রাজধানীতে অবস্থিতি করিলেন, তাবৎ দ্বিতীয় রাজরূপে সম্মানিত হইলেন। তখন আমি মিশনরিদের উদ্ধারার্থে তাঁহার নিকটে নিবেদন করিতে মনস্থ করিলে কএক রাজ-পুরুষ তদ্বিষয়ে আমাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি এমত কর্ম্ম করিও না, কেননা ইহাতে বন্দিদিগের জীবৎ থাকা বিদিত হইলে কি জানি তিনি তাঁহাদের বধার্থে আজ্ঞা দেন। কিন্তু তাঁহার নিকটে আবেদন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইব, আমার এই শেষ ভরসা থাকা প্রযুক্ত মেং জৎসন আমাদের মঙ্গলার্থে সেনাপতির প্রবৃত্তিজনক কথা সম্বলিত এক খানি পত্র আমাকে গোপনে দিলেন, পরে যে

সময়ে তিনি স্তুতিবাদকগণে বেষ্টিত ছিলেন, তখন আমি ভয় ও কম্পেতে তাঁহার সম্মুখে পত্র লইয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাতে তাঁহার এক জন কার্য্যসম্পাদক আমার হস্তহইতে আবেদনপত্র লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল, তাহা শ্রবণ করিয়া সেনাপতি অতি সৌজন্য পূর্ব্বক আমার সহিত আলাপ ও বন্দিদিগের বিষয়ে কোন২ প্রশ্ন করণানন্তর আমাকে কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়ে বিবেচনা করিব, তুমি আমার কাছে পুনরায় আইস। ইহাতে আমি অতি আহ্লাদিত হইয়া এই সুসংবাদ দিবার নিমিত্তে কারাগারে মেং জৎসনের নিকটে দৌড়িয়া গেলাম। এবং মেং জৎসন ত্বরায় যে মুক্ত হইবেন, এমন ভরসা আমাদের উভয়েরই হইল। কিন্তু নগরাধ্যক্ষ আমার দুঃসাহসে অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া আমাকে কহিলেন, ইহাতে কেবল কারাগারস্থ বন্দিগণের বিনাশের পথ হইল, অত্র সন্দেহ নাস্তি। সে যাহা হউক, আমি দুই এক দিবসের মধ্যে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রস্তুত করিয়া লইয়া সেনাপতির বাটীতে গেলাম। তখন তিনি গৃহে না থাকাতে তাঁহার ভার্য্যা ভেট দ্রব্য অন্য ঘরে প্রেরণ করণানন্তর অভিমান পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, আমার স্বামী তোমাকে এই কথা বলিতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি রঙ্গুনে গমনার্থে অতি ব্যস্ত আছেন, এক্ষণে তোমাদের উপকারার্থে কিছু করিতে পারেন না; কিন্তু যখন তিনি ইংরাজদিগকে দূরীকৃত করিয়া রঙ্গুন নগর হস্তগত করণোত্তর পুনরাগমন করিবেন, তখন তাবৎ বন্দিকে মুক্তি দিবেন।

এই রূপ হওয়াতে আমাদের সকল ভরসা পুনর্ব্বার একেবারে ভঙ্গ হইলে আমরা মনে স্থির করিলাম, যে আমরা আর কিছু করিতে পারি না, কেবল প্রভুর উপর ভার রাখিয়া বসিয়া থাকি। ফলতঃ এই সময়াবধি যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আমরা বন্দিগণের মুক্তির আশা ত্যাগ করিলাম। তথাচ কারাগারে বন্দিগণ যেন সুঅবস্থায় থাকিতে পায়, এ আশয়ে কোন২ সামগ্রী লইয়া কোন রাজপুরুষের সহিত, বিশেষতঃ নগরাধ্যক্ষের সহিত পুনঃ২ সাক্ষাৎ করিতাম। এক দিন অন্তর তাঁহার বাটীতে গিয়া আমেরিকা দেশীয় লোকদের আচার ব্যবহার ও রাজ্যশাসনাদির বিষয় বিজ্ঞপ্তি করত দীর্ঘকাল হরণ করিতাম। এবং অধ্যক্ষ আমার উক্ত কথা শুনিতে এমন অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যে কোন কার্য্যবশতঃ নিরূপিত সময়ে তাঁহার

বাটীতে উপস্থিত হওয়া আমার অসাধ্য হইলে, তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন।

মেং জৎসনের বন্দি হওনের কএক মাস পরে কারাগারের উঠানে তাঁহার উপকারার্থে একটী তৃণরচিত কুটীর নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি পাইলাম। সেখানে তিনি একাকী দীর্ঘ কাল থাকিতে পাইতেন, এবং আমিও গিয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকিতে পাইতাম। তিনি ঐ স্থানে যে দুই মাস যাপন করিলেন, বৎসরের মধ্যে সেই দুই মাসে শীত অধিক, অতএব তৎকালে যদি পূর্ব্বকালের মত তাঁহাকে অনাচ্ছাদিত কুটীরে থাকিতে হইত, তবে তিনি বড় ক্লেশ পাইতেন।

আমার কন্যার জন্মের পরে আমি পূর্ব্বের ন্যায় কারাগারে ও নগরাধ্যক্ষের নিকটে যাইতে না পারাতে আমাদের উপকার করণে তাঁহার যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিলাম, তাহার অনেক শৈথিল্য হইয়াছিল ইহা দেখিলাম। কেননা তৎপরে আমাদের প্রতি কোন বিপদ উপস্থিত হইবাতে তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের আবেদন শ্রবণে আগ্রহ হইতেন না। যখন মারিয়ার বয়স প্রায় দুই মাসের হইল, তখন তৎপিতা এক দিবস প্রাতঃকালে পত্রদ্বারা আমার কাছে এই সমাচার পাঠাইলেন, যে আমি ও তাবৎ শ্বেতাঙ্গ বন্দিগণ পাঁচ২ বেড়ীতে বদ্ধ হইয়া কারাগারের অভ্যন্তরীয় কুঠরীতে পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইয়াছি, ও কারারক্ষকেরা আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, ও আমার সপ ও বালিশাদি সমস্ত সামগ্রী কাড়িয়া লইয়াছে। পত্র পাঠ মাত্রে আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, কেননা তাহা ঘোরতর বিপদের পূর্ব্ব লক্ষণ বোধ হইল। সেই সময়ে বাণ্ডুলার পরাজয় ও ডানুবৃতে তাঁহার পলায়ন এবং তাঁহার সৈন্যের ও যুদ্ধের সামগ্রীর বিনাশ প্রযুক্ত রাজসভাস্থ লোকদের মহাভয় হইয়াছিল, এবং ইংরাজ সৈন্যেরা রঙ্গুণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রোম নগরের অভিমুখে আগমন করিতেছিল, এই কারণ ব্রহ্ম লোকেরা বন্দিগণের প্রতি এরূপ কঠিনাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহাতে আমি অবিলম্বে শাসনকর্ত্তার বাটীতে গমন করিলাম। তখন তিনি গৃহে ছিলেন না, পরন্তু আমি গিয়া বন্দিদিগের অতিরিক্ত বেড়ীর মোচন বা তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা যেন না করি,

কেননা তাহা সিদ্ধ হইবে না, এ কথা আমাকে কহিতে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে আমি তথাহইতে প্রস্থান করিয়া কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে দ্বারিরা আমাকে নিবারণ করিল। হা, এক্ষণে কারাগার মৃত্যুলোকের ন্যায় নিঃশব্দ স্থান ছিল। কোন গৌরাঙ্গ লোকের মুখ বা মেং জৎসনের ক্ষুদ্র কুটীরের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। বন্দিদিগের এতাদৃশ অধিক দুদশার কারণ জানিবার মানসে শাসনকর্ত্তার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করণার্থে সন্ধ্যাকালে নগরে প্রত্যাগমন করিলাম, এবং এমন সময়ে তিনি গৃহে আছেন, ইহা অনুমান করিয়া তাঁহার বাটীতে গেলাম। তখন তিনি তাঁহার বৈঠক খানায় বসিয়াছিলেন। আমি যে সময়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম, তখন তিনি কোন কথা না কহিয়া কেবল লজ্জা ও কপটরাগযুক্ত মুখে আমার প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি নিকটস্থ হইয়া কহিলাম, হে মহাশয়, আপনি আমাদের প্রতি এপর্য্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক পিতৃবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তন্নিমিত্তে আমরা আপনকার নিকটে অতিশয় বাধিত আছি। আমরা দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরাচরণ হইতে রক্ষা প্রাপণার্থে মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছি। আপনকার হস্তগত ঐ নির্দ্দোষ দুর্ভাগ্য বন্দিগণের ক্লেশের অনেক বার লাঘব করিয়াছেন। আর আপনি আমার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত অনুকূল থাকিবেন, এবং বন্দিগণের বধার্থে যদিও রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তথাপি আপনি মেং জৎসনকে বধ করিবেন না, এমত অঙ্গীকার মহাশয় আমার নিকটে করিয়াছিলেন। এক্ষণে মেং জৎসন দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করেন, এমন কি অপরাধ তিনি করিয়াছেন? এ সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, ফলতঃ তিনি শিশুর ন্যায় রোদন করত কহিলেন, হে চর-য়র-গাদৌ (এই নামেতে তিনি আমাকে সতত ডাকিতেন,) আমি তোমার দুঃখ দেখিয়া অতিশয় দুঃখী আছি, আমি জানি যে তুমি আমার অন্তঃকরণ দ্রব করিবা, এই হেতু তোমার আবেদন নিষেধ করিয়াছিলাম। আমি বন্দিদিগের দুঃখ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না, আমার এই কথাতে তুমি একান্ত প্রত্যয় রাখিও। আমি যে সময়ে তাহাদিগের বধার্থে আজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তখন যদি আর কিছুই করিতে না চাহি, তথাপি তাহাদিগকে অবশ্য সংগোপন করিতে হয়। আমি তোমাকে

এ পর্য্যন্ত এ কথা বলি নাই যে শ্বেতাঙ্গ বন্দিদিগকে গোপনে বধ করিতে রাণীর ভ্রাতা আমাকে তিন বার ইঙ্গিত করিলেও তাহা আমি করি নাই। এবং এখন পুনর্ব্বার তোমাকে দৃঢ়রূপে বলিতেছি যে যদিও অন্যান্য সকলকে বধ করি, তথাপি তোমার স্বামিকে কখন হত করিব না। পরন্তু আমি বর্ত্তমান বন্ধনহইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারি না, অতএব তুমি আমার নিকট সে প্রার্থনা করিও না। আমি তাঁহাকে আমাদের প্রতি এতদ্রূপ করুণা প্রকাশ করিতে, এবং বিশেষ অনুগ্রহ করণে দৃঢ়রূপে অস্বীকার করিতে কখন দেখি নাই। ইহাতে অনুমান হইতে লাগিল যে আমাদের সম্মুখে কোন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আছে।

এক্ষণে বন্দিদিগের যেরূপ দুরবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ফলতঃ একে গ্রীষ্মকালের আরম্ভ, তাহাতে এক ক্ষুদ্র কুঠরী-মধ্যে শতাধিক লোক বদ্ধ; ঐ কুঠরীতে তক্তার ফাঁক দিয়া বায়ুগমন ব্যতীত বায়ুর অন্য কোন পথ ছিল না।

আমি কখন২ পাঁচ মিনিটের নিমিত্তে অনুমতি পাইয়া কারাগৃহের দ্বার সমীপে গেলে বন্দিদিগের দুর্দশা দর্শন করত মূর্চ্ছাপন্ন হইতাম। হা, গৌরাঙ্গ বন্দিগণের অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত ও ক্ষুধার মান্দ্য হওয়াতে মৃত মনুষ্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত আকার হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের উপকারার্থে প্রতিদিন শাসনকর্ত্তার নিকটে নিবেদন ও টাকা দিতে স্বীকার করিতাম, কিন্তু তিনি মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন। তাহাতে এই ফল হইল, যে বন্দিগণ বাহিরে আসিয়া ভোজন করিতে পাইল, কিন্তু সে নিয়মও বিস্তর দিন থাকিল না।

এই সময়ে বাণ্ডুলা সেনাপতির মরণ সংবাদ রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজা তাহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন ও স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, এবং মহারাণী এতদ্দেশীয় ব্যবহারানুসারে বক্ষে করাঘাত করত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, আমা, আমা, (হায়২)। তৎপদে অভিষেক করিতে আর কাহাকে পাইব? অজেয় বাণ্ডুলা হত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আর কোন্ ব্যক্তি রণে প্রবৃত্ত হইবে? এই রূপ বিলাপের ধ্বনি আবা নগরের সকল পথে হইতে লাগিল। এবং ঐ সময়ে সাধারণ লোকেরা কহিতে লাগিল, পুনর্ব্বার যদি সৈন্য সংগ্রহ করা যায়, তবে আমরা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইব। কারণ যুদ্ধ ব্যয়ার্থে এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অর্থ দিতে হইয়াছিল, রাজকোষ-

হইতে একটী টাকাও ব্যয় করা যায় নাই। অনন্তর পাকান্ উন নামক এক ব্যক্তি, যে ইহার কএক মাস পূর্ব্বে মহারাজকর্তৃক লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ও কারাবদ্ধ হওনরূপ অপমানিত হইয়াছিল, সে ব্যক্তি এক্ষণে আসিয়া পরামর্শ দিয়া কহিল, যে পূর্ব্বহইতে ভিন্ন প্রকারে এক দল সৈন্য সংগৃহীত হউক, আমি তাহাদের কর্ত্তা হইয়া রণে গমন করিব। হে মহারাজ, ভয় কি? আমি অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের জিত প্রদেশ সকল পুনরায় আয়ত্ত করিব। এক্ষণে প্রত্যেক যোদ্ধাকে আগ্রিম এক২ শত টাকা দেওয়া যাউক, এবং সেই টাকা আমি হাত করিয়া তাহাদিগকে দিয়া এক২ প্রতিভূ লই। পরে জানা গেল, যে সে আপনি শতকরা দশ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি অতি সাহসিক ও বুদ্ধিমান লোক বটে, পরন্তু বিদেশি লোকদের পরম শত্রু। তাহার পরামর্শ মহারাজ ও রাজপুরুষ কর্তৃক গ্রাহ্য হইবাতে অবিলম্বে তাহার প্রতি যুদ্ধের তাবৎ ভার অর্পিত হইল।

এই রূপে পাকান উন অধ্যক্ষ হইয়া প্রথমতঃ লানসাগোকে ও পোর্তুগীস্ পুরোহিতকে ধৃত করিয়া কারাকূপে নিঃক্ষেপ এবং দেশীয় ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালি লোকদিগকে অতি জঘন্য দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া না জানি আমার প্রতি কখন্ কি করেন, এই ভয়ে নগরস্থ সর্ব্ব জন কম্প্রান্বিত হইল। এই অধ্যক্ষের কুমন্ত্রণাতে গৌরাঙ্গ লোকদের কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি।

অন্তরস্থ কারাগৃহে মাসাতীত থাকিয়া তোমার ভ্রাতার জ্বর হইবাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, যে যদি তাঁহাকে ঐ অপকারক দুর্গন্ধ্য স্থানহইতে স্থানান্তরীকৃত না করা যায়, তবে তাঁহার শীঘ্র মৃত্যু হইবে। অতএব তাঁহাকে অন্য স্থানে রাখনাভিপ্রায়ে ও তাঁহার নিকটস্থ হওনার্থে আমি আমাদের নিজ বাটী পরিত্যাগ করিয়া কারাগারের দ্বার সমীপে শাসনকর্ত্তার উদ্যানে এক খান কুটীর নির্ম্মাণ করাইলাম, এবং তাহাতে অবস্থিতি করত নগরাধ্যক্ষের নিকটে অনবরত এই নিবেদন করিতে লাগিলাম, মহাশয়, মেং জৎসনকে কারাগারহইতে বাহির হইয়া কিঞ্চিদধিক সুখজনক স্থানে বাস করিতে অনুমতি দিলে অতিশয় বাধিত হই। ইহাতে বৃদ্ধ আমার কাকূক্তি বিনতিতে ব্যাকুল হওয়াতে শেষে ধারামতে

আমাকে অনুমতিপত্র দিলেন, এবং মেং জৎসনকে ঔষধ পথ্য দেওনার্থে আমার দিবা ভাগে কারাগারে যাতায়াত করিবার অনুমতির নিমিত্তে কারাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে মেং জৎসনকে একটী তৃণময় কুটীরে আনিলাম। তাহা এমন ক্ষুদ্র যে তাহাতে আমরা কেহ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না, কিন্তু তিনি যাহাতে ছিলেন তাহার সহিত তুলনা করিলে ইহাকে রাজবাটী বলিতে হয়।

নগরাধ্যক্ষ কারাগৃহে আমার যাওনের অনুমতিপত্র দিলেও তদ্দ্বার খুলিয়া দিতে কারারক্ষককে প্রবৃত্ত করণার্থে আমাকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। আর আমি যেন ভিতরে যাইতে পাই, এই আশয়ে আমি নিজ হস্তে মেং জৎসনের খাদ্য সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইতাম, এবং আমাকে বহির্গত না করিলে তথায় দুই এক ঘণ্টা থাকিতাম। এই রূপ সুখে দুই তিন দিবস যায়, ইতিমধ্যে এক দিন প্রাতঃকালে যখন আমি মেং জৎসনের আহারীয় দ্রব্য লইয়া বন্দিশালায় গিয়াছি, ও জ্বর প্রযুক্ত তিনি আহার করিতে না পারাতে অন্যান্য দিবসাপেক্ষা কিছু অধিক কাল তথায় আছি, এমন সময়ে শাসনকর্ত্তা আমাকে ত্বরা করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। এমন অনপেক্ষিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া মেং জৎসন অতিশয় ত্রাসান্বিত হইলে আমি তাঁহাকে কহিলাম, আমি গিয়া অধ্যক্ষের অভিমত জানিয়া ত্বরায় তোমার নিকটে পুনরায় আসিতেছি। ইহা বলিয়া নগরাধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কহিলেন যে আমি আমার ঘড়ীর বিষয়ে পরামর্শ লইতে তোমাকে ডাকিলাম। তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে অধিক হর্ষিত ও কথোপকথনে ব্যগ্র দেখিয়া আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তৎপরে আমি জানিতে পারিলাম, যে কারাগৃহে ভয়ঙ্কর ব্যাপারের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে বিলম্ব করাইয়া রাখনাভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কেননা যখন আমি তাঁহার নিকটহইতে আমার কুঠরীতে যাই, এমন সময়ে এক জন ভৃত্য দৌড়িয়া আসিয়া সকম্পবদনে আমাকে বলিল, যে তাবৎ গৌরাঙ্গ বন্দিকে লইয়া গেল। তাহার এই কথাতে আমার বিশ্বাস না হইলেও আমি অবিলম্বে শাসনকর্ত্তার সন্নিধানে পুনর্ব্বার গিয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবাতে তিনি বলিলেন, তাঁহা আমি অল্প ক্ষণ শুনিয়াছিলাম, কিন্তু

তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি নাই। তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্রে বন্দিগণের দৃষ্টিবহির্ভূত হওনের পূর্ব্বে যেন তাহাদিগকে একবার দেখিতে পাই, এই প্রত্যাশায় আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজপথে দৌড়িয়া গেলাম, তথাপি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাহাতে আমি এক পথহইতে অন্য পথে, তথাহইতে পথান্তরে অতিবেগে দৌড়া দৌড়ি করত যাহার দেখা পাই, তাহাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু এক জনও উত্তর দেয় না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধ স্ত্রী বলিল, বন্দিদিগকে অমরপুরে লইয়া যাওনার্থে ঐ ক্ষুদ্র নদীর দিগে লইয়া গিয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া আমি অর্দ্ধ ক্রোশ পথ দৌড়িয়া গিয়া সেই নদীতটে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তাহাদের দেখা পাইলাম না। ইহাতে মনে করিলাম যে ঐ বৃদ্ধা আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে।

অপর বন্দিদিগের বন্ধুগণ তাহাদের অন্বেষণ করণার্থে মশানে গমন করিল, কিন্তু সে স্থানেও তাহাদের দেখা পাইল না। তৎপরে আমি বন্দিগণের স্থানান্তরীকৃত হওনের কারণ কি, ও তাহাদের শেষে কি গতি হইবে, তাহা জানিবার জন্যে নগরাধ্যক্ষের নিকটে আরবার গেলাম। তাহাতে বৃদ্ধ আমাকে সত্য করিয়া কহিলেন, যে বিদেশি-দিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করণে রাজসভার কি অভিপ্রায়, তাহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। তুমি বাহিরে গেলে আমি অবগত হইলাম, যে বন্দিদিগকে অমরপুরে প্রেরণ করিতে হইবে, কিন্তু কি নিমিত্তে তাহা জানিলাম না। তুমি কিঞ্চিৎ স্থির হও, এরূপ হওনের কারণ কি, ইহা জানিবার জন্যে আমি ত্বরায় কোন লোককে পা-ঠাইতেছি। দেখ, তোমার স্বামির উপকার করিতে তোমার আর কিছু সাধ্য নাই। এক্ষণে তুমি আপনার বিষয়ে সাবধান থাক। ইহা শুনিয়া আমি দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া নিজ কুঠরীতে গেলাম, এবং ভাবিয়া কোন উপায় না দেখিয়া নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্না প্রায় হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কএক দিন পর্য্যন্ত আমি পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইতে ও তাহা সুখজনক করণার্থে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলাম, ও কারাগারে প্রবেশের উপায় অনুসন্ধান করণার্থে অহোরাত্র চিন্তা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে তদ্দ্বার দর্শনে আমার মন দুঃখেতে পরিপূর্ণ হইবায় তাহাতে প্রবেশ করিতে আ-মার কিঞ্চিন্মাত্র ইচ্ছা হইল না। হা, এখন আমার কুটীর মৃত্যু-পুরীর ন্যায় নিঃশব্দ; তোমার ভ্রাতার নিমিত্তে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত

করণের আয়োজন নাই, ও মধ্যাহ্নের ভোজন সময়ে তাঁহার সহিত সন্দর্শনের প্রত্যাশা নাই, কোন কর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি হয় না। মেং জংসনকে কোথায় লইয়া গেল, হা! ইহা আমি জানি না, কেবল এই দারুণ চিন্তা ব্যতিরেকে আমার মনে আর কিছু উপস্থিত হইল না। এমন উৎকট দুঃখদায়ক দিন আমাকে কখন যাপন করিতে হয় নাই। সে যাহা হউক, সন্ধ্যার সময়ে মনে স্থির করিলাম, কল্য প্রাতঃকালে অমরপুরে প্রস্থান করিব। এই বিবেচনায় নগরের বাহিরে আমাদের নিজ বাটীতে আমাকে একবার যাইতে হইল।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

আন্তিগনস্ তখনও নিরাশ ছিলেন না। পার্থীয় লোকেরা অল্প কাল পর্য্যন্ত সুরিয়া দেশে কর্ত্তৃত্ব করিয়া সীদোন ও তোলিমায়ি নামক দুই নগর প্রাপ্ত হইল। আন্তিগনস্ এক সহস্র তোড়া মুদ্রা এবং ৫০০ যিহূদি স্ত্রীলোক দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের হইতে সাহায্য পাইলেন। এবং অতি পরাক্রান্ত সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া যিরূশালম নগর আক্রমণ করিলেন, এবং বিস্তর যত্নের পরে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে হেরোদ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন, কিন্তু হুর্কানস ও ফাসায়েল কারাগারে বদ্ধ হইলেন। আন্তিগনস্ আমার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, ফাসায়েল ইহা জানিয়া আপন মস্তক কুঠরীর ভিত্তে আছড়িয়া নিজ প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। আন্তিগনস্ অখ্যাতির ভয়ে আপন বৃদ্ধ পিতৃব্যকে বধ করিলেন না, কিন্তু অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহার কর্ণ ছেদন করিয়া তাঁহাকে বাবিল দেশস্থ সিলূকিয়া নগরে পাঠাইয়া পার্থীয় লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হেরোদ যথাসাধ্য রোম্ নগরে গমন করিয়া আপন বন্ধু আন্তোনিকে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন দেখিলেন। পরন্তু আন্তোনি তাঁহাকে আপন সহকারি অক্টেবিয়সের নিকটে লইয়া গিয়া আন্তিপাতর মিসরদেশীয় যুদ্ধেতে যূলিয় কৈসরের যে সকল উপকার করিয়াছিলেন, এবং কৈসর তাঁহাকে কেমন ভাল বাসিতেন, এই সমস্তের বৃত্তান্ত বলিলেন, তাহাতে অক্টেবিয়স হেরোদের প্রতি অনুগ্রহ করি-

লেন। হেরোদ মরিয়ম্নী নামে যে যুবতীকে বিবাহ করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা আরিস্টবূল যেন যিহূদা দেশের রাজা হন, হেরোদ কেবল এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ তাহা হইলে আমি হুর্কানসের রাজত্ব কালে যেমত কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলাম, সেই মত কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিব, ইহা মনেং ভাবিতেছিলেন। কিন্তু আন্তোনি হেরোদকেই রাজা করিতে মনস্থ করিলেন, অতএব অক্‌টেবিয়স এবং রোমীয় মহাসভার লোক সকল তাহা স্বীকার করিলে তিনি রোম্ নগরস্থ প্রধান প্রাসাদে সমারোহ পূর্ব্বক যিহূদা দেশের রাজরূপে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে সেই দেশ পরের হস্তগত ছিল, এবং তাহা জয় করা অতি কঠিন কার্য্য। রোমীয় লোক সুরিয়া দেশে পুনর্ব্বার কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সৈন্যদলেতে হেরোদের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইল। এই যুদ্ধ প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল। অবশেসে হেরোদ গালীল ও শোমিরোণ প্রদেশ জয় করিলে পর যিরূশালম নগর আক্রমণ করিলেন, কারণ তৎকালে আন্তোনি পূর্ব্বদিক্‌স্থ দেশে পুনরাগমন করিয়া হেরোদের উপকার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয়। যিহূদীয়েরা যেন তাঁহার অধীনতা স্বীকৃত হয়, এই অভিপ্রায়ে হেরোদ নগর অবরোধ কালে মরিয়ম্নী নামে যে স্ত্রীর সহিত চারি বৎসরাবধি বিবাহের কথা স্থির করিয়াছিলেন তাহাকে বিবাহ করিলেন। যিরূশালমের নিকটে উপস্থিত হইলে আন্তোনি কর্ত্তৃক প্রেরিত সোসিয় নামক সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার উপকারার্থে অতি বৃহৎ সৈন্যদল আনিলেন, তাহাতে যিরূশালম নগর ৬০০০০ সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ হইল, তথাপি অর্দ্ধ বৎসর পর্য্যন্ত হেরোদ বৃথা যত্ন করিলেন, শেসে বল পূর্ব্বক তাহাতে প্রবিস্ট হইয়া তাহা হস্তগত করিলেন। যিহূদীয়েরা এমন কঠিন মনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত রোমীয় সৈন্যগণ অতি রাগান্বিত হইয়া নগর লুট করিল, এবং তন্নিবাসিদিগকে বিনা দয়াতে সংহার করিল। হেরোদ যদি রোমীয় সৈন্যদিগকে বিস্তর ধন দিয়া নগরকে রক্ষা না করিতেন, তবে তাহা নিতান্তই বিনষ্ট হইত, এমন বোধ হয়। আন্তিগনস সোসিয়ের হস্তগত হইয়া অতি অসাহসিক রূপে আচরণ করাতে লোক সকল তাঁহাকে নিন্দা করিল। রোমীয়েরা তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আন্তিয়খিয়া নগরে প্রেরণ করিল;

এবং অল্প কাল পরে হেরোদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার হত্যা হইল। রোমীয়েরা আন্তিগনসকে যে রূপ অপমান পূর্ব্বক বধ করিল, তদ্রূপ অপমান তাহারা পূর্ব্বে কোন রাজার প্রতি করে নাই।

এই মতে খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে যিরূশালম নগর পরাস্ত হইলে আস্মোনীয় রাজবংশ ১২৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হওনানন্তর শেষে বিনষ্ট হইল। সেই বংশের বিনাশের কতক কাল পূর্ব্বাবধি যিহূদীয়েরা তাহাতে অতি দৃঢ় রূপে আসক্ত হইয়াছিল। আন্তিগনস যে পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত যিহূদীয়েরা অন্য বংশের কোন রাজাকে স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না,' ইহা জ্ঞাত হওয়াতে হেরোদ আন্তিগনসকে বধ করিতে স্থির করিলেন। আন্তিগনসের মৃত্যুর পরে যিহূদীয়েরা অতি অনিচ্ছুক মনে ক্রমেং হেরোদের রাজত্ব স্বীকার করিল, কারণ তিনি রোমীয়দের সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন।

সুদিনে প্রার্থনা করিও।

ইংলণ্ড দেশের পশ্চিমাঞ্চলে লিবর্পূল নামক এক মহানগর আছে, তথাহইতে অনেক জাহাজ আমেরিকা দেশে যাইয়া থাকে। এক দিন কোন জাহাজ তথাহইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে তাহার কর্ত্তা যাত্রাকালে লোকের অভাব দেখিয়া আর এক জন সামান্য খালাসিকে গ্রহণ করিল। অল্প দিনের মধ্যে দেখা গেল যে সেই ব্যক্তি অতিশয় রাগী ও বিবাদী এবং মদপানে ও ঘৃণার্হ দিব্য করণে আসক্ত এবং খালাসির কর্ম্মে অতি বিরক্ত কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান, সুতরাং নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। অধিকন্তু সে আপন বাসস্থান ও পরিবারাদির কথা কাহাকেও জানাইতে অসম্মত ছিল। তাহাতে জাহাজস্থ সকল লোক তাহাকে ঘৃণার্হ জ্ঞান করিতে লাগিল।

এক দিন অতি ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইলে জাহাজের কর্ত্তা সকল খালাসি লোককে পুলে একত্র হইতে আজ্ঞা করিলেন, কারণ জাহাজের রক্ষার্থে সকলের সাহায্য আবশ্যক ছিল। অন্য সকলে একত্র হইলেও ঐ দুরাত্মা ঈশ্বরনিন্দক আইল না, তাহাতে জাহাজের কর্ত্তা পুলের নীচে খালাসিদের কামারাতে গিয়া দেখিল, সেই ব্যক্তি ভয় প্রযুক্ত হাঁটু পাতিয়া, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ ইত্যাদি

এই প্রার্থনার কথা পুনঃ২ জপ করিতেছে। ঐ কাপিতান (অর্থাৎ জাহাজের কর্ত্তা) আপনি অধার্ম্মিক লোক হওয়াতে বোধ করিল, এই পাপিষ্ঠ ভয়েতে স্তব্ধ হওন প্রযুক্ত কিম্বা কাপট্য প্রযুক্ত প্রার্থনাতে উদ্যোগী হইতেছে, ইহা ভাবিয়া রাগে তাহার গলা ধরিয়া বলিল, উঠ, এ কর্ম্মের সময়, তুমি সুদিনে প্রার্থনা করিও। সেই ব্যক্তি উঠিয়া গভীর স্বরে বলিল, হায়, ঈশ্বর আমাকে প্রার্থনা করণার্থে কি পুনরায় সুদিন দেখিতে দিবেন?

এক প্রহরের পরে ঝড় কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, এবং আট কিম্বা দশ দিন গত হইলে জাহাজ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল। পরদিনে জাহাজের কর্ত্তা সেই ব্যক্তিকে বিদায় করিল, এবং তদবধি তাহাকে বিস্মৃত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ সামুদ্রিক ব্যাপার করিল এবং পূর্ব্ববৎ দুষ্ট থাকিল। যদ্যপি দুই বার তাহার জাহাজ ভগ্ন হইল, এবং এক বার মাস্তুলের কোন কাষ্ঠ নীচে পড়াতে তাহার অতি ভারি আঘাত হইল, তথাপি সে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিল না। এই রূপ চারি বৎসর গত হইলে সে ইংলণ্ড দেশহইতে যাত্রা করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ঝড়েতে ও প্রতিকূল বাতাসে বড় ক্লেশ পাইয়া আমেরিকাদেশের নিয়ুয়োর্ক নামক মহানগরে উপস্থিত হইল।

সেই দিন রবিবার, তৎপ্রযুক্ত নগরের পথ সকল ভজনালয়ে গমনকারি লোকেতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ঐ দুষ্ট জাহাজাধ্যক্ষ ভজনালয়ে গিয়া প্রাণ রক্ষার্থে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে মনে করিল না, বরং সুরালয়ে গিয়া মদ্যপান করিতে স্থির করিল। এই অভিপ্রায়ে পথ দিয়া যাইতে২ এক বন্ধুর দেখা পাইল। সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে তাহার ন্যায় পাপজন্য সুখাভিলাষে রত ছিল, অতএব উক্ত জাহাজাধ্যক্ষ তাহার মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করণানন্তর তাহার হস্ত ধরিয়া কহিল, আমি সুরালয়ে যাইতেছি, তুমিও আমার সঙ্গে আইস। সে উত্তর করিল, ভাল, আমি যাইতে অসম্মত নহি, কিন্তু অগ্রে তোমাকে আমার সহিত যাইয়া এক ঘণ্টার নিমিত্তে এই ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রপথে প্রাপ্ত উপকার এবং প্রাণরক্ষা প্রযুক্ত পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে হইবে। জাহাজাধ্যক্ষ লজ্জিত হওয়াতে অস্বীকার করিতে না পারিলে তাহারা উভয়ে সেই ভজনালয়ে প্রবেশ করিল, এবং যদ্যপি তাহার মধ্যে বসিবার স্থান প্রায় আর ছিল

না, তথাপি তাহারা অনেক চেষ্টা করাতে ধর্ম্মপ্রচারকের সম্মুখে অতি নিকটে স্থান পাইয়া উপবিষ্ট হইল। উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকের এমত বক্তৃতা ছিল, যে তাঁহার উপদেশ শুনিতে শতং লোক ব্যস্ত হইত, এবং তৎকালে তাঁহার বহুসংখ্যক শ্রোতারা সকলে নিবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার কথায় মনোযোগ করিতেছিল। শেষে সেই জাহাজাধ্যক্ষ আপনি অতি মনোযোগী হইয়া ঘোষণাকারির মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, এই ব্যক্তিকে আমি ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিন্তু কবে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সে মনেং ইহা আন্দোলন করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার প্রতি ধর্ম্মপ্রচারকের দৃষ্টিপাত হইলে তিনি অকস্মাৎ নীরব হইয়া জাহাজাধ্যক্ষের প্রতি পুনঃং দৃষ্টিপাত করিয়া অল্প ক্ষণের পরে অতি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "সুদিনে প্রার্থনা করিও।" ইহা বলিলে তাঁহার মহারবের প্রাবল্যে ভজনালয় কম্পিতপ্রায় হইল।

এমন আশ্চর্য্য ঘটনাতে শ্রোতা সকল অতি চমৎকৃত হইল, পরে সেই ঘোষণাকারির মন কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বে লিখিত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, কারণ তিনি পূর্ব্বে সেই দুষ্ট খালাসী ছিলেন। তিনি আরও কহিলেন, যদবধি জাহাজের অধ্যক্ষ এই কথা কহিলেন, তদবধি আমি তাহা আর বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। "সুদিনে প্রার্থনা করিও," এই বাক্য যেন দিবারাত্রি শুনিতে পাই, এমন বোধ হইল। পরে বুঝিলাম এই বাক্যদ্বারা প্রভু আমাকে ডাকিয়াছেন, অতএব প্রভুর নিকটে আশ্রয় লইয়া ধর্ম্মপ্রচারক হইবার চেষ্টাতে বিদ্যালয়ে গেলাম, এবং সম্প্রতি যে আছি সেই আছি।

এই কথার শেষে শ্রোতাদিগকে কহিলেন, যে বাক্যদ্বারা ঈশ্বর আমাকে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত করিয়াছেন, সেই বাক্য যে ব্যক্তি আমাকে কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তিও যেন তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রার্থনা করিতে আমার সাহায্য কর। ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। ঐ জাহাজাধ্যক্ষ পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া চেতনা পাইল। এবং সভা ভাঙ্গিলে পর সুরালয়ে না গিয়া ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত তাঁহারই বাটীতে গিয়া দেড় মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিল, এবং সেই দিন অবধি মরণ দিন পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগামী হইল।

ধৰ্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

রোমীয় ৮; ১৮। আমরা জানি, পূর্ব্বনিরূপণানুসারে আহূত হইয়া যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়।

প্রথম ভাগ। উক্ত প্রতিজ্ঞার অধিকারি লোকদের বর্ণনা।

উক্ত প্রতিজ্ঞা মনুষ্যমাত্রের প্রতি বর্ত্তে, অনেকের এমন বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহাদের এই অনুমান ভ্রান্তি। যাহারা সেই প্রতিজ্ঞার অধিকারী, তাহাদের দুই লক্ষণ পৌল নিশ্চয় করেন। সেই দুই লক্ষণ যাহাতে দৃশ্য হয়, সেই ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞার অধিকারী।

১। প্রথম লক্ষণ। তাহারা পূর্ব্বনিরূপণানুসারে আহূত লোক।

(১) ঐ পূর্ব্বনিরূপণ মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থক ঈশ্বরীয় মন্ত্রণাকে বুঝায়। ঈশ্বর পাপি লোকদিগকে পরিত্রাণ করিতে স্থির করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ ২ ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবেন, তাহাও আদিকালাবধি নিশ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিদের নাম আমরা জানি না।

(২) ঐ নিরূপণানুযায়ি আহ্বান দুই প্রকার।

প্রং। বাহ্য আহ্বান, অর্থাৎ সুসমাচারদ্বারা পাপিদের নিমন্ত্রণ। এই প্রকার আহ্বানে অনেকে আহূত হয়।

দ্বিং। আন্তরিক আহ্বান, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক পাপি মনুষ্যের মনকে চেতনা দেওন। কোন নিদ্রাগত লোককে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে সে জাগ্রৎ হয়; তদ্রূপ পবিত্র আত্মা পাপনিদ্রাতে মগ্ন মনুষ্যকে সুসমাচারদ্বারা নরকের ভয় ও খ্রীষ্টের দয়া ও স্বর্গের সুখ দেখাইয়া চেতনা দিলে সে জাগ্রৎ হইয়া পরিত্রাণের অন্বেষণ করে।

২। দ্বিতীয় লক্ষণ। তাহারা (অর্থাৎ সেই আহূত লোকেরা) ঈশ্বরকে প্রেম করে।

(১) যে লোকেরা ঈশ্বরকে মানে না, কিম্বা যে লোকেরা ঈশ্বরকে প্রেম না করিয়া দাসগণের ন্যায় তাঁহাহইতে ভীত হয়, তাহাদিগেতে এই লক্ষণ দেখা যায় না।

(২) যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহাদের বর্ণনা। সেই প্রেমের মূল প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস।

প্রং। তাহাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরেতে আসক্ত আছে। ঈশ্বরকে সম্মানিত দেখিলে তাহারা আনন্দিত হয়, এবং অপমানিত দেখিলে মনে দুঃখ পায়।

দ্বিং। তাহারা বারম্বার ঈশ্বরের স্বভাব ও ক্রিয়া ও আজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার বিষয়ে মনে বিবেচনা করে, এবং নিত্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে।

তৃং। তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে, এবং তাঁহার আজ্ঞা কঠিন নহে, ইহা সদাচরণদ্বারা প্রকাশ করে।

৩। এই দুই লক্ষণের মধ্যে কেবল এক লক্ষণ দৃশ্য হইলে হয় না, উভয় লক্ষণ যেন মিলে, ইহা আবশ্যক। নিদ্রাহইতে জাগরিত লোক যেমন আপনার অবস্থা জানে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাপনিদ্রাহইতে প্রবুদ্ধ হইয়াছে, সেও আপনার অবস্থা জানে। এবং কোন বন্ধুর প্রতি যাহার প্রেম আছে সে যেমন তাহা জানে, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি যাহার প্রেম আছে সেও তাহা জানিতে পারে। হে শ্রোতৃবর্গ, আপনাদের পরীক্ষা কর। তোমরা কি ঈশ্বরকর্ত্তৃক আহূত হইয়াছ? এবং তাঁহার প্রতি কি তোমাদের প্রেম আছে?

দ্বিতীয় ভাগ। উক্ত প্রতিজ্ঞার অধিকারি লোকদের সৌভাগ্য। তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়, এই তাহাদের সৌভাগ্য।

১। সেই মঙ্গলের নির্ণয়। তাহা প্রকৃত মঙ্গল, অর্থাৎ।

(১) মরণান্তে' প্রাপ্তব্য পরিত্রাণ ও স্বর্গীয় সুখ, ইহাই পরম মঙ্গল।

(২) বিশ্বাসপথে রক্ষা। যদি তাহারা বিশ্বাসপথে না থাকে, তবে পরিত্রাণ পাইবে না।

(৩) পবিত্রতার বৃদ্ধি। পবিত্রতা ব্যতিরেকে কেহ প্রভুর দর্শন পাইবে না। কোন বালক যদি সুস্থ থাকে, তবে তাহার শরীর বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পারমার্থিকরূপে সুস্থ থাকে, সেও ধর্ম্মেতে বৃদ্ধি পায়।

(৪) পরের পারমার্থিক উপকার করণে নৈপুণ্য, এবং মনের সান্ত্বনা ও সুস্থিরতা, ইহাও সেই প্রকৃত মঙ্গলের মধ্যে গণনীয়।

(৫) যে ব্যক্তি যে ঐহিক সুখ পাইলে পারমার্থিক বিষয়ে ক্ষতি

না পান, তাহাকে ঈশ্বর সেই ঐহিক সুখ দিবেন। রোগা লোকের পক্ষে যেমন সকল খাদ্য সুপথ্য হয় না, তদ্রূপ আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ সুপথ্য হয় না। কিন্তু কোন পিতা যেমন আপন রোগগ্রস্ত বালককে সুস্বাদু দ্রব্য দিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছুক আছেন, তদ্রূপ ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ হওয়াতে আমাদিগকে ঐহিক সুখ দিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছুক আছেন। যদি না দিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের পক্ষে কুপথ্য হইবে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে তাহা দিতে অস্বীকার করেন।

২। তাবৎ ঘটনা সেই লোকদের মঙ্গল জন্মায়। সেই সকল ঘটনার মধ্যে দুই প্রকার ঘটনার উল্লেখ করি।

(১) দুঃখজনক ঘটনাও তাহাদের মঙ্গল জন্মাইতে পারে।

(২) ক্ষুদ্র ঘটনাও তাহাদের গুরুতর মঙ্গলের মূল হইতে পারে।

৩। তাহাদের মঙ্গল জন্মাইতে ঐ সকল ঘটনা মিলে।

(১) কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে গেলে নির্ম্মাণকর্ত্তা অগ্রে তাহার নক্সা লেখে, পরে কাষ্ঠ ও ইষ্টক ও চূর্ণ ও বালি সঞ্চয় করিয়া রাজমিস্ত্রি ও মজুর প্রভৃতি অনেক২ লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, এবং তাহাদের দ্বারা আপনার অভিপ্রায় সাধন করে।

(২) ঈশ্বর সেই নির্ম্মাণকর্ত্তা। আমাদিগের যে মঙ্গল তিনি করিবেন, তাহা পূর্ব্বাবধি নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৩) তাবৎ ঘটনা তাঁহার অধীন মজুর ও মিস্ত্রিস্বরূপ, কিম্বা তাঁহার সঞ্চিত কাষ্ঠ ও ইষ্টকস্বরূপ। তিনি কি২ সঞ্চয় করেন এবং কোন মজুরকে কি কর্ম্ম দিবেন, তাহা বিলক্ষণরূপে জানেন।

৪। ইব্রাহীমের ও যূষফের ও দায়ূদের উদাহরণদ্বারা এই কথার সত্যতা সম্যক্ রূপে সকলের বোধগম্য হয়।

রোমীয় ৮; ৩২। আপন পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমাদের সকলের নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত আমাদিগকে সকল বিষয় দান করিবেন না?

ইব্রাহীম ঈশ্বরকে আপন পুত্র দিতে সম্মত হইয়াছিল, ইহার যে বৃত্তান্ত আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে

ইব্রাহীমের ভক্তিতে আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্যে আপনার পুত্রকে সমর্পণ করিলেন, ইহা আরও আশ্চর্য্য।

প্রথম ভাগ। ঈশ্বর যাহা করিলেন, এবং যাহা করিবেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা।

১। ঈশ্বর কি করিলেন?

(১) তিনি আপন পুত্রের প্রতি মমতা কিম্বা দয়া রোধ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার বিচ্ছেদে ও দুঃখে ও অপমানে সম্মত হইলেন।

(২) তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, অর্থাৎ দণ্ডের পাত্র ও শাপাস্পদরূপে তাঁহাকে ক্রুশে হত হইতে দিলেন।

(৩) তিনি আমাদের অর্থাৎ শত্রুদের ও ঘৃণার্হ পাপিদের জন্যে তাহা করিলেন।

(৪) আমাদের সকলের জন্যে তাহা করিলেন। ইহাতে কেহ বলিতে পারে না যে আমার জন্যে খ্রীষ্ট মরেন নাই, কিম্বা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।

২। ঈশ্বর কি করিবেন?

(১) তিনি তাবৎ বিষয় অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলজনক তাবৎ বিষয় দিবেন। (সেই সকল বিষয় কি, তাহা পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপিতে দেখিবা।)

(২) তিনি তাহা দান করিবেন, অর্থাৎ বিনামূল্যে দিবেন। তিনি মূল্য চাহেন না। যে ব্যক্তি আপনাকে দীনহীন জানে, সেই তাহা পাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রযুক্ত ঈশ্বরকে কোন সৎক্রিয়ারূপ মূল্য দিয়া তাঁহার নিকটে মঙ্গল কিনিতে চাহে, সে তাহা পাইবে না।

(৩) ঈশ্বর খ্রীষ্টের সহিত সকলই দিবেন। খ্রীষ্টকে যে অগ্রাহ্য করে, সে কিছু পাইবে না। খ্রীষ্টকে যে বিশ্বাস পূর্ব্বক গ্রাহ্য করে, সেই তাঁহার সহিত সকলই পায়।

দ্বিতীয় ভাগ। ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের ও প্রতিজ্ঞাত দানের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার বিবেচনা।

১। খ্রীষ্টদান সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য। যিনি মহাধন দিয়াছেন, তিনি ক্ষুদ্র পারিতোষিকও দিবেন।

২। আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে দেওয়া আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত

ঈশ্বরেরও দুষ্কর ছিল। অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তাঁহার সেই রূপ স্নেহ না হওয়াতে তাহা দান করা দুষ্কর নহে।

৩। খ্রীষ্টদানের মধ্যে পরিত্রাণসম্বন্ধীয় অন্য সমস্ত দান গুপ্ত আছে, তাহাহইতে পৃথক হইতে পারে না।

৪। খ্রীষ্টদান পাওয়াতে কিম্বা গ্রহণ করাতে আমরা আর ঈশ্বরের শত্রু নহি, কিন্তু তাঁহার সন্তান হইয়াছি। আমরা আর ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র নহি, কিন্তু তাঁহার প্রেমের পাত্র হইয়াছি। সুতরাং তাঁহার নিকটে দান পাইবার সম্ভাবনা আছে।

৫। ঈশ্বর সত্যবাদী। তিনি ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে এইরূপ যে২ দান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।

তৃতীয় ভাগ। ইহাহইতে আমাদের যে ফল দর্শে তাহার নির্ণয়।

১। যাহারা আপনাদিগকে পাপী জানে, তাহারা দৃঢ় প্রত্যাশা পায়।

২। প্রার্থনার সময়ে বিশ্বাসি লোক এই প্রতিজ্ঞাহইতে সম্যক্ আশ্বাস পায়।

৩। দুঃখের সময়ে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষরূপে সান্ত্বনাজনক।

৪। যাহারা খ্রীষ্টদান অবহেলা করে, তাহারা যে ঈশ্বরের নিকটে অন্য২ দান পাইবে, এমত প্রত্যাশা করিতে পারে না।

ইউরোপ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

যে সময়ে ইব্রাহীম পরমেশ্বরের নিকটে সিদোম নগরের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিল, সেই সময়ে পরমেশ্বর কহিলেন, ঐ নগরে যদি দশ জন ধার্ম্মিক পাওয়া যায়, তবে আমি তাহা নষ্ট করিব না। ইহাতে দেখা যায়, কোন দেশের মধ্যে বাসকারি যে ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বরের সন্তোষের পাত্র হয়, এবং সেই দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহাদের অনুরোধে পরমেশ্বর তন্নিবাসি সকলের প্রতি দয়া করেন। বোধ হয়, ইংলণ্ডদেশের যে সুখাবস্থা তাহা ইহার উদাহরণ। যে সময়ে ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তি সমস্ত রাজ্য নানা প্রকার বিপদে মগ্ন আছে, এমত সময়ে ইংলণ্ডদেশের মঙ্গল উত্তর২ বাড়িতেছে।

ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আইরলণ্ডদেশে অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

এবং তৎপরে জ্বর ও ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছিল। তৎকালে ক্ষুধাতে ও রোগেতে পাঁচ লক্ষ মনুষ্য মরিয়াছিল। উক্ত দেশের অধিকাংশ লোক রোমাণ কাথলিক হওয়াতে পূর্ব্বে সত্য ধর্ম্মের প্রতি অতি বিরক্ত ছিল, কিন্তু সেই অকথ্য বিপদের সময়ে তাহাদের রোমাণ কাথলিক পাদ্রিরা তাহাদের উপকারার্থ চেষ্টা না করিয়া পূর্ব্ববৎ লোভী আছে, কেবল ধর্ম্মপুস্তকের মতাবলম্বিরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া দানাদি দ্বারা উপকার করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহারা সেই সময়াবধি ধর্ম্মপুস্তকের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ করিতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে দশ কিম্বা পোনের সহস্র লোক রোমাণ কাথলিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ি মত গ্রাহ্য করিয়াছে। আর সেই দেশে মনুষ্যদের বহুসংখ্যা এবং রোমাণ কাথলিক পাদ্রিদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত সুখে বাস করা দুষ্কর, এই কারণ গত চারি বৎসরের মধ্যে দশ কিম্বা বারো লক্ষ মনুষ্য আপনাদের সেই জন্মদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকা দেশে এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তি দেশে গমন করিয়াছে।

ঐ দুর্ভিক্ষ সময়ে ইংরাজ লোকদের প্রতি সেই আইরলণ্ডদেশীয়দের যে প্রণয় জন্মিয়াছিল, তাহার একটি উদাহরণ লিখিতেছি। আইরলণ্ড দেশের কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত সকল লোকদের আত্যন্তিক ক্লেশ হওয়াতে এক দিন কএক দয়ালু ব্যক্তিরা ইংলণ্ড দেশহইতে দুঃখিদের উপকারার্থে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য বিভাগ করিতে উদ্যত হইলে ক্ষুধাতে পীড়িত এত মনুষ্যের সমাগম হইল, যে আনীত চাউলাদি খাদ্যদ্রব্যে অর্দ্ধেকের নিমিত্তেও কুলাইবে না, ইহা প্রকাশ পাইল। তাহাতে বিতরণকারি ব্যক্তিরা কাহাকে দিতে হইবে, কাহাকে বা রিক্তহস্তে বিদায় করিতে হইবে, ইহার ভাবনাতে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। ঐ গ্রামে আইরলণ্ড দেশীয় লোকদের মধ্যে এক জন ইংরাজি বিধবা বহুবৎসরাবধি বাস করিত, তাহারও ভারি দুঃখ হওয়াতে সে উপকারের আশাতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার দেখা পাইবামাত্র ক্ষুধাতে পীড়িত আইরিষ লোকেরা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া খাদ্য বিতরণকারি সাহেবদিগকে কহিল, সকলের অগ্রে এই বিধবার উপকার করিতে হইবে, কারণ ইহার স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা আমাদের প্রতি দয়া করিয়া খাদ্য পাঠাইয়াছে, অতএব যদ্যপি আমাদের মধ্যে কোন২

লোকের উপকার হইতে না পারে, তথাপি কোন মতে এই ব্যক্তি-কে রিক্তহস্তে বিদায় করা অনুচিত। অগ্রে এই ব্যক্তির উপকার না হইলে আমরা কেহই কিছুই গ্রহণ করিব না।

ফ্রান্স দেশে লুইস নাপোলেওন নামক এক ব্যক্তি দুই ডিসেম্বর তারিখে ছলেতে ও বলেতে আপনাকে সেই রাজ্যের কর্ত্তা করিয়া তদবধি সহস্র২ লোকের প্রতি অতি ঘৃণার্হ দৌরাত্ম্য করিতেছেন, এবং কোন সমাচারপত্রিকাতে আপনার বিরুদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করিতে দেন না। বাঙ্গালি সমাচারপত্রিকাতে যেমন শাসনকর্ত্তা-দের প্রতি দোষারোপ করা যায়, তদ্রূপ যদি ঐ দেশের কোন সমা-চার পত্রিকাতে শাসনকর্ত্তাদের প্রতি দোষারোপ করা যাইত, তবে তৎসম্পাদকেরা অবিলম্বে কারাকূপে বদ্ধ হইত। অধিকন্তু সেই ব্যক্তি ধর্ম্মপুস্তক বিক্রেতাদের ও ট্রেক্ত বিতরণকারি লোকদের প্রতি বিপ-ক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন।

জর্ম্মানি দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি শা-সনকর্ত্তাদের গ্রাহ্য ধর্ম্মমত বিনা অন্য কোন ধর্ম্মমত প্রকাশ করে, তবে তাহার অর্থদণ্ড হয় কিম্বা কারাগারে যাইতে হয়। বিশেষতঃ যাহারা ডুবিত মতাবলম্বী, তাহাদের প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য হইতেছে।

ওষ্ট্রিয়া রাজ্যে ধর্ম্মস্তপুকের বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং যাহারা অনেক বৎসরাবধি যিহূদি লোকদিগকে খ্রীষ্টের নিকটে আনিবার চেষ্টাতে ঐ রাজ্যে নির্ব্বিরোধে বাস করিয়াছিলেন, এমত তিন জন ধর্ম্মপ্রচারককে হঠাৎ অতি ভয়ানক শীতকালে সপরিবারে সেই দেশ ত্যাগ করিতে হইল।

আর ইতালি দেশে ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ দেশের মধ্যে ন্যূনাধিক বিংশতি জন কেবল ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণ প্রযুক্ত দুর্গন্ধি কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে। এবং কোন লোকের ঘরে যদি ধর্ম্মপুস্তক পাওয়া যায়, তবে সেও রাজদ্রোহিরূপে দণ্ডনীয় হয়।

এই সকল প্রমাণদ্বারা দেখা যায়, সম্প্রতি ইউরোপ দেশ অপেক্ষা বরং এই ভারতবর্ষের লোকেরা সুখাবস্থাতে আছে। ঐ দেশে রো-মান কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত হওন প্রযুক্ত পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু এই দেশীয়দের প্রতি তাঁহার পরিত্রাণজনক অনু-গ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।

বৃহ্ম দেশের সমাচার।

বৃহ্ম দেশে যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ লোকেরা জয়ী হইয়া মার্ত্তাবান ও রঙ্গুণ ও বাসেন ও পেগু, এই কএক নগর হস্তগত করিয়াছেন, কিন্তু বর্ষাকালের শেষ না হইলে আর বড় যুদ্ধ করিবেন না। ঐ অঞ্চলের লোকেরা বৃহ্ম লোকদের দৌরাত্ম্যে এমত বিরক্ত হইয়াছে যে অতি কাকুক্তি পূর্ব্বক ইংরাজদের প্রজা হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সেই দেশ ইংরাজদের অধীন হয়, তবে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্মের বৃদ্ধি শীঘ্র হইবে। ঐ দেশে ন্যূনাধিক চারি সহস্র কারেণ জাতীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক আছে, তাহারা জৎসন সাহেবের এবং তাঁহার সঙ্গিগণের শ্রমের ফলস্বরূপ। বৃহ্ম লোকেরা তাহাদের প্রতি বড় দৌরাত্ম্য করিত, কিন্তু ইংরাজদের প্রজা হইলে তাহারা নির্ভয়ে আপনারা প্রভুর সেবা করিতে এবং অন্য২ লোককেও পরিত্রাণের পথ দেখাইতে পারিবে।

বাবিল নগরের বিবরণ।

বাবিল নগরের প্রথম স্থাপনের বৃত্তান্ত আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ে লিখিত আছে। বোধ হয় ইব্রাহীমের জন্মের দুই কিম্বা আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক শওয়া দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ নগরের পত্তন হইয়াছিল। সেই দেশে প্রস্তরের অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যেরা প্রথম ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় তাহা অগ্নিতে দগ্ধ না করিয়া কেবল রৌদ্রে শুষ্ক করিত। এবং সেই দেশে শিলাজতু নামক মেটিয়াতৈল অতিশয় প্রচুর হওয়াতে লোকেরা ঐ সকল ইষ্টক চূণদ্বারা বদ্ধ না করিয়া পূর্ব্বোক্ত তৈলদ্বারা লেপন ও গ্রন্থন করিত। কারণ শিলাজতুর এমত গুণ আছে যে মৃত্তিকা কিম্বা বালি তাহাতে লেপিত হইলে প্রস্তর অপেক্ষাও দৃঢ়তর ও জলের অগম্য হয়। অনন্তর কালক্রমে তদ্দেশীয় রাজারা ঐ নগরের বৃদ্ধি করিলেন, বিশেষতঃ সিমিরামী নাম্নিকা রাণী এবং নিবুখৎনিৎসর রাজা সেই নগরকে ভূষিত করিতে অতি যত্নবান হইলেন। খ্রীষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক চারি শত সত্তর বৎসর পূর্ব্বে

হিরোদতস্ নামে এক জন গ্রীস দেশীয় ইতিহাসলেখক ঐ নগরে গিয়া তাহার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার সারকথা লিখিতেছি।

বাবিল নগর অতি বিস্তারিত সমভূমির মধ্যে স্থিত, এবং তাহার মধ্য দিয়া ফরাৎ নদী বহে। তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রাচীরের পরিধি ত্রিশ ক্রোশ, এবং উচ্চতা দুই শত বত্রিশ হস্ত, এবং প্রস্থ চুয়ান্ন হস্ত। এই প্রাচীর ও তদ্দ্বারা বেষ্টিত নগর চতুষ্কোণ ছিল। একং পার্শ্বের দৈর্ঘ্য সাড়ে সাত ক্রোশ। প্রাচীরের বাহিরে একটী বৃহৎ পরিখা ছিল, তাহা ইষ্টকে নির্ম্মিত ও জলে পরিপূর্ণ। ঐ চতুরস্রের একং পার্শ্বে পঁচিশটা, সর্ব্বশুদ্ধ এক শত নগরদ্বার ছিল, তাহার সমস্ত কবাট পিত্তলময়। দুইং নগরদ্বারের মধ্যে প্রাচীরোত্থিত চারিং উচ্চগৃহ ছিল, এবং নগরের চারি কোণেও চারি উচ্চগৃহ ছিল। একং নগর-দ্বারাবধি তৎসম্মুখস্থ নগরদ্বার পর্য্যন্ত একং পথ, সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ পথ ছিল, সে সকল সাড়ে সাত ক্রোশ দীর্ঘ, এবং তাহার মধ্যে পঁচিশটা দক্ষিণোত্তর ও পঁচিশটা পূর্ব্বপশ্চিম, তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্রং অনেক পথ ছিল। নগরের মধ্যবর্ত্তি নদী উত্তরহইতে দক্ষিণে বহিত, তাহার দুই পার্শ্বে যে দুই ইষ্টকময় ঘাট ছিল, তাহা দশ ক্রোশ দীর্ঘ এবং প্রস্থতাতে প্রাচীরের তুল্য। সেই ঘাটেও স্থানেং পিত্তলময় কবাটযুক্ত দ্বার ছিল, তথাহইতে লোকেরা সোপান দিয়া নদীতে নামিত। অধিকন্তু সেই নদী অতি সুন্দর পুলেতে বদ্ধ ছিল, তাহা চারি শত হস্ত দীর্ঘ, ও বিং-শতি হস্ত প্রস্থ, এবং তাহার খিলানের প্রস্তর সকল সীসাতে ও লৌহ শৃঙ্খলে অতি দৃঢ় রূপে বদ্ধ ছিল। গ্রীষ্মকালে আরমানি দেশের পর্ব্বতময় অঞ্চলে হিম দ্রবীভূত হওয়াতে ঐ নদীর জল বৃদ্ধি পাইলে নগর ও তন্নিকটবর্ত্তি দেশ যেন আপ্লাবিত না হয়, এই জন্যে অন্যং উপায় ভিন্ন দুই বৃহৎ খাল খনিত হইল, তাহা দিয়া জল তিগ্রিস্ নদীতে ও অন্যান্য জলাশয়ে যাইত।

প্রাচীন রাজপুরী নদীর পূর্ব্বদিক্স্থিত, এবং তাহার প্রাচীরের পরিধি প্রায় দুই ক্রোশ ছিল। তাহার সম্মুখে নদীর পশ্চিম তীরে যে অন্য রাজপুরী ছিল, তাহার পরিধি প্রায় চারি ক্রোশ। তাহা তিন প্রাচীরেতে বেষ্টিত, সেই সমস্ত প্রাচীরের প্রস্তর খোদিত শিল্পকর্ম্মে ভূষিত ছিল। সেই শিল্পকর্ম্মের এক ভাগে চারি হস্ত উচ্চ বন্য পশু-দের আকৃতি চিত্রিত ছিল, তাহার মধ্যস্থলে রাণী অশ্বারূঢ়া হইয়া চিতা ব্যাঘ্রের প্রতি শূল্নীক্ষেপ করিতেছেন, এবং তাঁহার স্বামী এক

সিংহকে বিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। সেই রাজ-পুরীতে নানা উৎসবের নিমিত্তে তিনটা পিত্তলময় গৃহ ছিল, এবং তাহার ছাতে ঝুলান বাগান নামে বিখ্যাত উদ্যান ছিল।

নগরের মধ্যস্থলে পুরাতন রাজপুরীর নিকটে বালদেবের মন্দির ছিল। তাহা আট তালাবিশিষ্ট। তাহার মধ্যে প্রথম তালা চারি শত হস্ত দীর্ঘ ও চারি শত হস্ত প্রস্থ। দ্বিতীয় তালার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থতা কিঞ্চিন্ন্যূন। ভূমি অবধি অষ্টম তালার ছাত পর্য্যন্ত উচ্চতা চারি শত হস্ত। বোধ হয় আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ে যে বাবিলীয় দুর্গ নির্ম্মাণের বিবরণ লিখিত আছে সে এই মন্দির। তাহার ছাতে উঠিবার নিমিত্তে বাহিরে একটী পথ ছিল। প্রত্যেক তালাতে নানা গৃহ ছিল, এবং উপরিস্থ ছাত নক্ষত্র নিরীক্ষণ স্থান ছিল; তথাপি সিমিরামী সেই ছাতে স্বর্ণময় তিনটা দেবপ্রতিমা স্থাপন করিলেন, তাহার মধ্যে একং প্রতিমার মূল্য ন্যূনাধিক চব্বিশ লক্ষ টাকা ছিল, এবং ঐ মন্দিরে সঞ্চিত স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্রের মূল্য নিতান্ত অপরিমেয়।

উক্ত মন্দির বহু শত বৎসরাবধি বিনস্ট হইয়া সম্প্রতি কাঁতড়ার ঢিবি আছে। বোধ হয় তাহা বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া থাকিবে। নীচে তাহার পরিধি পোনের শত হস্ত, এবং উচ্চতা পূর্ব্বদিগে চল্লিশ হস্ত, কিন্তু পশ্চিম দিগে ন্যূনাধিক একশত ত্রিশ হস্ত। চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সম-ভূমি হওয়াতে সেই ঢিবি অতিদূরে দৃশ্য হয়।

বাবিল নগর যে স্থানে ছিল, সে বিলময় স্থান, এবং সম্প্রতি যদ্যপি তথায় অসংখ্য ইষ্টক পাওয়া যায়, তথাপি কোন পুরাতন গাঁথনির আকৃতি নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর। শৃগাল ও শজারু ও সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুগণ এবং বকাদি পক্ষিগণ তথায় বাস করে। আ-রবি মেষপালকেরা বন্য পশুদের ও দুষ্ট বায়ুর ভয়ে তথায় রাত্রি যাপন করিতেও ভাল বাসে না। বিদেশ ভ্রমণকারি কএক জন ইংরাজ লোক সেই স্থানে গিয়া নানা সময়ে পুরাতন মৃৎপাত্র পা-ইয়া ইংলণ্ড দেশে আনিয়াছেন। সেই সকল মৃৎপাত্রের মধ্যে এক প্রকার বাটী মনোযোগের যোগ্য, কেননা তাহার মধ্যদেশে পেঁচাল পংক্তিতে লিখিত অক্ষরশ্রেণী নিম্নভাগাবধি ঘূরিয়া কাণা পর্য্যন্ত উঠে। সেই অক্ষর সকল কোন্ ভাষাতে লিখিত তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারা যাইত না, সম্প্রতি নিশ্চয় হইল, যে তাহা রাজা নিবুখৎনিৎ-

সরের সময়ে চলিত রুস্‌দীয় ভাষা, এবং বোধ হয় ইংলণ্ড দেশীয় কোন ২ জ্ঞানি লোক শেষে তাহা পাঠ করিতে পারক হইবেন।

অবগাহনাদির সমাচার।

নিম্নলিখিত স্থানে কএক জনের অবগাহন হইয়াছে।

জলেশ্বরে তিন জন স্ত্রীলোকের। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল।

বাকরগঞ্জ জেলার ধামসর গ্রামে এক জনের, ও দিগালিয়া গ্রামে পোনের জনের, ও শুয়াগাঁ গ্রামে দুই জনের।

আগরাতে পাঁচ জন বিদেশি লোকের।

যশোহর জেলাতে চারি জনের।

হওড়াতে এক জনের।

পীপলীতে এক জনের।

খানপুরে দুই জন বিদেশি লোকের।

কমিল্লা জেলার কালিকাপুরে পাঁচ জনের।

নূতন পুস্তক।

"ফুলমনি ও করুণার বিবরণ, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত," এই নাম বিশিষ্ট যে উত্তম পুস্তকের কথা পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছিল, তাহা এখন প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মূল্য ৪ আনা।

উপদেশক।

আগষ্ট ১৮৫২ (৬৮) মূল্য ২ আনা।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি জৎসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

আবা নগরের পথে গমন করিতে এ সময়ে আমার যে রূপ ত্রাস জন্মিল, তদ্রূপ পূর্ব্বে কখন হয় নাই। ফলতঃ তুমি আপনার বিষয়ে সাবধান থাক, নগরাধ্যক্ষের এই শেষোক্ত বাক্য পুনঃ২ মনে উদয় হওয়াতে, এবং তুমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, আমি দ্বার খুলিবার জন্যে এক জন লোক দিয়া একটা গরুর গাড়ি করিয়া তোমাকে পাঠাইব, তাঁহার এরূপ পরামর্শ দেওয়াতে, এবং আমাকে একাকী পথে যাইতে দিতে তাঁহাকে ভয়ান্বিত দেখাতে আমার মনে এই চিন্তা উঠিতে লাগিল যে আমার অজ্ঞাত আমাদের অমঙ্গলজনক কোন বিষয় স্থিরীকৃত হইয়া থাকিবে। অপর বাটীতে উপস্থিত হইয়া নগরাধ্যক্ষের নিকটে গচ্ছিত করিবার মানসে বস্ত্রাদিতে পূর্ণ তিনটা তোরঙ্গ ও ঔষধের বাক্স বাহির করিয়া লইয়া এবং বিশ্বস্ত মঙ্গইঙ্গের, এবং বেতন না পাইয়াও যে এ পর্য্যন্ত আমাদের পরিচর্য্যা করিতেছে, সেই বঙ্গদেশীয় ভৃত্যের প্রতি বাটীরক্ষার ভারার্পণ করিয়া আবা নগরস্থ বাড়ীহইতে যেন চিরকালের নিমিত্তে প্রস্থান করিলাম। আমি নগরাধ্যক্ষের বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র মেং গৌজরের এক জন চাকরের দেখা পাইলাম। সে ব্যক্তি কারাগারহইতে বন্দিদিগকে বাহির করিবার সময়ে তথায় উপস্থিত থাকাতে তাহাদের শেষগতি কি হয়, তাহা দেখিবার জন্যে তাহাদের পশ্চাৎ২ গিয়াছিল। অতএব সে আমাকে বলিল যে বন্দিগণকে অমরপুরে লামাইন উনের সম্মুখে লইয়া গিয়াছে, এবং কল্য তাহাদিগকে কোন পল্লীতে পাঠাইয়া দিবে, সে গ্রাম কোথায়, কত দূর, তাহা

আমি জানি না। আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত জীবৎ আছেন, এই সংবাদ শ্রবণে আমার মনোদুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তাঁহার কি হইল, তাহা জানিতে পাইলাম না। পরদিন প্রাতঃকালে রাজসভাহইতে এক খানি অনুমতিপত্র পাইয়া তিন মাসের শিশু মারিয়াকে, এবং মেরী ও এবী হেসেল্‌টাইন্ নাম্নী দুই জন ব্রুহ্ম দেশীয় বালিকাকে ও আমার উপকারক বঙ্গদেশীয় পাচককে সঙ্গে লইয়া অমরপুরে গমনার্থে যাত্রা করিলাম। ঐ দিবসে প্রচণ্ড রৌদ্র হইয়াছিল, কিন্তু দৈবযোগে আবরণযুক্ত এক খানি নৌকা পাইয়া তাহাতে এক প্রকার সুখে গমন করত রাজবাটীহইতে এক ক্রোশ দূর স্থিত এক স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক খান গরুর গাড়ি পাইলাম বটে, কিন্তু তাহার ক্লেশদায়ক গতিতে ও সূর্য্যের প্রখর সন্তাপে ও উড্ডীয়মান ধূলাতে মহাক্লেশ ভোগ করত পাগলিনী প্রায় হইলাম। পরে বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে দুই ঘণ্টা হইল বন্দিদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা গিয়াছে। ইহাই আমার পরমাক্ষেপের বিষয় হইল। হায় কি করি, আমি আবা নগরহইতে সমস্ত পথ মারিয়াকে ক্রোড়ে করিয়া অতি শ্রান্ত, নানা প্রকার দুঃখ প্রযুক্ত অতিশয় ক্লিস্ট, এই দুরবস্থাতে মারিয়াকে লইয়া আর বার দুই ক্রোশ পথ আমাকে যাইতে হইবে। গাড়ওয়ান্ অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল, তাহাতে আমি প্রচণ্ড রৌদ্রে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্য গাড়ির অপেক্ষায় থাকিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলে চিরস্মরণীয় ঔং পেন্‌লা নামক স্থানে প্রস্থান করিলাম। নগরাধ্যক্ষ যে পথদর্শককে আমার সহিত প্রেরণ করিলেন, সে আমাকে একেবারে কারাগারের উঠানে লইয়া গেলে এক ভয়ঙ্কর স্থান আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ফলতঃ কারাগৃহ ছাতরহিত একটা ভগ্ন পুরাতন অট্টালিকামাত্র, তত্রস্থ বেড়া সম্পূর্ণরূপে নস্ট হইয়া গিয়াছে, ঐ গৃহের উপরি ভাগে আট দশ জন ব্রুহ্ম লোক আরোহণ করিয়া পত্রাদিদ্বারা কিঞ্চিদংশে আচ্ছাদন প্রস্তুত করিতেছিল, এবং বহির্দ্দেশে একটা ক্ষুদ্র ছায়াময় স্থানে বন্দিগণ দুই ২ জন করিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ ও পথশ্রান্তি ও প্রহারাদি দুঃখভোগে মৃতকল্প হইয়া বসিয়াছিল। আমার স্বামী আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, তুমি কেন আসিয়াছ? আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি এখানে আসিবা না, তুমি এ স্থানে বাঁচিবা না। এ সময়ে অন্ধকার হইয়াছিল। দুঃখভোগি বন্দিগণের বা আমার

নিমিত্তে জলযোগের কোন সামগ্রী লইয়া যাই নাই, যেহেতু মনে করিয়াছিলাম, যে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী অমরপুরের বাজারে পাওয়া যাইবে। এবং রাত্রি যাপনার্থে কোন প্রকার আশ্রয় না পাওয়াতে আমি এক জন কারারক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে এই কারাগারের নিকটে একটী কুঁড়ে প্রস্তুত করিতে দিবা? সে কহিল, না, এখানে এমন ধারা নাই। তাহাতে আমি তাহাকে বিনতি পূর্ব্বক বলিলাম, যে তবে এই রাত্রি যাপনার্থে আমাকে কোন আশ্রয় দেও, কল্য প্রাতে থাকিবার নিমিত্তে কোন স্থান অন্বেষণ করিব। ইহাতে সে ব্যক্তি আমাকে তাহার বাটীতে লইয়া গেল, তাহাতে কেবল দুইটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, একটীতে সে ও তাহার পরিজন থাকিত, ও অন্য কুঠরী অর্দ্ধ ভাগ তখন শস্যেতে পূর্ণ, তাহাতে আমাকে থাকিতে দিল। সেই ইল্লৎ ক্ষুদ্র স্থানে আমাকে ছয় মাস কাল যাপন করিতে হইল। চায়ের অভাবে তপ্ত জল পান করিয়া পথশ্রান্তি প্রযুক্ত ধান্যের উপরে একটা সপ পাতিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া নিদ্রাদ্বারা বিশ্রামের চেষ্টা করিলাম। পরদিন প্রাতঃ-কালে আমার স্বামী আমাকে জ্ঞাত করিলেন, যে কারাগারহইতে বহির্গত করণ কালে লোকেরা তাহার প্রতি দারুণ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া-ছিল। ফলতঃ নগরাধ্যক্ষের আহ্বানে আমি বন্দিশালাহইতে বহির্গত হইবামাত্র এক জন কারারক্ষক মেং জৎসনের কুঠরীতে বেগে প্রবেশ করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুররূপে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে টানিয়া বাহির করে, পরে পাজামা ও কামিজ বিনা তাঁহার গাত্রের সমস্ত বস্ত্র ও জুতা ও টুপী খুলিয়া লয়, তৎপরে তাঁহার বেড়ী কাটিয়া তাঁহার কোমরে এক গাছ মোটা দড়ি বান্ধিয়া যে স্থানে ইতি পূর্ব্বে অন্যান্য বন্দিগণকে পাঠান গিয়াছে সেই বিচারস্থানে টানিয়া লইয়া যায়। তথায় তাহাদিগকে দুই২ জন করিয়া বান্ধিয়া লামাইন্ উনের হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি অশ্বারোহণে ও তাঁহার এক২ জন দাস দুই২ জন বন্দির গাত্রে বদ্ধ স্থূল রজ্জু ধারণ করিয়া এবং অপর দাসেরা পশ্চাতে চলিয়া বন্দিদিগকে গরুর ন্যায় তাড়া-ইয়া লইয়া চলিল। এই ঘটনা মে মাসে অর্থাৎ অতিশয় গ্রীষ্মকালে কোন দিন বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে হয়। তাৎকালিক প্রচণ্ড রৌদ্রে কেবল এক পোয়া পথ গমন করিলে তোমার ভ্রাতার পায়ে ফোস্কা পড়িল, তাহাতে এমন দুঃসহ জ্বালা হইল যে সেই যন্ত্রণাহইতে মুক্ত

হইবার মানসে তিনি ক্ষুদ্র নদী পার হওন সময়ে দুই তিন বার তাহাতে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে মহাপাপ হইবে এই ভয়ে নিবারিত হইলেন। নদী পার হইলে চারি ক্রোশ পথ থাকে। সেই সময়ে উত্তপ্ত অঙ্গার তুল্য কঙ্কর ও বালুকার উপর দিয়া গমন করত বন্দিগণের চরণের চর্ম্ম সকল উঠিয়া গেল। এরূপ দুরবস্থাতে নির্দ্দয় দাসেরা তাঁহাদিগকে লাঠি দিয়া গুঁতা মারিতে২ ঠেলিয়া লইয়া চলিল। মেং জৎসন জ্বরজন্য দৌর্ব্বল্য ও প্রাতঃকালে অনাহার প্রযুক্ত অন্যান্য বন্দিগণাপেক্ষা এতাদৃশ দারুণ ক্লেশ সহ্যকরণে অধিক অসমর্থ হইলেন। অর্দ্ধেক পথ গমন করিয়া যে সময়ে বন্দিরা জলপানার্থে এক স্থানে স্থগিত হইল, তখন তিনি এমন দুরবস্থাতে আর চলিতে না পারাতে কিছু ক্ষণের নিমিত্তে লামাইন্ উনের নিকটে তাঁহার ঘোড়া যাচ্ঞা করিলেন, তাহাতে সেনাপতি তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর রূপে ভ্রুকুটি করণ ব্যতিরেকে কোন উত্তর দিলেন না। পরে মেং জৎসন আপনার সহিত বদ্ধ মেং লের্ডকে বলবান ও অরোগী দেখিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আপনকার স্কন্ধ ধারণ করিয়া যাইতে দিউন্, কেননা আমার বল শীঘ্র২ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ সদন্তঃকরণ ব্যক্তি এক ক্রোশের নিমিত্তে সম্মত হইয়া তথাবিধরূপে চলিলেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত ভার তাঁহার অসহ্য হইল। ইতিমধ্যে মেং গৌজরের বঙ্গদেশীয় ভৃত্য তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জৎসন সাহেবের অকথ্য দুঃখ দেখিয়া আপনার পাগড়ী খুলিয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া এক ভাগ নিজ কর্ত্তাকে, অপরাংশ মেং জৎসনকে দিলে তিনি তদ্দ্বারা ঝটিতি স্বীয় বিক্ষত পদদ্বয় বন্ধন করিলেন। যেহেতু পদাতিকেরা বন্দিদিগকে মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তে গমনে বিরাম করিতে দিল না। অপর সেই পরিচারক মেং জৎসনের হস্ত আপন স্কন্ধদেশে রাখিতে দিয়া তাঁহাকে প্রায় অবশিষ্ট সমস্ত পথ বহিয়া গেল। তোমার ভ্রাতা যদি এই ব্যক্তির স্কন্ধ অবলম্বনাদি সাহায্য না পাইতেন, তবে এক গ্রীক লোকের প্রাণ যে রূপে বিয়োগ হইয়াছিল তদ্রূপ তাঁহার প্রাণ যাইত। ফলতঃ ঐ গ্রীক লোকও বন্দি হইয়াছিল, বন্দিশালাহইতে যে প্রাতঃকালে বন্দিগণকে বাহির করে, তখন তাহার সম্পুর্ন সুস্থতা ছিল, কিন্তু স্থূলকায় প্রযুক্ত প্রচণ্ড রৌদ্রে মহা

ক্লিষ্ট হওনে পথিমধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়া যায়, তাহাতে নির্দ্দয় পদাতিকেরা তাহাকে প্রহার করিতেং ও ঘেঁসড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেং শ্রান্ত হইলে পর একখান গাড়ি আনিয়া তদ্দ্বারা এক ক্রোশ পথ লইয়া গেল, কিন্তু বিচারালয়ে উপস্থিত হওনের পর দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। বন্দিদিগের এরূপ দুর্দ্দশা ও তাহাদের এক জনের ক্লেশজন্য মৃত্যু দেখিয়া লামাইন ঊন বলিলেন, যে ইহাদিগকে আর অধিক দূর লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়, ইহাতে তাহাদের গমন স্থগিত করা গেল, নতুবা সেই দিনে তাহাদিগকে ঔংপেনলা পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। অপর রাত্রি যাপনার্থে বন্দিদিগকে এক চালার নীচে রাখিল, কিন্তু না একটা সপ, না একটা বালিশ, না আচ্ছদনার্থে কোন বস্ত্র দিল। এমন সময়ে লামাইন ঊনের পত্নী কৌতুক দর্শনার্থে আসিয়া বন্দি-গণের দুর্দ্দশা দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হওয়াতে তাহাদের আহারার্থে কতক গুলা ফল ও চিনী ও তেঁতুল আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে তাহাদের নিমিত্তে অন্ন প্রস্তুত করা গেল। সেই খাদ্য উত্তম না হইলেও তাহারা তাহা সুস্বাদু বোধে বিলক্ষণরূপে ভোজন করিল, যেহেতু তৎপূর্ব্ব দিবসে তাহারা প্রায় কিছুই খাইতে পায় নাই। বন্দিদিগের কেহই চলিতে না পারাতে তাহাদিগকে গাড়ি আনিয়া দিল। এতাবৎ কাল বন্দিরা আপনাদের শেষগতি কি হইবে তাহা কিছু জানিতে পারে নাই, পরন্তু তাহারা যখন ঔংপেনলাতে উপস্থিত হইয়া কারাগারের উচ্ছিন্নাবস্থা দে-খিল, তখন আবা নগরস্থ জনশ্রুতি অনুযায়ি সকলেই অবধারণ করিল যে আমাদিগকে এস্থানে দগ্ধ করিয়া মারিবে। অতএব এই অনুমিত ভয়ঙ্কর ব্যাপারের জন্যে সকলে প্রস্তুত হইতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইহার দুই এক ঘণ্টা পরে আমি তথায় উপনীত হইলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে আমি গাত্রোত্থান করণানন্তর খাদ্য সাম-গ্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তথায় বাজার না থাকিবায় কিছুই পাইলাম না। পরন্তু ডাক্তর প্রাইসের এক বন্ধুর অমরপুরহইতে আনীত পর্য্যুষিত অন্ন ব্যঞ্জনে এবং মেং লানসাগোর প্রেরিত এক পেয়ালা চায়েতে বন্দিদিগের প্রাতঃকালীন আহার হইল, আর মেং গৌজরের পরিচারক যে লবণাক্ত মৎস্য আনিয়াছিল, তদ্দ্বারা মধ্যা-

হেব ভোজনের নিমিত্তে একটী ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলাম। আমাদের যে কিছু অর্থ ছিল, তাহা আমি বস্ত্রের মধ্যে সংগোপন করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহাতে তুমি সহজে বুঝিতে পার, যে যুদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপী হইলে কিসে আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। আমরা আমাদের অপ্রতুলের শঙ্কা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের স্বর্গস্থ পিতা আমাদের প্রতি অতি অনুকূল ছিলেন। ফলতঃ আমরা যে ছয় মাস ঔংপেনলাতে অবস্থিতি করিলাম, তৎকালে কারারক্ষকেরা অর্থ গ্রহণাভিপ্রায়ে আমাদের প্রতি বিস্তর উপদ্রব করিলেও, এবং আমাদের বারম্বার দৈন্যদশা হইলেও অর্থের অভাবে আমাদিগকে প্রকৃত দুঃখ ভোগ করিতে কখন হয় নাই; তবে যে কএকবার ভোজন পানের ব্যাঘাত হইয়াছিল, সে কেবল খাদ্যসামগ্রীর অপ্রাপ্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে আমার শরীরে রোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। পরন্তু যে সময়ে আমার স্বামী নগরস্থ কারাগৃহে বদ্ধ ছিলেন, তখন আমি নিজ বাটীতে বাস করিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম, তথায় সুখ ও স্বাস্থ্যজনক নানাবিধ দ্রব্য থাকাতে প্রত্যাশার অতিরিক্ত আমার সুস্থতা ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার কাছে সুখজনক একটী সামগ্রী নাই, ফলতঃ না একখান চৌকী, না অন্য কোন প্রকার আসন, কেবল বাঁশের মেঝিয়াতে বসিয়া থাকি। ঔংপেনলাতে আমার উপস্থিতির পরদিন প্রাতঃকালে মেরী হাসেলটাইনের বসন্ত রোগ দৃষ্ট হইল। সে যদ্যপি অল্প বয়স্ক, তথাপি তাহাহইতে আমার বিস্তর উপকার হইত, সে ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র মারিয়ার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে আমার সাহায্যকারী আর কেহ ছিল না।

মেং জংসনের জ্বর এ পর্য্যন্ত যায় নাই, এবং তাঁহার পদদ্বয় দারুণ রূপে ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে তিনি কএক দিন পর্য্যন্ত চলিতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহার শুশ্রূষা করণানন্তর যে অবকাশ পাইতাম সে সময় ঐ পীড়িতা বালিকার তত্ত্বাবধারণে ব্যয় করিতে হইত। কি করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, যেহেতু প্রতিবাসিদের নিকটহইতে কোন সহায়তা কিম্বা রোগিদের নিমিত্তে কোন ঔষধ পাইতে পারিলাম না। পরন্তু ক্ষুদ্র মারিয়াকে ক্রোড়ে করিয়া একবার কারাগারে ও একবার বাসস্থানে এরূপ সমস্ত দিন গতায়াত করিতাম। সে যখন নিদ্রিত হইত, তখন তাহাকে তাহার

পিতার পার্শ্বে রাখিয়া এক আধ ঘণ্টা বিশ্রাম পাইবামাত্র বাটীতে দৌড়িয়া গিয়া মেরীর তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত হইতাম। তাহার জ্বর বৃদ্ধি হওয়াতে সে অভিভূত ছিল, ও তাহার সর্ব্বাঙ্গে এত বসন্তে এমত ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে একটী স্থান শূন্য ছিল না। আমাদের এক ঘরে থাকা প্রযুক্ত আমি মনে করিলাম যে মারিয়ারও এ রোগ হইবে। অতএব মেরীর বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে অন্য ছেলের বীজ লইয়া তাহাকে ও সেই সময়ে এবীকে ও কারারক্ষকের সন্তানদিগকে টিকা দিলাম। তাহাতে অন্য সকলের অল্প বসন্ত নির্গত হইবাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে খেলাদি সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারিত, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র মারিয়ার টিকা না ধরিয়া শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে মেরীর বীজ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাভাবিক রূপে বসন্ত হইল, তখন সে কেবল সাড়ে তিন মাসের এবং বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট বটে, কিন্তু এই বিষম রোগহইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য পাইতে তিন মাসের অধিক কাল গেল। তোমার স্মরণ থাকিবে যে আমার কখন বসন্ত হয় নাই, পরন্তু আমেরিকাহইতে আইসনের পূর্ব্বে আমাকে ইংরাজি টিকা দিয়াছিল। এক্ষণে বসন্ত রোগির সংসর্গে দীর্ঘ কাল থাকা প্রযুক্ত আমার প্রায় এক শত বসন্ত নির্গত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার জ্বরাদি কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। অপর টিকার দ্বারা কারারক্ষকের সন্তানদের অত্যল্প বসন্ত হইবাতে আমার সুখ্যাতি গ্রামের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া গেলে যাহাদের ঐ রোগ কখন হয় নাই এমন ছোট বড় সকল ছেলেকে আমার নিকটে আনিল। তাহাতে আমি ঐ রোগের বিষয় ও তৎপ্রতীকারের উপায় কিছু না জানিলেও একটা সূচীদ্বারা সকলকে টিকা দিয়া তাহাদের অভিভাবকদিগকে বলিলাম, তোমরা ইহাদের খাদ্য বিষয়ে অতি সাবধান থাকিবা। ওদিগে মেং জৎসন ক্রমেং সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং নগরস্থ কারাগারাপেক্ষা এস্থানে কিঞ্চিৎ সুখে থাকিলেন।

প্রথমে বন্দিরা দুইং জন করিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ কারারক্ষক প্রচুর বেড়ী পাইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ং করিয়া একং বেড়ী দিয়া রাখিল। কারাগৃহ ও তাহার নূতন বেড়া প্রস্তুত হইল। এবং তৎসম্মুখে যাহাতে বায়ুর গমনাগমন বিলক্ষণ রূপে হইতে পারে, এমন একটা বৃহৎ চালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বন্দিদিগকে দিবাভাগে থাকিতে দিত। কিন্তু রাত্রিকালে তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ

কারাগৃহে বদ্ধ রাখিত। বসন্ত রোগহইতে সমস্ত বালক বালিকা সুস্থ হইল। কিন্তু দিবানিশি রোগি ও বন্দিদিগের পরিচর্য্যা করণে ও নানাবিধ দুঃখ সহনে ও অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজনে ও ক্লেশদায়ক স্থানে বাস করণে জ্বরাতিসার রোগ আমাকে ধরিল, এই রোগ বিদেশীয়দের পক্ষে সাংঘাতিক। আমার ধাতু বিগড়িয়া যাওয়াতে অল্পদিনের মধ্যে আমি এমন দুর্ব্বল হইলাম, যে কারাগারে মেং জৎসনের নিকটে চলিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি যেং কর্ম্ম করিতাম, তাহা সম্পন্ন করিতে পাচককে ভার দিয়া আমি এই রূপ দুর্ব্বল অবস্থাতে ঔষধ পথ্য ও উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য আনয়নার্থে গরুর গাড়ি করিয়া আবা নগরে প্রস্থান করিলাম। আমি বাটীতে নিরাপদে উপস্থিত হইয়া দুই তিন দিবস এক প্রকার ভাল ছিলাম, কেননা আমার রোগের বৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু তৎপরে তাহার এমন বৃদ্ধি হইল যে তাহাতে আমার বাঁচিবার কিঞ্চিন্মাত্র প্রত্যাশা রহিল না। তখন অনুক্ষণ এই ভাবিতে লাগিলাম যে আমি এখন কিরূপে ঔংপেনলাতে উপনীত হইয়া কারাগৃহের সম্মুখে মরিতে পারি। শাসনকর্ত্তার নিকটহইতে অতি কষ্টে ঔষধের বাক্স পাইলাম বটে, কিন্তু তাহা যে সেবন করায় এমন এক ব্যক্তিকে পাইলাম না। সে যে হউক, আমি আপনি লদেনমের শিশি লইয়া তাহার দুইং ফোটা করিয়া কএক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেবন করাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু দাঁড়াইবার শক্তি না থাকিলেও অতি কষ্ট শ্রেষ্ঠে একখান নৌকাতে আরোহণ করিয়া ঔংপেনলাতে যাইতে লাগিলাম। অবশিষ্ট দুই ক্রোশ পথ আমাকে গরুর গাড়ি চড়িয়া যাইতে হইল; তাহাতে যে কেমন ক্লেশ তাহা কি বলিব? বর্ষাকাল প্রযুক্ত পথে অতিশয় কর্দ্দম হওয়াতে গাড়ির চাকা ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বর্ম্মা দেশের গাড়ির চাকা বিলাতি শকটচক্রের ন্যায় নয়, তাহা তক্তা গোল করিয়া কাটা মাত্র, তন্মধ্যস্থলে যে একটা ছিদ্র থাকে, তাহাতে শকটের কীলক দেওয়া যায়। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদেশীয় শকট যে কেমন ক্লেশদায়ক, তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পার।

ঔংপেন্লাতে উপনীত হইবামাত্র আমার তাবৎ শক্তি একেবারে গেল এমন বোধ হইল। আমাকে বাটীর ভিতরে আনিবার জন্যে সেই সদন্তঃকরণ পাচক বাহিরে আইল, কিন্তু আমার কৃশতা

ও আকারের আত্যন্তিক বৈলক্ষণ্য দেখিবামাত্র তাহার চক্ষুহইতে জলধারা বহিতে লাগিল। আমি গুঁড়ি মারিয়া সেই ক্ষুদ্র কুঠরীতে গিয়া একটা সপের উপরে শুইয়া পড়িলাম, তাহাহইতে দুই মাস উঠিতে পারিলাম না, এবং যে পর্য্যন্ত ইংরাজি শিবিরে না আইলাম, তাবৎ কোন দিন ভাল থাকি নাই। আমি আপনার ও মেং জৎসনের কোন উপকার করিতে সর্ব্বতোভাবে অপারক, এমন সময়ে আমাদের বিশ্বস্ত ও স্নেহশীল বঙ্গদেশীয় পাচক আমাদের তত্ত্বাবধারণ যদি না করিত, তবে আমাদের দুই জনেরই প্রাণ বিয়োগ হইত। অন্য বাঙ্গালি বাবুর্চী হইলে রন্ধন ব্যতিরেকে আর কিছুই করিত না, কিন্তু এ ব্যক্তি আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আপনার জাতি ও ভোজন পান সমস্ত যেন বিস্মৃত হইয়াছিল। এ ব্যক্তি আহারীয় সামগ্রী আহরণ ও রন্ধন করিত, এবং আমার স্বামির নিমিত্তে খাদ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত, তৎপরে তথাহইতে ফিরিয়া আসিয়া আর বার আমার তত্ত্বাবধারণ করিত। বহু দূরহইতে কাষ্ঠ ও জল আনয়ন করিতে ও নিরূপিত সময়ে মেং জৎসনের নিমিত্তে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে বিলম্ব প্রযুক্ত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এ ব্যক্তি আহার করিতে পাইত না, ইহা আমি অনেক বার দেখিয়াছি। এরূপ দুঃখ পাইলেও এ ভৃত্য কদাচ বৈরক্তি প্রকাশ করিত না, এবং বেতনও চাহিত না, আর কোন স্থানে যাইতে অথবা প্রয়োজনীয় কোন কঠিন কর্ম্ম করিতে হইলেও এক নিমিষের নিমিত্তে আপত্তি করিত না। এমন বিশ্বস্ত উত্তম দাসের সচ্চরিত্রের প্রশংসা করণে আমার অতিশয় আনন্দ জন্মে। এ ব্যক্তি অদ্যাপি আমাদের নিকটে আছে, এবং অনুমান করি, এ উত্তম ভৃত্য আপন সৎকর্ম্মের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

পীড়াপ্রযুক্ত আমার স্তন্য শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে ও গ্রামে কোন ধাত্রী বা বিন্দুমাত্র দুগ্ধ না পাওয়াতে এই সময়ে বাছা মারিয়ার মহাক্লেশ হইয়াছিল। কারারক্ষককে ভেট দেওয়াতে কারাগারহইতে মেং জৎসনের বহিরাগমনের অনুমতি পাইলে তিনি ঐ ক্ষীণ বালিকাকে কোলে করিয়া গ্রামস্থ স্তনদাত্রী মাতৃগণের নিকটে কিঞ্চিৎ২ স্তন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু রাত্রিকালে তদভাবে মারিয়া এতাদৃশ উৎকট ক্রন্দন করিত যে তাহা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তখন মনে হইত যে আয়বের দুঃখ আমাদের উপর

আসিয়াছে। স্বাস্থ্যাবস্থাতে নানাবিধ পরীক্ষা ও দুঃখ সহ্য করিতে পারিতাম; কিন্তু রোগহেতু বদ্ধ থাকাতে আমার প্রিয়তমদের দুঃখের সময়ে উপকার করিতে অসমর্থ হওন প্রযুক্ত আমার মনে যে দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহা সহ্য করা আমার ভার হইল। পরন্তু ধর্ম্মজাত সান্ত্বনা যদি আমার না থাকিত, ও যতোধিক ঘটে তাহা প্রেম ও দয়ার সাগর পরমেশ্বরহইতে হয়, এই বোধ যদি আমার না হইত, তবে আমি দুঃখরূপ মহার্ণবে নিতান্ত নিমগ্ন হইতাম। আমাদের ক্লেশ দেখিয়া কারারক্ষকেরা কখনং কিঞ্চিং করুণার্দ্র হইয়া থাকিবে, কেননা তাহারা মেং জংসনকে কএক দিন পর্য্যন্ত বাটীতে আসিতে দিয়াছিল, তাহা আমার পক্ষে অকথ্য সান্ত্বনার বিষয় হয়। আর বার তাহারা আমাদিগকে ভাগ্যবন্ত বুঝিয়া লৌহবৎ কঠিনান্তঃকরণ হইয়া অতি নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে দুঃখ দিয়া নানা দ্রব্য চাহিত, ফলতঃ যাবৎ আমরা ঔংপেন্‌লাতে অবস্থিতি করিলাম, তাবৎ তাহারা আমাদের প্রতি যেং উপদ্রব করিল তাহা অসংখ্য ও অকথ্য।

মর্ম্মোণ বাইবেলের বৃত্তান্ত।

বিংশতি বৎসরের অধিক হইল মর্ম্মোণ বাইবেল নামক পুস্তক আমেরিকা দেশে মুদ্রাঙ্কিত হয়। তৎকালাবধি যাহারা ঐ পুস্তকের মতানুযায়ী হইয়াছে, তাহারা "মর্ম্মোণাইট" নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। মর্ম্মোণাইট ধর্ম্মাবলম্বিদের ক্রমেং বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান কালে তাহাদের অনেক লোক বিলাত দেশে ও অন্যান্য দেশে আপনাদের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবর্ত্ত আছে। তাহাদের দুই জন প্রচারক হিন্দুস্থান দেশে আসিয়াছে; এক ব্যক্তি বোম্বাই নগরে, অন্য ব্যক্তি আমাদের কলিকাতা নগরে লোকদের মন্দ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা শুনিলাম, খ্রীষ্টনামধারি এই দেশীয় কতক লোক ধর্ম্মপুস্তকের কথা ত্যাগ করত সেই মতাবলম্বী হইয়াছে। অতএব মর্ম্মোণ বাইবেল নামক পুস্তকের মূল ইতিহাস কি, এবং মর্ম্মোণাইট লোকদের বিবরণ বা কি প্রকার, ইহা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর লোকদের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে আমরা উক্ত দুই বিষয়ের অল্প ব্যাখ্যা করিতে স্থির করিয়াছি।

মর্ম্মোণাইট ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা যূষফ স্মিথ্। তাঁহার জন্মস্থান আমেরিকা দেশ। তাঁহার পিতা মাতা অতি দরিদ্র ও মূর্খ হওয়াতে রাত্রিকালে নানা স্থানে ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া যে স্বর্ণ বা রূপা প্রাপ্ত হইত, তদ্দ্বারা আপনাদিগকে ও আপন পরিবারকে প্রতিপালন করিত, অতএব তাহারা কোন এক স্থানে বিস্তর কাল পর্য্যন্ত থাকিত না। সুতরাং যূষফ স্মিথ্ আপন পিতা মাতার ন্যায় মূর্খ হইয়া তাহাদের সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। এই রূপে তাঁহার ১৬ বা ১৭ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মনে পরকালের বিষয় ভারি চিন্তা হইতে লাগিল, তাহাতে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে যে নানা মতাবলম্বি লোক আছে, সেই সকলের নিকটে গিয়া ধর্ম্মের বিষয় শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। এমত সময়ে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদের কোন এক মত সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ী নহে, ইহা অনুমান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এই বিষয় চিন্তা করিতে২ তিনি ঈশ্বরের নিকটহইতে প্রকৃত শিক্ষা প্রার্থনা করিতে স্থির করিলেন। পরন্তু কোন এক দিবসে বনে গিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে২ তিনি হঠাৎ দেখিলেন, কোন অতি তেজোময় দীপ্তি ক্রমে২ অগ্রসর হইয়া শেষে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিল। সে দীপ্তির মধ্যহইতে ঈশ্বর পিতা ও ঈশ্বর পুত্র মনুষ্যের আকারে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বপাপ ক্ষমা করিয়া অদৃশ্য হইলেন। কতক কাল পরে এক জন স্বর্গীয় দূত যূষফের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যথা, "তুমি পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছ, অতএব যেন পৃথিবীর লোক সকল ঈশ্বরের নিকটে পুনরাগমন করে, এই অভিপ্রায়ে তিনি তোমাদ্বারা নূতন এক ধর্ম্মপুস্তক তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিতে স্থির করিয়াছেন। অমুক ক্ষেত্রের অমুক স্থানে গর্ত্ত করিলে তুমি সে পুস্তক প্রাপ্ত হইবা। তাহা বর্ত্তমান ভাষাতে লিখিত নয় বটে, অতএব তোমাকে তাহা তর্জমা করিয়া স্বদেশীয় লোকদের নিকটে তদ্বিষয় সংবাদ প্রকাশ করিতে হইবে।" যূষফ স্মিথ্ দূতের শিক্ষানুসারে উক্ত স্থানে গিয়া কতক স্বর্ণপত্রের উপর লিখিত ঈশ্বরদত্ত নূতন পুস্তকের সর্ব্ব কথা দেখিলেন। অতএব সেই সকল পত্র বাটীতে আনয়ন করত তল্লিখিত কথা ইংরাজি ভাষাতে তর্জমা করিতে লাগিলেন। সে স্বর্ণনির্ম্মিত বাইবেল মর্ম্মোণ নামক এক জন প্রাচীন কালের যোদ্ধাদ্বারা লিখিত হইয়াছিল।

যূষফ স্মিথের বিষয়ে ও মর্ম্মোণ বাইবেলের বিষয়ে এই যে সকল কথা লিখিয়াছি, তাহা সকলি যূষফ স্মিথ্ই কহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যথার্থ ইহার কোন প্রমাণ নাই, বরং তাহা মিথ্যা গল্পমাত্র। হইতে পারে কোনং পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, "মর্ম্মোণ বাইবেল" নামে বিশেষ এক পুস্তক আছে, ইহা স্থির বটে, অতএব তদ্বিষয়ক যে ইতিহাস যূষফ স্মিথ করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে সে পুস্তক কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্য জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা জানিবার উপায় আছে।

আমেরিকা দেশস্থ নিউ সেলম নামক নগরে অনেক পুরাতন প্রাচীর ও গড় বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দৃশ্য হয়; বোধ হয় তাহা সকলি অতি প্রাচীন জাতীয় লোকদ্বারা নির্ম্মিত। সে গড়ের মধ্যে ভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদিও পাওয়া যায়। সুতরাং সে লোকদের বৃত্তান্ত কেহ কহিতে পারে না। পরন্তু সলোমন স্পল্ডিং নামক এক জন পাদরি সাহেব সেই নগরে নিবাস করিয়া এতদ্বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার বিস্তর অবকাশ থাকাতে তিনি সে প্রাচীন লোকদের বিবরণ নামে এক গল্পের পুস্তক লিখিতে স্থির করিলেন। কিন্তু পুরাতন লোকদের ইতিহাস পুরাতন লিখনের রীত্যনুসারে লিখিতে হয়, ইহা ভাবিয়া ইংরাজি ধর্ম্মপুস্তক যে রূপ পুরাতন ভাষাতে লিখিত হইয়াছে, তন্মতে তিনি পুস্তক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহা ক্রমেং প্রতিবাসিদের নিকটে পাঠ করিতেন, তাহাতে তাহারা সেই উপন্যাস পুস্তকের সর্ব্ব কথা জ্ঞাত হইল। সে পুস্তকের রচনা সমাপ্ত হইলে পর পাদরি স্পলডিং সাহেব তাহা নিকটবর্ত্তি নগরস্থ পাত্তর্সন সাহেব নামে এক জন ছাপাকরের নিকটে লইয়া গেলেন। পাত্তর্সন সাহেব পুস্তক পাঠ করত অতি সন্তুস্ট হইয়া তাহা ছাপাইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু স্পল্ডিং সাহেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। সে পুস্তক যৎকালে পাত্তর্সন সাহেবের কাছে ছিল, তৎকালে সিড্নি রিগ্ডন্ নামক যন্ত্রালয়ের এক জন কর্ম্মকারক তাহা পাঠ করিয়া প্রতিলিপি করিল। এই ব্যক্তি সেই প্রতিলিপি যূষফ স্মিথের কাছে লইয়া গেল। যূষফ স্মিথ্ পুস্তকের রচনা ইংরাজি ধর্ম্মপুস্তকের রচনার সমতুল্য দেখিয়া, তাহা আপনার নামে ছাপা করিয়া নূতন ধর্ম্মপুস্তকভাবে মূর্খ লোকদের

নিকটে প্রকাশ করিতে স্থির করিলেন। অতএব সে পুস্তকের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কএক কথা লিখিয়া তাহাতে আপনা-কেই ঈশ্বরপ্রেরিত এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া ঈশ্বর সে পুস্তকের সর্ব্বকথা তাহারই নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহা লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সিড্নি রিগ্ডন্ এ সকল বিষয়েতে যূষফ স্মিথের প্রধান সহকারী ছিলেন।

অল্প কাল পরে যূষফ স্মিথের কএক জন অনুগামী হইলে কোন এক মর্ম্মোণাইট প্রচারক, যে নিউ সেলম্ নগরে স্পলডিং সাহেব মর্ম্মোণ বাইবেল লিখিয়াছিলেন, সে নগরে গিয়া লোকদের নিকটে সে বাইবেলের অনেক স্থান পাঠ করিয়া ঈশ্বর সে পুস্তকের সর্ব্ব-কথা যূষফ স্মিথের নিকটে জ্ঞাপন করাইয়াছেন, ইহা বলিতে লা-গিল। কিন্তু স্পলডিং সাহেবের যে পুর্ব্বকালীন প্রতিবাসিগণ ঐ পুস্তকের পাঠ শুনিয়াছিল, তাহারা স্বচ্ছন্দে জানিতে পাইল, যূষফ স্মিথ্ অতি মিথ্যাবাদী হইয়া অজ্ঞান লোকদের প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা এই ক্ষণে মর্ম্মোণ বাইবেলের বৃত্তান্ত সহজমতে লিখিয়াছি। হে পাঠক মহাশয়, যে পুস্তক গল্পমাত্র, তাহা ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে না; অধিকন্তু যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও নানা পাপদ্বারা লোক-দিগকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত ভবি-ষ্যদ্বক্তা হইতে পারে না।

ধর্ম্মোপদেশের সার।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তেজস্বি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করা তোমাদের হয় না। যাকূব ২; ১।

আমাদের অতি পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রতিপালনের নানা প্রতিবন্ধক ইহজগতে দৃশ্য হয়, বিশেষতঃ আমাদের আত্মব্যবহারদ্বারাও অনেকবার তাহাতে ব্যাঘাত জন্মে; অতএব ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে ধর্ম্মপুস্তকের বাক্যরূপ অস্ত্রে সে বাধা সকল উচ্ছেদ করা আবশ্যক। এই স্থলে যাকূব মুখাপেক্ষার বিষয় উক্তি করিয়া কহেন, যথা, "মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করাতে তেজস্বি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম পালন

হয় না।" কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় অনেক লোক মনোযোগ করে না, আর তৎপ্রযুক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের অনেক ক্ষতি জন্মিতেছে, এতন্নিমিত্তে আইস, অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করত ঐ বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞাত হইতে যত্ন করি। ফলতঃ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কি? এবং মুখা-পেক্ষায় তাহা পালন করা হয় না কেন? তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করি। তন্মধ্যে তেজস্বি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কি? তাহা প্রথমতঃ বলিব, কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে ব্যাখ্যা করা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন প্রযুক্ত মুখাপেক্ষার বিরুদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল যে কএক সূত্র তাহাই সংক্ষেপে কহিব।

প্রথম ভাগ। খ্রীস্টের ধর্ম্ম কি?

১। *খ্রীষ্টধর্ম্মের সার খ্রীস্টের মরণে প্রকাশিত ঈশ্বরীয় প্রেম ও* তদ্দ্বারা পাপি মনুষ্যদের পরিত্রাণপ্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, এবং যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত তাহাদেরও পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য। ইহজগতের মধ্যে ধনী বা নির্ধন, বিদ্বান বা অবিদ্বান, কুলীন বা অকুলীন, তাবৎকেই, বিশেষতঃ যাহারা যীশু খ্রীষ্টেতে আশ্রিত ও এক পরিত্রাণের সহভাগী হইয়াছে, এমত পবিত্র লোকদিগকে সর্ব্বদা ও সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বমতে আত্মতুল্য প্রেম করা অত্যা-বশ্যক। এ বিষয়ে আমি অধিক লিখিতে চাহি না, কারণ প্রেম ও তাহার ফল যে কি, ইহা পূর্ব্বে বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছি। তবে এক্ষণে উক্ত বিষয়ের একটি প্রমাণ দিব। পৌল কহেন, "সর্ব্ব প্রকার নম্রতা ও ধৈর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রণয়েতে পরস্পর সহিষ্ণু হইয়া প্রেমরূপ বন্ধনদ্বারা আত্মার ঐক্য রক্ষার্থে যত্নবান হও। আর তোমরা সকলে এক আহ্বানে আহূত হইয়া একপ্রত্যাশী হইয়াছ, অতএব তোমাদের সকলের এক শরীর, এক আত্মা, এক প্রভু, এক বিশ্বাস, ও এক অবগাহন" ইত্যাদি। ইফ্ ৪; ২-৬।

২। পরোপকার অর্থাৎ শত্রু মিত্র, জ্ঞাত অজ্ঞাত, আত্ম্য পর তাবল্লোকের ঐহিক পারত্রিক তাবদ্বিষয়ে তাবৎ প্রকারে উপকার করা খ্রীষ্টমতের আর এক প্রধান ধর্ম্ম। ইহারও কয়েকটি উদা-হরণ দি। "যদি খ্রীষ্টদ্বারা কোন সান্ত্বনা ও আনন্দজনক প্রেম ও স্নেহ ও দয়া থাকে, তবে তোমরা একচিত্ত ও এক প্রেমের প্রেমী, ও একচেষ্ট, ও একপরামর্শ হইয়া আমার আনন্দ সম্পূর্ণ কর। এবং তোমরা প্রত্যেক জন কেবল আত্মবিষয়ে নহে, কিন্তু পর-

বিষয়েও মনোযোগ কর।" ফিলি ২; ৩। রো ১২; ১০। ১ পি ৩; ৮।

৩। দয়া, অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি হউক, তাহার সাংসারিক দীনতা বা মনস্তাপ বা রোগ বা শোক হইলে, কিম্বা অজ্ঞানতা বা অবিবেচনা প্রযুক্ত কায়িক বা মানসিক বা আত্মিক দুঃখ হইলে অথবা দুঃখের সম্ভাবনা থাকিলে, এমন সকল লোকের, যে কোন প্রকারে হউক, যথা সাধ্যে হিত চেষ্টা করতঃ তত্তদ্দুঃখ দূর করা খ্রীষ্টীয়ানদের কর্ত্তব্য আর এক কর্ম্ম।

৪। ক্ষমা। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে দোষী হইয়া তদ্দোষজন্য খেদ ও বিলাপ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার দোষ মার্জ্জনা করত তাহাকে পূর্ব্ববৎ পুনশ্চ গ্রাহ্য করা খ্রীষ্টধর্ম্মের নীতি। "তোমরা সহ্য করিয়া পরস্পর অপরাধ ক্ষমা কর; তোমাদের কাহারও সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, খ্রীষ্ট যেমন ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তদ্রূপ কর।" কল ৩; ১৩।

৫। সত্যতা। অর্থাৎ সুখ, স্বাস্থ্য, ধন প্রাণ ও মান নাশ, বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, বন্ধু বিচ্ছেদ ইত্যাদি হইলেও বা তদাশঙ্কা থাকিলেও কদাচ সত্য বই মিথ্যাতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। ইফ ৪; ১৬, ২১। ঐ ৬, ১৪।

৬। অনুযোগ। জীবন, যশ, বা অর্থনাশাদি হওনের আশঙ্কা স্থানেও অন্যায় দেখিলে অনুযোগ করা খ্রীষ্টধর্ম্মের এক প্রিয়কর কর্ম্ম। ইফিষ ৫; ১১।

দ্বিতীয় ভাগ। মুখাপেক্ষা করাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম পালন হয় না কেন?

১। ঈশ্বর তাহা দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বরের নিষিদ্ধ যে কোন কর্ম্ম করা তাহাই পাপ। "তুমি বিচারে অন্যায় করিও না, ও দরিদ্রদের মুখাপেক্ষা করিও না, ও ধনবানের সম্ভ্রম করিও না।" লেঃ ১৯, ১৫।

"তুমি দুষ্ট কর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না, এবং অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না। দরিদ্রদের নিমিত্তেও বিচারে পক্ষপাত করিও না।" যা ২৩; ২।

২। পূর্ব্বোক্ত মুখাপেক্ষার বিরুদ্ধ যে কএকটি সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা না হইলে কেমন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম পালন হইতে পারে? এক্ষণে সেই সকল একটি২ করিয়া বিচার করিলে বাহুল্য

হইবে, ও যাহা এক বার উক্ত হইয়াছে, তাহা পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন, তজ্জন্য আর বৃদ্ধি করিব না।

সম্প্রতি হে প্রিয় পাঠকগণ, মুখাপেক্ষা কেমন মন্দ ও তাহাতে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয় কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা কর, তাহাতে মুখাপেক্ষা করা যে অতি মন্দ, তাহা বুঝিতে পারিবা। আর এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে নিষেধ থাকন প্রযুক্ত তাহা যে অতি মন্দ, ইহা প্রায় তাবতেই স্বীকার করে; তথাচ এ পর্য্যন্ত প্রায় অনেকের মধ্যে ঐ দোষ দৃশ্য হয়, এবং তৎপ্রযুক্ত কি না মন্দ হইতেছে। হে প্রিয় পাঠক, যাকূব ঐ বিষয় প্রমাণার্থে যাহা লেখেন, তাহা কি বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায় না? আমরা কি ধনী ও দরিদ্র, বিদ্বান ও অবিদ্বান, কুলীন ও অকুলীন বিচার করি না? এবং কাহাকে প্রেম ও কাহাকে অপ্রেম, কাহাকে গ্রাহ্য ও কাহাকে অগ্রাহ্য, ও কাহাকে আদর ও কাহাকে অনাদর ইত্যাদি করি না? তবে ইহাতে কি প্রকারে আমরা এমন পবিত্র নির্ম্মল ধর্ম্ম পালন করিতে পারিব? আমি এ প্রস্তাবে অতি খেদ পূর্ব্বক এক ঘটনা পাঠকগণের বিদিতার্থে বিশেষতঃ চেতনার্থে লিখি। শ্রুত হইলাম অস্মদ্দেশস্থ দক্ষিণবাসি জনেক দরিদ্রা খ্রীষ্টীয়ানী কোন কার্য্য বশতঃ কোন ধর্ম্মোপদেশকের গৃহে সমাগত হইয়া, তাঁহার পরিজনের সহিত অনেক ক্ষণ কথোপকথন হওয়াতে, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া ঐ বৃদ্ধা ক্লান্তা হইয়া তত্রস্থ কোন কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িলেন। তাহাতে উক্ত ধর্ম্মোপদেশক তদ্দৃষ্টি-মাত্রেই সক্রোধ নয়নে বিকৃত বদনে তদুপলক্ষে প্রথমতঃ স্বীয় পরি-জনকেই নানা তিরস্কার করিতে লাগিলেন; তাহাতে ঐ বৃদ্ধা যদিও বাক্য বুঝিতে না পারিল, তথাচ আকার ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে পলায়ন পুরঃসর জনেক খ্রীষ্টীয়ানের গৃহে আসিয়া কহিলেন, মহাশয়, আমি অজ্ঞাতা, সাহেবের বাটীতে কখন আসি নাই, কেবল আপনকার বাটীতে কএক বার আ-সিয়া আপনকার দত্ত চৌকিতে বসিয়া আপনকার মুখে প্রেমালাপ শুনিয়াছি, এই নিমিত্তে ধর্ম্মোপদেশকের বাটীতে গিয়া তদাশয়ে তন্মত চৌকিতে বসাতে এই ২ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমার অজ্ঞানতা যে না বলিয়া বসিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রেম, দয়া, ও ক্ষমা কোথায়? ইত্যাদি মত ঐ বৃদ্ধার খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া

উক্ত খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে যথোচিত সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলেন। এই ঘটনা কি যাকুবোক্ত কথার মত নহে, যথা, "তোমাদের সভাতে যদি স্বর্ণ অঙ্গুরীয়যুক্ত শুভ্র বস্ত্রান্বিত কোন লোক, ও মলিন বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্র আইসে, এবং তোমরা সেই শুক্ল বস্ত্রান্বিত লোককে অগ্রে অভ্যর্থনা করিয়া অন্য ব্যক্তিকে বল, তুমি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাক, কিম্বা ঐ পাদপীঠে বৈস, ইহাতে তোমরা কি মনে২ পক্ষপাতী হও না?" হে পাঠকেরা, দেখ, উক্ত ধর্ম্মোপদেশক যদি কিছু ধৈর্য্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে প্রেম পূর্ব্বক ঐ বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিত, তবে কেমন উত্তম হইত? সে যাহা হউক, মধ্যে২ এরূপ নানা ঘটনা দেখা যায়, কিন্তু সে সকল দেখিয়া আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, কেননা যদ্যপি আমাদের ব্যবহার দোষে আমাদের ধর্ম্ম এমন কলঙ্কযুক্ত হয়, তবে সে কেমন খেদের বিষয়? অতএব আমি বারম্বার উপরোধ ও প্রার্থনাও করি, প্রভু করুন, সকলের মনহইতে অহঙ্কারাদি তাবদ্দোষ অচিরাৎ দূর হইয়া খ্রীষ্টীয় প্রেম, নম্রতা, সত্যতা, ক্ষমা, সভ্যতা, ভদ্রতা, সহিষ্ণুতাদি তাবৎ উত্তম গুণ নিত্য২ লোকদের মনে উদয়কালীন অরুণবৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যেন তদ্দ্বারা লোকেরা খ্রীষ্টীয়ানদের ব্যবহার ও তদ্ধর্ম্মের প্রশংসাজনক বাক্য মুক্তকণ্ঠে কহিতে সুযোগ পায়।

শ্রীলাজারস্ মাধবচন্দ্র দাস।

[আমাদের বন্ধুর লিখিত এই ধর্ম্মোপদেশের সার মনোযোগের যোগ্য বটে, তথাপি তাহার মধ্যে কএকটী কথার বিষয়ে হঠাৎ পাঠকের ভ্রম জন্মিতে পারে, এই হেতুক উপদেশকের সম্পাদক সকলের বিবেচনার যোগ্য দুই এক কথা লিখিতে বিহিত বুঝিলেন।

(১) মণ্ডলীর লোকেরা যখন কোন দোষি ভ্রাতার বিচার করণার্থে একত্র হয়, তখন কাহারো মুখাপেক্ষা করা তাহাদের অনুচিত।

(২) ঈশ্বরের সাক্ষাতে সকল মনুষ্য সমান, অতএব তাঁহার আরাধনা যে সভাতে হয়, সেই সভাতে কাহারো মুখাপেক্ষা করা অতি ঘৃণার্হ কর্ম্ম।

(৩) মণ্ডলীর ভ্রাতৃগণের প্রতি কর্ত্তব্য যে আচরণ, এবং সাংসারিক লোকদের প্রতি কর্ত্তব্য যে আচরণ, তাহার মধ্যে অনেক বিশেষ আছে।

(৪) এই সংসারের মধ্যে ঈশ্বর রাজা ও প্রজা এবং ধনী ও দরিদ্র ইত্যাদি মনুষ্যদের মধ্যে বিশেষ করিয়াছেন। আর যাহাকে তিনি সমাদর দিয়াছেন, তাহাকে উপযুক্তরূপে সমাদর করা উচিত। ইহার এক উদাহরণ লিখিতেছি, বিংশতি বৎসরের অধিক হইল, এতদ্দেশীয় কোন

ধর্ম্মপ্রচারক বিলাতি ধর্ম্মোপদেশকের বাটীতে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ বড় সাহেবের এক জন মন্ত্রী ঐ বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেই বিলাতি ধর্ম্মোপদেশকের হস্ত ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ঐ এতদ্দেশীয় প্রচারক উঠিয়া সেই রাজমন্ত্রির অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিতে গেলেন। রাজমন্ত্রী তাহাতে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেও দক্ষিণ হস্ত দিলেন। বোধ হয়, উক্ত প্রচারকের এমত কর্ম্ম তাহার আত্যন্তিক অহঙ্কারের প্রমাণরূপে গণিত হইবে, ইহা সেই ভ্রাতা জ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু তিনি যদি সেই সময়ে রাজমন্ত্রির সমাদর করিতেন, তবে তাঁহার অহঙ্কার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিত না। সেই প্রচারক ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে মরিয়াছেন।]

নিনিবী নগরের বিবরণ।

নোহের প্রপৌত্র হামের পৌত্র কূশের পুত্র যে নিম্রোদ 'পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে লাগিল, ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইল,' (আদিপুস্তক ১০; ৯) সে কিম্বা তাহার পুত্র অশূরীয় রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা হইয়া তাহার নিনিবী নামক প্রধান নগর পত্তন করিয়াছিল এমন বোধ হয়। তদবধি অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ খ্রীস্টের জন্মের পূর্ব্বে ৭৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত নিম্রোদের বংশ নিনিবীতে রাজত্ব করিল, এমত জনরব আছে, কিন্তু সেই রাজশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ রাজার নামমাত্র জানা যায়। শেষ রাজার নাম সার্দ্দনাপাল। দুই জন বিরোধি দেশাধ্যক্ষদ্বারা তাহার হত্যা হইলে পর অশূরীয় রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইল, তন্মধ্যে মাদিয়া রাজ্য এক ভাগ, ও বাবিলীয় রাজ্য দ্বিতীয় ভাগ, ও নব অশূরীয় কিম্বা নিনিবীয় রাজ্য তৃতীয় ভাগ। তাৎকালিক নব অশূরীয় রাজবংশের মধ্যে পূল ও তিগ্লৎপিলেষর ও শলনেষর ও সনহেরীব ও এষরহদ্দোন, এই কএক জনের নাম ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। এই নূতন রাজবংশীয় নৃপতিবর্গ ইস্রায়েল লোকদের সহিত পুনঃ২ যুদ্ধ করিতেন, এবং তাঁহাদের অধিকার সময়ে প্রথমে যূনস্ ঈশ্বরকর্তৃক নিনিবীতে প্রেরিত হইয়া সেই মহানগরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের মহাক্রোধ সূচক কথা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তৎকালে তন্নিবাসিদের অনুতাপ প্রযুক্ত ঈশ্বর নগরের প্রতি দীর্ঘ

সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেন। পরে নহূম নামক ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের আজ্ঞাতে তাহার বিপরীতে পুনরায় আপত্তিসূচক ভবিষ্যদ্বাক্য প্রকাশ করিল, যথা, "তাহার (অর্থাৎ শত্রুর) বীরগণের ঢাল রক্তবর্ণ, ও পরাক্রমি লোকদের বস্ত্র লোহিতবর্ণ হইবে, ও তাহার আয়োজন দিনে রথ সকল অস্ত্রেতে উজ্জ্বল ও বড়শা চালিত হইবে। রথ সকল পথে গমনাগমন করিবে, ও চকে পরস্পর আঘাত করিবে, ও দীপের ন্যায় দেখাইবে, ও বিদ্যুতের ন্যায় ধাবমান হইবে। রাজা আপন বীরদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা গমনে স্খলিত হইবে; তাহাতে প্রাচীরের নিকটে দৌড়াদৌড়ি হইবে, ও অবরোধ যন্ত্র স্থাপম করা যাইবে, এবং নদীদ্বার মুক্ত হইবে, ও রাজধানী বিনষ্ট হইবে। এবং নিনিবী বিবস্ত্রা হইয়া অন্য দেশে নীতা হইবে, ও তাহার দাসীগণ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া কপোতের ন্যায় শব্দ করিবে, ইহা নিরূপিত আছে। নিনিবী পূর্ব্বাবধি সজল পুষ্করিণীর ন্যায় পূর্ণ আছে, তথাপি লোকেরা পলায়ন করিবে, এবং থাক২ ইহা কহিলেও কেহ পশ্চাৎ দেখিবে না। তোমরা রূপ্য লুট কর, ও স্বর্ণ লুট কর; কেননা তাহার অশেষ ধন ও নানা প্রকার উত্তম পাত্রের বাহুল্য আছে। সে শূন্য ও দীনহীন ও শুষ্ক হইবে, ও লোকদের হৃদয় গলিয়া যাইবে, ও জানু কম্পবান হইবে, ও সকলের কটিদেশে বেদনা হইবে, ও তাবতের মুখ কালিমাযুক্ত হইবে।" (নহূম ২; ৩-১০) ভবিষ্যদ্বক্তার এই কথানুসারে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৬০৬ বৎসরে বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর রাজা নিনিবী নগর অবরোধ পূর্ব্বক পরাজয় করিয়া বিনষ্ট করিলেন। তদবধি সেই স্থানে মনুষ্যের অভাব প্রযুক্ত পূর্ব্বকালীয় অট্টালিকা ও গৃহ সকল কাঁতড়ার ঢিবী হইয়া মৃত্তিকাতে এমত আচ্ছন্ন হইল যে দুই শত বৎসরান্তে যখন জিনফন নামক এক জন বিদ্বান গ্রীক লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন বৃহদাকার মৃত্তিকা ঢিবী ব্যতিরেকে ঐ মহানগরের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। পরে তাহা মৃগয়ার স্থান ও শস্যক্ষেত্র হইয়া গেল, এই জন্যে প্রায় দুই সহস্র বৎসরাবধি তাহার ঠিকানা নিশ্চয় করিতে পারা গেল না। সেই দেশীয় লোকেরা অসভ্য এবং দস্যুক্রিয়াতে আসক্ত; তথাপি কখন২ দেশভ্রমণকারি ইংরাজ লোকেরা ঐ স্থানের নিকটে যাইতেন, কিন্তু তাঁহারা নিনিবী নগরের স্থান নিশ্চয় করিতে অপারক

ছিলেন। অবশেষে ১৮৪২ শালে সেই স্থান নিশ্চিত হইলে প্রথমে বত্তা নামক এক জন ফরাসি সাহেব, পরে লায়ার্ড নামক এক জন ইংরাজ সাহেব তথায় ভূমি খনন করিতে লাগিলেন, তাহাতে ১৮৪৫ শালাবধি ঐ অতি পুরাতন নগরের স্থানে দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি ও রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি নানা শিল্পকর্ম্ম ও প্রস্তরে কিম্বা ভিত্তিতে লিখিত ছবি ও রাজপত্র ও ইতিহাস এবং নানা প্রকার পাত্র লব্ধ হইয়া ইউরোপে, বিশেষত লণ্ডন নগরে নীত হইয়াছে। এবং বোধ হয় ইহার পরে সেই স্থানে আরও বিস্তর শিল্পকর্ম্ম পাওয়া যাইবে।

যূনস ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে (৩; ৩) ইহা লিখিত আছে, ঐ নিনবী অলৌকিক মহানগর, তিন দিনের পথ দীর্ঘ ছিল। সেই গ্রন্থে আমরা এই কথাও পাঠ করি, যে নিনিবী মহানগরে দক্ষিণ ও বাম হস্তের ভেদ করিতে অসমর্থ এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক শিশু ও অনেক পশু ছিল। দেবপূজক ইতিহাসলেখকেরা কহিয়াছেন, যে তাহার প্রাচীর ছেষষ্টি হস্ত উচ্চ, এবং প্রাচীরের পৃষ্ঠ এমত প্রশস্ত রাজপথস্বরূপ, যে তিনটা যুদ্ধীয় রথ এক সঙ্গে তাহাতে গমনাগমন করিতে পারে। প্রাচীরের ভিন্ন ২ স্থানে দেড় সহস্র উচ্চগৃহ নির্ম্মিত ছিল, সে সকল এক শত ত্রিশ হস্ত উচ্চ।

ভূমি খননদ্বারা অতি পুরাতন অট্টালিকার যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে, তাহাহইতে এমন অনুমান জন্মে যে ঐ মহানগরের চারি কোণে ভিন্ন ২ সময়ে চারি বৃহৎ রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কেননা চারি স্থানে চারি ক্ষুদ্র গিরি আছে, তাহার পৃষ্ঠে শস্য-ক্ষেত্রের মধ্যে চারি গ্রাম আছে, সেই গ্রামের নাম নিম্রোদ ও কৌয়ুঞ্জিক ও খরসাবাদ ও কারাম্লেস। এই চারি স্থানে পূর্ব্বোক্ত সাহেবদের আদেশানুসারে ভূমি খনন করিলে অতি বৃহৎ রাজ-পুরীর অনেক চিহ্ন ও অন্তরাগার পাওয়া গিয়াছে। অতএব এই চারি রাজপুরী যদি পুরাতন নগরের কোণস্থিত বলিতে হয়, তবে সেই যে নগর হিদ্দেকল (অর্থাৎ তিগ্রিস) নদীর পূর্ব্বতীরে স্থিত ছিল, তাহা চতুষ্কোণ, এবং আঠার ক্রোশ দীর্ঘ ও বারো ক্রোশ প্রস্থ ছিল। এমত বিস্তারিত নগরের মধ্যে মাঠ ও ক্ষেত্র ও উদ্যান ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

ঐ পুরাতন রাজপুরীর অধিকাংশ ইষ্টকে নির্ম্মিত, কিন্তু ভিত্তির

গাত্রে শ্বেত প্রস্তরের পত্র বদ্ধ আছে, তাহাতেই নানা প্রকার ছবি ও রাজপত্র প্রভৃতি লিখিত আছে, এবং অনেক প্রস্তরের গাত্রে মৃগয়ার ও যুদ্ধের ছবি খনিত আছে। অট্টালিকার প্রবেশস্থানে দ্বারের দুই পার্শ্বে হস্তির ন্যায় বৃহদাকার পশুর প্রতিমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। এক স্থানে দুই বৃহৎ ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে, প্রত্যেকের পরিমাণ হস্তির ন্যায়, কিন্তু সেই ষাঁড় মহাপক্ষবিশিষ্ট, এবং তাহার মস্তক মনুষ্যমস্তকের সদৃশ। অন্যং পশুর অর্দ্ধেক সিংহসদৃশ, এবং অর্দ্ধেক চিলের সদৃশ। অন্যং স্থানে পক্ষবিশিষ্ট অশ্ব দেখা যায়।

ঐ দেশে কড়িকাষ্ঠের অভাব প্রযুক্ত কুঠরীর ছাত অতি কুৎসিত, এবং বোধ হয়, বাতায়ন দিয়া বৃষ্টির জল প্রবেশ করিত। ভিত্তির গাত্রে লিখিত কিম্বা খনিত ছবির মধ্যে নানা ছবিতে যুদ্ধ চিত্রিত আছে, তাহাতে পুরাতন অশূরীয় লোকদের কি প্রকার রথ ও অশ্ব ও সৈন্য ও যুদ্ধযন্ত্র ও অস্ত্র ও বস্ত্র ছিল, তাহা অতি স্পষ্টরূপে দেখা যায়। এক ছবিতে কোন নগর অবরোধকারি লোকসমূহ চিত্রিত আছে। তাহারা ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া এক কাষ্ঠময় মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া আছে। সেই মঞ্চ গৃহের আকার, এবং রথের ন্যায় চক্র বিশিষ্ট, সুতরাং যোদ্ধারা অনায়াসে তাহা ঠেলিতে পারিত। তাহার অগ্রভাগে লৌহকণ্টক বিশিষ্ট এক কড়িকাষ্ঠ আছে, তাহাতে লোকেরা ঐ মঞ্চ নগরের প্রাচীরের প্রতি ঠেলিল সেই লৌহকণ্টকদ্বারা প্রাচীর ভাঙ্গিতে চেষ্টা পাইত। আর এক ছবিতে দেখা যায়, এক রাজা কোন শত্রুর সহিত সন্ধি করিতেছেন; রাজার পশ্চাতে দুই জন নপুংসক দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকের উর্দ্ধে ছত্র ধরিতেছে। অন্য ছবিতে রাজা কোন পানপাত্র ধরিয়া পান করিতে উদ্যত আছেন; তাঁহার পশ্চাতে এক জন নপুংসক চামর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্য ছবিতে যে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দূরদর্শিতা দেখাইবার নিমিত্তে চিলের ন্যায় মস্তক ও মুখ লিখিত হইয়াছে। সেই সকল ছবি ও চিত্র অতি সুন্দর, এবং তাহাতে লিখিত অধিকাংশ বস্ত্র সিন্দূরবর্ণ। ইহাতে যিহিষ্কেল নামক ভবিষ্যদ্বক্তা কেমন সত্যবাদী ছিলেন, তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ঐ নিনিবী নগরের নিকটবর্ত্তি দেশে বাস করিতেন, এবং তাঁহার গ্রন্থের কএক স্থানে (বিশেষতঃ ২৩; ১১-১৬) এই রূপ ছবির উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের সহিত যিহূদা

বংশের তুলনা দিয়া তিনি কহিলেন, যথা, "সে আপনার আত্মীয় অশূরদেশীয় উত্তম পরিচ্ছদান্বিত অশ্বারূঢ় ও যৌবনেতে মনোহর সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণেতে প্রেমাসক্তা হইল। সে ভিত্তিতে লিখিত ও সিন্দুরেতে চিত্রীকৃত কটিবন্ধ ও মস্তকে নানাবর্ণ উষ্ণীষধারী এবং কস্‌দীয় দেশে জাত বাবিলীয়দের ন্যায় রাজবৎ দৃশ্য এমত কস্‌দীয়-দের ছবি দেখিল," ইত্যাদি।

ঐ শিল্পকর্ম্মের ও ছবির মধ্যে প্রস্তরে চিত্রিত যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করা অতি দুষ্কর ছিল, কারণ সে কোন্ ভাষাতে ও কোন্ অক্ষরে লিখিত, তাহা প্রথমে কেহ জ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মেজর রালিন্সন নামক সাহেব এবং অন্যং লোক অনেক চেষ্টা পূর্ব্বক তাহা অনুসন্ধান করণানন্তর কোনং রাজার নাম নিশ্চয় করিতে পারক হওয়াতে তাহাহইতে অনেক অক্ষর অবগত হইয়া দে-খিলেন, সেই ভাষার অনেক শব্দ কস্‌দীয় শব্দের সদৃশ, এবং অন্যং শব্দ পুরাতন পারসী শব্দের সদৃশ। কস্‌দীয় ভাষা ইব্রি ভাষার সদৃশ, এবং পূর্ব্বকালে বাবিল নগরে চলিত ছিল, তৎপ্রযুক্ত ইস্রা ও দানিয়েল আপনং গ্রন্থের অর্দ্ধেক সেই ভাষাতে লিখিয়াছিলেন, এবং বাবিলীয় প্রবাসের সময়ে যিহূদি লোকেরা সেই ভাষা শিখিয়া তদবধি অনেকং গ্রন্থে ব্যবহার করিত। এই রূপে ঐ লিপির অনেক অংশ জ্ঞানি লোকদের যৎকিঞ্চিৎ বোধগম্য হওয়াতে কএক জন বিদ্বান সম্প্রতি তাহা পাঠ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, কেননা সেই প্রকার অনেক লিপি লণ্ডন নগরে নীত হইয়া তথায় রক্ষিত হই-তেছে। তাহাতে যদ্যপি এখনও অধিকাংশের অর্থ সুস্পষ্ট হয় নাই, তথাপি কোনং লিপির পাঠ ও তর্জ্জমা হইয়াছে। এবং ধর্ম্মপুস্তক যে সম্পূর্ণরূপে সত্য, ইহার কএকটি নূতন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, কেননা ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্যের সহিত পূল ও শল্-মনেষর ও সনহেরীব যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক নানা কথার অর্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ইহার একটি উদাহরণ এই। এক লিপিতে কোন অশূরীয় রাজাকে যাহারা কর দিয়াছিলেন, এমত নানা রাজার নাম লিখিত আছে, তাহার মধ্যে এক জনের নাম "মিন-খিমি শর্মিরিণায়ী" অর্থাৎ "শোমিরোণীয় মিনহেম।" ইস্রায়েলের সেই রাজার বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে (রাজাবলি ১৫; ১৯) লিখিত আছে, "মিনহেম (অশূরীয় রাজা) পূলকে এক সহস্র কিক্কর রূপা দিল।"

এই প্রকারে আড়াই সহস্র বৎসরাবধি যে প্রস্তর ভূমিতে পোঁতা ছিল, তাহা এখন ধর্ম্মপুস্তকের পক্ষে প্রমাণ দেওনার্থে কবরহইতে উঠিল।

সুসমাচারপ্রচারক এবং দস্যুগণ।

এক দিন কোন সুসমাচারপ্রচারক দূরবর্ত্তি গ্রামে ঘোষণা করণার্থে ঘোড়াতে চড়িয়া যাত্রা করিলে পথিমধ্যে তিন জন দস্যু তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন ঘোড়ার লাগাম ধরিল, আর এক জন ক্ষুদ্র বন্দুকের মুখ ঐ প্রচারকের বুকে দিয়া টাকা চাহিতে লাগিল। তৃতীয় জন নিকটে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছিল।

ধর্ম্মপ্রচারক তাহাদের মুখপানে চাহিয়া গাম্ভীর্য্যরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মিত্রেরা, তোমরা অদ্য আপনং বাটীহইতে প্রস্থান করণ সময়ে কি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া এই দিনের কর্ম্ম সাধনার্থে তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়াছিলা?

তাঁহার এই রূপ জিজ্ঞাসাতে তাহারা ক্ষণেক পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, এই প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের নিমিত্তে আমাদের অবকাশ নাই, তুমি টাকা দেও।

তিনি উত্তর করিলেন, আমি নির্ধন ধর্ম্মপ্রচারক; তথাপি যে যৎকিঞ্চিৎ টাকা আছে তাহা দিব। ইহা বলিয়া তিনি কতিপয় টাকা বাহির করিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

তাহারা তাহা লইয়া কহিল, তোমার কি ঘড়ী নাই?

হাঁ, আছে।

তবে তাহা দেও।

ঘড়ী দিবার সময়ে তাহার জীনে বদ্ধ ঝুলি দেখা গেল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। এই ঝুলিতে কি আছে?

ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। এবং এক জোড়া জুতা ও দুই এক কামিজ আছে।

তাহাও দেও।

তখন ধর্ম্মপ্রচারক ঘোড়াহইতে নামিলে তাহারা ঐ ঝুলি লইল। অনন্তর তিনি আপনার বনাতের বস্ত্র খুলিয়া বলিলেন, ইহাও যদি চাহ, তবে লও। কিন্তু তাহারা তাহা লইতে অস্বীকার করিল।

পরে তিনি কহিলেন, দেখ, তোমরা যাহা২ চাহিয়াছিলা, সে সকলই আমি দিলাম, এবং তদপেক্ষা অধিক দিতে সম্মত হইলাম। এখন তোমাদের কাছে আমিও কিছু চাহি।

তাহারা বলিল, তাহা কি? বল দেখি।

তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা সকলে হাঁটু গাড়, আমি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বর যেন তোমাদের মন ফিরাইয়া ধর্ম্ম-পথে আনেন, ইহা যাচ্ঞা করিব।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া প্রধান দস্যু বলিল, আমি এই ব্যক্তির দ্রব্য চাহি না, লইবও না। দ্বিতীয় জন তদ্রূপ কথা কহিয়া টাকা ও ঘড়া ও ঝুলি ফিরাইয়া দিল, এবং বলিল, তোমার প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে পাছে পরমেশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দেন।

আপনার টাকা প্রভৃতি সকলই পাইয়া সেই ধর্ম্মপ্রচারক কহিলেন, যাহা হউক, এক বার প্রার্থনা করিতে হইবে। পরে তাহারা সকলে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিলে দস্যুদের মধ্যে এক জন বিস্তর ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমি ইহার পূর্ব্বে কখনো দস্যুবৃত্তি করি নাই, এবং ইহার পরে কখনো করিব না।

অনন্তর তাঁহারা পৃথক হইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সে দস্যুরা তৎপরে কি২ করিল, তাহা জানা যায় না; বিচারদিনে প্রকাশ পাইবে।

উপদেশক।

সেপ্টেম্বর ১৮৫২ (৬৯) মূল্য ২ আনা।

যর্দ্দন নদীর বিবরণ।

যর্দ্দন নদী আন্তিলিবানোন নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। প্রথমে তাহার তিন শাখা আছে, তাহা অল্প ক্রোশ দীর্ঘ। পরে সেই তিন শাখা মিলিয়া মেরোম নামক বিল দিয়া গমন করে। তথাহইতে নদী চারি কিম্বা পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত দক্ষিণদিগে বহিয়া গালীলীয় সমুদ্রে প্রবেশ করে। উক্ত সমুদ্রের প্রস্থতা দুই ক্রোশ, এবং দৈর্ঘ্য ছয় ক্রোশ। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে যর্দ্দন নদী সেই সমুদ্রহইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ দিগে বহিয়া অবশেষে লবণসমুদ্র কিম্বা নির্জীব সমুদ্র নামক জলাশয়ে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে যে স্থানে সিদোম ও অমোরা নগর ছিল, সেই স্থানে ঐ নির্জীব সমুদ্র আছে।

মহাসমুদ্রহইতে গালীলীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত যদি সোজা পথ থাকিত, তবে সেই পথে গেলে মনুষ্যকে (কিম্বা নৌকাকে) ২১৮ হাত নামিতে হইত। ইহা অতি আশ্চর্য্য, এবং অতি অল্প বৎসর হইল ইহা প্রথম বার নিশ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য এই যে সেই গালীলীয় সমুদ্র অবধি নির্জীব সমুদ্র পর্য্যন্ত যদি সোজা পথ থাকিত, তবে তাহার দীর্ঘতা ত্রিশ ক্রোশের অধিক না হইলেও সেই পথে গেলে ৬৫৪ হাত নামিতে হইত। মহাসমুদ্র অবধি নির্জীব সমুদ্র পর্য্যন্ত যদি প্রণালী থাকিত, তবে মহাসমুদ্রের অধিক জল অতি বেগে ঐ নির্জীব সমুদ্রে যাইত, কারণ যাইতে২ সেই জল ৮৭০ হাত নামিত। ইহা অতি আশ্চর্য্য বটে। পৃথিবীতে যত দেশ কিম্বা ভূমি আছে, সেই সকল অপেক্ষা ঐ নির্জীব সমুদ্রের তীরস্থ ভূমি অতি নিম্ন, এই কারণ তথায় আত্যন্তিক গ্রীষ্ম হয়।

যর্দ্দন নদী যে ত্রিশ ক্রোশ পথ দিয়া গমনের সময়ে ৬৫৪ হাত

নামিয়া যায়, জ্ঞানি লোকেরা ইহা অতি অসম্ভব বোধ করাতে তাহার সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করিতে অতি যত্নবান হইলেন। এই হেতুক ১৮৪৭ শালে আমেরিকাদেশের শাসনকর্ত্তারা লিঞ্চ নামক এক জন জাহাজাধ্যক্ষকে ঐ দূরদেশে পাঠাইলেন। তেরো জন নাবিক, এবং দুই জন বন্ধু, এবং এক দ্বিভাষী, ও এক পাচক, ও এক মান্য আরবি লোক, ও দশ জন আরবি অশ্বারূঢ় সৈন্য, এই সকল লোক ঐ নদীর গমনপথ অনুসন্ধানার্থে তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

তাঁহাদের দুই নৌকা ছিল; একটা লৌহের, আর একটা তাম্রের। তাঁহারা সেই দুই নৌকা অতি নিম্ন গাড়ীতে করিয়া চারি দিনে উষ্ট্রদ্বারা মহাসমুদ্রের তীরহইতে গালীলীয় সমুদ্রের নিকটে আনাইলেন। পরে ১৮৪৮ শালের ১০ এপ্রিল তারিখে তাঁহারা গালীলীয় সমুদ্র ছাড়িয়া যৰ্দ্দন নদীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে দেখা গেল, সেই নদীর পথ সর্পের গমনপথের ন্যায় বক্রাকার হওয়াতে তাহার দৈর্ঘ্য এক শত ক্রোশ হয়, এবং অনেক স্থানে জল গড়ান শৈলময় স্থান দিয়া অতি বেগে নামে। তিবিরিয়া নগরে তাঁহারা বোঝাইয়ের যে কাষ্ঠময় নৌকা কিনিয়াছিলেন, সে দ্বিতীয় দিনে ভাঙ্গিল, এবং শৈলময় স্থান দিয়া জলের বেগে গমন প্রযুক্ত লৌহ ও তাম্রময় নৌকা ভাঙ্গিবার ভয় বার২ জন্মিল। এই রূপে আট দিন গমন করিলে পরে তাঁহারা নির্জীব সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

যৰ্দ্দন নদীর জল অতি উত্তম এবং মৎস্যেতে পরিপূর্ণ। নদীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে, এবং তাহার তীর নানা প্রকার বন্য বৃক্ষেতে ভূষিত। জলহইতে উঠিয়া অল্প দূর গেলে তীরের ন্যায় আর এক উচ্চস্থান দেখা যায়। তথায় উঠিলে নদীর দুই দিগে দুই সমভূমি দেখা যায়, তাহার দীর্ঘতা নদীর দীর্ঘতার তুল্য, কিন্তু প্রস্থতা দুই তিন ক্রোশমাত্র, এবং তাহার দুই পার্শ্বে পৰ্ব্বতশ্রেণী আছে। নদীর অতি নিকটে যে নলবন ও ঝোপ আছে, তন্মধ্যে অনেক বন্য শূকরাদি পশু থাকে। পূর্ব্বে তাহা সিংহদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তথায় সিংহ নাই।

নির্জীব সমুদ্রের বিবরণ।

অতি পূর্ব্বকালে সিদোম ও অমোরা নগর যে স্থানে ছিল, সম্প্রতি সেই স্থানে এক জলাশয় আছে, তাহার নাম লবণসমুদ্র কিম্বা প্রান্তরের সমুদ্র কিম্বা পূর্ব্ব সমুদ্র কিম্বা নির্জীব সমুদ্র। সে ন্যূনাধিক বিংশতি ক্রোশ দীর্ঘ ও চারি ক্রোশ প্রস্থ। তাহা এক স্থানে অতিশয় সঙ্কীর্ণ হওয়াতে দুই ভাগে বিভক্ত আছে, এমন বলা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে উত্তর ভাগ দশ ক্রোশ দীর্ঘ এবং অতি গভীর; তাহার জল পরিমাণ করিলে সাত শত হাতের অধিক হয়। দক্ষিণ ভাগ পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং তাহার জল কেবল দশ হাত পরিমিত। দক্ষিণ ভাগ পূর্ব্বে সিদোম ও অমোরা নগরের স্থান ছিল।

সেই জলাশয়কে নির্জীব সমুদ্র বলা যায়, ইহার কারণ এই যে তাহার জল লবণেতে ও মেটিয়া তৈলে এমত পরিপূর্ণ যে তিক্ততা প্রযুক্ত তাহার মধ্যে কোন জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না। যর্দ্দন নদীর স্রোতে মৎস্য ও শম্বুক ও কর্কট প্রভৃতি যত জলপ্রাণী ঐ সমুদ্রে নীত হয়, তাহারা সকলে অল্প ক্ষণের মধ্যে মরিয়া যায়। তথাপি কখন২ বন্য হংস তাহার উপরে ক্রীড়া করে। তাহার কূলে তৃণাদি প্রায় জন্মে না, তথাপি যে স্থানে মিষ্ট জলের স্রোত ঐ সমুদ্রে প্রবেশ করে, এমত তিন চারি স্থানে তৃণাদি দেখা যায়। কূলহইতে অনতিদূরে নানা স্থানে এক প্রকার সোমবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ কেবল ঐ স্থানে উৎপন্ন হয় এমত নহে, বরং আরব ও নুবিয়া প্রভৃতি অনেক উষ্ণ দেশে জন্মে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না, এই জন্যে সামান্য লোকেরা অদ্যাপি সেই বৃক্ষের ফলকে সিদোমের ফল কহে। তাহা দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভস্মেতে পরিপূর্ণ, এমত জনরব আছে। তাহার প্রকৃত বিবরণ এই। সেই ফল রাঙ্গা, এবং ক্ষুদ্র আম্রফলের সদৃশ, সুতরাং অতি সুন্দর বটে, এক২ গুচ্ছে তিন চারি ফল হয়। কিন্তু তাহার পক্ব ফল হস্তে ধরিলে তাহার ত্বক্ একেবারে ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিখণ্ড হয়, এবং তূলার ন্যায় কতিপয় সূক্ষ্ম আঁশমাত্র হস্তে থাকে, তাহা বায়ুদ্বারা ধূলির ন্যায় উড়িয়া যায়। আরবি লোক সেই তূলা সংগ্রহ করিতে বড় যত্ন করে, কারণ বন্দুক ছুঁড়িবার নিমিত্তে অতি উত্তম দীয়াশলাই তাহাতে হয়।

ঐ সমুদ্রের জল দেখিতে অতি নির্ম্মল, কিন্তু চক্ষুতে লাগিলে ধূমের ন্যায় বেদনা জন্মায়, এবং গাত্রে লাগিলে প্রথমে লবণ দেখা যায়, পরে ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র২ স্ফোটক জন্মে। সেই জল অতি ঘন ও ভারি। কোন মানুষ যদি স্নান করণার্থে তাহাতে প্রবেশ করে, তবে স্কন্ধে জল লাগিলে সে আর দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু লঘু কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিয়া উঠে; ডুব দেওয়া বা তল স্পর্শ করা তাহার অতি দুঃসাধ্য। অশ্ব কিম্বা গর্দ্দভ সেই জলে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

গুরুতর বায়ু না বহিলে ঐ জলাশয়ের ঢেউ উঠে না। পূর্ব্বোক্ত আমেরিকাদেশীয় নাবিকেরা যখন সেই সমুদ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন এক দিবস প্রচণ্ড বায়ু বহাতে তাঁহাদের অতিশয় ক্লেশ হইল, কেননা তরঙ্গ সকল গলিত সীসার ঢেউর ন্যায় তাঁহাদের দুই নৌকাতে অতি ভয়ানক রূপে আঘাত করিত, এবং নাবিকের এমত ঘন জল দিয়া নৌকা বাহিতে প্রায় পারক ছিলেন না।

ঐ জলাশয় অতি নিম্ন হওয়াতে গ্রীষ্ম তাহাহইতে সর্ব্বদা বাষ্প উৎপাদন করে। বায়ু না বহিলে সেই বাষ্প দূরহইতে প্রজ্বলিত গন্ধকের ধূমের ন্যায় দেখা যায়, এবং দুর্গন্ধ হয়। সেই জলাশয়ের তীরে অধিক গন্ধক ও মেটিয়া তৈল ও লবণ পাওয়া যায়. তাহাও অতি দুর্গন্ধ।

ঐ জলাশয়ে যত লোক বার২ স্নান করিয়াছে, কিম্বা কতিপয় দিবসাবধি নৌকাযাত্রা করিয়াছে, কিম্বা তাহার তীরে বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই সকলের রোগ জন্মিয়াছে, এবং তাহাদের অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিলে সেই নির্জীব সমুদ্র যে নরকের দৃষ্টান্ত ইহা সাধারণে স্বীকার করিবে।

পূর্ব্বোক্ত আমেরিকাদেশীয় লোকেরা যখন ঐ সমুদ্রে ছিলেন, তখন এক দিন পূর্ব্বকূলের নিকটে শ্বেতবর্ণ এক স্তম্ভ দেখিতে পাইলেন। তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাঁহারা কূলের নিকটে নৌকা বাহিলেন, পরে দুই জন সাহেব নামিয়া ঐ স্তম্ভ দেখিতে গেলেন। তাহা যে শৈলের উপরে ছিল, সেই শৈল জলাশয় অপেক্ষা ন্যূনাধিক ত্রিশ হস্ত উচ্চ। এবং সেই স্তম্ভ ন্যূনাধিক পঁচিশ হস্ত উচ্চ। সেই স্তম্ভ লবণময়। ঐ অঞ্চলে অনেক লবণময় শৈল আছে, তাহাতে বোধ হয়, বৃষ্টিদ্বারা লবণ গলিত হওয়াতে

শৈলের ঐ রূপ স্তম্ভবৎ আকৃতি হইয়াছে। কিন্তু নাবিকদের মধ্যে এবং তদ্দেশ নিবাসি আরবি লোকদের মধ্যে অনেকে বলিল, সেই স্তম্ভ লোটের স্ত্রী। আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায়ের ২৪ পদ দেখ।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি জড্‌সন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

ঔংপেন্‌লাতে আমাদের উপস্থিতির কএক দিন পরে আমরা পাকান্‌ ঊনের হত হওনের সংবাদ পাইলাম। তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াতে আমাদের প্রাণ রক্ষা হইল, ফলতঃ তাহারই পরামর্শে গৌরাঙ্গ বিদেশি বন্দিদিগকে বধ করণার্থে ঔংপেন্‌লাতে প্রেরণ করা যায়, এবং তাঁহাদের মস্তকচ্ছেদন সন্দর্শনার্থে তাহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, ইহা আমরা পরে অবগত হইলাম। পাকান্‌ ঊন ঔংপেন্‌লাতে ত্বরায় আসিবেন, এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বারম্বার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা তাহার আগমনের মন্দ অভিপ্রায় অগ্রে জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, এই ব্যক্তি পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অগ্রিম বেতনের দশমাংশ টাকা আত্মসাৎ করণানন্তর ইংরাজদের সহিত যে সময়ে রণ করিতে উদ্যত হয়, এমন সময়ে তাহার প্রতি রাজদ্রোহাপবাদ হওয়াতে সে বিনা বিচারে হত হইল। ইহার মরণে আবা নগরের সর্ব্বত্র যে রূপ আনন্দ হইয়াছিল, বোধ হয়, অন্যের মৃত্যুতে তদ্রূপ কখন হয় নাই। ফলতঃ অদ্যাপি তাহার নামোল্লেখ বা শ্রবণমাত্রে সকলে তাহাকে ধিক্কার দিয়া থাকে। তদনন্তর রাজার অন্য ভ্রাতা সংগৃহীত সৈন্যদলের অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার দ্বারা জয় হইবে, এমত ভরসা বড় হইল না। এই হেতু সৈন্যগণের গমনের কিয়দ্দিবস পরে সন্ধি করণার্থে দুই জন ঊনজীকে প্রেরণ করা যায়, কিন্তু তাহারাও কৃতকার্য্য না হইবাতে ইংরাজ শিবিরে যাওনার্থে রাণীর ভ্রাতা নিযুক্ত হইলেন। তাহাতে সকলের বড় ভরসা জন্মিল। ভীরুতাপ্রযুক্ত তিনি ইংরাজদের শিবিরহইতে বহু দূরে ও মালৌন্‌ নামক স্থানে একত্রীভূত ব্রহ্মদেশীয় মহাসৈন্যদলহইত দূরে আপনার শিবির

স্থাপন করিলেন। এই রূপ হওয়াতে তাঁহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও সন্ধি প্রায় স্থির হইয়াছে, এই সংবাদ পুনঃ২ আসিতে লাগিল।

অবশেষে ঔংপেন্‌লা স্থানস্থ কারাগারহইতে আমাদের মুক্তির সময় সন্নিকট হইল। ফলতঃ আমাদের বন্ধু রাজবাটীর উত্তর দ্বারের কর্ত্তার এক জন দূত আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল, যে কল্য সন্ধ্যাকালে মেং জৎসনের মুক্তির আজ্ঞা রাজসভাহইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বৈকালে নিয়মানুযায়ি রাজস্বাক্ষরিত সেই আজ্ঞাপত্র উপস্থিত হইল। তাহাতে আমি অতিশয় পুলকিত হইয়া পরদিবস প্রত্যূষে প্রস্থান করণাভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আয়োজনে অবিলম্বে প্রবৃত্ত হইলাম। ইতোমধ্যে আমার গমনের পক্ষে এক অনপেক্ষিত বাধা উপস্থিত হইল, তাহাতে এই ভয় জন্মিল, না জানি আমাকে এ স্থানে কত কাল বন্দিরূপে থাকিতে হয়। ফলতঃ ধনলোভি কারারক্ষকগণ আপনাদের লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমাকে বলিল, তোমার নাম অনুজ্ঞাপত্রে নাই, সুতরাং তোমাকে যাইতে দিব না। আমি এ স্থানে বন্দিরূপে প্রেরিত হই নাই, সুতরাং আমার উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই, এ কথা আমি তাহাদিগকে বারম্বার বলিলেও বিফল হইল। যেহেতু তাহারা একান্ত আমাকে যাইতে দিবে না, এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে কহিল, সাবধান, তোমরা কেহ ইহাকে গাড়ি কদাচ দিও না। কিন্তু তাহারা মেং জৎসনকে কারাগারহইতে বাহির করিয়া যখন কারারক্ষকের বাটীতে আনিল, তখন তিনি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন ও পুরস্কার অর্থাৎ সম্প্রতি আবা নগরহইতে আনীত খাদ্য সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ দিতে স্বীকার করিলে তাহারা আমাকে যাইতে দিতে সম্মত হইল। তথাপি তাহারা আমাদিগকে দুই প্রহর পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিয়াছিল। তৎপরে আমরা তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অমরপুরে উপস্থিত হইলে কারারক্ষকের প্রেরিত পদাতিক মেং জৎসনকে নগরাধ্যক্ষের সমীপে লইয়া গেল। তিনি তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করণানন্তর আর এক জন পদাতিককে সঙ্গে দিলে তাহারা তাঁহাকে আবা নগরস্থ বিচারালয়ে লইয়া গেল। তাঁহাদের তথায় উপস্থিত হইতে কিছু রাত্রি হইয়াছিল।

আমিও একলা যাইতে বিহিত বুঝিয়া একখান নৌকা পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিজ বাটীতে উপনীত হইলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে অন্যান্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ স্বামির অন্বেষণে বহির্গমন করিলাম। ইতস্তত অন্বেষণ করত অবশেষে তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ দেখিয়া অতিশয় মনোদুঃখী হওয়াতে আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রাচীন বন্ধু নগরাধ্যক্ষের নিকটে গেলাম। তখন তিনি ঊন্‌জী পদস্থ ছিলেন। তিনি আমার নিবেদন শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিলেন যে ভয় নাই, মেং জৎসন দ্বিভাষির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইংরাজদের শিবিরে প্রেরিত হইবেন; তাঁহার সমস্ত বিষয় সমাধা হওন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এক্ষণে কিঞ্চিৎ কাল কারাগারে থাকিতে হইয়াছে। পর দিবস প্রত্যূষে আমি পুনর্ব্বার ঐ রাজপুরুষের নিকটে গেলে তিনি আমাকে কহিলেন, মালৌনে অবিলম্বে গমনার্থে মেং জৎসন রাজকোষহইতে বিশ টাকা পাইয়াছেন, আর যাওন কালে তোমাদের বাটীতে কিঞ্চিৎ কাল স্থিতি করিতে আমি তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছি। এ কথা শুনিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে শীঘ্র২ বাটীতে গেলাম, এবং মেং জৎসনও অল্প ক্ষণের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে কিঞ্চিৎকাল থাকিতে পাইলেন, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিলাম। একখানি ক্ষুদ্র নৌকাতে বিস্তর লোক যাওয়াতে তাঁহার শয়নার্থ স্থানাভাব এবং রাত্রিকালে হিম শিশির ভোগ করণ হেতু তাঁহার পুনরায় প্রবল জ্বর হইল। তিনি তৃতীয় দিবসে মালৌনে উপস্থিত হইয়া পীড়িত থাকিলেও অবিলম্বে তাঁহাকে অনুবাদের কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তথায় তিনি দেড় মাস থাকেন; সেই সময়ের মধ্যে কারাগারে প্রাপ্ত দুঃখ তুল্য দুঃখ পাইয়াছিলেন; বিশেষ এই যে সে স্থানে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে ও কারারক্ষকদের অত্যাচার ভোগ করিতে হয় নাই।

মালৌনেতে মেং জৎসনের প্রস্থান করণের পর এক পক্ষ পর্য্যন্ত আমার মন কিঞ্চিৎ সুস্থির ছিল; আমাদের প্রতি বিপদ ঘটনের আরম্ভাবধি তদ্রূপ মনঃশান্তি একবার হয় নাই। ফলতঃ মেং জৎসনহইতে বিশেষ কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইহা বুঝিয়া শিবিরস্থ সেনাপতিগণ তাঁহার প্রাণের হানি না করিয়া বরং তাঁহার উপকার

করিবে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অবস্থা ভাল হইবে, এই বিবেচনায় আমার উদ্বিগ্নতার ন্যূনতা হইয়াছিল। কিন্তু ঔংপেন্লাতে অবস্থিতি সময়ে সেই দুরন্ত রোগ ধরাতে আমার যে সুস্থতা গেল, তৎপ্রতিকার এ পর্য্যন্ত কখন হইল না, প্রত্যুত এক্ষণে আমি প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে২ অবশেষে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত জ্বরাতিসার রোগগ্রস্ত হইলাম। সেই মন্দ লক্ষণ দর্শনে ও শরীরের ভগ্ন দশা থাকাতে এবং বৈদ্যাভাবে আমি তদবধি বুঝিলাম যে এই পীড়াতে আমার মরণ হইবে। যে দিনে আমার জ্বরের আরম্ভ হইল, সেই দিনে এক জন বৃদ্ধ দেশীয়া ধাত্রী আসিয়া আমার মারিয়ার তত্ত্বাবধারণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তাহাতে আমার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাতে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইল; যেহেতু বহু দিনাবধি নিয়ত তত্ত্ব করিয়াও এই রূপ পরিচারিকা পাই নাই, কিন্তু এক্ষণে চেষ্টা না করিলেও দুঃসময়ে এক জন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া পরিচর্য্যা করিতে স্বীকৃত হইল। পরে আমার জ্বরের উত্তর২ অতিশয় প্রবলতা হইতে লাগিল, এক বারও বিচ্ছেদ হইত না। তখন আমি সাংসারিক সকল বিষয় স্থির ও এক জন পোর্ত্তুগীস্ স্ত্রীর হস্তে আমার প্রিয় মারিয়াকে সমর্পণ করণ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তদ্বিষয়ে ভাব্যভাবনা করিতে২ অবিভূত হওয়াতে বাহ্য বিষয়ের কিছুই জ্ঞান থাকিল না। এই বিপদকালে ডাক্তর প্রাইস কারাগারহইতে মুক্তি পান। তিনি আমার পীড়ার কথা শুনিয়া আমাকে দেখিতে অনুমতি লইয়া আইলেন। ইহার পর এক দিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে তোমার যে রোগ হইয়াছিল, ঐ রূপ রোগ আমি কখন দেখি নাই, তোমাকে দেখিয়া বোধ করিয়াছিলাম, ইনি আর বিস্তর ক্ষণ বাঁচিবেন না। তিনি আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তদুপরি ও পদদ্বয়ে বিস্তর ব্লিষ্টর দিলেন, এবং আমি কএক দিন পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎমাত্র খাদ্য গ্রহণ করি নাই, এই হেতু তিনি আমার সেবাকারি বঙ্গদেশীয় ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন, যে ইহাকে কোন ক্রমে কিঞ্চিৎ আহার করাইতে চেষ্টা কর। তৎপরে আমি কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইলে প্রথমতঃ দেখিলাম যে আমার ঐ বিশ্বস্ত দাস আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস ও জল পান করাইতে যত্ন করিতেছে। ফলতঃ আমি এ পর্য্যন্ত অবিভূত হইয়াছিলাম,

যে আমাকে দেখিবার নিমিত্তে আগত বুহ্মদেশীয় প্রতিবাসিগণ বলিয়াছিল, যে ইনি মরিয়াছেন, এখন দূতগণের রাজা আইলেও তিনি বাঁচাইতে পারিবেন না। পরে আমি অবগত হইলাম যে আমার জ্বর সত্তের দিন হইলে আমাকে ব্লিষ্টর দিয়াছিলেন। তৎপরে অল্পে২ ক্রমে সুস্থ হইতে২ দেড় মাস পরে দাঁড়াইবার শক্তি পাইলাম। যে সময়ে এই রূপ ক্ষীণাবস্থাতে কাল হরণ করিতেছি, এমন সময়ে বুহ্ম শিবিরে আমার স্বামির সহিত প্রেরিত ভৃত্য আসিয়া আমাকে সমাচার দিল, কর্ত্তা এখানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে বিচারালয়ে লইয়া গেল। ইহা শুনিয়া আমি তাঁহার বিষয়ে রাজসভার কি অভিপ্রায় ও তাঁহার কি হয়, তাহা জানিবার জন্যে এক জন বর্ম্মা লোককে পাঠাইলাম। সে শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল যে দুই তিন জন বুহ্ম লোক মেং জৎসনকে কোন কারাগারে লইয়া যাইতেছে দেখিলাম, এবং নগরে এই জনরব শুনিলাম, যে মেং জৎসনকে পুনর্ব্বার ঔংপেনলার কারাগারে পাঠাইয়া দিবে। এই অমঙ্গল সমাচার আমাকে বজ্রতুল্য আঘাত করাতে আমার প্রাণ যেন স্বস্থানচ্যুত হইয়া আমার কণ্ঠাবরোধ করিল, তাহাতে আমি কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছু ক্ষণ পরে স্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বহুকালের মিত্র নগরাধ্যক্ষের নিকটে মোংইংকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলাম, যে হে মহাশয়, মেং জৎসনের মুক্তির চেষ্টা অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক বার করুন, যেন তাঁহাকে ঔংপেনলার কারাগারে পুনর্ব্বার যাইতে না হয়, আমি নিশ্চয় জানি তথায় তাঁহাকে এবার উৎকট দুঃখভোগ করিতে হইবে, যেহেতু আমি তাঁহার সহিত যাইতে অপারক। তথাহইতে মোংইং ফিরিয়া আইলে মেং জৎসনের অন্বেষণে গেল। সে ইতস্তত তত্ত্ব করিতে২ সন্ধ্যার সময়ে এক ঘোরান্ধকার কারাকূপে তাঁহার দেখা পাইল। আমি বৈকালে তাঁহার নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ না পাওয়াতে দ্রব্যবাহক তাহা লইয়া ফিরিয়া আইল। তাহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া গেল, কেননা তাহাতে অনুমান হইল যে মেং জৎসনকে ঔংপেনলাতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

আহা! ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করণেতে যে বিশেষ ফল আছে,

তাহার বিলক্ষণ উপলব্ধি সেই দিনে পাইলাম। হায়, আমি খট্টাহইতে গাত্রোত্থান করিতে অসমর্থ, স্বামির রক্ষার্থে উদ্যোগ করণেও অপারক, হায় কি করি? কিন্তু যিনি কহিয়াছেন, "বিপদ-কালে আমার কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি তোমাকে উদ্ধার করিলে তুমি আমার মহিমা প্রকাশ করিবা।" তাঁহার নিকটে তো নিবেদন করিতে পারি, ইহা ভাবিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি আমার মনে এমন প্রবোধ দিলেন, যে তদ্দ্বারা আমি নিশ্চয় জানিলাম যে তিনি এ দুঃখিনীর কাতরোক্তির প্রতি কর্ণপাত করিয়াছেন, এবং ত্বরায় মঙ্গল করিবেন।

শিবিরস্থ সেনাপতিগণ যখন মেং জৎসনকে আবা নগরে প্রেরণ করে, তখন কেবল পাঁচ মিনিট থাকিতে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিল, এই হেতু তিনি তৎকারণ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি নদীতীরে যাওন কালে ঘটনাক্রমে তাঁহার বিষয়ে রাজসভার প্রতিলিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে এই মাত্র লিখিত ছিল, "এক্ষণে যদথনেতে আমাদের আর প্রয়োজন নাই, এই হেতু আমরা তাঁহাকে সুবর্ণ নগরীতে প্রেরণ করিতেছি।" বিচারাসনে উপবিষ্ট রাজপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন, ইহাঁকে কোন্ স্থানহইতে মালৌনেতে প্রেরণ করা গিয়াছিল? ইহাতে কোন জন উত্তর দিল, যে ঔংপেন্লাহইতে। তাহাতে বিচারকর্ত্তা বলিলেন, তবে ইহাঁকে পুনরায় ঔংপেন্লাতে পাঠাইতে হইবে। বিচারকর্ত্তা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া মেং জৎসনকে রক্ষক সৈন্যগণের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাঁহাকে লইয়া গিয়া যাবৎ তাঁহাকে ঔংপেন্লাতে লইয়া যাওয়া না হয়, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে রাখিল। ইতোমধ্যে উত্তর দ্বারের কর্ত্তা মহারাজের প্রধান বিচারালয়ে পত্র পাঠাইয়া মেং জৎসনের প্রতিভূ হইতে স্বীকার করাতে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়া নিজ বাটীতে রাখিয়া তাঁহার প্রতি অতি সৌজন্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পরে আমার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে আমাকেও আনাইলেন।

এই সময়ে রাজধানীর অভিমুখে ইংরাজী সৈন্যের বেগভরে অগ্রসরণ দেখিয়া পুরবাসি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বজন কম্পান্বিত হইতে লাগিল, এবং স্বর্ণনগরীর রক্ষার্থে উপায় ত্বরায় কর্ত্তব্য, এ

জ্ঞান রাজপুরুষদিগের তখন হইল। ফলতঃ আমরা কোন প্রকারে ইংরাজদিগকে আমাদের দেশহইতে দূর করিতে পারিব, ইহা মনে করিয়া তাহারা এ পর্য্যন্ত সর আর্চিবাল্ড ক্যাম্বেল নামক ইংরাজ সেনাপতির সন্ধির কথা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এ সময়ে ভয়েতে আকুল হইয়া মেং জৎসনকে ও ডাক্তর প্রাইসকে রাজসভাতে প্রতিদিন আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, তাঁহাদের পরামর্শ বিনা কোন বিষয় স্থির করিল না। এবং অল্প দিন পূর্ব্বে যে দুই জন ইংরাজ সেনাপতিকে বন্দি করিয়া আবা নগরে আনিয়াছিল, তাঁহাদেরও সহিত সতত মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এবং সহজ নিয়মে সন্ধি করণার্থে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রবৃত্তি দিতে ঐ দুই ব্যক্তিকে নিবেদন করিল। অবশেষে এই স্থির হইল যে সন্ধি করণার্থে পর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের এক জন ও মেং জৎসনকে ইংরাজের শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মরাজ ও তৎসভ্যগণ চঞ্চলবুদ্ধি, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কি জানি বিপদ ঘটিতে পারে, এই বিবেচনায় জৎসন সাহেব যেন প্রেরিত না হন, এতদর্থে যথাসাধ্য বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডাক্তর প্রাইস এতৎকর্ম্মে ইচ্ছুক হইয়া গমনোদ্যত হইলেন। তাহাতে মেং জৎসন রাজসভ্যদিগের নিকটে নিবেদন করিলেন যে আমাকে ইংরাজ শিবিরে প্রেরণ করিবেন না, যেহেতু ডাক্তর প্রাইস আমার ন্যায় কার্য্য সাধনে সক্ষম বটেন। পরে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করণানন্তর স্থির করিলেন, যে ডাক্তর স্যাণ্ডফর্ডের সহিত ডাক্তর প্রাইসকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ডাক্তর প্রাইসের প্রতিভূ মেং জৎসন ও ডাক্তর স্যাণ্ডফর্ডের প্রতিভূ অন্য বন্দি সেনাপতি থাকিবে। রাজা তাঁহাদের ব্যয়ার্থে দুই জনকে দুই শত টাকা দিলেন। তাহাতে ডাক্তর স্যাণ্ডফর্ড নিজের পঁচিশ টাকা বদান্যতা পূর্ব্বক ঔংপেন্‌লাতে কারাবদ্ধ মেং গৌজরের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহাদের নিমিত্তে নৌকা ও কএক জন লোক ও এক বর্ম্মদেশীয় সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। সেই সেনাপতি ব্রহ্ম শিবির পর্য্যন্ত গিয়া এক পদভূমিও অগ্রসর হইতে সাহসী ছিল না। প্রেরিত দূতগণের আগমনের প্রতীক্ষায় রাজপুরুষগণ অতি ব্যগ্রচিত্ত থাকে, পরন্তু নগর রক্ষার্থে এক তিলমাত্র

ত্রুটি করিল না; ফলতঃ মনুষ্য ও পশু দিবা রাত্রি কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, ও নূতন দুর্গ প্রস্তুত ও পুরাতন দুর্গের ভগ্ন স্থান নির্ম্মাণ ও তৎসম্মুখস্থ গৃহ সকল সমভূমি করিল। তাহারা আমাদের বাটী ও তৎপার্শ্বস্থ সমস্ত বস্তু একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, এবং আমাদের সুন্দর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে একটা পথ ও কামান বসাইবার স্থান প্রস্তুত করিল। নগরস্থ বহুমূল্য দ্রব্যাদি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া কোন সুরক্ষিত স্থানে রাখিল।

মর্ম্মোণাইট লোকদের বৃত্তান্ত।

গত মাসের উপদেশক পত্রিকাতে মর্ম্মোণ বাইবেল নামক পুস্তকের বিষয় লিখিয়াছি; বর্ত্তমান সময়ে সেই পুস্তকের মতাবলম্বি মর্ম্মোণাইট লোকদের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে স্থির করিলাম।

যূষফ স্মিথের পিতামাতা ও কুটুম্বগণ তাহার ধর্ম্মেতে প্রথমে আসক্ত হয়। মুহম্মদের বিষয় যাহারা পাঠ করিয়াছে, তাহাদের স্মরণে থাকিবে যে তাহার কুটুম্বগণই প্রথমে মুসলমান হয়, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যগণ আপনার কুটুম্বের মধ্যহইতে হয় নাই, ইহা স্পষ্ট; কেননা লিখিত আছে, যথা, "তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই।" যোহন ৭; ৫। ঈশ্বরপ্রেরিত লোকদের বিষয়ে খ্রীষ্ট এই কথা কহেন; "আপনার দেশ ও আপন পরিবারের নিকট ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি ভবিষ্যদ্বক্তা অসম্ভ্রান্ত হয় না।" কিন্তু মুহম্মদ ও যূষফ স্মিথ উভয়ই আপনাদের পরিবারহইতে প্রথমে সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইল।

কালক্রমে প্রায় ত্রিশ ব্যক্তি যূষফ স্মিথের পশ্চাদ্গামী হইল, কিন্তু যত লোক তাহাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিল, তাহারা তাহাকে নানা মতে তাড়না করিতে লাগিল। এই রূপ নানা দুঃখের ভয়েতে যূষফ স্মিথ কএক জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া "নূতন যিরূশালম" নামক নগর স্থাপনার্থে স্থান নিশ্চয় করণাভিপ্রায়ে আমেরিকা দেশীয় মিসূরি প্রদেশে গমন করিল। পথের মধ্যে তাহার শত্রুগণ তাহাকে পুনর্ব্বার আঘাত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে এক জন সাহেব

দ্বারা রক্ষিত হইয়া অবশেষে মিসূরি প্রদেশে উপস্থিত হইল। সিয়োন নগরের নিমিত্তে সুন্দর স্থান প্রাপ্ত হইলে মর্ম্মোণাইট লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সেই নগরে বসতি করিল। তৎকালে তাহাদের এক যন্ত্রালয় ছিল, তাহাতে আপনাদের দুই এক পত্রিকা ছাপা হইত। অল্প কাল পর্য্যন্ত নিবাস করিলে পর, "মর্ম্মোণাইট লোক আপনাদের স্ত্রীদিগকে সাধারণ অধিকার স্বরূপ জ্ঞান করে," এই জনরব নিকটবর্ত্তি লোকদের মধ্যে প্রচলিত হওয়াতে তাহারা মর্ম্মোণাইট লোকদিগের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিল। কিন্তু মর্ম্মোণাইট লোক তৎস্থান ত্যাগ করিতে স্বীকার না করাতে নগরের লোক সকল তাহাদের যন্ত্রালয় নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া যুসফ স্মিথ্ মিসূরি প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকটে এতদ্বিষয় পত্র লিখিলে সেই সাহেব মর্ম্মোণাইটদিগকে দেশে থাকিয়া আদালতে আদ্দাশ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই উত্তর প্রাপ্ত হইলে মর্ম্মোণাইট লোক সকল মিসূরি প্রদেশে থাকিতে স্থির করিল, কিন্তু তৎপরে তথাকার লোক যুসফ স্মিথকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া মর্ম্মোণাইটদিগকে প্রদেশহইতে তাড়িয়া দিল। তৎস্থান ত্যাগ করণ সময়ে মর্ম্মোণাইট লোকদের যে সম্পত্তি ও ভূমি ইত্যাদি ছিল, তাহা বিক্রয় করিবার অবকাশ হইল না; তাহাতে তাহারা সকলি ছাড়িয়া দরিদ্রাবস্থায় ইল্লিনওয়া প্রদেশীয় মিসিসিপী নদীর তীরস্থ কম্মর্স নামক গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামের নিবাসিগণ তাহাদের দুঃখ দেখিয়া আহ্লাদে গ্রহণ করত নানা মত উপকার করিল। এমন সময়ে যুসফ স্মিথ্ কারাগারহইতে পলায়ন করিয়া আপন শিষ্যদের মধ্যবর্ত্তী হইল। মর্ম্মোণাইট লোক মিসূরি প্রদেশে যে সকল জমি গো মেষ প্রভৃতি পশু ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার মূল্য প্রাপণার্থে আমেরিকা দেশের প্রধান সভার সভাস্থ লোকদের নিকটে সিদ্নী রিগ্‌ডনের নামে দর্খাস্ত করিল, কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে কৃতার্থ হইল না। কোন মতাবলম্বি লোক যৎকালে আপনাদের ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত হয়, তৎকালে তাহাদের সংখ্যা ন্যূন না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়, ইহার বিস্তর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যদের স্বভাব সেরূপ তদনুসারে মর্ম্মোণাইট লোকদের দুঃখ দেখিয়া ইল্লিনওয়া

প্রদেশের অনেক জন তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন আমেরিকা দেশের নানা স্থানহইতে এবং বিলাত দেশের কএক স্থানহইতে অনেক লোক আসিয়া ইল্লিনওয়া প্রদেশীয় মর্মোণাইট লোকদের মধ্যে গণিত হইল; তাহাতে অল্প মাসের মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র মর্মোণাইট লোক সে প্রদেশে নিবাস করিল। লোকদের অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা কম্মর্স নামে যে গ্রামে বসতি করিয়াছিল, তাহা বৃদ্ধি করিয়া অতি সুন্দর নগর করাইয়া নোবূ নাম রাখিল। সময়ক্রমে তাহারা তন্মধ্যে অতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও বহুমূল্য এক মন্দির স্থাপন করিল। যূষফ স্মিথ্ মর্মোণাইটদের মধ্যে সৈন্যদল স্থাপন করিয়া আপনি সৈন্যাধ্যক্ষ হইল।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৪৮। শয়তান কর্তৃক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে সামান্য মনুষ্য নহেন, ইহা তাঁহার নিষ্পাপ আচরণদ্বারা শয়তানের বোধগম্য হইল। অন্য সকল মনুষ্য যেমন স্বভাবতঃ শয়তানের বশীভূত হয়, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তদ্রূপ তাহার বশীভূত ছিলেন না, বরং তাঁহাতে সেই দুরাত্মার কিছুই অধিকার ছিল না। অধিকন্তু যর্দ্দন নদীতে প্রভুর অবগাহিত হওন সময়ে যে আকাশবাণী হইয়াছিল, বোধ হয় তদ্বিষয়ক সংবাদ শয়তান কোন মতে অবগত হইয়া যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা জানিতে পাইল, এই হেতুক তাঁহাকে পাপে লওয়াইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে লিখিত ছিল, তাহার মধ্যে শয়তান কি২ জ্ঞাত হইয়া বুঝিতে পারক হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে সর্ব্বজ্ঞ নহে, এবং ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যের অর্থ অনায়াসে বোধগম্য নহে, এবং ধর্ম্মপুস্তকে শয়তানের সন্তোষ নহে, অতএব সে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পাইল, এমত বোধ হয় না। তথাপি যীশুকে নিষ্পাপ দেখাতে এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্র, এমন সংবাদ পাওয়াতে, এবং আগামি ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্যের কথা জ্ঞাত হওয়াতে সে তাঁহার বিষয়ে সন্দেহ ও ভয় করিতে লাগিল, এই হেতুক তাঁহাকে পাপে লিপ্ত করিতে ইচ্ছুক হইল। তাহার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করণের অবকাশ খ্রীষ্টের অবগাহনের পরে পাইল। তৎকালে প্রভু আত্মাতে আকর্ষিত হইয়া নির্জন প্রান্তরে গমন করিলেন। সেই স্থানে চল্লিশ দিবস অনাহারে থাকিলেন। বোধ

হয়, পরে যে গুরুতর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলেন, সেই কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহাকে উপবাস ও প্রার্থনাদ্বারা প্রস্তুত হইতে হইল। ঐ চল্লিশ দিনে শয়তান তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরীক্ষা করিল, অর্থাৎ তাঁহাকে পাপে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করিল। শয়তান কি প্রকার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বোধ হয়, অপরিচিত মনুষ্যের বেশ ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং সে কি রূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না। ঐ চল্লিশ দিন সমাপ্ত হইলে যে পরীক্ষা করিল, কেবল তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। অতএব আমরা কেবল তাহার মীমাংসা করিতে পারি।

প্রভুকে পাপে লওয়াইবার নিমিত্তে শয়তান তিন উপায় মনোনীত করিল। প্রথমে তাঁহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া আহারের চেষ্টা করিবার পরামর্শ দিল। খাদ্যহইতে যে সুখ জন্মে, তাহাদ্বারা শয়তান আমাদের আদি পিতামাতাকে বিপথে আনিয়াছিল। হবা ক্ষুধিতা না হইলেও বিশেষ ফল খাইবার ইচ্ছাতে যদি পাপে পতিত হইল, তবে চল্লিশ দিনের উপবাসে ক্লিষ্ট এই ব্যক্তি ক্ষুধা প্রযুক্ত অবশ্য পাপের বশীভূত হইবে, শয়তান এমত অনুমান করিতেছিল। এবং যেমন হবার মনে, তদ্রূপ যীশুরও মনে অহঙ্কার জন্মা-ইতে চেষ্টা করিল। ফলতঃ ঐ ফল খাইলে তুমি ঈশ্বরের ন্যায় সদসংজ্ঞানী হইবা, এই কথা যেমন হবাকে কহিয়াছিল, তদ্রূপ যীশুকে কহিল, আহা-রার্থে এই প্রস্তরগুলা রুটী না করিলে তুমি যে ঈশ্বরের পুত্র আছ, এ বিষয়ে লোকদের সন্দেহ জন্মিবে। কিন্তু হবা যেমন তাহার ছলে প্রবঞ্চিতা হইয়াছিল, খ্রীষ্ট তেমনি প্রবঞ্চিত হইলেন না।

তৎপরে শয়তান প্রভুকে ঐহিক ঐশ্বর্য্যাদির লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে পাপে লওয়াইতে চেষ্টান্বিত হইল। সে প্রভুকে এক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে লইয়া গিয়া মায়াদর্শনে জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে দেখাইল। ইহাতে শয়তানের কেমন শক্তি তাহা বুঝা যায়। তাহার এমন বোধ হইয়াছিল, যে এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইবার নিমিত্তে যীশু অবশ্য পাপ করিতে স্বীকার করিবেন, কিন্তু প্রভু তখনও পাপে লিপ্ত হইলেন না।

শেষে শয়তান প্রভুকে পারমার্থিক অহঙ্কাররূপ ফাঁদে ধরিতে চেষ্টা করিল, অর্থাৎ আপনাকে মহাপুরুষ দেখাইবার পরামর্শ তাঁহাকে দিল। সে তাঁহাকে যিরূশালমস্থ মন্দিরের চূড়াতে লইয়া গিয়া বলিল, তুমি এ স্থানহইতে নীচে পড়। কিন্তু প্রভু সেই তৃতীয় বারও জয়ী হইয়া শয়তানকে অপ্রতিভ করিলেন।

শারীরিক সুখভোগের আশা, এবং ঐহিক ঐশ্বর্য্যের আশা, এবং সরা-গ্যজন্য সম্ভ্রমের আশা, এই তিন উপায়দ্বারা শয়তান যেমন প্রভুকে ভুলা-ইতে যত্ন করিয়াছিল, তদ্রূপ এখনও মনুষ্যদিগকে ভুলাইতে যত্ন করে।

এবং তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিতে ও ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ বিরূপ করিতে সে অতি নিপুণ। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকই আত্মার খড়্‌গস্বরূপ, তদ্দ্বারা প্রভু যেমন শয়তানকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরাজয় করা আমাদেরও কর্ত্তব্য।

প্রভুকে পাপে লওয়াইতে যে চেষ্টা শয়তান করিয়াছিল, তাহা বিফল হওয়াতে সে যে প্রভু অপেক্ষা দুর্ব্বল, ইহা প্রকাশ পাইল, এবং বোধ হয় সে আপনি তাহা বুঝিল।

৪৯। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে শয়তান কর্তৃক মনুষ্যদিগের ক্লিষ্ট হওন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার প্রেরিতেরা শয়তানকর্তৃক ক্লিষ্ট অনেক লোককে সুস্থ করিয়াছিলেন, ইহার বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে অতি বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। ঐ সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সকল লোক শয়তানকর্তৃক ক্লিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত জ্ঞান পাইতে পারি না, কারণ সেই প্রকার জ্ঞান কেবল ঈশ্বর দিতে পারেন, এবং ধর্ম্মপুস্তক ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে সেই প্রকার জ্ঞান দেন নাই।

শয়তানকর্তৃক ক্লিষ্ট যে মনুষ্যেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতগণ কর্তৃক সুস্থ হইয়াছিল, তাহাদের ক্লেশ দুই প্রকার, অর্থাৎ শারীরিক রোগ এবং মানসিক উন্মাদ। তাহাদের মধ্যে কোন২ লোক কেবল শারীরিক রোগে, অন্য২ লোক কেবল উন্মাদে, এবং অন্য২ লোক শারীরিক রোগ ও উন্মাদ উভয়েতে ক্লিষ্ট হইয়াছিল। আর তাহাদের মধ্যে অনেককে, বিশেষতঃ উন্মত্ত লোকদিগকে ভূতগ্রস্ত বলা যায়, কারণ শয়তানের অধীন কোন২ দুষ্ট দূত (কিম্বা ভূত) সেই লোকদিগেতে আশ্রয় লইয়া তাহাদিগকে বশে রাখিত।

কাহার রোগ কিম্বা উন্মাদ শয়তানহইতে জন্মিয়াছিল, তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতেরা জানিতেন, কিন্তু আমরা এই বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করিতে পারি না। যে প্রকার রোগেতে প্রাণ শীঘ্র যায় না, কিন্তু রোগি লোক বার২ চৈতন্যরহিত কিম্বা বহুকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়াতে তাহার বন্ধুদিগের আত্যন্তিক মনোদুঃখ জন্মে, সেই প্রকার রোগেতে শয়তান মনুষ্যদিগের ক্লিষ্ট করিতে ভাল বাসিত। এবং যে প্রকার উন্মাদে হতবুদ্ধি মনুষ্য পরের হিংসাজনক হইয়া উঠে, তাহাতে শয়তান মনুষ্যদিগকে ক্লিষ্ট করিত। বোধ হয় সে হিংসেচ্ছুক হওয়াতে মনুষ্যদিগকে আত্যন্তিক ক্লেশ দেওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল। ইহার কএকটা উদাহরণ লিখিতেছি।

যে স্ত্রী আঠারো বৎসরাবধি কুব্জা হওয়াতে সোজারূপে দাঁড়াইতে পারিত না, তাহার বিষয়ে যীশু কহিলেন, দেখ, এ ব্যক্তি আঠারো বৎসরাবধি শয়তানকর্ত্তৃক বদ্ধ আছে। লূক ১৩; ১১, ১৬।

যে বালক শিশুকালাবধি মৃগীরোগা হওয়াতে বার ২ জলমধ্যে ও বার ২ অগ্নিমধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাকে যে ভূত আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার বিষয়ে যীশু কহিলেন, প্রার্থনা ও উপবাস ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা এই প্রকার ভূতকে ছাড়ান যায় না। মার্ক ৯; ২৯।

গিদেরীয় দেশে যে উন্মত্ত লোক ছিল, তাহার মধ্যে ভূতদের বাহিনী আশ্রয় লইয়াছিল। পরে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই সকল ভূতকে তাহাহইতে বাহির করিয়া দিলে তাহারা স্বাভাবিক হিংসেচ্ছাপ্রযুক্ত দুই সহস্র শূকরকে জলে ফেলিয়া নষ্ট করিল। মার্ক ৫; ১৩।

ঐ সকল ভূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা শয়তানের পরাজয় স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল। খ্রীষ্টের সহিত কোন ভূতগ্রস্ত লোকের সাক্ষাৎ হইলে ভূত খ্রীষ্টকে চিনিত, এবং তাঁহার মহাশক্তি জানিয়া দণ্ডের ভয়েতে অতি ত্রাসযুক্ত হইত।

এই বিষয়ে প্রভু যিহূদিদিগকে কহিলেন, যথা, "সেই বলবান ব্যক্তি (অর্থাৎ শয়তান) যত কাল সুসজ্জীভূত হইয়া আপন অট্টালিকা রক্ষা করে, তত কাল তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাহইতে অধিক বলবান, তিনি (অর্থাৎ খ্রীষ্ট) আসিয়া যখন তাহাকে পরাজয় করেন, তখন যে অস্ত্রশস্ত্রেতে তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহা হরণ করিয়া তাহার দ্রব্য বণ্টন করিয়া লন।" লূক ১১; ২১, ২২। যিশায়িয় ৪৯; ২৪, ২৫।

আর এক স্থানে ইহা লিখিত আছে, "পরে সেই সত্তর শিষ্য আনন্দেতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার নামদ্বারা ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি স্বর্গহইতে বিদ্যুতের ন্যায় শয়তানকে অধঃপতিত হইতে দেখিলাম।" লূক ১০; ১৭, ১৮। প্রভুর এই বাক্য আমাদের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না। ভূতগ্রস্ত লোকদিগকে ক্লেশহইতে মুক্ত করণদ্বারা শয়তানের বিস্তর ক্ষতি ও বড় লজ্জা হইয়াছিল, ইহা সুস্পষ্ট। এবং বোধ হয়, আয়ূবের সময়ে এবং আহাব রাজার সময়ে শয়তান যেমন স্বর্গদূতের বেশ ধারণ করিয়া স্বর্গীয় দূতগণকর্ত্তৃক পরিচিত না হইয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে পাইয়াছিল, তদ্রূপ স্বর্গদূতের বেশে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে খ্রীষ্টের সময়াবধি আর পারিল না; ইহা প্রভু ঐ বাক্যদ্বারা আপন শিষ্যদিগকে জানাইলেন।

এই রূপ কথা প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যেও লিখিত আছে, যথা, "স্বর্গে সংগ্রাম হইল; ফলতঃ মীখায়েল ও তাহার দূতগণ ঐ নাগের (অর্থাৎ শয়তানের) সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহাতে সেই নাগ ও তাহার

দূতগণও যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গমধ্যে আর স্থান পাইল না।" প্রকাশিত ১২; ৭,৮। বোধ হয়, শয়তান আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বর্গচ্যুত দেখিয়া খ্রীষ্টের মরণের ও পুনরুত্থানের পরে আর বার তথায় যাইতে চেষ্টা করিলে মীখায়েল নামক প্রধান স্বর্গদূত আপনার অধীন সকল দূতকে একত্র করণ পূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের সাহায্যে তাহার চেষ্টা নিষ্ফল করিল। এই সকল বিষয় সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের বোধগম্য নহে।

আমাদের এই বর্ত্তমান সময়েও কোন২ রোগি লোক কিম্বা উন্মত্ত লোক ভূতগ্রস্ত আছে, ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু কে২ ভূতগ্রস্ত আছে, তাহা নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য। আর এই বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করা আমাদের অনুচিত।

উপকারোপদেশ।

নরকুল উদ্ধারক জগদঘবিনাশক আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দত্ত শাস্ত্রের অতি হিত অভিলাষানুসারে পরোপকার করণে সর্ব্বদা যত্নশীল হও, যেহেতুক মৃত্তিকাদ্বারা সৃজিত আমাদের এই রক্ত-মাংস সংযুক্ত মর্ত্ত্য দেহোপযুক্ত পবিত্র ও নিত্য ও অকাট্য এবং জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ যথার্থীকৃত ও তজ্জনিত যে সুখ্যাতি, তাহা লব্ধ হওনে যে জন অযত্ন করে, তাহার ও পশুর মধ্যে কোন বিশেষ নাই; কেননা পশু কোন উত্তমাধম বোধ না থাকন প্রযুক্ত কেবল প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ শারীরিক সুখ সম্ভোগে লিপ্ত থাকে, কিন্তু মনুষ্য তদ্রূপ থাকে না। পুনশ্চ প্রাগুক্ত দৈহিক সুখাভিলাষ মনুষ্যের যাদৃশ, পশুরও তাদৃশ আছে, কারণ তাহারা উভয়েই মর্ত্ত্য ও পাঞ্চভৌতিক, তথাচ স্বয়ম্ভূ জগদীশ্বর আপন সৃষ্ট নরাত্মার মধ্যে পরস্পর সাহায্য ও উপকার করণে, এবং তথ্যাতথ্য নির্ণয় করণে এমত উত্তম জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা আমরা নরাত্মাকে প্রাণ্যুত্তম কহি, আর ইত্থম্ভূত ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও নানাংশে শিক্ষা দিয়াছেন।

পরন্তু হে বন্ধুগণ, দুষ্ট খল ও শঠ ইত্যাদি লোক এই জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জ্ঞানবান ও বিদ্বান হইলেও তাহারা পশুবৎ; অপিচ কোন২ পণ্ডিতও এই প্রকার কহিয়াছেন, যে পরের অনিষ্ট-কারি ব্যক্তি যদ্যপি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিদ্বান হয়, তথাচ সে ব্যক্তি

খলজাতি সর্প, বরঞ্চ মহৎ কালসর্পবৎ; কেননা কালসর্প যাহাকে দংশন করে, কেবল মাত্র সেই জন নিপাত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, খলজ্ঞানী এক ব্যক্তিকে দংশন করিলে অন্য ব্যক্তি সংহৃত হয়, অর্থাৎ দ্বেষৈষি ব্যক্তি যদি অতিশয় জ্ঞানী হয়, তবে সে কোন২ বিষয়ে অক্ষম হইলে, অন্য লোকের কর্ণমূলে এরূপে দংশন করে, অর্থাৎ এমত২ কুপরামর্শ প্রদান করে, যে তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি অন্যের প্রাণনাশ চেষ্টা করে, এবং তাহাতে অনেক বার কৃত-কার্য্যও হয়। এতজ্জন্য বলি, এবম্বিধ বোধ বিশিষ্ট নরাত্মার এব-ম্প্রকার করা উচিত নয়।

"তোমরা অন্যদের হইতে যদ্রূপ সদ্ব্যবহার প্রাপণেচ্ছুক হও, তোমরা অন্যান্য লোকদের প্রতি তাদৃশ কর," এই যে স্বর্ণাদেশ ইহা সকলের নিত্য স্মরণোপযুক্ত। এই জগতিস্থ ধনী কি নির্ধন, ক্ষুদ্র বা মহান্, সকলেই অন্যহইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সকলে পরের প্রতি তদ্রূপ করিতে উদ্যোগী ও মনোযোগী হয় না। যদি সকলে তদ্রূপ করিত, তবে কি সুখের বিষয় হইত, ও কেমন অতুল্য সুখসম্ভোগে সকলে বাস করিত। এতদ্বিষয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কহেন, "তোমরা এক জন অন্যের অহিত চেষ্টা না করিয়া পরস্পর মঙ্গল ও উপকার কর।" তিনি আরো কহেন, "তোমরা আপনাদের সহিত পরের যে রূপ ব্যব-হার ভাল বাস, তাহাদের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার কর; কেননা ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের সার এই।" মথি ৭; ১২। লূক ৬; ৩১।

এই প্রকারে আমি এক্ষণে অধিক বিস্তার না করিয়া কেবল মাত্র তোমাদের নিকটে জ্ঞান ও বিদ্যাদ্বারা সদসৎ লোকের মধ্যে বিশেষ২ কি২ ফলোদয় হয়, তাহা ক্রমশঃ সংক্ষেপে প্রকাশ করিব। প্রথম, বিদ্যা বিবাদের কারণ। দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা যে ধনার্জ্জন হয়, তাহা অহঙ্কারের কারণ। তৃতীয়, শক্তি পরপীড়াদায়ক। এই কয়ে-কটি কেবল অসৎ লোকের প্রতি বর্ত্তে। অপিতু অস্মদাদির শাস্ত্রে লেখে, যে দুষ্টদের জ্ঞান ও বিদ্যা কেবল দুষ্টতার বর্দ্ধক। কিন্তু সল্লোকের প্রতি সমপূর্ণ তদ্বিপরীত ফল জন্মে, অর্থাৎ তাহাদের বিদ্যা, জ্ঞান, ধন, শক্ত্যাদি পরের অনিষ্ট ও অপকারী না হইয়া পরোপকারী হয়।

সম্প্রতি হে প্রিয়বর্গ, তোমাদিগকে সদুপদেশ দি, যে তোমরা

জ্ঞানী ও বিদ্বান হও, কিন্তু উপকার ও মঙ্গল ভিন্ন পরের মন্দ চেষ্টা বা হিংসা করিতে প্রাগুক্ত কালসর্পবৎ খল ও দ্বেষী হইও না, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বসময়ে পরোপকার করিতে প্রযত্ন কর।

শ্রীলাজারস্ মাধব চন্দ্র দাস।

দাসের বিশ্বস্ততা।

ইউরোপস্থ পোলণ্ড নামক দেশে অনেক২ কেঁদুয়া ব্যাঘ্র থাকে, তাহারা গ্রীষ্মকালে বনে ও মাঠে অনেক গ্রাম্য ও বন্য পশু ধরিতে পারক হওয়াতে মনুষ্যদের প্রতি বড় হিংসা করে না এবং গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী হয় না, কিন্তু শীতকালে সমুদয় ভূমি বরফে আচ্ছাদিত হওয়াতে বন্য পশু গুপ্ত থাকে কিম্বা দেশান্তরে গমন করে, এবং গ্রাম্য পশু সকল যেন শীতে নষ্ট না হয়, এই জন্যে মনুষ্যেরা তাহা গোশালাতে রাখে, অতএব সেই সময়ে ঐ হিংসুক জন্তুরা খাদ্যের অভাব প্রযুক্ত অতি ক্রূর হইয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হয়, এবং মনুষ্যকে ধরিয়া গ্রাস করে। আর বন্য কুক্কুরের কিম্বা শৃগালের ন্যায় কেঁদুয়া ব্যাঘ্র একে২ বেড়ায় না, কিন্তু ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ কিম্বা আরও অধিক গুলা একত্র হইয়া দৌড়াদৌড়ি করে। এবং সেই ব্যাঘ্রেরা কুক্কুর এবং অশ্ব অপেক্ষাও দ্রুতগামী, এই কারণ শীতকালে তাহাদের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎ হওয়া অতিশয় ভয়ের বিষয়।

১৭৭৬ শালের শীতকালে ঐ পোলণ্ড দেশের এক প্রধান লোককে সপরিবারে কোন দূরবর্ত্তি নগরে গমন করিতে হইলে তাঁহারা বৈকালে ওসুইস্ক নামক গ্রামহইতে সাতর নামক গ্রামে যাইতেছিলেন, এমত সময়ে দূরে অনেক২ কেঁদুয়া ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইলেন, তাহারা অতি বেগে তাঁহাদের গাড়ির দিগে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। ঐ সাহেবের সঙ্গে দুই জন অশ্বারূঢ় দাস ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন সাতর গ্রামে কর্ত্তার জন্যে নূতন অশ্ব পাইবার নিমিত্তে অগ্রে গিয়াছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি গাড়ির পশ্চাৎ থাকিয়া গমন করিতেছিল। ইতিমধ্যে কেঁদুয়া ব্যাঘ্র সকল উত্তর২ নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা দেখিয়া সেই দাস আপন কর্ত্তাকে কহিল, মহাশয় যদি আজ্ঞা করেন, তবে আমি অশ্বহইতে নামিয়া ঐ

ব্যাঘ্র সকলকে অশ্ব দিব, তাহার মাংস খাইতে২ তাহাদের বিলম্ব হইবে, নতুবা তাহারা শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিবে। সাহেব সম্মত হইলে ঐ দাস অশ্বহইতে নামিয়া গাড়িতে চড়িয়া দাঁড়াইল। তাহার ঘোড়া আপনাকে ত্যক্ত দেখিয়া ত্রাস-প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ দৌড়িতে না পারাতে ব্যাঘ্র সকল শীঘ্র আসিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তাহার মাংস খাইল। কিন্তু এক অশ্বের মাংসেতে এত ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদের গ্রাসকতা আরও বৃদ্ধি পাইল। অতএব তাহারা তৎক্ষণাৎ গাড়ির পশ্চাৎ পুনরায় দৌড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে সাহেবের লোকেরা গাড়ি অতি শীঘ্র চালাইয়াছিল, কিন্তু অশ্ব সকল ক্লান্ত এবং ব্যাঘ্রদের ভয়ে ব্যাকুল হওয়াতে ব্যাঘ্রেরা উত্তর২ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত সাতর গ্রাম কেবল এক ক্রোশ দূর ছিল। তাহাতে ঐ দাস আপন কর্ত্তাকে কহিল, এই ব্যাঘ্রদের যদি যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তবে আপনি সপরিবারে গ্রামে পহুঁছিয়া রক্ষা পাইতে পারিবেন, কিন্তু রক্ষার এক মাত্র উপায় আছে। আপনি যদি পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া আমার স্ত্রী ও সন্তানদিগের প্রতিপালন করিতে স্বীকার করেন, তবে আমি গাড়িহইতে নামিয়া এই স্থানে থাকিয়া আমার শরীর এই ব্যাঘ্রদিগকে দিব, তাহাতে তাহারা বিলম্ব করিলে আপনি সপরিবারে রক্ষা পাইতে পারিবেন, নতুবা আমরা সকলে বিদীর্ণ হইয়া নষ্ট হইব। দাসের এই রূপ কথা শুনিয়া কর্ত্তা তাহার ভক্ততাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া প্রথমে অসম্মত হইলেন, পরে ব্যাঘ্রেরা আরও নিকটে আইলে বুঝিলেন, অন্য কোন উপায় নাই। অতএব তাহার পরিবারের প্রতিপালন স্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিলা, তাহাই কর। তাহাতে ঐ বিশ্বস্ত দাস তৎক্ষণাৎ গাড়িহইতে নামিয়া ব্যাঘ্রদের সম্মুখে গিয়া একে-বারে বিদীর্ণ হইল, কিন্তু তাহার কর্ত্তা শীঘ্র অগ্রসর হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া সপরিবারে রক্ষা পাইলেন, এবং যেমন স্বীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ দাসের পরিবারের প্রতিপালন করি-লেন। সেই সাহেবের নাম পদতস্কি; এবং তাঁহারই প্রমুখাৎ রেক্সাল নামক সাহেব এই ইতিহাস শুনিয়াছিলেন।

প্রেম করাইবার বিপরীত উপায়।

কোন দিন এক রাজা অশ্বে চড়িয়া আপনার এক অশ্বারূঢ় দাসকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতে গেলে দেখিলেন, কিঞ্চিৎ দূরে দুই মনুষ্য তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইতে যায়। তাহাতে তিনি আপন দাসকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া ঐ লোক-দিগকে ধরিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সে গিয়া অবিলম্বে দুই জন ভিক্ষুককে আনিলে রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন লুকাইতে গিয়াছিলা? তাহারা উত্তর করিল, আমরা আপনকার সাক্ষাতে ভীত হইয়াছিলাম। এই রূপ উত্তর শ্রবণে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া চাবুকে ভয়ানকরূপে প্রহার করিয়া কহিলেন, আমাকে ভয় করা তোমাদের অনুচিত, প্রেম করা উচিত।

আতিথ্য ব্যবহারের ফল।

রাজকর আদায়কারি কোন ব্যক্তির গৃহে এক দিন দশ সহস্র টাকা সঞ্চিত হইলে হঠাৎ তাঁহাকে অল্প দিনের জন্যে স্থানান্তরে যাইতে হইল। অতএব তিনি ঐ সকল মুদ্রা আপন ভার্য্যার নিকটে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে আত্যন্তিক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে এক জন পথিক আসিয়া সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপনের অনুমতি চাহিলেন। গৃহিণীর সহিত এক জন দাসীমাত্র ছিল, তথাপি তিনি ঐ পথিকের প্রার্থনাতে সম্মতা হইয়া তাঁহাকে অতিথি করিলেন। সেই পথিক এক জন সেনাপতি ছিলেন। অর্দ্ধরাত্র সময়ে কোন২ লোক আসিয়া বাটীর দ্বারে আঘাত করিয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। তাহাতে সেই স্ত্রী দ্বারের কাছে গেলে তাহারা তাঁহাকে কহিল, তোমার স্বামী তোমার কাছে যে দশ সহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছে, সেই টাকা আমরা চাহি; শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দেও, নতুবা আমরা কবাট ভাঙ্গিয়া আপনারা ভিতরে গিয়া টাকা লইয়া তোমাকে নষ্ট করিব এবং ঘরে অগ্নি লাগাইব। ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে কহিলেন, ভাল, আমি চাবি আ-নিয়া দ্বার খুলিয়া দি। ইহা বলিয়া তিনি শীঘ্র ঐ পথিককে জাগাইয়া সকলই বুঝাইয়া দিলেন। পথিক তাঁহাকে কহিলেন, এখন আমার

পরামর্শ শুন। তুমি দ্বার খুলিয়া সেই লোকদিগকে দালানে বসিতে বলিয়া টাকা তাহাদের কাছে লইয়া যাও, কিন্তু টাকার থলি খুলিয়া দালানে আসিবার সময়ে ভূমিতে পড়িতে দেও, পরে যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিব। ঐ স্ত্রী তাঁহার শিক্ষানুসারে এই সকল কর্ম্ম করিলেন, বিশেষতঃ টাকার থলি হাতে করিয়া যখন দালানে প্রবেশ করিলেন, তখন অতিশয় ভীত লোকের ন্যায় কম্পবান হইয়া থলিকে ভূমিতে পড়িতে দিলেন। তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সকল চারি দিগে পতিত হইলে ঐ চারি জন চোর অতি ব্যগ্রতাপূর্ব্বক হেঁট হইয়া মুদ্রা কুড়াইতেং পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ পথিক উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুই জনের মস্তকে দুইটা পিস্তল ছুঁড়িলেন, পরে খড়গদ্বারা তৃতীয় জনকে এমত ক্ষত বিক্ষত করিলেন যে সে শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিল। চতুর্থ ব্যক্তি পলাইয়া রক্ষা পাইল। ইতিমধ্যে ঐ স্ত্রী ভয়েতে মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন। পরে যখন পুনরায় সচেতন হইলেন, তখন সেই সাহেবকে ঐ ধনের অর্দ্ধেক দিতে অতি যত্নবান হইলেন, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া কহিলেন, আপনি আমাকে অতিথি করাতে যে ধার দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিলাম।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

১ করিন্থীয় ১৫ ; ৫৬, ৫৭।

প্রথম ভাগ। মৃত্যুর হুল পাপ।

১। মৃত্যুর হুল আছে, ইহার প্রমাণ।

(১) দুষ্ট লোকেরা মৃত্যুহইতে ভীত হয়। অনেক নাস্তিক লোক মরিবার পূর্ব্বে অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছে।

(২) মৃত্যু ধার্ম্মিক লোকদেরও ঘৃণার্হ এবং ভয়জনক বোধ হয়। যাহার বিশ্বাস অতি দৃঢ়, সে মৃত্যুকে স্বর্গদ্বার জানিয়া স্থিরমনা থাকিতে পারে, তথাপি মৃত্যু যে স্বভাবতঃ ভয়ানক ও ঘৃণার্হ আছে, ইহা ধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীকার করে।

(৩) মৃত্যুর প্রতি প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরও ঘৃণা জন্মিয়াছিল।

। মৃত্যুর হুল কিসেতে ব্যথাজনক হয়, ইহার মীমাংসা।

(১) মৃত্যু অনিবার্য্য।

(২) মৃত্যুর সময় ও ধারা অগ্রে নিশ্চয় করা যায় না।

(৩) তাহার অগ্রে শরীরের বড় ক্লেশ হয়।

(৪) বন্ধু বান্ধব ও বাসস্থানহইতে যে বিচ্ছেদ, তাহা ভয়ানক।
(৫) শরীরকে ত্যাগ করা ও তাহার পচিয়া যাওয়া মনের দুঃখজনক।
(৬) যে পরলোকে মনকে যাইতে হয়, তাহার বিষয়ে আমরা কেবল ধর্ম্মপুস্তকহইতে যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারি।

৩। মৃত্যুর হুল পাপ।
(১) পাপপ্রযুক্ত মৃত্যু অনিবার্য্য হয়।
(২) মৃত্যুর সময়ে পূর্ব্বকৃত দোষ সকল স্মরণ হইলে পাপ শারীরিক ও মানসিক যাতনার কারণ হইয়া উঠে।
(৩) মৃত্যুর পরে পাপ মনুষ্যকে নরকে নিক্ষেপ করে।

দ্বিতীয় ভাগ। পাপের বল ব্যবস্থা।

১। পাপ ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন। মনুষ্য যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা না জানিত, তবে পাপিরূপে গণনীয় হইত না। দেবপূজকেরাও ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান নহে।

২। কোন জলস্রোত বেড়াদ্বারা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে যেমন তাহার বল প্রকাশ পায় এবং বাড়ে, তদ্রূপ মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের ব্যবস্থার জ্ঞান জন্মিলে তাহার পাপস্বভাব আপন বল প্রকাশ করে এবং বৃদ্ধি পায়।

৩। ব্যবস্থাদ্বারা ঈশ্বর পাপের দণ্ড নিশ্চয় করিয়াছেন।

তৃতীয় ভাগ। যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমরা জয়যুক্ত হই।

১। তিনি পাপের দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। যদি আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত একই হই, তবে ব্যবস্থা আমাদিগকে দ্বিতীয় বার দণ্ডনীয় করিতে পারে না, এবং খ্রীষ্টের পুণ্য আমাদের প্রতি বর্ত্তে।

২। যদ্যপি ব্যবস্থানুসারে আচরণ করা এখনও আমাদের উচিত, তথাপি খ্রীষ্টের সুসমাচারানুসারে বিশ্বাসহইতে পরিত্রাণ এবং অবিশ্বাসহইতে নরকদণ্ড জন্মে, কিন্তু ব্যবস্থা পালনে পরিত্রাণ, কিম্বা ব্যবস্থালঙ্ঘনে নরকযন্ত্রণা আর জন্মে না। এ বিষয়ে তিনি এক নূতন নিয়ম স্থির করিয়াছেন, ফলতঃ তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩। পাপস্বভাব দূর করণার্থে তিনি বিশ্বাসিদিগকে পবিত্র আত্মা দেন।

৪। তিনি আপনি মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বর্গকে আমাদের সুগম করিয়াছেন।

৫। যাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে না, তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয় না।

৬। যাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে, তাহারা যদ্যপি মরে, তথাপি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে, এবং মৃত্যুর বিষয়ে তাহাদের ভয় ক্রমে২ ঘুচে।

চতুর্থ ভাগ। যিনি আমাদিগকে জয়যুক্ত করেন, সেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

উপদেশক।

আক্টোবর ১৮৫২ (৭০) মূল্য ২ আনা।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি জৎসন সাহেবের কারাবদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত।

যে নৌকাযোগে দূতগণ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই তরণী অপেক্ষিত সময়ের এক দিন পূর্ব্বে আগমন করিতেছে ইহা দৃষ্ট হইল। যখন নৌকা নগরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন পুরবাসি সহস্র২ লোক তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে ব্যগ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করত নদীতীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দূতগণ তাহাদের কাহারো প্রতি কোন উত্তর দিলেন না, যেহেতু তাঁহাদের যে বক্তব্য তাহা রাজসভায় অগ্রে প্রকাশ্য, ইহা বলিয়া তাঁহারা সভাগৃহের অভিমুখে গমন করিলেন। ট্রোদৌ সভাগৃহে পাত্র মিত্র অমাত্যগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট ও রাজা সিংহাসনে অধ্যাসীন হইলে ডাক্তর প্রাইস এই সমাচার দিলেন যে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবিত বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন করিবেন না। পরন্তু তাঁহারা যে এক কোটি মুদ্রা চাহিয়াছেন, তাহা একেবারে না দিয়া চারি কিস্তিতে দিলেও তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা দ্বাদশ দিবসের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাঁহাদের সৈন্য ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকিবে। এতদ্ব্যতিরেকে বন্দিদিগকে অবিলম্বে তাঁহাদের নিকটে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং মেং জৎসনকে ও তাঁহার ভার্য্যাকে ও ক্ষুদ্র মারিয়াকেও মুক্ত করিতে হইবে, এ কথা আপনকাদিগকে অবগত করিতে আমার প্রতি বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন। এ সমস্ত মহারাজকে জ্ঞাত করিলে তিনি বলিলেন. মেং জৎসনেরা ইংলণ্ডীয় নয়, তাঁহারা আমার প্রজা, সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রেরণ করা

কর্ত্তব্য নয়। বৃহ্ম গবর্ণমেণ্ট আমার স্বামিকে গত তিন মাস বিশেষ কার্য্যে নিযোগ করিয়া তাঁহার ক্ষমতা বিলক্ষণ অবগত হওয়াতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সর্ব্বতোভাবে অসম্মত হইল। অপর এখনও কি করা যাইতে পারে, এতদ্বিষয়ে পরামর্শ করণার্থে বিদেশীয়দিগকে পুনর্ব্বার সভাতে আহ্বান করিল। তাহাতে ডাক্তর প্রাইস ও মেং জড্‌সন তাঁহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে বলিলেন, ইংরাজেরা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন নিয়মে সন্ধি কখন করিবেন না, ইহা আমরা নিশ্চয় জানি; অতএব টাকা না লইয়া তাঁহাদের নিকটে যাওয়া নিরর্থক। ইহা শুনিয়া সভা এই প্রস্তাব করিল, যে নির্দ্ধারিত প্রথম ভাগের তৃতীয়াংশ মুদ্রা অবিলম্বে পাঠান যাউক। তাহাতে মেং জড্‌সন আপত্তি করিয়া কহিলেন, ইহাতেও কোন ফল দর্শিবে না। তখন কোন২ সভ্য ইঙ্গিতে জানাইল, বোধ হয় উপদেশকেরা ইংরাজদের পক্ষ, এই হেতু তাহারা অল্প টাকা লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক। ভাল, তাহারা যদি ইংরাজদিগকে সম্মত না করায়, তবে তাহারা ও তাহাদের পরিজনগণ সকলে দণ্ড পাইবে।

ইতোমধ্যে নেয়ারথুয়া নামক সৈন্যাধ্যক্ষ ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া দূর করণার্থে আর এক বার উদ্‌যোগ করণে বাঞ্ছিত হইয়া রাজসভাতে আসিয়া ইংরাজদিগকে পরাজয় করণের আশ্বাস দিল। তাহাতে রাজপুরুষদিগের ভয় দূর হইয়া গেল। ফলতঃ ঐ সেনাপতি রাজাকে ও মন্ত্রি প্রভৃতি সকল সভ্যদিগকে বিশেষ প্রবৃত্তি দিয়া কহিল, ভয় কি? আমি পাগান নগরস্থ দুর্গ সুসজ্জিত করিয়া দুরাক্রম করিতে পারি, আর তন্মধ্যে থাকিয়া ইংরাজ সৈন্যকে যে অনায়াসে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব, এ কোন্ বড় কথা? তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য হইলে তিনি বিস্তর সৈন্যসামন্ত লইয়া পাগান নগরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ দুর্গ সুসজ্জিত করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা তাহা অবলীলা ক্রমে আয়ত্ত করিয়া তথাকার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল, তাহাতে তাহার সেনাপতি আবা নগরাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নে তৎপর হইলেন। পরে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রগল্‌ভতা পূর্ব্বক আর এক দল সৈন্য যাচ্ঞা করিলেন। ইহাতে মহারাজ মহাকোপান্বিত হইলেন, যেহেতু ঐ সেনাপতির পরামর্শ গ্রাহ্য

করাতে এক্ষণে মহা অনর্থ ঘটিল, ফলতঃ তাঁহার কথা শুনিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে সন্ধি নির্ধারণের কাল অতীত হওন প্রযুক্ত ইংরাজদের সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্য-সামন্ত প্রতিদিন অগ্রসর হইতে লাগিল। অতএব ব্রহ্মরাজ আজ্ঞা করিলেন, এই বেটাকে অবিলম্বে বধ কর। হা, এই আজ্ঞা শুনিবা-মাত্র পদাতিকগণ সেই সেনাপতিকে রাজবাটীহইতে হিঁচুড়িয়া বহির্গত করিয়া পথিমধ্যে বিস্তর প্রহার করত বিচারালয়ে লইয়া উপস্থিত করিল। তথায় তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ হরণ করিয়া এক গাছ স্থূল রজ্জুতে তাঁহাকে বন্ধন করিল। পরে রাজবাটীর দিগে তাঁহাকে জানুপাত ও নতমস্তক করাইয়া ঘাতকদিগের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাঁহাকে মশানে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে দারুণ প্রহার করত তাঁহার প্রাণবিয়োগ করিল। মহারাজ তদ-বিষয়ে এই ঘোষণা দেওয়াইলেন, যথা, ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করণ বিষয়ে মহারাজের নিষেধ বাক্য হেলন করাতে এই সৈন্যা-ধ্যক্ষের এই দুর্গতি হইল।

অপর ডাক্তর প্রাইস্ কতকগুলি বন্দিকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ছয় লক্ষ টাকা গ্রহণে ইংরাজদের অধ্যক্ষকে প্রবৃত্তি দিতে সেই রাত্রিতে প্রেরিত হইলেন। তিনি দুই তিন দিবসের মধ্যে পুনরাগমন করিয়া এই ত্রাসজনক সমাচার দিলেন, ইংরাজ সেনাপতি আপনকাদের নিয়মের কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, যে ব্রহ্মলোকদের কোন কথা আর শুনিব না, পরন্তু অল্প দিনের মধ্যে সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাণী অতিশয় ত্রাসান্বিতা হইয়া বলিলেন, ইংরাজেরা যদি আর কিঞ্চিৎ কাল অগ্রসর হওনে ক্ষান্ত থাকেন, তবে নিরূপিত সংখ্যক মুদ্রা শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। এবং রাজপুরীর সর্ব্ব জন অতি উদ্বিগ্ন হইয়া তত্রস্থ তাবৎ স্বর্ণ রূপ্য পাত্র দ্রবীভূত করিলে রাজা রাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তৎকিয়দংশ পরিমাণ করাইলেন, এবং রাজধানীর রক্ষার্থে একান্ত মনোযোগী হইলেন। পর দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নৌকাতে রূপা বোঝাই দেওয়া গেল, কিন্তু ইংরাজদের প্রতি তাহাদের প্রত্যয় না থাকাতে যুদ্ধভয়ে ব্যাকুলিত হইলেও শেষে স্থির করিল, দূতেরা এক্ষণে ছয় লক্ষ টাকা লইয়া ইং-

রাজদের নিকটে গিয়া এই কথা কহুক, যে তোমরা এক্ষণে যে স্থানে আছ, সেই স্থানে স্থগিত থাকিলে আমরা অবশিষ্ট মুদ্রা অবিলম্বে তোমাদিগকে দিতে পারি।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট মেং জৎসনকে এক বারও জিজ্ঞাসা করিল না যে তুমি সন্ধি করণার্থে যাইবা কি না? তিনি যখন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কএক জন সেনাপতি হঠাৎ আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিল যে সন্ধি করিতে যাওনার্থে দুই জন কর্ম্মচারী অর্থাৎ এক জন ঊনজী ও এক জন ঊনডক্ এক্ষণে নৌকারোহণ করিয়াছেন, তোমাকে তাঁহাদের সহিত অবশ্য যাইতে হইবে। এই সময়ে অধিকাংশ ইংরাজ বন্দিকেও পাঠান যায়। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধিগণ ছয় লক্ষ মুদ্রা গ্রহণে ও রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হওনে ক্ষান্ত থাকিতে অসম্মত হইয়া কহিলেন, যে আবা নগরে আমাদের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে আমরা যদি নির্দ্ধারিত সমস্ত টাকা পাই, তবে সন্ধি করিব, নতুবা তাহা আর কখন করিব না। সেনাপতি মেং জৎসনকে ইহাও কহিলেন, তুমি যাইয়া সকল বিদেশি বন্দিকে সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, যে তাহারা এ দেশে থাকিতে বা এখানহইতে প্রস্থান করিতে চাহে। তাহাতে যাহারা আমাদের নিকটে আসিতে চাহে, তাহাদিগকে আমাদের নিকটে সমর্পণ করিতে সভাস্থদিগকে বল; যদি তাহারা তাহাদিগকে না পাঠায়, তবে তাহাদের সহিত আমাদের সন্ধি করা হইবে না।

মেং জৎসন রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে আবা নগরে উপনীত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে বিদেশীয় তাবৎ বন্দিকে একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে এক জন রাজপুরুষ মেং জৎসনকে বলিল যে আপনি এখানহইতে যাইবেন না, আপনি এ দেশে থাকিলে বড় মানুষ হইবেন। তাহাতে মেং জৎসন ভাবিলেন, আমি হঠাৎ যাইতে চাহিলে ইহারা আমার প্রতি এই দোষারোপ করিবে যে ইনি এখন সময় পাইয়া মহারাজের কার্য্য উপেক্ষা করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, ইনি কেমন ধর্ম্মোপদেশক? অতএব তদ্দোষ ক্ষালনার্থে তিনি বলিলেন যে ইংরাজ সেনাপতি যে সময়ে আজ্ঞা করেন যে কোন ব্যক্তি আবা নগরহইতে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমার নিকটে সমর্পণ করিতে

হইবে, তখন আমি তাঁহার নিকটে যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আমাকে যাইতে হইবে।

পঞ্চবিংশতি লক্ষের মধ্যে যে টাকা বাকী ছিল, তাহা ত্বরায় সংগৃহীত হইল, এবং তাহারা ঔংপেন্‌লার কারাগারস্থ তাবৎ বন্দিকে মুক্ত করিয়া কাহাকেং তাহাদের নিজং বাটীতে ও অনেককে জলপথ দিয়া ইংরাজদের নিকটে প্রেরণ করিল। আর আমরা মেং জড্‌সনের পুনরাগমনের দ্বিতীয় দিবসে আমাদের পরমোপকারক সেই ভদ্র রাজপুরুষের নিকটে প্রেম পূর্ব্বক বিদায় লইতে উপস্থিত হইলে তিনি নদীতীর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে২ আইলেন। তখন আমরা চিরকালের নিমিত্তে আবা নগরহইতে প্রস্থান করিলাম। ফলতঃ মার্চ মাসের সন্ধ্যাকালে যখন সুশীতল সমীরণ বহিতেছিল ও চন্দ্রকিরণে ভুবন আলোময় হইয়াছিল, এমন হর্ষজনক সময়ে সাত আটখান সুবর্ণ তরণীতে বেষ্টিত হইয়া ও এক পৃথক্ নৌকাতে আমরা স্বামী স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি আরোহণ করিয়া ঐরাবতী নদী দিয়া গমন করাতে আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হইল, ও মঙ্গল প্রত্যাশার আনন্দ উপচিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের সম্মুখে ব্রহ্মশিবির স্থাপিত আছে, তন্মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে, তথায় আমাদের গমনের কোন ব্যাঘাত হইলেও হইতে পারে, এই চিন্তা আমাদের মনে উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সুখানন্দের মধ্যে২ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। আর আমরা যেমন ভাবিয়াছিলাম অবশেষে তদ্রূপ ঘটিল। ফলতঃ আমরা রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে শিবিরে উপনীত হইলে তাহারা আমাদিগকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিল। পরে তত্রস্থ উনজী ও রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে বলিলেন, যাবৎ ডাক্তর প্রাইস টাকা লইয়া গিয়া, সন্ধি স্থির হইবে কি না, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া না আইসেন, তাবৎ তোমাদিগকে এই শিবিরে থাকিতে হইবে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছিল যে ইংরাজেরা টাকা ও বন্দিদিগকে প্রাপ্ত হইলেও তাহারা অগ্রসর হইয়া আমাদিগের রাজধানী উচ্ছিন্ন করিবে। সে যাহা হউক, সন্ধি না হওনের পক্ষে কোন বাধা হইলেও হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া মেং জড্‌সন দৃঢ়রূপে বলিলেন, আমি এখানে কখন থাকিতে পারিব না, আমি অবশ্য যাইব। তাহাতে সন্ধি নির্ধারণ বিষয়ে মেং

জৎসনহইতে বিস্তর সাহায্য হইতে পারিবে, এই আশাতে সেনাপতিগণ আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল। দেড় বৎসর পরে এই প্রথম বার আমরা আপনাদিগকে মুক্ত ও ব্রহ্ম লোকদের ক্লেশদায়ক যোঁয়ালির অনধীন লোক বোধ করিলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে বাষ্পীয় জাহাজের মাস্তুল দর্শন করিয়া, এখন সভ্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইলাম, ইহা মনে করিয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। আমাদের নৌকা তীর প্রাপ্ত হইবামাত্র ব্রিগেডিয়র্ এবং অন্য এক সেনাপতি আমাদের নৌকাতে আসিয়া আমাদের উপস্থিত হেতু মঙ্গল ও আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, পরে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে আমি সেই বাষ্পীয় জাহাজে সমস্ত দিবস থাকিলাম। এবং আমার স্বামী সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে গেলেন। তখন তিনি কতক গুলি সৈন্য লইয়া তথাহইতে কএক ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মেং জৎসন সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিলেন যে সেনাপতি মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার শিবিরে অবিলম্বে যাওনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে আমি তথায় উপস্থিত হইলে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া সেনাপতি আমাদের প্রতি অতি সৌজন্য ও দয়া প্রকাশ করিলেন। ফলতঃ তিনি আপনার তাম্বুর নিকটে আমাদের নিমিত্তে তাম্বু স্থাপন করাইলেন, ও স্বীয় ভোজনাসনে উপবেশন করাইয়া আমাদিগকে আহার করাইলেন। এবং আমাদিগকে ভিন্ন দেশীয় অপরিচিত জ্ঞান না করিয়া আমাদের প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার করিলেন। জেনেরেল ক্যাম্বেল সাহেবের নিকটে আমরা যে ঋণী থাকিলাম, বোধ হয় ইহা আমরা কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইব না। যেহেতু তাঁহার বিশেষ চেস্টাতে আবা নগরহইতে আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি ও তথায় আমাদের হৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হয়। এবং তৎপরে তিনি সদয় হইয়া আমাদের প্রতি যে রূপ আতিথ্য ব্যবহার করেন, ও রঙ্গুণে গমনার্থে আমাদিগকে পাথেয় দানে যেরূপ মনোযোগ করেন, তাহা আমাদের চিত্তে অক্ষয়রূপে অঙ্কিত আছে, তাহা কখন বিস্মৃত হইব না। অপর ইংরাজ সেনাপতিগণ আমাদিগকে দেখিয়া নিত্য ২ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, ফলতঃ তাঁহারা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, ও ব্রহ্ম লোকেরা যে রূপ

আচরণ করিয়াছিল, এ দুয়ের তুলনা করিলে অতিশয় বৈপরীত্যভাব প্রকাশ পায়। আমি সাহস পূর্ব্বক এই কথা বলিতে পারি, যে আমরা ইংরাজ শিবিরে অর্দ্ধ মাস অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হইলাম, পৃথিবীস্থ কোন প্রাণী যাবজ্জীবন তাদৃশ সুখী হইতে পারে নাই। ফলতঃ কএক দিন পর্য্যন্ত আমার মনে সতত এই উদয় হইতে লাগিল, যে এক্ষণে আমরা ব্রহ্ম কর্তৃত্বের বহির্ভূত,পরন্তু ইংরাজদের আশ্রয়ে আছি, তাহাতে পুনঃ২ এই মনে করিলাম, "আমাদের প্রতি দত্ত পরমেশ্বরের তাবৎ মঙ্গলের পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহাকে কি ফিরিয়া দিব?" অল্প দিনের মধ্যে ইয়ান্দাবু নামক স্থানে সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে উভয় পক্ষের অধ্যক্ষ তাহাতে স্বাক্ষর করণানন্তর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থক ঘোষণা দেওয়াইলেন। আমরা ইয়ান্দাবুতে এক পক্ষ বাস করণানন্তর তথাহইতে প্রস্থান করিয়া দুই বৎসর তিন মাসের পর রঙ্গুণ নগরস্থ আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

আবা নগরের অঞ্চলে আমাদের গমন ও তথায় আমাদের প্রতি ঘটিত দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অনেকের মনে এই২ জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতে পারে, মেং জৎসনদিগকে কেন তথায় যাইতে অনুমতি দেওয়া গিয়াছিল? তাঁহাদের সেখানে যাওয়াতে কি সুফল দর্শিয়াছে? তাঁহারা বঙ্গদেশস্থ বন্ধুগণের পরামর্শ কেন মানেন নাই? ও যুদ্ধের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কেনই বা বঙ্গদেশে থাকেন নাই? এতদ্রূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে "গমন করিয়া আপন পাদবিক্ষেপ স্থির করিতে মনুষ্যের অধিকার হয় না।" কলিকাতাহইতে রঙ্গুণ নগরে আমার গমন করণই আমাদের প্রতি বিষম বিপদ ঘটনের হেতুস্বরূপ হয় বটে, কিন্তু আমি কর্ত্তব্যতার অনুরোধে তাহা করিয়াছিলাম, কারণ উপস্থিত যুদ্ধের আড়ম্বর দেখিয়া কলিকাতায় আগমনার্থে যদি আমার স্বামিকে রঙ্গুণহইতে আনাইতাম, তবে আমি মনে শান্তি পাইতাম না। সে যাহা হউক, আমাদের প্রতি দারুণ ক্লেশ ঘটাতে আমেরিকা দেশস্থ আমাদের সোসাইটীর কিছু ক্ষতি হয় নাই। যদি উত্তর কালে কোন ফল প্রকাশ না পায়, তবে আমাদের প্রতি বিপদ ঘটনেতে মিশনের পক্ষে দুই বৎসর বহুমূল্য সময় ক্ষতি হইয়াছে বলিতে হইবে। পরন্তু বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া

আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের পক্ষে যাবজ্জীবন উপকার দর্শিবে, তাহা কেবল নয়, তদ্দ্বারা মিশনের ক্ষতি না হইয়া বরং উন্নতি হইবে, এমত প্রত্যয় আমাদের আছে।

সন্ধিদ্বারা ব্রহ্ম দেশের সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল ইংরাজদের অধীন হইলে জংসন সাহেব সেই অঞ্চলে বাস করিতে স্থির করিয়া প্রথমে আমহর্স্ট নামক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই স্থানে ঐ ১৮২৬ শালের আকটোবর মাসের ২৪ দিনে তাঁহার ভার্য্যা প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎকালে জংসন সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাহার ছয় মাস পরে তাঁহাদের শিশু কন্যা মারিয়া সেই স্থানে মরিলেন।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫০। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মরণ ও পুনরুত্থানদ্বারা শয়তানের পরাভব।

শয়তানের কর্ম্ম লোপ করিবার নিমিত্তেই ঈশ্বরের পুত্র সপ্রকাশ হইয়াছেন। শয়তানের কর্ম্ম কি, এই জিজ্ঞাসা যদি করা যায়, তবে তাহার উত্তর এই। হারাণ মেষ যেমন অনায়াসে কেঁদুয়া ব্যাঘ্রকর্তৃক ধৃত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মপথহইতে ভ্রান্ত মনুষ্য অনায়াসে শয়তানের হস্তগত হয়, এবং ঈশ্বর যে মনুষ্যকে দূর করিয়া নরকে নিক্ষেপ করেন; শয়তান তাহাকে আপনার দাস করিতে পারে; ইহা বুঝিয়া শয়তান মনুষ্যদিগকে পাপে লওয়াইয়া ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র করিতে যত্ন করিয়া আসিতেছে, এবং তাহার সেই যত্ন সফল হইয়াছে। শয়তানের সেই কর্ম্ম লোপ করণার্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দুই প্রকার কর্ম্ম করিতে হইল। ফলতঃ পাপি মনুষ্যদের প্রতি ঈশ্বরের যে ক্রোধ বর্ত্তে তাহা নিবারণ করিতে, এবং পাপপথে বিপথগামি মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপথে আনাইতে হইল। এই দুই কর্ম্ম সাধনার্থে প্রভুকে মৃত্যুভোগ করিতে হইল, *কেননা তাঁহার মৃত্যু পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের* প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস জন্মাইবার প্রধান উপায়।

ত্রাণকর্ত্তাকে মৃত্যুভোগ করিতে হইবে, এই কথা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে পূর্ব্বাবধি লিখিত হইলেও শয়তানের বোধগম্য ছিল না। যদি বোধগম্য হইত, তবে সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হত্যাতে কখন সাহায্য করিত না। ভবিষ্যদ্বাক্য সকল সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে অনায়াসে লোকদের বোধগম্য হয় না, ইহার অভিপ্রায় এই রূপে প্রকাশ পায়।

যৌবনকালে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হইলে, এবং মরণ সময়ে তাঁহার

আত্যন্তিক অপমান হইলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, এবং তাঁহার শিষ্য হইতে কেহ সাহস করিবে না, ইহা ভাবিয়া শয়তান তাঁহাকে নষ্ট করিতে সচেষ্ট হইল। এই জন্যে প্রধান যাজকদের মনে প্রভুর প্রতি যে শত্রুতা ছিল, তাহা সে বাড়াইল, এবং যিহূদার মনে যে লোভ ছিল, তাহাদ্বারা প্রভুকে বিক্রয় করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইল। যোহন ১৩; ২, ২৭। তাহার সেই ছল ইচ্ছামত সফল হইল। যিহূদা আপন গুরুকে বিক্রয় করিয়া শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল, এবং পীলাত-কে ভয় দেখাইয়া আপনাদের কুমন্ত্রণাতে সম্মত করিল, তাহাতে ঈশ্বরের পুত্র কোন দুষ্কর্ম্মকারি লোকের ন্যায় ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই রূপে শয়তানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়াতে সে যে কৃতার্থ হইল, তাহা নয়, বরং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা সে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল, কারণ তাহাদ্বারা পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হওয়াতে ঈশ্বরের সহিত পাপি মনুষ্যদের সম্মিলন সহজ হইল। যে কোন পাপি লোক প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে, তাহার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে না, সে ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র হওয়াতে শয়তানের হস্তহইতে রক্ষা পায়। অতএব সেই সকল লোকদিগকে শয়তান আপনার বশে রাখিতে কোন মতে পারে না।

এই প্রকারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে জয়ী হইয়াছেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ তাঁহার পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ। অধিকন্তু তাহাদ্বারা খ্রীষ্ট অনন্ত জীবনের সত্যতা এবং আপনার পরাক্রম প্রকাশ করাতে বিশ্বাসি লোকদিগকে মৃত্যুর ভয়হইতে উদ্ধার করেন।

"দণ্ডাজ্ঞারূপ যে হস্তলিখিত ঋণপত্র আমাদের বিপক্ষ ছিল, তিনি তাহা মুছিয়া প্রেকদ্বারা ক্রুশে বদ্ধ করিয়া দূর করিয়াছেন। এবং (শয়তানের) রাজত্ব ও কর্তৃত্ব মানহীন করণ পূর্ব্বক প্রকাশরূপে কৌতুকাস্পদ করিয়া ক্রুশে পরাজিত শত্রুর ন্যায় দেখাইয়াছেন।" কলসীয় ২ ; ১৪, ১৫।

"সেই সন্তানেরা রক্তমাংসের অংশী হওয়াতে তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার অংশী হইলেন। (কি নিমিত্তে?) মৃত্যুর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে, অর্থাৎ শয়তানকে মৃত্যুদ্বারা পরাজয় করণার্থে ; এবং মৃত্যুর ভয়েতে যাহা-রা যাবজ্জীবন দাসত্বাপন্ন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করণার্থে।" ইব্রীয় ২ ; ১৪, ১৫।

"তিনি উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া জয়িগণকে বন্দী করিয়া মনুষ্যদিগকে বর প্রদান করিলেন।" ইফিষীয় ৪, ৮।

৫১। দেবপূজার ও গণনাদি কুবিদ্যার সহিত শয়তানের সম্বন্ধ।

"দেবতা জগতের মধ্যে কিছু নাই," (১ করিন্থ ৮; ৪), এবং দেবপূজকদের পুত্তলিকা সকল "কথা কহিতে অসমর্থ ও চলিতে অশক্ত, এ কারণ তাহাদিগকে বহিতে হয়। তাহারা মন্দ করিতে পারে না, এবং ভাল করিতেও তাহাদের সাধ্য নয়।" (যির ১০; ৫।) এই রূপ কথা ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে লিখিত আছে। কিন্তু কোন দেবতার ভক্ত লোকেরা তাহার নিকটে স্বর্ণরৌপ্যাদি নিবেদন করিলে যেমন তন্মন্দিরের যাজকেরা সেই নিবেদিত ধন লইয়া আপনাদের লাভার্থে ব্যবহার করে, তদ্রূপ কোন দেবতার ভক্ত লোকেরা তাহার যে স্তবস্তুতি ও সমাদর করে, শয়তান কিম্বা তাহার অধীন কোন ভূত সেই স্তবস্তুতি ও সমাদর আপনার বলিয়া ব্যবহার করে, এবং সেই দেবতার প্রতি লোকেরা যে ভয় প্রকাশ করে, তদ্দ্বারা আপনার কুঅভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া সেই লোকদিগকে আপনার দাসত্বে রাখে।

চারি সুসমাচারের নানা স্থানে শয়তান বাল্‌সিবূব্‌ নামে বিখ্যাত হয়। বাল্‌সিবূব নামের অর্থ মক্ষিকানাথ, এবং যিহূদাদেশের নিকটবর্ত্তি পিলেষ্টিয়াদেশস্থ ইক্রোণ নগরনিবাসিদের ইষ্টদেবতার সেই নাম ছিল। (২ রাজাবলি ১; ২, ৬।) বোধ হয়, উক্ত নগরের লোকেরা আপনাদের সেই ইষ্টদেবতার যে পূজা করিত, সেই পূজা শয়তান আপনার পূজা জানিয়া গ্রাহ্য করিত, এবং ঐ দেবতার প্রতি লোকদের যে ভয় ছিল, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আপনার দাসত্বে রাখিত। ইক্রোণ নগর যিরূশালমের নিকটবর্ত্তী, তাহাতে বোধ হয়, যিরূশালমে সত্য ঈশ্বরের যে সেবা হইত, তাহার ব্যাঘাত অনায়াসে জন্মাইবার নিমিত্তে, এবং ঈশ্বরভক্ত লোকদিগকে অনায়াসে কুপথে লওয়াইবার নিমিত্তে শয়তান ঐ বাল্‌সিবূব নামক দেবের নাম ব্যবহার করিয়াছিল।

ইহার অর্থ স্পষ্ট করণার্থে এক দৃষ্টান্ত লিখিব। কোন ২ মাঠের কিম্বা শূন্য গৃহের বিষয়ে কখন ২ এমত জনরব হয় যে সে বৈতালের কিম্বা ভূতের বাসস্থান, তাহাতে লোকেরা রাত্রিতে সেই স্থান দিয়া গমন করিতে ভয় করে, এবং সেই স্থানের নিকটে কাহারো কোন বিপদ ঘটিলে বলিয়া থাকে, এ বৈতালের কর্ম্ম, আর কেহ ২ বৈতালকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে তথায় ফলাদি খাদ্য দ্রব্য রাখে। এমন স্থানে চোরেরা আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহারা ঐ ফলাদি খায়, এবং রাত্রিতে পথিকদিগের ভয় জন্মায়, এবং সুযোগ পাইলে তাহাদিগের বস্ত্র ও সম্পত্তি অপহরণ করে, তাহাতে লোকেরা চোরের বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া বৈতালের প্রতি দোষ আরোপ করে। যে স্থানে অধিক লাভের সম্ভাবনা হয়, এমত স্থানে চোরেরা এই

প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। এমন স্থানে বাস্তবিক বৈতাল নাই, সে নামমাত্র। কিন্তু ঐ চোরেরা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক বৈতালের নাম ব্যবহার করিয়া লোকদের প্রতি বাস্তবিক অমঙ্গল জন্মায়। তদ্রূপ কোন স্থানে বাস্তবিক দেবতা নাই, সে সকল নামমাত্র; কিন্তু শয়তান ও তাহার অধীন ভূতগণ প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কোন দেবতার নাম ব্যবহার করিয়া লোকদের প্রতি বাস্তবিক অনিষ্ট ঘটাইতে পারে।

পূর্ব্বকালে শয়তান আপনি ঐ বালসিবূবের নাম ব্যবহার করিয়া আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিত; এবং ধর্ম্মপুস্তকের কোন ২ বচনহইতে এমত অনুমান জন্মে, যে শয়তানের অধীন ভূতেরা সকলে সেই প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া বিশেষ ২ দেশের ও স্থানের দেবতার নাম ব্যবহার করিত এবং এখনও ব্যবহার করিয়া থাকে। এমত যদি হয়, তবে এই দেশে এক ভূত দুর্গার নাম, অপর ভূত কালীর নাম, অপর ভূত শিবের নাম, অপর ভূত বিষ্ণুর কিম্বা জগন্নাথের নাম, অপর ভূত রামের নাম, অপর ভূত কৃষ্ণের নাম ব্যবহার করিয়া আপন ২ পরাক্রম প্রকাশ করে। ইহাতে দেবপূজা কেমন ঘৃণার্হ ও ভয়ানক ও পাপজনক, তাহা বুঝা যায়। যে স্থানে দেবপূজা চলিত আছে, সেই স্থানে শয়তানের সিংহাসন।

“দেবপূজকেরা যে বলিদান করে, তাহা ঈশ্বরকে না দিয়া ভূতদিগকে দেয়; আর তোমরা ভূতদিগের সহভাগী হও, আমার এমত ইচ্ছা নয়।” ১ করিন্থ ১০; ২০।

গণক ও মায়াবি ও ভূতুড়িয়া লোকেরাও সকলে প্রবঞ্চক; তাহারা যে বাস্তবিক অন্য মনুষ্য অপেক্ষা অধিক শক্তি বিশিষ্ট আছে, এমন নহে, কিন্তু তাহাদের প্রতি লোকেরা যে সমাদর ও ভয় প্রকাশ করে, তদ্দ্বারা শয়তান আপনার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। এই কারণ গণনাদি কুবিদ্যার ক্রিয়া সকল দেবপূজার ন্যায় ঘৃণার্হ ও ভয়ানক ও পাপজনক। সেই সকল ক্রিয়া যে ২ দেশে চলিত আছে, সেই সকল দেশ শয়তানের রাজ্য।

৫২। শয়তানের হিংসুকতা ও ভয়ানকতা।

শয়তান, এই শব্দের অর্থ বিপক্ষ; এবং এই নামধারি ব্যক্তি ঈশ্বরের এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ সকলের এবং মনুষ্যজাতির বিপক্ষ। তাহার আর এক নাম আছে, অর্থাৎ দিয়াবল; সেই নামের অর্থ অপবাদক কিম্বা অভিযোগকারী, কেননা সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং মনুষ্যদের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক লোকদের প্রতি দোষারোপ করিতে সচেষ্ট আছে। এবং পুরাতন সর্প ও

মহানাগ, এই দুই নাম তাহার ধূর্ত্ততা ও হিংসুকতা বুঝায়। প্রকাশিত ১২; ৯। তাহার অন্য নাম পরীক্ষক, (১ থিষ ৩; ৫) এবং পাপাত্মা। (১ যোহন ৫; ১৮।)

শয়তান স্বভাবতঃ অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মহাপরাক্রান্ত, কারণ পূর্ব্বে সে এক জন প্রধান স্বর্গদূত ছিল, এবং তাহার অধীন পতিত দূত কিম্বা ভূত সকল অতি বহুসংখ্যক। তাহাদের মধ্যে এক২ জন যদ্যপি এক সময়ে কেবল এক স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি তাহারা অতি বেগে স্থানান্তরে গতায়াত করিতে পারে। আর তাহারা অদৃশ্য হইলেও মনুষ্যদের অন্তঃকরণে নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। শয়তান সর্ব্বজ্ঞ নহে, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি হওয়াতে তাহার আশ্চর্য্য জ্ঞান আছে। এবং বোধ হয়, কখন২ ভাবি ঘটনা অনুমান করিয়া গণকাদি দুষ্ট লোকদ্বারা প্রকাশ করিয়াছে। ভাবি বিষয় সে যে জানে তাহা নয়, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হওয়াতে তদ্বিষয়ক অনুমান করিতে পারে, তাহাতে কখন২ তাহার অনুমানানুযায়ি ঘটনা হয়, এবং কখন২ তদ্বিপরীত ঘটনা হয়।

এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্য নষ্ট করিতে শয়তানের চেষ্টা। যে সকল দেশে দেবপূজা ও গণনাদি ক্রিয়া চলিত আছে, সেই সকল দেশে শয়তান মনুষ্যদিগের উপরে কর্তৃত্ব করে। এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের বিকার ও ব্যাঘাত করা তাহার চেষ্টা। শয়তান খ্রীষ্টীয়ান লোকদের তাড়নার উৎপাদক। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিকার করণার্থে সে মহম্মদীয় ও রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মমত উৎপাদন করিয়াছে। এবং তদ্ভিন্ন সে কত বার ও কত স্থানে মিথ্যা শিক্ষা ও মিথ্যা ধর্ম্মরীতি উৎপাদন করিয়াছে। যে কোন ক্ষেত্রে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উত্তম বীজ রোপণ করেন, সেই ক্ষেত্রে শয়তান মনুষ্যদের অদৃশ্যরূপে বনঘাসের বীজ রোপণ করে। আর ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ জন্মাইতে তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা আছে।

শয়তান কি রূপে মনুষ্যদের মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মায়, তাহার বিশেষ তত্ত্ব আমরা জানি না। এই কর্ম্মে সে নিত্য ব্যস্ত আছে, এবং মনুষ্যদের সর্ব্বনাশ না করিলে সে তৃপ্ত হয় না। খ্রীষ্টের আশ্রিত লোকদের প্রতি তাহার বিশেষ ক্রোধ আছে।

যে সময়ে মনুষ্য নিশ্চিন্ত কিম্বা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ আছে, সেই সময়ে শয়তান অমনোযোগ কিম্বা অহঙ্কাররূপ দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মনকে আক্রমণ করে। তাহার কর্ম্মের কএকটী লক্ষণ ধর্ম্মপুস্তকহইতে জানা যায়। সেই লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিব।

১। শয়তান মিথ্যাবাদী, এই হেতুক ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত কথা মনুষ্যকে গ্রহণ করায়। খ্রীষ্ট কহিয়াছেন, যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না কিন্তু শয়তান কোন২ ভয়গ্রস্ত

পাপি লোককে কহে, তুমি মহাপাপী, খ্রীষ্টের নিকটে গেলে কখন গ্রাহ্য হইবা না; তোমার পাপ এমত ঘৃণার্হ যে তাহার মার্জ্জনা কখনো হইতে পারে না; অতএব পরিত্রাণের চেষ্টা ত্যাগ কর। কেবল এই বিষয়ে নয়, অন্যান্য বিষয়েও শয়তান মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মায়। এবং সে মনুষ্যদিগকে পারমার্থিক ও সাংসারিক বিষয়ে মিথ্যাবাদী করিতে বিশেষ যত্নবান আছে।

২। শয়তান অহঙ্কারবর্দ্ধক। সে আপনি যেমন অহঙ্কারদ্বারা পদচ্যুত হইয়াছিল, তদ্রূপ মনুষ্যদিগকেও অহঙ্কারী করিয়া নরকে ফেলিতে চেষ্টা পায়। পবিত্র আত্মা মনুষ্যকে নম্র স্বভাব দেন, কিন্তু শয়তান নানা প্রকার ছলেতে মনুষ্যকে গর্ব্বিত ও অহঙ্কারী করে। ইহা শয়তানের কর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ জানিবা।

৩। শয়তান প্রেমের শত্রু। যদ্যপি সে কখন২ ধার্ম্মিক লোকদিগকে দুঃখ দিবার জন্যে দুষ্টদের মধ্যে ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত ঐক্য জন্মায়, তথাপি প্রায় সর্ব্বদা অনৈক্য ও রাগ ও শত্রুতা ও তদ্বর্দ্ধক কুৎসিত আলাপ জন্মাইতে তাহার চেষ্টা আছে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে যে অনৈক্য জন্মে, তাহাই শয়তানের কর্ম্ম জানিবা।

৪। শয়তান মনুষ্যদিগকে লোভী করে। ইহার দৃষ্টান্ত ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

৫। শয়তান লম্পটতাজনক। লম্পটতাদ্বারা মনুষ্য পশুবৎ হওয়াতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বিহীন হয়, এই হেতুক মনুষ্যদিগকে লম্পট করিতে শয়তানের বিশেষ চেষ্টা আছে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে দেবপূজা এবং লম্পটতা, এই দুই পাপ সর্ব্বদা একত্র থাকে।

৬। শয়তান ঈশ্বরের বিপক্ষ হওয়াতে মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের নিন্দা করায়, তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে কঠিন কিম্বা অন্যায়কারী জ্ঞান করে, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য কহে, এবং কেহ২ নাস্তিক হইয়া উঠে।

এই সকল কথার প্রমাণার্থে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের কএক বচন এই স্থানে উল্লেখ করা যাইবে।

"যদি কেহ রাজ্যের কথা শুনিয়া না বুঝে, তবে পাপাত্মা আসিয়া তাহার মনেতে যাহা২ উপ্ত ছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়; এমত লোকের অন্তরে বীজ পথের পার্শ্বে পড়ে।" মথি ১৩; ১৮, ১৯। মার্ক ৪; ১৫। লূক ৮;১২।

"শ্যামাঘাস পাপাত্মার সন্তান, ও যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে শয়তান।" মথি ১৩; ৩৮।

"শয়তান যীশুকে বলিল, এই সকল রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ আমি তোমাকে দিব, কেননা তাহা আমার স্থানে সমর্পিত আছে; আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহা দিতে পারি।" লূক ৪; ৬।

"প্রভু কহিলেন, হে শিমোন২, দেখ, চালুনীতে যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রূপ নাচাইবার নিমিত্তে শয়তান তোমাদিগকে পাইতে চাহিয়াছে; কিন্তু তোমার বিশ্বাসের লোপ যেন না হয়, এই জন্যে আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছি।" লূক ২২; ৩১, ৩২।

"তোমরা আপনাদের পিতা শয়তানের সন্তান, এবং তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ সকল পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছ; সে প্রথমাবধি নরঘাতক, এবং সে সত্যতাতে থাকে নাই, কারণ তাহার অন্তরে সত্যতা নাই। সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপনার স্বভাবানুসারেই কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক।" যোহন ৮; ৪৪।

"শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার অন্তঃকরণে যীশুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার মনস্থ শয়তানকর্তৃক জাত হইয়াছিল।" যোহন ১৩; ২।

"সেই রুটীখণ্ড পাইলে পর শয়তান যিহূদাতে প্রবেশ করিল।" যোহন ১৩, ২৭।

"পিতর কহিল, হে অননিয়, পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যাকথা কহিতে এবং ভূমির মূল্যহইতে কিছু অপহরণ করিতে শয়তান কেন তোমার মনে আশ্রয় লইয়াছে?" প্রেরিত ৫; ৩।

"হে সর্ব্বধর্ম্মদ্বেষিন ও তাবৎ প্রকার প্রতারণাতে ও খলতাতে পরিপূর্ণ শয়তানের আত্মজ।" প্রেরিত ১৩; ১০।

"শয়তান তোমাদের ইন্দ্রিয়ের অধৈর্য্য প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষাতে ফেলিবে।" ১ করিন্থীয় ৭; ৫।

"পাছে আমরা শয়তানকর্তৃক বঞ্চিত হই, কেননা তাহার কল্পনা আমাদের অজ্ঞাতসার নহে।" ২ করিন্থীয় ২; ১১।

"যদি আমাদের সুসমাচার কাহারো কাছে আচ্ছাদিত থাকে, তবে বিনাশপাত্রদেরই কাছে আচ্ছাদিত থাকে। তাহাদিগেতে দেখা যায় যে এই জগতের দেব (অর্থাৎ শয়তান) অবিশ্বাসিদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে।" ২ করিন্থীয় ৪; ৩, ৪।

"সর্পের খলতাতে হবা যেমন প্রবঞ্চিতা হইয়াছিল, পাছে তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সতীত্বহইতে ভ্রষ্ট হয়, আমার এই ভয় হইতেছে।" ২ করিন্থীয় ১১; ৩।

"শয়তান আপনিও দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে; অতএব তাহার পরিচারকেরা যে ধর্ম্মপরিচারকদের বেশধারী হয়, এ বড় আশ্চর্য্য নয়।" ২ কর ১১; ১৪, ১৫।

"পূর্ব্বে তোমরা আকাশরাজ্যের কর্ত্তার, অর্থাৎ যে আত্মা সম্প্রতি অনাজ্ঞাবহ লোকদের মধ্যে আপন কর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহার অনুগামী ছিলা।" ইফিষ ২; ২।

"তোমরা শয়তানের নানাবিধ খলতা নিবারণে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরীয় তাবৎ সজ্জাকে পরিধান কর। কেননা আমরা রক্ত মাংসের সহিত যুদ্ধ করি, তাহা নয়, কিন্তু যাহারা কর্তৃত্ব ও পরাক্রমবিশিষ্ট, এবং এই সংসাররূপ তিমিররাজ্যের অধিপতিগণ, এমত স্বর্গোদ্ভব দুষ্টাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি। অতএব দুঃসময়ে যেন তোমরা তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে ও সকলকে জয় করিয়া অটল থাকিতে পার, এতন্নিমিত্তে ঈশ্বরীয় তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত হও। এবং সকলের উপরে বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর, কেননা তদ্দ্বারা পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে পারিবা।" ইফিষ ৬; ১১-১৬।

"আমি পৌল দুই এক বার তোমাদের নিকটে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা জন্মাইয়াছে।" থিষল ২; ১৮।

"শয়তানের শক্তিপ্রকাশদ্বারা বিনাশপাত্রদের মধ্যে ভ্রান্তির সর্ব্বপ্রকার পরাক্রম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ এবং অধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার প্রতারণা সেই পাপপুরুষের আগমনের ফল হইবে।" ২ থিষল ২; ৯।

"অধ্যক্ষ যেন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া শয়তানের দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়, এই জন্যে নূতন শিষ্য না হউক। এবং শয়তানের অপবাদে ও জালে যেন পতিত না হয়, এই নিমিত্তে বহির্ভূত লোকদের নিকটেও সুখ্যাত হওয়া তাহার আবশ্যক।" ১ তীম ৩; ৬, ৭।

"কি জানি, যদি ঈশ্বর সত্য মতের জ্ঞানার্থে তাহাদিগকে মনঃপরিবর্ত্তনরূপ বর দেন, তবে শয়তানের ইচ্ছানুসারে তাহার জালে জড়িত সেই লোকেরা চেতনা পাইয়া তাহার ফাঁদহইতে উদ্ধার পাইতে পারে।" ২ তীম ২; ২৫, ২৬।

"মৃত্যুর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ শয়তান।" ইব্রীয় ২; ১৪।

"প্রবুদ্ধ হইয়া জাগ্রৎ থাক, যেহেতুক তোমাদের বিপক্ষ শয়তান গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইয়া কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিতেছে।" ১ পিতর ৫; ৮।

"যে জন পাপাচরণ করে, সে শয়তানের লোক, কারণ শয়তান প্রথমাবধি পাপাচরণ করিয়া আসিতেছে।" ১ যোহন ৩; ৮।

"পাপাত্মাহইতে জাত যে কাবিল আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল, তাহার সদৃশ হওয়া আমাদের অনুচিত।" ঐ, ১০।

"আমরা জানি, আমরা ঈশ্বরের লোক, কিন্তু সমুদয় জগৎ পাপাত্মার বশে পতিত আছে।" ১ যোহন ৫; ১৯।

"দেখ, শয়তান পরীক্ষার্থে তোমাদের কাহাকে২ কারাগারে সমর্পণ করিতে উদ্যত আছে; তাহাতে দশ দিন পর্য্যন্ত তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে।" প্রকাশ ২; ১০।

"তোমাদের নিকটে, অর্থাৎ শয়তানের বাসস্থানে, আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী আন্তিপা হত হইয়াছিল।" ঐ, ১৩।

"কেহ ২ যাহাকে গম্ভীরার্থ বলে, শয়তানের সেই গম্ভীরার্থ।" ঐ, ২৪।

"ঐ মহানাগ অর্থাৎ দিয়াবল (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) নামে বিখ্যাত সেই পুরাতন সর্প সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়।" প্রকাশ ১২; ৯।

"আমাদের ভ্রাতৃগণের অভিযোগকারী (অর্থাৎ শয়তান) দিবারাত্রি আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের নামে অভিযোগ করিত।" ঐ, ১০।

"তাহাতে স্ত্রীর (অর্থাৎ মণ্ডলীর) প্রতি নাগ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বংশের অবশিষ্ট লোকদের, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে গেল।" ঐ, ১৭।

ধর্ম্মপুস্তকের এই সকল বচন বিবেচনা করিলে শয়তানের ভয়ানকতা বুঝা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের আশ্রিত, সে শয়তানহইতে রক্ষা পাইতে পারে। খ্রীষ্ট শয়তানকে পরাজয় করিয়াছেন। এবং পবিত্র আত্মার বিষয়েও ইহা লিখিত আছে, "যিনি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তি ব্যক্তি (অর্থাৎ শয়তান) অপেক্ষা মহান।" ১ যোহন ৪; ৪। যাহার পাপ ক্ষমা হইয়াছে, তাহাতে শয়তানের কোন অধিকার নাই। আর "এই জগৎপতির দণ্ডাজ্ঞা করা গিয়াছে।" যোহন ১৬; ১১। শয়তান ও তাহার অধীন দূতগণ এখনও দণ্ড পাইতেছে,* এবং শেষকালে আরও ভয়ানক দণ্ড পাইবে। শয়তান এখনও ধার্ম্মিক লোককে তাড়নাদিদ্বারা নানা প্রকার দুঃখ দিতে ও ভয় দেখাইতে পারে, কিন্তু সে শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে প্রভুর অনুমতি বিনা ধার্ম্মিক লোকের কোন হানি করিতে পারে না। খ্রীষ্টের এবং পবিত্র আত্মার সাক্ষাতে শয়তান ত্রাসযুক্ত ও শক্তিহীন হয়। এই ২ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের কএক বচনও লিখিব।

"শান্তিদায়ক ঈশ্বর অবিলম্বে তোমাদের পদতলে শয়তানকে দলিত করিবেন।" রোমীয় ১৬; ২০।

"বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর, কেননা তদ্দ্বারা পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে পারিবা।" ইফিষ ৬; ১৬।

"শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকটহইতে পলায়ন করিবে।" যাকুব ৪; ৭।

---

* এই বিষয়ে ১৮৪৯ শালের ফিব্রুয়ারি মাসের উপদেশকপত্রিকাতে (৩৭ পৃষ্ঠে) যাহা লিখিত আছে, পাঠক অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেখিবেন।

"ঈশ্বরহইতে জাত ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করে, এবং পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।" ১ যোহন ৫ ; ১৮।

"মেষশাবকের রক্ত এবং আপন২ সাক্ষ্যের বাক্যদ্বারা তাহারা শয়তানকে জয় করিয়াছে।" প্রকাশিত ১২ ; ১১।

শয়তান আর কত কাল এই জগতের দেব হইয়া পরাক্রমবিশিষ্ট থাকিবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সে বদ্ধ হইয়া এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শক্তিহীন হইবে। পরে অল্প কালের নিমিত্তে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বরের ও মণ্ডলীর সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু প্রভু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া বিচারদিনে তাহাকে ও তাহার অধীন ভূত ও মনুষ্য সকলকে গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করিবেন। সেই স্থানে তাহারা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করিবে, কখনো উপশম কিম্বা উদ্ধার পাইবে না। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

মর্ম্মোণাইট লোকদের বৃত্তান্ত।

মর্ম্মোণাইট লোকদের মধ্যে এক জন কবিরাজ ছিল, যূষফ স্মিথ তাহার স্ত্রীকে নষ্ট করাতে সে ব্যক্তি কুকর্ম্ম প্রচার করিল, তাহাতে যূষফ স্মিথ তাহাকে মর্ম্মোণাইটদের সভাহইতে বহির্ভূত করিল। কবিরাজ ইহা দেখিয়া অতি রাগান্বিত হইয়া পত্রিকা স্থাপন করিল, সেই পত্রিকাতে যূষফ স্মিথের কদাচারের বিষয় ও মর্ম্মোণাইট লোকদের কুরীতির বিষয় প্রচার করিতে লাগিল। তৎসময়ে যূষফ স্মিথ নৌবু নগরের অধ্যক্ষ হওয়াতে পত্রিকা নিবারণ করিয়া যন্ত্রালয় নষ্ট করিল। অপিকন্তু কবিরাজ এই বিষয়ে দর্খাস্ত করিলে যূষফ স্মিথ ও তাহার ভ্রাতা ও অন্য ষোল জনের বিরুদ্ধে পরওয়ানা বাহির হইল; কিন্তু যূষফ স্মিথ নৌবু নগরের মধ্যে কাহাকে আসিতে দিল না। তাহাতে সৈন্যদল নগরের বিপরীতে প্রেরিত হওয়াতে পরস্পর যুদ্ধ প্রায় হইতে লাগিল। অবশেষে যূষফ স্মিথ ও তাহার ভ্রাতা আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া কার্থেজ্ নামক নগরের কারাগারে বদ্ধ হইল। কএক দিন পরে ইতর লোকদের ভারি জনতা একত্র হইয়া সেই কারাগারে প্রবেশ করিয়া ঐ দুই ভ্রাতাকে বধ করিল।

যূষফ স্মিথের মৃত্যুর পর বৃিঘাম ইয়ুং নামক এক জন মর্ম্মোণাইটদের সভাধ্যক্ষ হইল। আমাদের আপন স্ত্রীদিগকে সাধারণ অধিকারস্বরূপ জ্ঞান করিতে হয়, এই মত শিক্ষা দেওনেতে সিড্নী রিগ্ডন মর্ম্মোণাইটদের সভাহইতে বহিষ্কৃত হইয়া ভিন্ন মণ্ডলী স্থাপন করিল।

কিন্তু মর্ম্মোণাইট লোকদের এই পর্য্যন্ত কোন শান্তি হইল না। ইল্লিনওয়া প্রদেশের লোক তাহাদের বিপরীতে নানা প্রকার অভি-যোগ করিতে লাগিল, এবং তাহারা পূর্ব্বকালে যে রূপে মিসূরি প্রদেশহইতে তাড়িত হইয়াছিল, সে রূপে এই ক্ষণে ইল্লিনওয়া প্রদেশীয় লোক তাহাদিগকে নৌবু নগরহইতে তাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে আমরা এই স্থানহইতে প্রস্থান করিব না, ইহা মর্ম্মোণাইট লোক স্থির করাতে নগর সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হইল; তা-হাতে অল্প কালের মধ্যে তাহারা দেশ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়া আপনাদের ভূমি ইত্যাদি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে কিছু সময় প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহাদের এতদ্বিষয় নির্ব্বন্ধ করিতেং ইতর লোক সকল তাহাদিগকে হঠাৎ তাড়িয়া দিল। তাহা হইলে মর্ম্মোণাইট লোক মহাদলস্থ হইয়া কালিফর্ণিয়া দেশের দিগে কতক শত ক্রোশের পথ যাত্রা করিতে লাগিল। পথের মধ্যে তাহাদের বৃহৎ২ প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করিতে এবং অনেক নদী ও পর্ব্বত পার হইতে এবং নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। যাত্রা করিতেং রোগেতে ও ক্ষুধাতে অনেকের প্রাণ নষ্ট হইল। অবশেষে কএক মাস গত হইলে তাহারা কালিফর্ণিয়া দেশস্থ পর্ব্বতরূপ গড়দ্বারা রক্ষিত অতি রম্য ও নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইল। তৎস্থানে তাহারা অবিলম্বে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। অল্প কালে মর্ম্মোণাইট নগর উঠিল। নগরের চতুর্দ্দিগে বিস্তর ক্ষেত্র ছিল, সে ক্ষেত্রেতে লোক সকল চাস করিয়া আহার প্রাপ্ত হইল। নগরের সুশাসনার্থে নানা ব্যবস্থা নিরূপিত হইল। তৎকালাবধি মর্ম্মোণাইট লোক সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া স্বদেশে সুখে নিবাস করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে তাহাদের ন্যূনাধিক দেড় লক্ষ লোক সেই স্থানে বাস করে, সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করা পূর্ব্ববৎ সহজ কর্ম্ম নহে।

পাঠকেরা কালিফর্ণিয়া দেশস্থ স্বর্ণবিশিষ্ট আকরের বিষয় শুনি-য়াছেন, সেই আকর মর্ম্মোণাইট লোক প্রথমে সন্ধান করে। বোধ হয় তাহারা তৎস্থানহইতে বিস্তর স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহারা বিশেষ মূলধন স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে জগতের যে দেশে হউক যেং ব্যক্তি মর্ম্মোণাইটদের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়া তাহাদের ঐ সিয়োন নামে বিখ্যাত নগরে বসতি করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাকে তাহারা মূলধনহইতে কর্জ্জ দিবে, পরে তথায় উপস্থিত হইয়া

কোন কার্য্য পাইলে সে ক্রমে২ ঋণ শোধ করিবে। হইতে পারে পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিবে, সকল মর্মোণাইট লোক এক দেশে একত্র হইবে, ইহার অভিপ্রায় কি? তাহার উত্তর এই। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে জগতের শেষযুগে সমস্ত ইস্রায়েল লোক সিয়োন নগরে একত্র হইবে, অতএব তাহারা কহে সেই ভবিষ্যদ্বাক্য আমাদের মধ্যে সিদ্ধ হইতেছে। মর্মোণাইট লোক সকল আপনাদিগকে যথার্থ ইস্রায়েল লোক জ্ঞান করিয়া অন্যান্য সর্ব্ব লোককে ভিন্নজাতীয় গণনা করে।

মর্মোণাইট লোক আপনাদের স্ত্রীদিগকে সাধারণ অধিকারস্বরূপ জ্ঞান করে, এই যে জনরব পূর্ব্বকালে হইয়াছিল তাহা যথার্থ। বর্ত্তমান সময়ে এক২ মর্মোণাইট ব্যক্তির দুই বা তিন বা চারি স্ত্রী থাকে। তাহাদের মতাবলম্বি অনেক লোক তাহা অস্বীকার করে বটে, কিন্তু অনেক সাক্ষী সেই দেশে গিয়া যাহা চাক্ষুস দেখিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা নিষ্ফল। এই বিষয়ে মর্মোণাইটদের ধর্ম্ম মুহম্মদের ধর্ম্মের তুল্য হয়। হে প্রিয় পাঠকগণ, যাহারা শারীরিক ইন্দ্রিয়াভিলাষের অধীনে থাকে, তাহারা কি পারমার্থিক রূপে ঈশ্বরের উপযুক্ত সেবা করিতে পারে? তাহারা কি ঈশ্বরের লোক হইতে পারে? তাহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত, ইহা বা কি বিশ্বাস্য হইতে পারে?

কালিফর্ণিয়া ও ওষ্ট্রেলিয়া দেশে স্বর্ণের বাহুল্য।

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যেরা স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুই ধাতু অতি বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া তদ্দারা নানা প্রকার অলঙ্কার এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিত। যে সময়ে ইব্রাহীম আপন স্ত্রী সারার মৃত্যুর পরে এক কবরস্থান ক্রয় করেন, সেই সময়ে "বণিকদের মধ্যে চলিত রৌপ্যমুদ্রার" প্রথম বার উল্লেখ হয়। আদিপুস্তক ২৩ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের পরে ১৪৯২ শালে ইউরোপীয় লোকদের প্রথম বার আমেরিকা দেশে গমনানন্তর সেই দেশে স্বর্ণের ও রৌপ্যের অনেক আকর নিশ্চিত হওয়াতে স্বর্ণের আধিক্য বাড়িতে লাগিল, এবং রৌপ্যের আধিক্য আরও বাড়িল। দক্ষিণ আমেরিকা দেশের পতসী নামক স্থানে রৌপ্যের যে আকর আছে, তাহা আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই দেশ পর্ব্বতময়, এবং তথায়

লামা নামে এক পশু আছে, তাহা অতি বৃহৎ ছাগের সদৃশ, এবং মনুষ্যদের অতি উপকারক, কেননা তাহার দুগ্ধ উত্তম, এবং তাহার লোমে অতি সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মাণ করা যায়, এবং তাহা ভার বহনের যোগ্য, এবং তাহার মাংস সুখাদ্য। কোন দিন ঐ দেশনিবাসি এক জন অসভ্য ইণ্ডিয়ান লোকের এক লামা পশু হারাইলে সে তাহার অন্বেষণে গিয়া দেখিল যে তাহার পশু এক পর্ব্বতের পার্শ্বে চরিতেছে, কিন্তু মনুষ্যকে দেখিবামাত্র সে শীঘ্র পর্ব্বতশৃঙ্গের দিগে পলায়ন করিল। তাহার কর্ত্তা সোজা পথে উঠিতে চেষ্টা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ ধরিলে তাহার বলেতে বৃক্ষ উন্মূলিত হওয়াতে সে দেখিল, বৃক্ষমূলে অতি তেজস্বি প্রস্তর আছে। তাহাতে সেই প্রস্তর রৌপ্যময় হইবে, ইহা অনুমান করিয়া সে ঐ স্থানে ভূমি খনন করিয়া অনেক রৌপ্য পাইল। এই প্রকারে সে অবিলম্বে ধনবান হওয়াতে অবশেষে ঐ আকর রাজপুরুষদিগকে দেখাইতে হইল। তদবধি সেই আকরে প্রতি বৎসর লক্ষ২ টাকার রৌপ্য পাওয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি চারি বৎসর হইল, উত্তরামেরিকার পশ্চিম দিকস্থ অঞ্চলে পাসিফিক মহাসাগরের তীরে যে কালিফর্নিয়া নামক দেশ আছে, তাহার নদীগণের কাঙ্কর ও বালুকা স্বর্ণকণাতে বহুমূল্য, ইহা হঠাৎ প্রকাশ পাইল। সেই দেশ অতি বিস্তারিত হইলেও তৎকালে কেবল ত্রিশ সহস্র মনুষ্য তন্মধ্যে বাস করিত। কিন্তু সেই স্থানে এত স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে, এমত জনরব দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইবামাত্র এক বৎসরের মধ্যে এক লক্ষের অধিক বিদেশি লোক ঐ স্থানে গিয়া বসতি করিল, এবং বোধ হয়, এই বর্ত্তমান কালে চারি লক্ষ মনুষ্য তথায় বাস করে। ঐ দেশে প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক পাঁচ কোটী টাকার স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে। যাহারা সেই স্বর্ণ সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে অসীম ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, কারণ সেই দেশে গ্রীষ্মকালে আত্যন্তিক রৌদ্র, এবং শীতকালে আত্যন্তিক শীত ও বৃষ্টি হয়, এবং সকল মনুষ্য স্বর্ণ সংগ্রহ করণে ব্যস্ত হওয়াতে ভূমির চাস প্রায় হয় না, সুতরাং দূরদেশহইতে খাদ্য দ্রব্য আনিতে হয়। যে বিদেশি লোকেরা তথায় যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি দুষ্ট। অন্যান্য দেশ ব্যতিরেকে চীন দেশের অনেক লোক সেই স্থানে যাইতেছে, তাহারা শ্রমেতে

অক্লান্ত এবং অতি পরিমিতভোগী, এই কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করে।

প্রথম বৎসরে স্বর্ণের বাহুল্য প্রযুক্ত ঐ দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানাইবার নিমিত্তে কএক উদাহরণ লিখি। আঠারো হস্ত দীর্ঘ এবং নয় হস্ত প্রস্থ এক ক্ষুদ্র গৃহের মাসিক ভাড়া পাঁচ শত টাকা ছিল। এক জন মুটিয়া প্রতি দিন ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ টাকা পাইত। এক জন দাসের মাসিক বেতন দুই শত কিম্বা আড়াই শত টাকা ছিল। খাদ্য দ্রব্যের এবং বস্ত্রের মূল্যও সেই প্রকার ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মূল্য ও বেতন কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে।

কালিফর্ণিয়া দেশে এই রূপে স্বর্ণের বাহুল্য প্রাপ্য হওয়াতে পৃথিবীস্থ সকল লোক অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল। কিন্তু গত দুই বৎসর অবধি ওষ্ট্রেলিয়া নামক দেশে স্বর্ণের আরও আশ্চর্য্য প্রচুরতা প্রকাশ পাইয়াছে।

উক্ত ওষ্ট্রেলিয়া দেশে প্রথমে ১৭৮৭ শালে ইংরাজ লোকেরা বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সেই দেশে অতি অল্প অসভ্য মনুষ্যমাত্র বাস করাতে তাহা নির্জন স্থান ছিল। সম্প্রতি কলিকাতাহইতে বাষ্পীয় জাহাজ মাসে২ সেই দেশের সিডনি নামক প্রধান নগরে যাইতে উদ্যত আছে। তাহাতে সর্ব্বদা দক্ষিণে গমন করিলে ন্যূনাধিক এক মাসের মধ্যে ঐ স্থানে যাওয়া যাইতে পারিবে। সেই দেশ উত্তর দক্ষিণে ন্যূনাধিক এক সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বারো শত ক্রোশ চোড়া। সেই বৃহৎ দেশ ইংরাজ রাজ্যের অধীন। ইংরাজ লোকেরা ঐ ১৭৮৭ শালে (অর্থাৎ ইহার পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে) চোর প্রভৃতি অতি দুষ্ট লোকদিগকে দণ্ড দেওনার্থে সেই দেশে পাঠাইতে লাগিলেন, পরে ভাল মনুষ্যও যাইতে লাগিলেন। ১৮৫০ শালের আরম্ভ সময়ে ন্যূনাধিক তিন লক্ষ গৌরাঙ্গ লোক সেই দেশে ছিল, এবং তাহাদের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশের অনেক লোক সেই স্থানে গিয়া বসতি করে। ইউরোপ দেশে মনুষ্যদের বহুসংখ্যা প্রযুক্ত সকলের উপজীবিকা হওয়া দুঃসাধ্য, এই হেতুক প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ মনুষ্য ইউরোপ দেশ ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক উত্তর আমেরিকা দেশে যায়, কিন্তু ন্যূনাধিক অর্দ্ধ লক্ষ লোক ঐ ওষ্ট্রেলিয়া দেশে গমন করে।

গত ষষ্টি বৎসরের মধ্যে সেই দেশে এমত ভারি বাণিজ্য উৎপন্ন হইয়াছে, যে সম্প্রতি তথাহইতে প্রতি বৎসর এক কোটী টাকার বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপ দেশে এবং অন্যান্য দেশে যায়। তাহার মধ্যে অধিকাংশ মেষের লোম, তাহা ইংলণ্ড দেশে নীত হইলে ইংরাজ লোকেরা তদ্দ্বারা অতি উত্তম বনাত প্রস্তুত করে। অধিকন্তু এই ভারতবর্ষে শতং অশ্ব সেই স্থানহইতে আসিয়া থাকে

সেই ওষ্ট্রেলিয়া দেশে দুই বৎসরাবধি স্বর্ণের অতিশয় বাহুল্য পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় ইহার পরে প্রতি বৎসর আট কোটী টাকার স্বর্ণ পাওয়া যাইতে পারিবে। স্বর্ণের এই রূপ প্রচুরতাহইতে যে ফল দর্শিবে, তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না। বোধ হয় পৃথিবীর যে সকল দেশে পূর্ব্বে মনুষ্যের অভাব ছিল, সেই সকল দেশ পরমেশ্বর ইংলণ্ড ও আমেরিকাদেশীয় লোকেতে পরিপূর্ণ করিতে স্থির করিয়াছেন। তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার সুসমাচার ব্যাপিবে, এবং খ্রীষ্টের রাজ্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে।

ধর্ম্মোপদেশের সার।

তোমরা আপনাদের সহিত পরের যে রূপ ব্যবহার ভাল বাস, তাহাদের সহিত তোমরাও তদ্রূপ ব্যবহার কর। লূক ৬; ৩১। মথি ৭; ১২।

আমাদের প্রিয় উদ্ধারকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই উপদেশকথাদ্বারা আমাদের প্রচুর উপলব্ধি হইতে পারে, কারণ উক্ত বিষয়ে আমাদের বহুল ত্রুটি আছে, অতএব ইহাতে বিশেষ মনোযোগ করা আমাদের আবশ্যক আছে, তজ্জন্য আইস আমরা উক্ত পদের প্রতি লক্ষ্য করতঃ, আমরা অন্যদের কি২ রূপ ব্যবহার ভাল বাসি, এবং সেই রূপ ব্যবহার করা আমাদের কেন আবশ্যক, ইহা ক্রমশঃ বিবেচনা করি।

প্রথম ভাগ। আমরা অন্যদের কি২ রূপ ব্যবহার ভাল বাসি?

১। ন্যায্য আচরণ, অর্থাৎ কাহারো প্রতি অন্যায় না করা।

২। উপকার। এই মর্ত্ত্যলোকবাসি আবালবৃদ্ধ সকলে ইহার প্রাপ্ত্যর্থে বহু যত্ন ও প্রয়াস করে, এবং নিম্নে লিখিত আর২ গুণাপেক্ষা ইহাকে অবশ্য শ্রেয়ঃ বলিতে হইবে। পরের প্রতি উপকার নানা প্রকারে করা যাইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান যে কয়েকটি তাহা সংক্ষেপে কহি।

প্রথম। অর্থব্যয় স্বীকারদ্বারা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন আপদ বা দায়গ্রস্ত হইলে, কিম্বা কাহারো সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইলে, বা কাহারো শিক্ষার্থে অর্থ অপেক্ষা করিলে, সাধ্যানুসারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা প্রদান করিতে ব্যয়কুণ্ঠ না হওয়া।

দ্বিং। কায়িক ও মানসিক ক্লেশ এবং শ্রম স্বীকারদ্বারা। অর্থাৎ কা-

হারো উপকারার্থে কিছু দূর পর্য্যন্ত যাইতে হইলে, কিম্বা তজ্জন্য দুই এক ক্রোশহইতে কোন বস্তু আনিতে হইলে, কিম্বা কোন লোক কিছু লিখিয়া বা অনুবাদ করিয়া দিতে উপরোধ করিলে, সানন্দে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া।

তৃং। মঙ্গলার্থক প্রার্থনাদ্বারা। অর্থাৎ জগজ্জনের মঙ্গলার্থে জগদীশ্বর সন্নিধানে নিবেদন করা। যদ্যপি তদর্থে কোন অর্থ ব্যয় এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, তথাচ উপরোক্ত উভয় প্রকার উপকারহইতে ইহাকে অত্যুত্তম বলিতে হইবে, এবং তাহা তাবল্লোকের অধিক আবশ্যকও বটে।

৩। প্রেম। অন্যের প্রতি যে প্রেম তাহা নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে যে ২ প্রধান তাহা বলি।

প্রং, আত্মীয়বর্গের প্রতি প্রেম। অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ইত্যাদির প্রতি যে প্রেম, ও জগজ্জনের প্রতি যে প্রেম, ইহাতে বিস্তর বিশেষ আছে, ইহাতে কাঁহারো অনুরোধ অপেক্ষা করে না, এবং এই প্রেম সকলের প্রতি সমান হয় না, অর্থাৎ আত্মজের প্রতি যদ্রূপ স্নেহ, অন্যান্য কুটুম্ববর্গের প্রতি তদ্রূপ হয় না।

দ্বিং, খ্রীষ্টীয় প্রেম। অর্থাৎ খ্রীষ্ট যেমন সমুদয় জগজ্জনকে অভিন্ন প্রেম করিলেন, তদ্রূপ তাবৎ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের, খ্রীষ্টের কারণ তাবল্লোককে তাবৎ প্রকারে তারতম্য ও ইতর বিশেষ না করিয়া, সমভাবে প্রেম করা আবশ্যক আছে।

তৃং, ক্ষমা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কিছু লইয়া তাহা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, তাহার কাছে তাহা পুনর্গ্রহণ না করা, কিম্বা কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতা বা ভ্রমবশতঃ কোন দোষ করিয়া তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ আলাপ ও ব্যবহারাদি করা।

চতুং, সহিষ্ণুতা। অর্থাৎ যাহাতে অসন্তোষ বা বৈরক্তি জন্মে, এমত কর্ম্ম কেহ করিলে হঠাৎ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া, তাহার প্রতি ধৈর্য্যাচরণ করিয়া বাৎসল্য ভাবে সুশিক্ষা প্রদান করা।

পং, নম্রতা। অর্থাৎ কাহারো সহিত আলাপাদি করিতে হইলে, আপনাকে উচ্চবোধ না করিয়া নম্র করণ পূর্ব্বক তাহার সহিত শিষ্টাচার করা।

ষং, সান্ত্বনা। অর্থাৎ কোন প্রিয় লোকের মৃত্যুজন্য কেহ শোকার্ণবে মগ্ন হইলে, কিম্বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কর্ম্মচ্যুত, বা কোন বিপদগ্রস্ত হইলে, তাহার কায়িক ও মানসিক দুঃখ হরণার্থে তাহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বমতে প্রবোধ বাক্যদ্বারা চৈতন্য প্রদান করা।

সং, সারল্য। অর্থাৎ কোন লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাপট্য রহিত হইয়া তদুত্তর দেওয়া, কিম্বা ব্যবসায়াদি স্থলে অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও বিচারস্থলে মনের অবক্রতা প্রকাশ করা।

অং, দয়া। অর্থাৎ যাহাতে পরের দুঃখ হরণ হয়, এবং তাড়না নিন্দা ক্লেশাদি দূর হয়, এমত ইচ্ছা করা। পূর্ব্বোক্ত যে কএকটি গুণ দর্শান গেল, সে সকলের ইহার সহিত সম্বন্ধ আছে, কারণ ইহা ভিন্ন সে সকল গুণ মনের মধ্যে উদয় হয় না।

দ্বিতীয় ভাগ। ইহা করা কেন অত্যাবশ্যক?

১। ইহা যে আমাদের অত্যাবশ্যক তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি আমাদের পরিত্রাণের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়াছেন, তিনি তাহা করিতে আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনি ঐ কথা উল্লেখ করিয়া কহেন, "ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের সার এই"। অতএব ইহা যে আমাদের অত্যাবশ্যক, ও তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ, ও অনপহ্নবনীয়।

২। কেহ আমাদের উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার স্বীকার যদি না করি, কিম্বা যাহারা আমাদের প্রতি আর২ সদ্ব্যবহার করে, তাহাদের প্রতি যদি তদ্রূপ ব্যবহার না করি, তবে সংসার যাত্রা কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে? আর এই পৃথিবীস্থ তাবল্লোক যদি এই রূপ ব্যবহার করিত, তবে এত দিন মনুষ্যগণের লোপ হইয়া যাইত। মনুষ্যগণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কৃতোপকার স্বীকার না করিলেও তিনি তাহাদের কারণ আপন প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলেন, অতএব খ্রীষ্টে বিশ্বাসকারি তাবৎ মনুষ্যের তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করা অত্যাবশ্যক আছে।

সম্প্রতি, হে প্রিয় পাঠকগণ, আইস, আমরা স্বীয়২ মনের পরীক্ষা করতঃ এই প্রশ্ন করি, আমরা পরের যদ্রূপ ব্যবহার ভাল বাসি, তদ্রূপ কি পরের প্রতি করিয়া থাকি? বোধ করি প্রায় সকলেই বলিবে, এ বিষয়ে আমাদের বিস্তর ত্রুটি আছে। দেখ, এই জগতের মধ্যে যাহারা তদ্রূপ করে, তাহারা কত অল্পসংখ্যক; ও যাহারা করে না তাহারা কত বহুসংখ্যক লোক আছে! আমাদের মধ্যে কি এমন লোক কেহ আছে, যে পর হইতে ঐ সকল ব্যবহার অপেক্ষা করে না? বোধ করি সকলে করে। তবে কি আমাদেরও পরের প্রতি তদ্রূপ করা উচিত নয়? অবশ্য বটে, খ্রীষ্ট কহেন, আমার আজ্ঞার মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে। আরো বিবেচনা কর, ইহাতে যে কেবল আমাদের নিজের ক্ষতি হয় তাহা নয়, কিন্তু আমাদের ব্যবহার দোষে খ্রীষ্টের নির্ম্মল ধর্ম্ম কলঙ্কযুক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধির বাধকস্বরূপও হই। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যৎকালীন এই পৃথিবীতে থাকিয়া যদ্রূপ আচার ব্যবহার করিলেন, খ্রীষ্টাশ্রিত তাবল্লোকের তদনুরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহার মধ্যে প্রেম, পরোপকার, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতাদি তাবৎ গুণ ছিল, কিন্তু আমাদের মধ্যে তাহার একটিও কি দৃশ্য হয়? খ্রীষ্ট কহেন, "তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।" কিন্তু আমরা যে তদ্রূপ না হইয়া বরঞ্চ তিমিরস্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আছি, এ আমাদের বড় লজ্জার বিষয়। অতএব হে প্রিয়বর্গ, আইস, আমরা এতদ্রূপ নিরর্থক কাল হরণ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার উত্তম গুণেতে ভূষিত হইতে যত্নশীল হই, তাহাতে আমাদের প্রতিবাসি দেবপূজকগণ আমাদের সদ্ব্যবহার দৃষ্টি করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রশংসা করিতে আকাঙ্ক্ষিত না হইয়া তদ্ধর্ম্মাবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইবে। শ্রীলাজারস্ মাধবচন্দ্র দাস।

উপদেশক।

নবেম্বর ১৮৫২ (৭১) মূল্য ২ আনা।

যাকূবের কূপ।

যে স্থানে পূর্ব্বকালে শিখিম নগর ছিল, সেই স্থানে সম্প্রতি নাবলুষ নামে এক নগর আছে, তন্মধ্যে ন্যূনাধিক আট সহস্র লোক বাস করে। তাহাদের অধিকাংশ মুহম্মদি লোক, কিন্তু খ্রীষ্টনামধারি পাঁচ শত লোক, এবং শোমিরোণীয় ধর্ম্মাবলম্বি দেড় শত লোক আছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও তাহার প্রেরিতগণের বর্ত্তমান সময়ে উক্ত শিখিম নগর শোমিরোণীয় লোকদের প্রধান নগর ছিল, কারণ গিরিযীম নামক যে পর্ব্বতের শৃঙ্গে তাহাদের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঐ নগর সেই পর্ব্বতের তলে স্থিত ছিল। উক্ত শোমিরোণীয় লোকদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবপূজক ছিল, কিন্তু অশূরীয রাজগণকর্ত্তৃক অতি দূরহইতে সেই স্থানে আনীত হইলে পরে সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুগণ তাহাদের মধ্যে অনেক লোককে বিদীর্ণ করাতে তাহারা ভয় প্রযুক্ত আপনাদের পৈতৃক দেবতাদের সেবার সহিত সত্য ঈশ্বরের সেবাও করিতে লাগিল। অপর বাবিলদেশহইতে যিহূদীয়দের প্রত্যাগমনানন্তর সেই দুই জাতির মধ্যে আত্যান্তিক শত্রুতা জন্মিল। ইহার নানা প্রমাণ চারি সুসমাচারে পাওয়া যায। যিহূদীয় লোকেরা শত্রুতাপ্রযুক্ত ঐ নগরের নামান্তর করণ পূর্ব্বক তাহাকে শিখিম না বলিয়া শুখর অর্থাৎ প্রবঞ্চনা বলিত।

সেই নগরহইতে এক ক্রোশ দূরে যাকূবের কূপ ছিল। ঐ কূপের নিকটে কোন শোমিরোণীয় স্ত্রীর সঙ্গে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত যোহনলিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে অতি বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে।

১৮৩৯ শালে স্কটলণ্ডদেশীয় দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক যিহূদি লোক-

দের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে কিনানদেশে প্রেরিত হইলে তাঁহারা ঐ শালের জুন মাসে ঐ নাবলুষ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বনার সাহেব নামক এক জন প্রাতঃকালে এক জন যিহূদি পথদর্শককে সঙ্গে লইয়া ঐ কূপের নিকটে গেলেন। তিনি দেখিলেন, কূপ শৈলমধ্যে খনিত, কিন্তু তাহার মুখের উপরে একটি ক্ষুদ্র কুঠরী গ্রথিত হইয়াছে। সেই যিহূদি লোক কুঠরীর মুখহইতে তদাচ্ছাদক প্রস্তর দূর করিয়া প্রবেশ করিলেন, পরে বনার সাহেবকে আশ্বাস দিলে তিনিও প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করণ সময়ে তাঁহার জেবে যে একখান ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তক ছিল, তাহা হঠাৎ কূপের মধ্যে পড়িল। তাহাতে তাঁহার পথদর্শক কহিলেন, এই পুস্তক আপনি কখনো ফিরিয়া পাইবেন না, কারণ কূপ গভীর।

ঐ ঘটনার ছয় কিম্বা সাত বৎসর পরে (বোধ হয় ১৮৪৬ শালে) বোম্বায়হইতে ইংলণ্ডে গমন সময়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তর উইল্‌সন * ও তাঁহার সমভিব্যাহারি কএক জন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই কূপের অবস্থা সম্যগ্রূপে নিশ্চয় করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে রজ্জু ও মোমের বাতী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কূপের নিকটে গেলেন। ডাক্তর উইল্‌সন তদ্বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কূপের নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা দেখিলাম, তাহা চতুর্দ্দিগে এক ভগ্ন গিরিজাঘরের কাঁথড়াতে বেষ্টিত আছে, মুখের উপরে যে দুই খান বৃহৎ প্রস্তর বসান ছিল, তাহা সরাইয়া দিতে আমাদের সাধ্য ছিল না, কিন্তু নিকটবর্ত্তি গ্রামের চারি পাঁচ জন আরবি লোক পারিতোষিক পাইবার আশাতে তাহা দূর করিল। সেই মুখের পরিমাণ এক হাতের কিঞ্চিৎ অধিক। তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে একটি ছোট কুঠরী পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গি যাকূব নামক শোমিরোণীয় লোক প্রথমে প্রবেশ করিল। আমরা এক গাছ রজ্জু ধরিতে২ সে তাহা অবলম্বন করিয়া ক্ষণেক কাল ঝুলিয়া রহিল, পরে কূপের চতুর্দ্দিগে যে ভিত্তি আছে, তাহার উপরে দাঁড়াইল। পরে আমরা দুই লোককে বাহিরে রাখিলে তাহারা স্মিথ সাহেবের এবং আমার উপকারার্থে রজ্জু ধরিলে আমরাও

* উক্ত সাহেব হিন্দু ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব প্রকাশক যে উত্তম গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার তর্জ্জমা অনেকে পাঠ করিয়াছে।

প্রবেশ করিয়া সেই ভিত্তিতে দাঁড়াইলাম। পরে ঐ কএক জন আরবি লোক সকলে প্রবেশ করিল। তখন সেই স্থান অন্ধকারময় ছিল, কিন্তু দুই তিন মোমের বাতী জ্বালাইলে পরে আমরা কূপ-মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে পারক হইলাম, তাহাতে তাহা যে গভীর বটে, ইহা অতি স্পষ্ট হইল। অনন্তর আমরা ঐ শোমিরোণীয় যাকূবকে কহিলাম, শুন, ইহার কএক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বন্ধু এক স্বদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক এই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার এক খান ধর্ম্মপুস্তক এই কূপের মধ্যে পড়িয়াছিল, তুমি নামিয়া গিয়া তাহা আনিলে আমরা তোমাকে বক্‌শীশ দিব। বক্‌শীশ এই শব্দ শুনিবা-মাত্র ঐ আরবি লোকেরা অতি উদ্‌যোগী হইয়া বলিল, বক্‌শীশ যদি পাওয়া যায়, তবে আমরা তাহা পাইব, কারণ এই ভূমিতে আমাদেরই অধিকার। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের স্কন্ধে রজ্জু ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, ভাল, তোমরাই নাম, তাহাতে তোমরা বক্‌শীশ পাইবা। তখন তাহারা বলিল, না, আমরা নামিব না, কি জানি আপনি আমাদিগকে ফাঁসি দিবেন; যাকূব সম্মত হইলে নামিতে পারে। অনন্তর আমরা যাকূবকে অনুমতি দিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কুক্ষিদেশে রজ্জু বাঁধিয়া নামিতে উদ্যত হইল। আমরা তাহাকে কহিলাম, জল তোমার পা স্পর্শ করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বর করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে; যদি অধিক জল হয়, তবে আমরা রজ্জু দৃঢ়রূপে ধরিয়া তোমাকে মগ্ন হইতে দিব না। আর নীচে উপস্থিত হইলে তোমার মোমের বাতী জ্বালাইতে হইবে, কেননা আমরা কূপ দেখিতে চাহি। এই রূপ আজ্ঞা পাইয়া সে ঐ ভয়ানক গর্ত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আন্তরিক ভয় প্রযুক্ত ইব্রি ভাষাতে প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে সে নামিতে লাগিল। রজ্জু ধরিতে ঐ আরবি লোক সকল আমাদের উপকার করাতে আমরা অতি ধীরে তাহাকে নামাইলাম। অত্যল্প রজ্জু অবশিষ্ট থাকিলে যাকূব উচ্চৈঃস্বর পূর্ব্বক কহিল, আমি কূপের তল পাইলাম, অতি অল্প জল আছে। পরে সে মোমের বাতী জ্বালাইল, এবং আমরা শুষ্ক তৃণাদি নীচে ফেলিলে তাহাও জ্বালাইল, তাহাতে কূপের পরিমাণাদি সুন্দর রূপে দৃশ্য হইল। কূপের তলে রজ্জুর অন্ত দৃশ্য হইলে তাহার যে স্থান কূপের মুখ স্পর্শ করিতেছিল, সেই স্থানে একটি গেরো দিলাম, কেননা যাকূব পুনরায় উঠিলে রজ্জুর দীর্ঘতা

মাপিয়া কূপের গভীরতা নিশ্চয় করা আমাদের অভিপ্রায় ছিল। যাকূব ক্ষণেক কালের পরে কূপের তলস্থ প্রস্তর ও পঙ্কমধ্যে ঐ হারাণ ধর্ম্মপুস্তকখান পাইয়া আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক কহিল, তাহা পাইয়াছি, পাইয়াছি। আমরা সন্তোষ প্রকাশ করিলে সে তাহা বক্ষস্থলে রাখিয়া বলিল, এখন আপনকাদের সাহায্যে আমি পুনরায় উঠিতে বাঞ্ছা করি। এমন কথা কহিলেও সে ত্রাসপ্রযুক্ত উঠিতে প্রস্তুত হইল না, বরং বাক্যদ্বারা আপনার ভয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে আমরা যে দুই জনকে বাহিরে রাখিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে মর্দিখয় নামক এক জন যিহূদী তাহাকে আশ্বাস দেওনার্থে কহিল, ভয় নাই, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সাহায্যে তুমি অবশ্য উঠিতে পারিবা। এমন কথা শুনিয়া যাকূব পুনরায় প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং এই বার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ কাল প্রার্থনাতে নিমগ্ন থাকিল, শেষে উঠিতে আরম্ভ করিলে সে এদিগে ওদিগে ঝুলিতে লাগিল, এবং রজ্জু আমার গাত্র কাটিতেছে, এমন কথা বলিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে সে অবাক্ হইয়া রহিল। রজ্জু ভিত্তিতে ঘর্ষিলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়, এই ভয়ে আমরা অতি সাবধানে রজ্জু টানিতে২ অবশেষে অতি কষ্টে তাহাকে উঠাইতে পারক হইলাম। উঠিলে পরে সে মূর্চ্ছাপন্ন হওয়াতে প্রথমে কথা কহিতে পারিল না, পরে সচেতন হইবামাত্র কহিল, বক্শীশ কোথায়? তাহাতে আমরা তাহাকে ন্যূনাধিক দশ টাকা দিলাম, এবং ঐ আরবি লোকদিগকেও দশ টাকা দিলাম। ঐ ধর্ম্মপুস্তক এত বৎসরাবধি জলে ও পঙ্কে মগ্ন থাকাতে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল, কেবল তাহার বন্ধন তখনও যৎকিঞ্চিৎ দৃঢ় ছিল। পুস্তক পুনঃ প্রাপ্ত হইবার ছলে আমরা কূপের গভীরতা নিশ্চয় করিতে পারক হইয়াছিলাম। তাহা ঠিক পঞ্চাশ হস্ত, এবং তাহার ব্যাস ছয় হস্ত। সেই কূপ আত্যন্তিক শ্রম পূর্ব্বক শৈলে খনিত হইয়াছে, এবং তাহা যে অতি পুরাতন বটে, ইহা সুস্পষ্ট। কূপ গভীর, এই যে কথা সেই শোমিরোণীয়া স্ত্রী প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বলিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি যথার্থ আছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে কূপ অবশ্য আরও গভীর ছিল, যেহেতুক শতং বৎসরের মধ্যে তাহার তলে অনেক পঙ্ক জন্মিয়াছে, এবং পথিকেরা জলে প্রস্তরের পতন শব্দদ্বারা তাহার গভীরতা নিশ্চয় করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে তাহার মধ্যে অনেক প্রস্তর ফেলিয়াছে।

ধৰ্ম্মগীত।

দুরন্ত আমার মন সতত কুকর্ম্মে রত।
দেখিনি কখন আমি পাপাসক্ত আমার মত॥

১ ভজন্ পূজন্ হয়ে বিহীন, যায় মম প্রতিদিন,
পাপে তনু হলো ক্ষীণ, তবু মগ্ন অবিরত॥

২ ঈশ্বর আজ্ঞা হয়ে জ্ঞাত, লঙ্ঘিতেছি অবিরত,
ভ্রমে ও তাহা ভাবিনাত, চলি আপন অভিমত॥

৩ পাপেতে হয়ে উন্মত্ত, লিপ্ত আছি নিত্য২,
ভুলিয়া পরমতত্ত্ব, আছি মায়ায় জড়ীভূত॥

৪ মনে ভাবি না কখন, পদে২ শমন,
ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ, স্বীয় প্রতিবিম্ব মত॥

৫ অতএব মন আমার, যদি ভবে হবে পার,
এ সব ইচ্ছা ত্যাগ কর, হও যীশুর পদানত॥

৬ বিনে সেই শ্রীচরণ, শুন ওহে মম মন,
ভবে পাইবারে ত্রাণ, নাহি আরো অন্য পথ॥

সংসার সুখেতে কভু নিমগ্ন হইওনা মন।
এ সংসার অসার সুখকর নয় কখন॥

১ যত ধন এসংসারে, লোকেতে সঞ্চয় করে,
নির্ব্বাণ করিতে নারে, আশারূপ হুতাশন॥

২ এ সংসারে যত ধন, সকলি অনিত্য জান,
করে না সুখোৎপাদন, বরং দুঃখের কারণ॥

৩ অতএব মম মতি, সাংসারিক ধনেরি প্রতি,
কখন করো না প্রীতি, শুনহে মম বচন॥

৪ আশারূপ হুতাশন, করিবারে নির্ব্বাণ,
যদি চাহ মম মন, ধর যীশুর শ্রীচরণ।

৫ শান্তিদাতা তাঁর নাম, কারো প্রতি নহেন বাম,
পূর্ণ করেন মনস্কাম, করে শান্তি বরিষণ॥

শুনহে করুণাপূর্ণ আমার এই নিবেদন॥
কৃপা করে কর মোরে অভিমান বিহীন॥

১ অহংকার শত্রু অতি, মানবগণের প্রতি,
করে যে অত্যন্ত ক্ষতি, বিক্রীতি করিয়া মন।

২ স্বভাবে মানব বৃন্দ, অহংকারে হয়ে অন্ধ,
অবিরত করে মন্দ, দিয়ে লজ্জায় বিসর্জন॥

৩ জানে না যে কোন্ দিবসে, পড়িবেক কাল গ্রাসে,
আক্ষেপ করিবে শেষে, হল না পরামনন॥

৪ যখন হবে শেষ বিচার, তখন রক্ষা নাহি আর,
কম্পিত কলেবর, দর্শনে বিচারাসন॥

৫ অতএব হে ঈশ্বর, ডাকি তোমায় বারম্বার,
হইতে পাপ অহংকার, মুক্ত কর আমার মন।

৬ যেন সেই শেষ দিনে, গণ্য না হই অজাসনে,
দাঁড়াইয়া তব দক্ষিণে, অন্তে করি স্বর্গে গমন॥

২৯ সেপ্টেম্বর খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫২ শ্রী অম্বিকাচরণ রায় হিন্দু খ্রীষ্টীয়ানস্য

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫৩। হবার ও আদমের পাপে পতিত হওন।

নবসৃষ্ট মনুষ্যের প্রথমে যে পবিত্র স্বভাব ও সুখাবস্থা ছিল, তাহাহইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করাইবার চেষ্টাতে শয়তান যে ছল করিয়াছিল, তাহার মীমাংসা পূর্ব্বে করিয়াছি।* সম্প্রতি মনুষ্য, বিশেষতঃ হবা, সেই ছলে কি প্রকারে প্রবঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার বিবেচনা করিতে হইবে। সেই ঘটনার বৃত্তান্ত আদিপুস্তকের ৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

পরমেশ্বর আমাদের আদি পিতামাতাকে অর্থাৎ আদমকে ও হবাকে এদনদেশস্থ এক সুন্দর উদ্যানে বাসস্থান দিয়া ইহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "তোমরা এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।" আদিপু ২; ১৬, ১৭।

পরমেশ্বর তাহাদিগকে এই রূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? ঐ সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ যে বিষবৃক্ষ ছিল, এমন নয়। কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে আপনার কর্ত্তৃত্ব এবং মনুষ্যের অধীনতা বুঝাইয়া দিয়া আজ্ঞাবহতা অভ্যাস করাইতে স্থির করিয়াছিলেন।

সেই আজ্ঞা পালন করা তাহাদের শক্তির অতিরিক্ত ছিল না, এবং বোধ হয় তাহারা কতক বৎসর পর্য্যন্ত তাহা পালন করিয়াছিল। সর্ব্বদা পালন করিলে তাহারা সর্ব্বদা সুখাবস্থাতে থাকিত।

---

* ১৮৪৯ শালের উপদেশকপত্রিকার ৩৮ পৃষ্ঠ দেখিব।

যদি কেহ বলে, বৃক্ষের একটী ফল পাড়িয়া ভোজন করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম, তবে তাহা সত্য বটে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর ইহাতে ঐ আজ্ঞা যে সহজ ছিল, ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অতি গুরুতর কর্ম্ম, এই জন্যে তাহার অতি ভয়ানক দণ্ড নিরূপিত হইল।

শয়তান সর্পমধ্যে প্রবেশ করিয়া হবার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলে সে যে তাহার কথা শুনিতে অনিচ্ছুক হইল না, ইহাতে তাহার দোষ হইল না। আর পরমেশ্বর এই উদ্যানের এক বৃক্ষের ফলও তোমাদিগকে খাইতে দেন না, শয়তানের এই বাক্য শুনিলে পরে সে তাহাকে যে উত্তর দিল, তাহাও যথার্থ উত্তর বলিতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি এই রূপ মিথ্যা দোষারোপের কথা শুনিলে পর হবা যে তৎক্ষণাৎ ঐ সর্পকে ছাড়িয়া যায় নাই, ইহাই তাহার দোষের আরম্ভ ছিল। পরে শয়তান যখন পরমেশ্বরকে মিথ্যাবাদী ও ঈর্ষ্যাযুক্ত বলিল, অর্থাৎ এই ফল খাইলে তোমরা মরিবা, তাহা দূরে থাকুক, বরং ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা, এবং পরমেশ্বর কেবল ঈর্ষ্যাতে তোমাদিগকে তাহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এই রূপ কথা যখন শয়তান কহিল, তখন হবা যে পরমেশ্বরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস করণ পূর্ব্বক অহঙ্কার করিতে লাগিল, ইহাই তাহার অপরাধের প্রধান মূল হইয়া উঠিল। সে মনে২ বলিল, পরমেশ্বর কহেন, এই ফল খাইলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আমি দেখিতেছি, এ বড় সুন্দর ফল, এবং বোধ হয় সর্প তাহা খাইয়াছে, তথাপি মরে নাই; তবে আমি কেন খাইব না? ফল খাওনেতে যে সুখ হয়, তাহা কেন ভোগ করিব না? এবং সর্প বলে, এই ফল খাইলে আমি ঈশ্বরের ন্যায় সদসৎ জ্ঞান পাইব। ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা ফল না খাইলে জানা যায় না। যদি সত্য হয়, তবে আমি জ্ঞান লাভ করিব। জ্ঞান কি ভাল বিষয় নহে? কিন্তু যদি জ্ঞান না পাওয়া যায়, তবে সম্প্রতি যে অবস্থাতে আছি, সেই অবস্থাতে থাকিব। অতএব তাহা খাইলে ক্ষতি কি?

এই প্রকার বিবেচনা করিতে২ সে ঐ ফলের প্রতি ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া অবশেষে তাহা পাড়িয়া খাইল, এবং আপন স্বামিকে দিলে সেও খাইল। ইহাতে পরমেশ্বরেতে অবিশ্বাস এবং অহঙ্কার ঐ মিষ্ট ফলের আকাঙ্ক্ষাদ্বারা এবং তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করণদ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বৃদ্ধি পাইল, ইহা দেখা যায়।

তাহাদের এই রূপ পাপ করণানন্তর তৎক্ষণাৎ পাপবিষের জ্বালাতে তাহাদের ক্লেশ জন্মিতে লাগিল। ফলতঃ তাহারা লজ্জান্বিত এবং ঈশ্বরহইতে ত্রাসযুক্ত হইতে লাগিল, এবং ঈশ্বর তাহাদের সহিত আলাপ করিলে হবা নিজ দোষ স্বীকার না করিয়া সর্পের প্রতি দোষারোপ করিল, এবং আদমও তদ্রূপ নিজ দোষ স্বীকার না করিয়া হবার প্রতি দোষারোপ

করিল। আর তাহারা ঈশ্বরের অসন্তোষের ও ক্রোধের পাত্র হইয়া তদবধি দণ্ড পাইল, অর্থাৎ মৃত্যুর ও রোগের ও বেদনার অধীন হইল। বিশেষতঃ নারীকে ঈশ্বর কহিলেন. "আমি তোমার প্রসববেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তুমি অতি কষ্টেতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামির অধীনী হইয়া থাকিলে সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।" এবং আদমকে কহিলেন, তোমার ক্লেশার্থে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি ভোজন করিবা, এবং যে মৃত্তিকাহইতে জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা; কেননা তুমি মৃত্তিকা, এবং পুনশ্চ মৃত্তিকাতে লীন হইবা।" পরে পরমেশ্বর তাহাদিগকে ঐ সুন্দর উদ্যানহইতে বাহির করিয়া আর কখনো তাহাতে প্রবেশ করিতে দিলেন না। সেই সময়ে মৃত্তিকা শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, এই জন্যে তদবধি শস্য ফলাদি স্বয়ং উৎপন্ন করে না, কৃষিকর্ম্ম ও বৃক্ষ রোপণ না করিলে কেবল মনুষ্যের অব্যবহার্য্য ঘাস ও কণ্টক ও জঙ্গল উৎপন্ন করে। এবং বোধ হয়, সেই সময়ের পূর্ব্বে কোন জীবজন্তুর হিংসুক স্বভাব ছিল না, এবং পৃথিবীর কোন স্থানে আত্যন্তিক শীত ও গ্রীষ্ম হইত না।

সেই সময়াবধি মনুষ্যের শরীর মৃত্যুর অধীনতারূপ রোগে রোগগ্রস্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাকে লোপরূপ মৃত্যুর অধীন করেন নাই, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ি দণ্ডভোগরূপ যে দ্বিতীয় মৃত্যু তাহার অধীন করিয়াছেন। তথাপি যে ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা মনুষ্য সেই দ্বিতীয় মৃত্যু এড়াইয়া অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহার আগমনের ও মৃত্যুর কথা আদমকে ও হবাকে জানাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য প্রকারেও তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ মনুষ্যকে সৃষ্টি করণে তাঁহার যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা তিনি নিষ্ফল করিতে চাহিলেন না। বিশেষতঃ সেই অভিপ্রায় সাধনার্থে মৃত্যুর অধীন মনুষ্যকে একেবারে পৃথিবীহইতে দূর করিলেন না।

যদি কেহ বলে, আদম ও হবা পাপ করিলে পর তৎক্ষণাৎ মরে নাই, তবে তাহার উত্তর এই, ধর্ম্মপুস্তক যাহাকে মৃত্যু বলে, প্রাণবিয়োগ তাহার সার নহে, কিন্তু ঈশ্বরহইতে পার্থক্য এবং দণ্ডভোগ তাহার সার। আর তাহারা তৎক্ষণাৎ দণ্ডভোগ করিতে লাগিল। শারীরিক যে জীবন সে সত্য জীবন নহে, কিন্তু ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ, তাহারই অধিকার সত্য জীবন। আর তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই জীবনহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। কোন বৃক্ষের জীবন কাষ্ঠের আকৃতিতে নহে, কিন্তু মূলহইতে রসের আগমনে হয়। শাখা কাটিলে তাহার পূর্ব্ববৎ আকৃতি থাকে, কিন্তু জীবন লুপ্ত হয়। তদ্রূপ মনুষ্যশরীরের যে কোন অবস্থা হউক, ঈশ্বরহইতে মনুষ্য ভিন্ন হইলেই তাহার সত্য জীবন লুপ্ত হয়।

কো থা বিয়ুর চরিত্র।

১ অধ্যায়।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে ব্রুহ্ম প্রভৃতি দেশের পর্ব্বতে ও গ্রামে ও কাননাদিতে কারেণ নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহারা তত্রস্থ আদি নিবাসি লোক নয়, পরন্তু তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন দেশহইতে আসিয়াছিল, ফলতঃ স্বদেশে তাড়না হওয়াতে ও ব্রুহ্ম প্রভৃতি দেশের উত্তমতার কথা শ্রবণ করাতে তাহারা সুখভোগাশাতে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ২ টাবয় দেশে উপস্থিত হয়। পরে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি পাইলে ও তাহাদের প্রতি নানা দুর্ঘটনা হইলে তাহারা শ্যাম প্রভৃতি নানা দেশে ও গ্রামে ও বনে ও পর্ব্বতে ও উপত্যকাতে গিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বসতি করিতেছে। তাহারা এক্ষণে বহুসংখ্যক হইয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকহইতে তাহাদের মুখাকৃতি প্রভিন্ন, অর্থাৎ গোলাকার নয়, পরন্তু দীর্ঘাকার ও নাসিকা ঋজু। এই জাতির মধ্যে দুই দল আছে। এক দলস্থ লোক আপনাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করে, কিন্তু অন্য দলস্থেরা ঐ ক্রিয়াকে দূষ্য বলিয়া তাহা করে না, তাহারা বলে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এমন ব্যবহার ছিল না। সে যাহা হউক, এই জাতীয় লোক বহুসংখ্যক হইলেও তাহাদের বিষয়ে পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতীয়েরা পূর্ব্বে কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিল না, কিন্তু গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে তাহাদের অনেক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তাহাদের বিষয়ে নানা কথা জগতে ব্যাপিতেছে।

ব্রুহ্মদেশের পর্ব্বতময় অন্তরীপোপে শ্যামবর্ণ বৃক্ষগণের মধ্যহইতে ব্রুহ্ম লোকদের শ্বেতবর্ণ মন্দির সকল দেদীপ্যমানরূপে শোভা করিতেছে, ইহা বুঝি সমুদ্রপথে যাত্রাকারি ইউরোপীয় বহু ব্যক্তি অনেক বার নিরীক্ষণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বহুদূরে তত্রস্থ মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ছায়াতে অর্থাৎ শৈলের পশ্চাতে বংশানুক্রমে আপন সন্তানদিগকে প্রতিমাপূজার দৃঢ়রূপে নিষেধকারি বহুসংখ্যক লোক যে বাস করে, ইহা কেহ জানিতে পারেন নাই। দেখ, জেবিয়র চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত পর্য্যটন কালে

তাহাদের পর্ব্বতস্থ বাসস্থানের নিকট দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পরিচয় পান নাই। মেং স্বোয়ার্টস ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা লুপ্ত করণাভিপ্রায়ে পঞ্চাশ বৎসর পরিশ্রম করিলেও এই বহু কালাবধি দেবত্যাগি লোকদের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। এবং ডাক্তর কেরি ধর্ম্মপুস্তক চল্লিশ ভাষাতে অনুবাদ করিলেন বটে, কিন্তু বহুকালাবধি ঈশ্বরের বাক্যের অপেক্ষাকারি লোকদের উপকারার্থে এক পাঁতিও লিখিলেন না। এবং মেং জৎসন যাহাদের এক প্রাণীও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এমন ব্রহ্মলোকদের নিকটে অনন্ত ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করণ কালে যে সাত বৎসর রঙ্গুনে অবস্থিতি করেন, তৎকালে তাঁহার দ্বার সমীপ-দিয়া ঐ জাতীয়েরা নিত্য২ যাতায়াত করিত, কি জানি তাহারা এই গীত গান করত গমনাগমন করিত,

ঈশ্বর হয়েন নিত্য তিনি চিরস্থায়ী।
ঈশ্বর অমর হন তিনি সদাস্থায়ী॥
এক কল্পে নাহি হয় তাঁহার মরণ।
দুই কল্প কালে তিনি না হন নিধন॥
সর্ব্ব সদগুণে পূর্ণ তিনি ভগবান।
কল্প কল্পে নাহি তিনি হয়েন নিধন॥

তথাপি মেং জৎসন তাহাদিগকে জানিতে পারেন নাই।

ধর্ম্মপুস্তকাবলম্বি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের যাওনের অনেক দিন পূর্ব্বে যে রোমান্ কাথলিক লোকেরা ব্রহ্ম দেশে গিয়াছিল, তাহারা যে কারেণ লোকদিগকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল, এমন বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে। কিন্তু গত বারে ব্রহ্মলোকদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হইয়া গেলে পর যখন ভুবিত লোকদের মিশন্ টেনাশেরিম তীরে স্থাপিত হয়, তখন কারেণ লোকদের প্রতি মিশনরিদের মনোযোগ হইতে লাগিল। ফলতঃ মেং জৎসনের দৈনিক পুস্তকের ১৮২৭ সালের এপ্রিল মাসের ২২ তারিখের বিবরণে এই জাতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট কিঞ্চিৎ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থানে এই রূপ লিখিত আছে, যে তিন জন ধর্ম্মান্বেষির বিষয়ে আমাদের ভরসা আছে, তন্মধ্যে মৌং স্বা বের পরিজনমধ্যে মৌং থা পিয় নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি জানিবা। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষে মেং জৎসন তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় বার লিখিলে আমরা স্পষ্ট রূপে জানিতে পারি-

নাম যে সে ব্যক্তি কারেণ লোক। তৎকালে তিনি তিন জন ধর্ম্মান্বেষির বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লেখেন, যে তাহাদের এক জনের নাম মৌং থা পিয়ু, তিনি জাতিতে কারেণ, ও সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট, ও বুহ্মভাষা ভাল রূপে জানেন না। তিনি কএক মাস পর্য্যন্ত আমাদের নিকটে আসিতেছেন, তাঁহার মন অজ্ঞানতা ও ভ্রষ্টতাতে পরিপূর্ণ হইলেও বোধ হয় তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের উপলব্ধি পাইতেছেন।*

এই ব্যক্তির বিবরণ পশ্চাতে লিখিতেছি। ইহাঁর বড় বিদ্যা ছিল না, সুতরাং যাহাহইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবন চরিত্র বাহুল্যরূপে লিখিতে পারি, তিনি এমন কোন লিপি রাখিয়া যান নাই। ইহা সত্য বটে যে তিনি নীচ লোকদের মধ্যে নীচরূপে গণিত ও অতি দরিদ্র, এবং যে পর্য্যন্ত মেং জৎসন তাঁহাকে মুক্ত না করিলেন, তাবৎ ক্রীত দাস ছিলেন। কিন্তু এ কথা অতি সত্য বটে যে পরে তিনি অতি বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমি ধর্ম্মপ্রচারক, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি কারেণ লোকদিগকে মনোযোগী করণার্থে ঈশ্বরের হস্তস্থ এক প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইলেন। তাঁহার অবগাহনের দিনাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি টাবয়হইতে শ্যাম দেশ পর্য্যন্ত ও মার্টাবান অবধি জীমের সীমা পর্য্যন্ত ও রঙ্গুণহইতে আরাকান দেশ পর্য্যন্ত এতাবৎ খ্রীষ্টনাম অজ্ঞাত স্থানে সুসমাচার প্রচারার্থে অহর্নিশি পরিশ্রম করিতেন, কদাপি বিরত হন নাই। আর স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে যদ্যপি তিনি প্রথমে অবগাহিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাহাদের শত ২ লোককে আপন পদচিহ্ন দিয়া গমন করিতে স্বচক্ষুতে দেখিলেন, ফলতঃ তিনি তাহাদের অনেককে ধর্ম্মজ্ঞান দিয়াছিলেন। পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে সম্ভ্রান্ত করেন, তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম করিলে আমরা ভ্রান্তরূপে বিখ্যাত হইতে পারি না। অতএব সামান্য গুণ শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি আপনাকে ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসর্গ করে, তবে তাহাতে কি পর্য্যন্ত মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা যেন উৎপদ্যমান বংশীয়েরা জানিতে পারে

* মৌং এবং কো, এই দুই শব্দের অর্থ বাবু। ব্রহ্মলোকেরা যুবা বাবুকে মৌং বলে, বৃদ্ধ বাবুকে কো বলে। অতএব যিনি যৌবনকালে মৌং থা বিয়ু ছিলেন, তিনি বার্দ্ধক্য কালে কো থ বিয়ু হইলেন।

এতদভিপ্রায়ে কো থা বিয়ুর নাম বিস্মরণসাগরহইতে উদ্ধার করিয়া সাধু লোকদের নামাবলির মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখা অতি কর্ত্তব্য বটে।

১৭৭৮ সালে ব্রুহ্মদেশস্থ বাসিন নগরে উত্তরে ওট্বো নামক গ্রামে কো থা বিয়ুর জন্ম হয়। তিনি পোনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা মাতার নিকটে থাকেন। তখন তিনি অতি দুষ্ট ও অদম্য, এ প্রযুক্ত পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া দস্যু ও নরঘাতক হইলেন। তিনি প্রধান অপ্রধান কত মনুষ্যকে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আপনি নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন না। এক জন মিশনরি ভ্রাতা কো থা বিয়ুর প্রমুখাৎ অবগত হইয়া লেখেন যে তিনি ত্রিশ জনের অধিক লোককে হত করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব অতি মন্দ ছিল। ব্রুহ্মদেশের যুদ্ধের পর তিনি রঙ্গুণে গিয়া মেং হোফের নিকটে কর্ম্ম পান। মেং হোফ তাঁহাকে কিছু২ ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি তাঁহাকে অতি সম্ভ্রম পূর্ব্বক স্মরণ করিতেন, ফলতঃ টাবয়দেশে প্রার্থনা করণ সময়ে মেং হোফের নাম গুরুশব্দ যোগে উল্লেখ করিতেন।

অনন্তর তিনি মেং জৎসনের সমভিব্যাহারে আমহর্ষ্ট নামক স্থানে গেলেন। এক জন মিশনরি ভগিনী লেখেন যে তথায় কো স্বা-বে তাহার দশ বা বার টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া তাঁ-হাকে নিজ বাটীতে ভৃত্য করিয়া রাখিল। ঐ ভগিনী আরো লেখেন, যে চতুষ্পার্শ্বস্থ সভ্য জাতিদের পূজ্য দেবগণ অবজ্ঞা-কারি কারেণ জাতির প্রতি আমাদের পূর্ব্বেই মনোযোগ জন্মি-বাতে এক্ষণে তাহাদের অন্তঃকরণে বাইবেলোক্ত ধর্ম্ম সংস্থা-পনের সুযোগ পাইয়া কো-থা-বিয়ুর হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে যেন পরিত্রাণ সিদ্ধ হয়, এমন উদ্যোগে আমরা ব্যগ্রচিত্ত হই-লাম, কিন্তু কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মনে সত্য ধর্ম্ম যেন স্থান পায় না, এমত বোধ হইতে লাগিল। এবং কো-স্বা-বে তাঁহার মঙ্গল করণে নিরাশ হইয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করিল, কো-থা-বিয়ুব চরিত্র এমন মন্দ যে আমি তাঁহাকে আমার বাটীতে আর রাখিতে পারি না। মেং জৎসন তৎকালে আমাদের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, তিনি ঐ কথা শুনিয়া আমাদিগকে বলিলেন, আপনারা যদি তাঁহার প্রতিপালনার্থে তাঁহাকে কোন

কর্ম্ম দিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিই। তদ্রূপ হইলে কো-থা-বিয়ু আমাদের বাটীতে কার্য্যে নি-যুক্ত হইয়া থাকেন। কিছু দিন পরে তিনি ধর্ম্মোপদেশে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার প্রচণ্ড রাগস্বভাব প্রযুক্ত যদ্যপি আমাদিগকে বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তথাপি অল্প দিনের মধ্যে আমরা তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তনের লক্ষণ ও ক্রুশে হত ত্রাণকর্ত্তার প্রতি প্রত্যয়ের অরুণোদয় দেখিয়া ভরসান্বিত হইলাম। তাঁহার মন ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন থাকাতে তিনি প্রত্যয় করণে বিলম্বকারী ছিলেন, ও তাঁহার উগ্র স্বভাব প্রযুক্ত পুনঃ২ পতিত হওয়াতে তিনি প্রার্থনা করণে নিরাশ হইতেন। কিন্তু অল্প কাল পরে তাঁহার বিশ্বাসের বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার স্বভাবের উত্তরোত্তর সংশোধন দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এরূপ হইলেও তত্রস্থ ক্ষুদ্র মণ্ডলী তাঁহার মনঃপরি-বর্ত্তন বিষয়ে সন্দেহ করিল, ফলতঃ তিনি অবগাহিত হওনার্থে বারম্বার বাঞ্ছা করিলেও তাঁহার উগ্র স্বভাবের সম্পূর্ণরূপে দমন না হওয়াতে তাহারা তাঁহার যে পুনর্জন্ম হইয়াছে, এমন বিশ্বাস করিল না। সে যাহা হউক, কো-থা-বিয়ু আমাদের নিকটে এক বৎসর থাকিলে পর মণ্ডলী তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তনের প্রচুর প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে গণিত করিতে গ্রহণ করিল, এবং পর রবিবার তাঁহার অবগাহনার্থে স্থির করিল। ঐ বৎ-সরে আর এক জন কারেণ লোক নিজ পরিজনদিগকে ও এক যুবতী স্ত্রীকে ও তাহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া মৌলমী-নেতে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদি-গকে অতি দুঃখী ও ক্ষুধাতুর দেখিয়া তাহাদের বাসার্থে একটী ক্ষুদ্র স্থান দিলাম, এবং সেই যুবতীকে বালিকাস্কূলে ও তাহার দুই ভ্রাতাকে মেং বোর্ডমানের বালকস্কূলে রাখিলাম। তাহাতে সেই স্ত্রী অল্প দিনের মধ্যে লিখন পঠন বিলক্ষণ শিখিল, এবং ধর্ম্মশিক্ষাতে বিশেষ মনোযোগ করিল। এই হেতু কো-থা-বিয়ু তাহাকে আপন অবগাহনের পূর্ব্বেই বিবাহ করিলেন। তিনিও ব্রুহ্মভাষার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণের মানসে আত্যন্তিক মনোনিবেশ ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবগাহনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মেং বোর্ডমান টাবয় স্থানে গমনার্থে প্রস্তুত হইয়া আপ-

নার সহিত সেই দুই জন কারেণ বালককে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করাতে কো-থা-বিয়ু তাঁহার সহিত যাইতে মনঃস্থির করিলেন, যেহেতু তাঁহার স্ত্রী আপন সহোদরদ্বয়হইতে বিভিন্না হইতে অনিচ্ছুক হইল। তাহাতে টাবয় স্থানে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত কো-থা-বিয়ুর অবগাহন স্থগিত থাকিল। সে স্থানে ১৮২৮ সালের ১৬ তারিখে তাঁহার অবগাহন হয়। তদ্বিশেষ বৃত্তান্ত মেং বোর্ডমান আপন দৈনিক বিবরণ পুস্তকে এইরূপ প্রকাশ করেন, যথা, মে মাসের ১৬ তারিখের প্রত্যূষে মৌলমীনহইতে আমার সহিত আগত কো-থা-বিয়ু নামক খ্রীষ্টিয়ানকে অবগাহিত করা যায়। এই রূপ নিত্য দর্শনে আমার একান্ত বাসনা হয়। তৎকালে অন্য তিন জন কারেণ লোক তদ্দর্শনার্থে তথায় উপস্থিত ছিল। বোধ হয়, আমাদের দ্বারা প্রচারিত সত্য ধর্ম্মের মর্ম্ম তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবেক, কেননা তাহারা অবগাহনের পর কো-থা-বিয়ুকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে একান্ত চেষ্টা করিল। তাহাতে আমি কো-থা-বিয়ুকে কহিলাম, আমার নিকটে থাকিতে কিম্বা তাহাদের সঙ্গে যাইতে, এ দুয়ের মধ্যে কি করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা তুমি স্থির কর। ইহাতে তিনি তাহাদের সহিত যাইতে মনঃস্থির করিলেন। তাহাতে আমি ভাবিলাম, কি জানি কো-থা-বিয়ুর স্বজাতীয় লোক মধ্যে তাঁহার দ্বারা সাধনীয় পরমেশ্বরের কোন কার্য্য থাকিতে পারে। কারণ কো-থা-বিয়ু ধর্ম্মবিষয়ক যাহা২ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা অন্য লোকের নিকটে প্রচার করণে বড়ই উৎসুক ছিলেন।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

১। খ্রীষ্টের আগমনের ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে মহান নামে বিখ্যাত হেরোদ রাজা যিহূদা দেশে রাজত্ব করিয়া নানা মহৎ গুণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক প্রকার মহত্ত্ব সদাচরণে ও পবিত্র বিচারে দৃষ্ট হয়, হেরোদ সেই গুণ প্রযুক্ত শ্রীমান নহেন বটে; তথাপি মনুষ্যগণ যে বিশেষ২ গুণ দেখিয়া মহৎ নামে বিখ্যাত করে, সে

গুণ তাহার ছিল। অতএব তিনিও অন্যান্য অনেক মহান ব্যক্তি-দের ন্যায় "মহান" নামক খ্যাতি প্রাপ্ত হইতে যোগ্য ছিলেন। যিহূদীয় লোকদের বিবরণের মধ্যে তাঁহার ইতিহাস অতি বিস্তারিত মতে লিখিত আছে, এবং সে ইতিহাসে তাঁহার স্থিরচিত্ততা ও অজেয় সাহস প্রকাশ পায়। তিনি অতি দানশীল, ফলতঃ কোন ২ সময়ে অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন; তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও তাঁহার কল্প সকল অতি বৃহৎ; পরন্তু তিনি দেশের মধ্যে যে অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন, তাহা সকলি ঐশ্বর্য্যশালী; তাহাতে প্রথম দৃষ্টিতে হেরোদ আপন প্রজাদের উপকারক বটেন, এই চিন্তা মনে উৎপন্ন হইবে।

২। তথাপি স্থির বিবেচনা করিলে দেখা যায়, হেরোদ রাজার স্বভাব বাহ্যেতে উত্তম বটে, কিন্তু ভিতরে সম্পূর্ণ মিথ্যা। গৌরব ও সম্মান ও মনুষ্যদের প্রশংসা পাইতে তিনি নানা মহৎ কার্য্য করত ক্ষুদ্র দেশীয় পরাধীন রাজগণের অক্ষম নানা বিষয় করিতে চেষ্টা করিতেন। টাকার অপরিমিত ব্যয় প্রযুক্ত তিনি যিহূদীয়দের প্রতি বড় দৌরাত্ম্য করিতেন, এবং কোন রূপে ওজর করিয়া প্রধান ধনবান ব্যক্তিদের ধন হরণ করত ভূমি ইত্যাদি আটক করিয়া লইতেন। অধিকন্তু তিনি স্বমনের মন্দতম অভিলাষের দাসস্বরূপ; তাঁহার স্বভাব নিষ্ঠুর ও নির্দয়, তাহাতে তিনি কোন সময়ে কোন কাহার ক্লেশ জন্মাইতে ভয় করিলেন না। যে২ লোকদের বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ বা ভয় থাকিত, সেই লোকদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রকাশ করিতেন, সুতরাং প্রজাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত, কিন্তু তাহাদের ঘৃণাদ্বারাই যাহাতে আপনার লাভ জন্মে, এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড করিয়া জমি সম্পত্তি সকল ক্রোক করিতেন। হেরোদ যিহূদীয় নামধারী বটেন, তথাপি অন্তঃকরণে দেবপূজক। দেবপূজকদের মধ্যে মহৎ ২ ব্যক্তি সকল মূর্ত্তি ও মন্দির ও দ্যূতক্রীড়া ও বলিদান ইত্যাদিদ্বারা গৌরবান্বিত হন, কিন্তু যিহূদীয় ধর্ম্মানুসারে সাংসারিক গৌরবাপেক্ষা মনের পবিত্রতা বাঞ্ছনীয় গণিত হয়, অতএব দেবপূজকদের মধ্যে যেমত হইত, যিহূ-দীয়দের ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার সেমত গৌরব হইতে পারিবে না, ইহা জানিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন। ফলতঃ হেরোদ রাজার দৃষ্টতঃ যে ২ উত্তম গুণ ছিল, তাহা কেবল রোমীয় লোকদের প্রতি প্রকাশিত

হইত; কিন্তু স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকদের প্রতি ও আপন শত্রুদের প্রতি তিনি অন্তঃকরণের সর্ব্ব কুভাব দর্শাইতেন।

৩। হেরোদ আপন অধিকার সময়ে যত বিশেষ ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার দুই মূল ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কার ছিল। আসমোনীয় বংশের যে কএক জন তখনও জীবিত ছিল, তাহাদের ও তাহাদের অনুগামিদের বিষয় তাহার মনে নিত্য উদ্বেগ থাকিত। রাজপদ প্রাপ্ত হইলেই তিনি আন্তিগনসের অনুগামিদের তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহা শুদ্ধ দ্বেষ প্রযুক্ত করিলেন এমত নয়; বরং তাঁহার সমস্ত ধনের ব্যয় হওয়াতে আন্তিগনসের অনুগামি লোক ধনবান, ইহা জানিয়া তাঁহাদিগকে বধ করাইয়া ভূমি ইত্যাদি ক্রোক করিলেন। তিনি বিস্তর লোকদের রক্ত পাতিয়া অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রকাশ করিতেন, তাহাতে যিহূদীয় লোক তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার কর্তৃত্বে অতিশয় বিরক্ত হইল; এবং যৎকালে তিনি সর্ব্ব লোকদের প্রিয় আসমোনীয় বংশের অবশিষ্ট ব্যক্তিদিকে ঈর্ষ্যা পুর্ব্বক বধ করাইলেন, তৎকালে তাহাদের অত্যন্ত রাগ ও ঘৃণা হয়।

৪। পাঠকদের স্মরণে থাকিবে যে তৎকালে বৃদ্ধ হূর্কানস বাবিল দেশে বসতি করিতেছিলেন। তদ্দেশ নিবাসি ভদ্র২ যিহূদীয় লোক ও পার্থিয়া দেশীয় দেশকর্তৃত্বকারি লোক সকল তাঁহার প্রতি অতি শিষ্টরূপে আচরণ করিতেন। হেরোদ রাজা যিহূদীয়দিগকে হূর্কানসকে অতি প্রেম ও সম্মান করিতে দেখিয়া ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত তাঁহাকে ছলে যিরূশালমে নিমন্ত্রণ করিয়া অল্প কাল পর্য্যন্ত অতি শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন বটে; অবশেষে উপযুক্ত সময় পাইয়া তাঁহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। (ইহা খ্রীষ্টের আগমনের ৩১ বৎসর পুর্ব্বে ঘটিল।) হেরোদ ও আন্তিপাতর উভয় হূর্কানসহইতে বিস্তর উপকার পাইয়াছিলেন, অতএব হেরোদ যে আপন মঙ্গলদাতার প্রতি এই রূপ কুক্রিয়া করেন, ইহা অত্যন্ত অপমানের বিষয় বটে।

৫। কিছু কাল পরে যিনি হূর্কাণসের পৌত্র ও মরিয়ম্নীর ভাই, আরিষ্টবূল নামক এমত এক জন বালক হেরোদ রাজার ঈর্ষ্যার ফল ভোগ করিল। এই বালক আসমোনীয় বংশের গোত্রজ হওয়াতে রাজার ঘৃণ্য ছিল; তথাপি সে রাজার ভার্য্যার ভ্রাতা, অতএব তা-

হার প্রাণ অবশ্য রক্ষিত হইবে, লোকেরা ইহা বোধ করিত। বালকটি কালক্রমে দিব্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হওয়াতে যিহূদীয় লোক তাঁহাকে মাক্কাবীয় কুলের শেষ সন্তান জানিয়া তাঁহার উপর ভরসা করিতে লাগিল। মহাযাজকত্ব পদ তাঁহারই অধিকার বটে; তথাপি হেরোদ তাহা আনানেল নামক কোন তুচ্ছনীয় যাজককে দিয়াছিলেন। অনন্তর আরিষ্টবূলকে মহাযাজকের পদে স্থাপন না করিলে শেষে বিঘ্ন ঘটিবে, রাজা এইরূপ ভাবিয়া ঐ আনানেলকে পদচ্যুত করিয়া তাহার পদ আরিষ্টবূলকে দিলেন। তৎকালে তাঁহার কেবল ১৭ বৎসর বয়স ছিল। পরন্তু তাম্বুবাস নামে পর্ব্বের সময়ে আরিষ্টবূল আপন পদ সম্বন্ধীয় অতি সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহারা হঠাৎ আনন্দরব করিল; তাহাতে যিহূদীয় লোক তাঁহাকে অতিশয় প্রেম করে, হেরোদ ইহা দেখিয়া তাঁহাকে কোন ক্রমে বধ করিতে স্থির করিলেন। অল্প দিন পরে অরিষ্টবূল যিরীহো নগরে স্নান করিতে২ ডুবিয়া মরিলেন। কোন২ লোক কহিল, তাহা দৈবাৎ হইল, কিন্তু যিহূদীযেরা স্বচ্ছন্দে জানিল, তাহা রাজার আজ্ঞাতেই হইয়াছে, অতএব রাজা যে খেদ প্রকাশ করিতেছেন তাহা মিথ্যা।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

১ করিন্থীয় ৫, ৭।

আমাদের নিস্তারপর্ব্বায় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন।

প্রথম ভাগ। যিহূদীয়দের ব্যবস্থানুসারে বলিদেয় নিস্তারপর্ব্বীয় মেষশাবক বিষয়ক কথা। যাত্রাপুস্তকের ১২ ও ১৩ অধ্যায় দেখিবা।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই মেষশাবকের সহিত খ্রীষ্টের তুলনা।

১। ঐ মেষশাবক,

(১) অহিংসুক ও সহিষ্ণু।

(২) দোষরহিত।

(৩) যৌবন প্রাপ্ত।

২। ঐ মেষশাবকের মৃত্যু।

(১) তাহা এক প্রকার বলিদান কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত ছিল।

(২) যে তারিখে ও যে বেলাতে খ্রীষ্টের মৃত্যু হইবে, সেই তারিখে ও সেই বেলাতে প্রতি বৎসর ঐ মেষশাবককে বলিদান করা যাইত।

(৩) যে অগ্নিদ্বারা সে দগ্ধ হইত, তাহা পিতা ঈশ্বরের ক্রোধের দৃষ্টান্ত।

(৪) ঐ মেষশাবকের একটি অস্থিও ভাঙ্গিতে হইল না।

৩। ঐ মেষশাবকের রক্ত।

(১) যেমন চৌকাঠে তাহা লেপন করিতে হইত, তদ্রূপ বিশ্বাসাদিদ্বারা খ্রীষ্টের রক্তকে মনে লাগাইতে ও দেখাইতে হয়।

(২) ঐ রক্তদ্বারা যে রূপ রক্ষা হইয়াছিল, তদ্রূপ খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা পরিত্রাণ হয়।

৪। ঐ মেষশাবকের মাংস ভোজন।

(১) খ্রীষ্টের মাংস সত্য পারমার্থিক খাদ্য।

(২) কেবল ঈশ্বরের পরিজন তাহা খাইবার অধিকারী।

(৩) আহারকারিরা এই জগতে পথিকস্বরূপ।

(৪) তিক্ত শাকেতে মনস্তাপ ও দুঃখভোগ বুঝায়।

(৫) তাড়ীর অভাব দুষ্টতার অভাব বুঝায়।

(৬) তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব যেমন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পালন করিতে হইত, তদ্রূপ বিশ্বাসি লোকের পারমার্থিক তাড়ীশূন্যতা যাবজ্জীবন থাকিবে।

মিসর দেশের সংক্ষেপ বিবরণ।

মিসরদেশের মধ্যে নীল নদী সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগের যোগ্য, কেননা সেই নদী যদি না থাকিত, তবে মিসরদেশ মরুভূমি ও নির্জন স্থানমাত্র হইত। উক্ত নদী আবিসিনিয়া অর্থাৎ হাবিশ (কিম্বা হাপ্সী) নামক দেশের অতি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে উৎপন্ন হয়। প্রথমে তাহার দুই শাখা আছে, তাহার মিলনদ্বারা নীল মহানদী

হইয়া উঠে। ঐ দুই শাখার মধ্যে একের উৎপত্তিস্থান এক প্রকার নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় শাখার উৎপত্তিস্থান কোথায় তাহা অদ্যাপি জানা যায় না। উক্ত দুই শাখা যে স্থানে মিলে, সেই স্থান অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত যদি নদী সোজা পথে উত্তরদিগে বহিত, তবে তাহার দীর্ঘতা ন্যূনাধিক পাঁচ শত ক্রোশ হইত। তাহার মধ্যে শেষ দুই শত ক্রোশ মিসরদেশের সীমান্তর্গত, কেননা মিসরদেশের উত্তর-সীমাই সমুদ্র, এবং উক্ত নদী তথায় সমুদ্রে প্রবেশ করে।

যে সময়ে ভারতবর্ষে বর্ষাকাল হয়, সেই সময়ে হাবিশ দেশেও বর্ষাকাল হওয়াতে নীল নদী প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শেষকালাবধি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলতঃ তাহার জল ক্রমে ২ ষোল কিম্বা বিংশতি হস্ত উঠে, তাহাতে নদীর উভয় তীরে যে সকল নিম্নভূমি আছে, তাহা জলেতে আচ্ছাদিত হয়। এবং সেই জল-মধ্যে দূরদেশহইতে আনীত যে মৃত্তিকা লীন আছে, তাহা ভূমিকে সারের ন্যায উর্ব্বরা করে। মিসরদেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না, তথাকার আকাশ সর্ব্বদা নির্ম্মল। বৎসরের মধ্যে কেবল আট দশ দিন মেঘ হয়, এবং সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল ব্যতিরেকে অন্য সকল স্থানে বৎসরান্তর দুই দিনও বৃষ্টি হয না। সুতরাং কেবল নীল নদীহইতে জল পাওয়া যায়। মনুষ্য ও পশু সেই জল পান করে। তদ্দেশের লোকেরা তাহা অমৃতের ন্যায় ভাল বাসে, এবং অন্যান্য দেশে গেলে সেই প্রকার জল না পাওয়াতে বড় কাতর হয। সেই জলেতে ক্ষেত্র ও উদ্যান সিক্ত হয়, এবং সেই জলকে লোকেরা পুষ্করিণীতে সংগ্রহ করে। নদীর জল যে ক্ষেত্র স্পর্শ করিতে না পারে, সেই ক্ষেত্র বালুকাতে পরিপূর্ণ, তাহাতে শাক শস্যাদির কিছুমাত্র উৎপন্ন হইতে পারে না। যে ২ বৎসর উপযুক্ত পরিমাণে জল না হয়, সেই ২ বৎসরে তদ্দেশীয় লোকদের বড় দুঃখ ঘটে।

মিসরদেশ দক্ষিণ সীমা অবধি উত্তর সীমা পর্য্যন্ত প্রায় দুই শত ক্রোশ দীর্ঘ। সম্প্রতি কাহিরা নামক মহানগর সেই দেশের রাজ-ধানী। তাহা সমুদ্রহইতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ ক্রোশ দূর। উক্ত নগরের অল্প ক্রোশ উত্তরে নীল নদী নানা শাখাতে বিভক্ত হয, তাহার মধ্যে কোন ২ শাখা উত্তর পূর্ব্ব দিগে, আর কোন ২ শাখা উত্তর পশ্চিমদিগে বহিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই রূপ হওয়াতে সমুদ্রতীর ও নদীর দুই প্রধান শাখামধ্যে যে ত্রিকোণ দেশ আছে, তাহার

এক ২ পার্শ্ব ন্যূনাধিক পঞ্চাশ ২ ক্রোশ দীর্ঘ। সেই ত্রিকোণ দেশ বিলময়, এবং তাহার মধ্যে অনেক ধান্য উৎপন্ন হয়। কাহিরা নগরের দক্ষিণে মিসরদেশ দুই দীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নিম্নভূমি-মাত্র। সেই নিম্ন ভূমির মধ্য দিয়া নীল নদী বহে, তাহা ন্যূনাধিক পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত উভয় তীরস্থ ভূমি সেচন করে; অতএব উর্ব্বরা ভূমি যদ্যপি কাহিরার দক্ষিণে দেড় শত ক্রোশ লম্বা আছে, তথাপি তাহা কেবল দশ ক্রোশ চৌড়া। সেই সঙ্কীর্ণ নিম্ন ভূমিতে ধান্য ও গোম প্রভৃতি শস্য এবং খর্জ্জূর প্রভৃতি ফলদায়ক বৃক্ষ বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহার দুই দিগে নদীর জলের অগম্য যত স্থান আছে, পর্ব্বত হউক কিম্বা সমভূমি হউক, সেই সকল বালুকাময় কিম্বা প্রস্তরময় মরুভূমি। তাহা যদ্যপি মনুষ্যের বাসস্থান হইবার অযোগ্য, তথাপি পূর্ব্বকালে তাহার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় উত্তম প্রস্তরের এবং বহুমূল্য মণির ও স্বর্ণাদি ধাতুর অনেক আকর ছিল।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ঐ মিসরদেশে ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র নগর ছিল। তাহাতে বোধ হয়, আশি লক্ষ মনুষ্য সেই দেশে বাস করিত। সম্প্রতি কেবল ত্রিশ লক্ষ মনুষ্য আছে।

জলপ্লাবনের অত্যল্প কাল পরে মিসরদেশ মনুষ্যদের বাসস্থান হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ এই যে সেই দেশের এক রাজার সহিত ইব্রাহীম সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আর ইব্রাহীমের প্রপৌত্র যূষফের সময়ে মিসরদেশের রাজা অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজার উপাধি ফিরৌণ, কিম্বা ফ্রা, অর্থাৎ সূর্য্য। এই দেশে যেমন ব্রাহ্মণজাতি, তদ্রূপ মিসরদেশে যাজকীয় জাতি অতি মান্য ও বহুসংখ্যক ছিল। এবং যোদ্ধা লোকদের জাতিও অতি মান্য ছিল। আর বিশেষ ২ কর্ম্মকারি লোকদের বিশেষ ২ জাতি ছিল। এই কএক বিষয়ে হিন্দু লোকেতে এবং প্রাচীন মিস্রীয় লোকেতে আশ্চর্য্য তুলনা দেখা যায়।

মিস্রীয় লোকেরা দেবপূজক ছিল, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করণের প্রয়োজন নাই। তাহাদের আদি পিতা হাম কিম্বা আমূন সূর্য্যদেবস্বরূপ গণিত হইয়া তাহাদের প্রধান দেবগণের মধ্যে এক জন ছিল, এবং রাজারা তাহার বংশজাত প্রতিনিধিরূপে সেবিত হইত। তদ্ভিন্ন নীল নদী লোকদের উপকা-

রিণী হওয়াতে দেবতারূপে পূজিতা হইত। আর ইষিস নামে এক দেবী এবং ওষীরিস নামে এক দেব প্রায় সমস্ত মিস্রীয় লোকদের ইষ্ট দেবতা ছিল। অধিকন্তু দেশের নানা অঞ্চলে কুম্ভীর ও গোরু ও জলহস্তী ও কুক্কুর ও বিড়াল ও বেজী ও চীল ও বক ও সর্প ইত্যাদি নানা জীবজন্তু দেবতারূপে সেবিত হইত। এই প্রকার তুচ্ছনীয় ও ঘৃণার্হ দেবতাদের পূজা প্রযুক্ত অন্যান্য দেশীয় দেবপূজক লোকেরা মিস্রীয়দের পরিহাস করিত।

মিসরদেশীয় যাজকেরা অতি পূর্ব্বকালাবধি বিদ্যাতে পারদর্শী ছিল। কাগজের পরিবর্ত্তে তাহারা পাপাইরস নামে এক প্রকার নলের ত্বক্ পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিত। তাহাদের তিন প্রকার লিপি ছিল। প্রথম, হাইরগ্লিফিক অর্থাৎ চিত্রস্বম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়, যাজকীয়। তৃতীয়, সামান্য। প্রথম অর্থাৎ চিত্রসম্বন্ধীয় লিপিতে লোকেরা প্রথমে প্রাণির ও বস্তুর চিত্রদ্বারা আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিত। ইহার উদাহরণ। মনুষ্য শব্দ লিখিবার পরিবর্ত্তে তাহারা এক মনুষ্যের আকৃতি লিখিত। বায়ু শব্দের পরিবর্ত্তে তাহারা উড্ডীয়মান চীলের আকৃতি লিখিত। প্রজা শব্দের পরিবর্ত্তে মৌমাছীর আকৃতি লিখিত। হার্তড়িয়া কবিরাজের পরিবর্ত্তে শব্দকারি পাটিহংসের আকৃতি লিখিত, ইত্যাদি। কালক্রমে তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিশেষ চিত্রদ্বারা বিশেষ অক্ষর বুঝাইত। ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিব না, কিন্তু তাহার ধারা জানাইব, ফলতঃ সেই প্রকার লিপি যদি বঙ্গদেশে চলিত হইত, তবে কাকের আকৃতি ক এই অক্ষর বুঝাইত, কিম্বা খাটের ছবি খ এই অক্ষর বুঝাইত, এবং হস্তের ছবি হ এই অক্ষর বুঝাইত, ইত্যাদি। এই প্রকার লিপির ধারা ব্যবহার করিবার এক অভিপ্রায় এই, যেন লিখিত কথা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হইয়া কেবল যাজকদের বোধগম্য হয়।

দ্বিতীয় অর্থাৎ যাজকীয় লিপির ধারা এই, যে উক্ত ছবির সঙ্কেত মাত্র লেখা যাইত, কিম্বা সেই ছবি অতি সংক্ষিপ্তরূপে লেখা যাইত। এই দ্বিতীয় প্রকার লিপিহইতে অবশেষে নানা প্রকার অক্ষর উৎপন্ন হওয়াতে সামান্য অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য লিপির ধারা জন্মিয়া প্রচলিত হইতে লাগিল।

গত পঞ্চাশ বৎসরাবধি ইউরোপীয় বিদ্বান লোকেরা এই নানা

প্রকার লিপি পাঠ করণে ও তাহার অর্থ নিশ্চয় করণে বড় যত্নবান হইয়া সম্যক্ রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

প্রাচীন মিস্রীয় লোকেরা নানা শিল্পকর্ম্মে বড় নিপুণ ছিল। তাহাদের নির্ম্মিত দেবমন্দির ও দেবপ্রতিমা ও স্তম্ভ সকল উচ্চতা ও মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত অতি আশ্চর্য্য। তন্মধ্যে অনেক মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ও স্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মিসরদেশের কর্ত্তারা যে মুহম্মদীয় মতাবলম্বি তুরুক লোক, তাহারা পূর্ব্বে ইউরোপীয় লোকদের প্রতি বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে সেই সকল মন্দিরের দর্শনার্থে প্রায় কেহ তথায় গমন করিত না। কিন্তু ১৭৯৮ শালে ফরাসি লোকেরা মিসরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে গিয়াছিল, তদবধি সেই দেশ ইউরোপীয় লোকদের সুগম্য হইয়াছে, এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডদেশের ও ভারতবর্ষের ডাক মাসের মধ্যে দুই বার মিসরদেশ দিয়া গমনাগমন করে।

উক্ত মন্দিরের ও স্তম্ভের গাত্রে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও লিপি দেখা যায়। ঐ ছবিতে প্রাচীন মিস্রীয় লোকদের কিরূপ বস্ত্র ও অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্র ও রথ ও নৌকা ও জাল ছিল, এবং তাহারা কিরূপে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম ও যুদ্ধ করিত, এ সকল অতি স্পষ্টরূপে চিত্রিত আছে। এবং মন্দিরের গাত্রে যে সকল লিপি দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক লিপির অর্থ বিদ্বান লোক কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

ঐ চিত্রের মধ্যে এক চিত্রেতে প্রচুর শস্য সঞ্চয় করণের ছবি দেখা যায়। সেই চিত্র যুসফের সময়ে লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। আর এক ছবিতে দেখা যায়, যাহাদের মুখের আকৃতি যিহূদি লোকদের সদৃশ, এমত অনেক লোক ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতেছে ও ভারি বোঝা বহিতেছে। আর এক ছবিতে মিস্রীয় শীশক রাজার ও তাঁহাদ্বারা পরাজিত নানাদেশীয় রাজগণের আকৃতি লিখিত আছে, এবং নীচে ঐ শীশক রাজার নাম এবং পরাজিত রাজগণের নাম, বিশেষতঃ "যিহূদীয়দের রাজা" এই শব্দ লিখিত আছে। ২ বংশাবলী ১২ ; ৯।

মিসরদেশে অতি পুরাতন কালে যে সকল স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই প্রকার স্তম্ভ বিশেষরূপে মনোযোগের যোগ্য। এক প্রকার স্তম্ভের নাম ওবেলিস্ক অর্থাৎ সূচী, কেননা তাহা অতি সরু

এবং অতি উচ্চ। ফলতঃ এক ২ স্তম্ভ এক ২ খান চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরে নির্ম্মিত। যে স্তম্ভ নীচে পাচ হস্ত দীর্ঘ ও পাচ হস্ত প্রস্থ, তাহা পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ, তথাপি এক খান প্রস্তরে নির্ম্মিত। এবং যে স্তম্ভ নীচে দশ হস্ত দীর্ঘ ও দশ হস্ত প্রস্থ, তাহা এক শত হস্ত উচ্চ, তথাপি কেবল এক খান প্রস্তরে নির্ম্মিত।

দ্বিতীয় প্রকার স্তম্ভের নাম পিরামিদ, তাহা বিশেষ ২ রাজার কবরস্থান। যে রাজা অল্প বৎসর রাজত্ব করিত, তাহার স্মরণার্থক স্তম্ভ বড় উচ্চ নহে, কিন্তু যে রাজা বহু বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিত, তাহার স্তম্ভ অতি উচ্চ। এই প্রকার ন্যূনাধিক যাইত পিরামিদ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কেবল চারি খান অতি উচ্চ। তাহার মধ্যে যে পিরামিদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা নীচে পাঁচ শত ষোল হস্ত দীর্ঘ ও প্রস্থ, কিন্তু উচ্চে ক্রমে ২ সরু হইয়া যায়। তাহা তিন শত হস্ত উচ্চ। বোধ হয়, যে সময়ে দায়ূদ ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মিসরদেশীয় খিযপ নামক রাজা সেই পিরামিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার নির্ম্মাণকারি লোকদের জন্যে মূলি ও পিয়াজ ও লশুন ক্রয় করণে সাড়ে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

কোন লোকের মৃত্যু হইলে মিস্রীয় লোকেরা দেহহইতে অন্ত্র বাহির করিয়া তাহার স্থান নানা প্রকার গরম মশালাতে পূরাইয়া চারি দিগেও মশালা দিয়া দেহ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিত। পরে মনুষ্যাকৃতি কাষ্ঠময় সিন্দুকের মধ্যে দেহ রাখিয়া কোন গুহাতে কিম্বা গৃহে স্থাপন করিত, তাহাতে শব না পচিয়া শুকিয়া যাইত। এমত শুষ্ক সহস্র ২ দেহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিন সহস্র বৎসরাবধি মৃত মনুষ্যের হস্তে কখনই গোমের কণা পাওয়া গিয়াছে। তাহা ভূমিতে রোপণ করিলে অঙ্কুরিত ও ফলযুক্ত হয়। ইহার প্রমাণ এই বর্ত্তমান ১৮৫২ শালে এবং ইতঃ পূর্ব্বে পুনঃ২ পাওয়া গিয়াছে।

অবগাহনের সমাচার।

গত চারি মাসে নিম্ন লিখিত স্থানে কএক জন অবগাহিত হইয়াছে।

আসাম দেশস্থ শিবসাগরে—দুই জন।
উত্তরদেশস্থ লাহ্নৌর নগরে—তিন জন।
কলিকাতার লাল বাজারে—দুই জন।
ঐ বাহির রাস্তাতে—এক জন।
ঐ কলিঙ্গাতে—এক জন।
ঐ ইটালীতে—তিন জন।
ঢাকাতে তিন জন
খানপুরে—তিন জন।
শ্রীরামপুরে—দুই জন।
উড়িষ্যা দেশস্থ কটকে—চারি জন।
ঐ ছগাতে—এক জন।
ঐ বরহামপুরে—আট জন।

নূতন পুস্তক।

রাবিন্‌সন্ ক্রূসোর চরিত্র নামে এক পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রাবিন্‌সন্ ক্রূসো যৌবনকালে বড় অবাধ্য হওয়াতে সমুদ্রপথে নানা দেশে গমন করিয়াছিলেন। পরে এক বার জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে কেবল তিনি রক্ষা পাইয়া কএক বৎসর পর্য্যন্ত কোন নির্জ্জন উপদ্বীপে একাকী বাস করিলেন। অনন্তর ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক জাহাজ তথায় উপস্থিত হইলে তিনি ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ইতিহাস অতিশয় মনোরঞ্জক বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ কৃত্রিম, এবং তন্মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান২ বিষয়ে অতি অল্প কথা লিখিত আছে। অন্যান্য দেশে এই ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের অতি প্রিয়। তাহার মূল্য ৮ আনা।

উপদেশক।

ডিসেম্বর ১৮৫২ (৭২) মূল্য ২ আনা।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

২ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশানুযায়ি নানা কথা ও বিশেষ২ ঘটনা পরম্পরাগত বাক্যদ্বারা জ্ঞাত হওন প্রযুক্ত কারেণ লোকেরা কি রূপে পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সুসমাচার গ্রহণ বিষয়ে অধিক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বিস্তারিত রূপে লেখা বিহিত বুঝিলাম না। পরন্তু ইংরাজ গবর্ণরের নিকটে তজ্জাতীয় সৌ-কোয়ালা নামক এক জন ধর্ম্মপ্রচারক যে আবেদন পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে টাবয় দেশস্থ কারেণ লোকদের বিশেষ অবস্থা ও প্রত্যাশার বিষয় বিলক্ষণ প্রকাশ পায়, এই হেতু তৎসারাংশ গ্রহণ করিয়া পশ্চাতে লিখিতেছি। তন্মধ্যে কোন২ কথা অসঙ্গত আছে বটে, কিন্তু পত্রলেখক পূর্ব্বে পর্ব্বতীয় লোকদের ন্যায় অসভ্য ও অবিদিতাক্ষর ছিলেন, এবং পত্র লিখন কালে অন্যের সাহায্য বিনা লিখিয়াছিলেন, ইহা মনে করিয়া পাঠকবর্গ তদ্দোষ ক্ষমা করিবেন।

"হে অধ্যক্ষ মহাশয়, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আপনকার দ্বারা মঙ্গলপ্রাপ্ত হওয়াতে বনের পুত্র ও দারিদ্র্যের সন্তানগণ যে আমরা, আমাদিগকে এক্ষণে আপনকার জাতীয় গৌরাঙ্গ বিদেশীয়দের প্রশংসা করিতে হয়, এবং মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করাও আমাদের কর্ত্তব্য বটে। যেহেতু পূর্ব্বদেশীয় অরণ্যের পুত্র কারেণ লোকদের মস্তক নাই ও কর্ণও নাই। তাহারা অতি দরিদ্র ও নানা স্থানে ছিন্ন ভিন্ন এবং পৃথক্ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে গিয়া কেহ২ উনুইর সান্নিধ্যে ও কেহ২ বা উপত্যকাতে বাস করিতেছে। তা-

হারা যখন শ্যাম লোকদের মধ্যে যায়, তখন শ্যাম লোকেরা তাহাদিগকে দাস করে। এবং তাহারা যখন ব্রুহ্মলোকদের হস্তে পতিত হয়, তখন ব্রুহ্মলোকেরা তাহাদিগকে নফর করে, তৎপ্রযুক্ত তাহারা ভিন্ন২ নদীর তীরে গিয়া বসতি করে, সুতরাং তাহারা পরস্পর সন্দর্শন করিতে পায় না। সাক্ষাৎ করার পরিবর্ত্তে বরং তাহাদিগকে অন্যান্য কর্ম্ম করিতে হয়। ফলতঃ ব্রুহ্মলোকেরা তাহাদিগকে নৌকা ও গুঁড়িকাষ্ঠ টানায় ও বেত কাটায় এবং লাক্ষা ও মধুচক্র ও এলাইচ সংগ্রহ এবং নগর পরিষ্কার করায়, আর রজ্জু প্রস্তুত করণার্থে বিশেষ২ বৃক্ষের ছাল খুলিয়া আনায়, এবং বড়২ সপও বুনায়। এতদব্যতিরেকে বর্ম্মারা তাহাদের খাদ্য চুপড়ী আলু কচু প্রভৃতি নানাবিধ তরকারী ও আদ্রক ও মরীচ ও মাংস এবং হস্তিদন্ত ও গণ্ডারখড়্গ ইত্যাদি দ্রব্যের ভেট চাহে। এই এই রূপ কর্ম্মে পুরুষেরা নিযুক্ত থাকিলে গৃহধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করণার্থে স্ত্রী লোকদিগকে আত্যন্তিক পরিশ্রম করিতে হয়। কখন পুরুষেরা দুই তিন মাসের মধ্যে চারি পাঁচ দিনের অধিক গৃহে থাকিতে পায় না। বর্ম্মা শাসনকর্ত্তারা তাহাদিগকে দুর্গরক্ষা ও পথপ্রদর্শন ও শ্যাম লোকদিগকে হরণ করণার্থে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত ও নানা স্থানে প্রেরণ করে, তাহাতে তাহারা গমন করিতে২ অনেকেই অরণ্যস্থ পথে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহারা এতদ্রূপ দারুণ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বর্ম্মাদের দাস্য কর্ম্ম করিলেও বর্ম্মারা তাহাদের হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে বান্ধিয়া দীর্ঘকাল কশাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত এবং কনুইর আঘাতদ্বারা তাহাদিগকে চূর্ণ করে।

"এই সকল দুঃখভোগের সময়ে কারেণেরা আপনাদের প্রাচীন লোকদের পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া ঝোপের নীচে বৃষ্টি বর্ষণ হইলেও এবং জলৌকা ও মশক ও দংশক দংশন করিলেও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত। ফলতঃ প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন, হে পুত্র পৌত্রগণ, কারেণদের ঈশ্বর তাহাদিগকে নিস্তার করিবেন। এই বাক্য প্রযুক্ত তাহারা উৎকট দুঃখভোগকালে প্রার্থনা করত বলিত, ঈশ্বর যদি আমাদিগকে রক্ষা করেন, তবে ত্বরায় আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না। হা, ঈশ্বর কোথায় আছেন?

"বুহ্ম লোকেরা কখন২ শ্যাম দেশস্থ কারেণ লোকদিগকে ধরিয়া আবা নগরে রাজার সম্মুখে লইয়া যাইত, তাহাতে তাহারা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র পৌত্রাদি স্বজনহইতে বিভিন্ন হওয়াতে পরস্পরের নিমিত্তে অতিশয় ব্যাকুলিত হইত, এবং মহারাজের চরণ নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের অনেকেই পথি-মধ্যে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। এবং কখন২ শ্যাম-দেশীয়েরা বুহ্মদেশস্থ কারেণ লোকদিগকে ধরিয়া তাহাদের প্রতি তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিত। শ্যামদেশস্থ কারেণেরা শ্যামদেশীয়দের কর্ত্তৃক বর্ম্মাদেশহইতে আনীত লোকদিগকে দেখিয়া তাহারা যে তাহাদের কুটুম্ব ইহা জানিতে পারিলেও তাহা শ্যামদেশীয়দি-গকে বলিতে বা স্বজনের নিমিত্তে নিবেদন করিতে সাহস করিত না। সেই রূপ বুহ্মদেশস্থ কারেণেরা বুহ্মলোককর্ত্তৃক শ্যামদেশে ধৃত লোকদিগকে আনীত হইতে দেখিয়া জানিতে পারিত, যে ইহারা আমাদের জ্ঞাতি, তথাপি তাহাদের সহিত কোন কথা কহিতে বা তাহাদের পক্ষে নিবেদন করিতে তাহাদের সাহস কুলা-ইত না। কারণ, ইহারা আমাদের আত্মীয় লোক বলিয়া তা-হারা যদি তাহাদের নিমিত্তে আবেদন করিত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বধ করিত। আর কারেণ লোকেরা নগর নিকটে বাস করণার্থে সাহস করিত না, কেননা তাহা করিলে বর্ম্মারা তাহা-দের তণ্ডুল ও ধান্য এবং স্ত্রীগণকে বলাৎকারে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এই হেতু তাহারা নগরহইতে বহু দূরে কোন নদীর উৎপত্তিস্থানে অথবা উপত্যকাতে গিয়া বসতি করিত। এরূপ সাবধানে থাকিলেও শাসনকর্ত্তারা নানা কৌশলে তাহাদের ধান্য অপহরণ করিত। তাহাতে তাহারা খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বন্য বৃক্ষের মূল ও পত্রাদি ভক্ষণ করত পীড়িত হইলে অনেক লোক মরিয়া যাইত। অধ্যক্ষেরা কখন২ তাহাদিগকে নগরের নিকটে একত্র করিয়া রাখিলে খাদ্যাভাবে অনেকে ক্ষুধা ও পীড়াতে প্রাণ ত্যাগ করিত। এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে গমনকারি সৈন্যদের জন্যে তণ্ডুলাদি দ্রব্য বহন করিয়া যা-ইতে হইত, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের ভূমি কর্ষণ না হওয়াতে ভক্ষ্যা-ভাবে বিস্তর লোক মরিত। আর অধ্যক্ষেরা যাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইত, তাহারা যদি পরিজনের কিম্বা আপনাদের পীড়াপ্রযুক্ত

কর্ত্তাদের সমীপে উপস্থিত হইতে অপারক হইত, তবে তাহারা প্রেরিত পদাতিকদিগকে ও প্রেরক অধ্যক্ষদিগকে টাকা না দিলে নিষ্কৃতি পাইত না। তাহাদের যদি টাকার সঙ্গতি না থাকিত, তবে তাহাদিগকে বর্ম্মা লোকদের নিকটে ঋণ করিতে হইত। সুতরাং ইহাতে তাহাদের ক্রীতদাস হইতে হইত।

"অপিচ শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে কারেণ লোকদের গমনের অনুমতি ছিল না। পরন্তু তাহাদের উপরে যে বর্ম্মা কার্য্যসাধক নিযুক্ত থাকিত, কেবল তাহারই সহিত তাহারা কোন২ কথা কহিতে পাইত। এক বার ডিউনের সময়ে কারেণদিগকে কোন কার্য্যে বিশেষ রূপে নিযুক্ত করাতে তাহাদের বিস্তর লোক প্রতিদিন মরে ও তাহাদের কৃষিকর্ম্ম বহিয়া যায়, এই বিভ্রাট দেখিয়া আমার খুড়া কারেণদের সরদার হওন প্রযুক্ত অধ্যক্ষের সমীপে গিয়া কারেণদের কিছু দিনের নিমিত্তে মুক্তি ও ভূমিকর্ষণ করিয়া কিছু২ শস্যোৎপাদনের অনুমতি প্রার্থনা করণার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়া ডিউনের নিকটে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যাইবামাত্র কারাকূপে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাকে মুক্ত করণার্থে তাঁহার ভ্রাতৃগণের খান্যাদি সংস্থান না থাকাতে তাহারা তাঁহাকে তথায় থোড় ও বাঁশের কোঁড়া খাওয়ায়।

"হে প্রদেশাধ্যক্ষ মহাশয়, কারেণ লোকদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদের সন্তান সন্ততিদিগকে কহিয়াছেন, 'হে সন্তান সন্ততিগণ, যাহা আসিবে তাহা যদি স্থলপথে আইসে, তবে তোমরা ক্রন্দন করিও, কিন্তু তাহা যদি জলপথে আইসে তবে হাস্য করিও। তাহা আমাদের সময়ে আসিবে না, তোমাদেরই কালে আসিবে। যদি তাহা প্রথমে জল দিয়া আইসে, তবে তোমরা নিশ্বাস রাখিতে অবকাশ পাইবা, কিন্তু তাহা যদি প্রথমে স্থলপথে আইসে, তবে তোমরা বাসার্থে এক খণ্ড ভূমিও পাইবা না।' এই হেতু কারেণেরা উৎকট দুঃখের সময়ে প্রথমে জলপথে আগমনকারিদের আগমন ব্যগ্রচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

"প্রাচীনেরা আরো কহিয়াছিলেন, 'কারেণেরা হর্ণবিল নগর তিন বার পরিষ্কার করিলে পর তাহাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।' অতএব বর্ম্মা অধ্যক্ষেরা কারেণদের দ্বারা উক্ত নগর যখন তৃতীয় বার পরিষ্কার করায়, তৎকালে কারেণেরা পরস্পর এই কথা বলা-

বলি করে, 'ওহে, এই বার বুঝি আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হয়, কারণ হর্ণবিল নগরের তৃতীয় বার পরিষ্কার করণ এই বার তো সাঙ্গ হইল।' হে অধ্যক্ষ মহাশয়, সেই কথা সফল হইল বটে। কেননা তাহারা সেই কর্ম্মের শেষ না করিতে২ আমরা শুনিতে পাইলাম যে গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা রঙ্গুণ নগর হস্তগত করিয়াছে। তখন বর্ম্মাদের অধ্যক্ষেরা বিদেশীয়দের জাহাজের আগমন নিবারণার্থে কারেণদের দ্বারা প্রস্তর বহাইয়া টাবয় নদীতে নিক্ষেপ করাইল, এবং বলপূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেক জনের হস্তে ধনুর্বাণ দিয়া তাহাদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে ভুক্ত করিল ; এবং কারেণদের বন্দুক না থাকাতে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একটা২ গদা লইয়া সাজিতে হইল, কেননা বর্ম্মারা তাহাদিগের নিকটে কহিয়াছিল, বিদেশীয়েরা যখন স্থলে আসিবে, তখন তাহারা চলিতে পারিবে না, সুতরাং তোমরা গদাঘাতে তাহাদিগকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিবা। সে যাহা হউক, কারেণেরা যখন শুনিল, বিদেশীয়েরা টাবয় নদীতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহারা রজ্জুদ্বারা নগরের প্রাচীর অবতরণ করিয়া বনে পলাইয়া গেল। এবং বহির্দ্দিকস্থ কারেণদের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নানা স্থানে লুকাইল। যে২ সময়ে মেঘে ও কুজ্ঝটিকাতে ধূম আচ্ছন্ন হইতে পারে, সেই২ সময়ে তাহারা পাক করিয়া খায়, কারণ তাহারা এই চিন্তা করিল, যদি বর্ম্মারা পরাজিত হয়, তবে তাহাদিগকেও পলাইতে হইবে, তখন তাহারা ধূম দেখিয়া আমাদিগকে ধরিবে। আর নগরস্থ যে সকল লোক পলাইতে সুযোগ পায় নাই, তাহারা নগর হস্তগত হওন পর্য্যন্ত তথায় থাকে। এবং কতক পলাইতে পারিয়াও আপনাদের পরিজনগণের দেখা পাইল না, যেহেতু তাহারা কোন গুপ্তস্থানে অগ্রেই আপনাদিগকে সংগোপন করিয়াছিল। সে যাহা হউক, দশ দিবসের পর আমরা শুনিতে পাইলাম, বিদেশীয়েরা নগর আয়ত্ত করিয়াছে, এবং যাহারা ইচ্ছা করে তাহাদিগকে নগরে যাইতে অনুমতি দিয়াছে। ইহা শুনিয়া কারেণেরা আনন্দিত হইয়া বলিল, যে এখন আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইল। সেই বস্তু জলপথে আসিয়াছে, এক্ষণে আমরা নিশ্বাস রাখিতে পারি। পরে পলায়িত লোকেরা স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন সমভিব্যাহারে স্ব২ গৃহে পুনরাগমন করিল। তখন আমি যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত অথচ অবিবাহিত, আমি

আমার পিতা মাতা ভ্রাতার সহিত নগরে গেলাম,। তথায় বর্ম্মা-ভাষা কহিতে পারক এক জন কৃষ্ণবর্ণ কিঙ্কর আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, তোমাদিগকে ডাকিয়া আনিতে নগরাধ্যক্ষ আমাকে পাঠাইলেন, তিনি তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমরা অতিশয় ত্রাসান্বিত হইলাম, কিন্তু কি করি? তাহার সঙ্গে ২ এই চিন্তা করত চলিলাম, তিনি আমাদিগকে বধ করিবেন, না রাখিবেন? আমরা এই বিষয়ে ভাবিতে ২ অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। আমরা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের তিন জনকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের চরণে যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাই, তখন সেই ভৃত্য কহিল, তোমরা দাঁড়াও। তাহাতে আমরা দাঁড়াইলে শাসনকর্ত্তারা আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ ও বস্ত্রাদি স্পর্শ করিয়া দেখিয়া আমাদের প্রত্যেক জনকে এক ২ রক্তবর্ণ পাগড়ী দিলেন, অধিকন্তু আমার পিতা মাতাকে চারি টাকা, ও আমার ভ্রাতাকে ও আমাকে দুইটা টাকা দিয়া ভৃত্যদ্বারা আমাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, ইহা লও, ইহা লইয়া গিয়া খাদ্য সামগ্রী ক্রয় কর। তাহা লইয়া আমরা আনন্দ করত ফিরিয়া আইলাম। আমাদের গমনাগমন সময়ে দ্বাররক্ষক আমাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মন্দাচরণ না করিয়া কেবল এক বার ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিল। ব্রহ্ম দ্বাররক্ষকের সময়ে এমন হইত না। ফলতঃ তাহারা যদি কোন কারেণ স্ত্রীকে তাহাদের নিকট দিয়া যাইতে দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যথেষ্ট অপমান ও তাহার আনীত সামগ্রীর অধিকাংশ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত।

"কিয়দ্দিবসের মধ্যে কারেণেরা অবগত হইল, বিদেশীয়েরা বর্ম্মাদের ন্যায় দুষ্ট অধম লোক নয়। এই হেতু তাহারা স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন করিত। পূর্ব্বে নারীগণ বর্ম্মাদের হইতে ভীত থাকা প্রযুক্ত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে কদাপি সাহস করিত না, তৎপ্রযুক্ত তাহারা নগরাভ্যন্তর কখন দর্শন করে নাই। বিদেশীয় সৈন্যগণ যখন ঋজু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, আহা, তাহার কিবা শোভা! দেখিতে অতিশয় আনন্দ জন্মে। তাহারা শিষ্ট শান্ত, এ প্রযুক্ত কারেণেরা তাহাদিগকে দেখাইতে আপনাদের ভার্য্যা ও শিশুগণকে সৈন্যশ্রেণীর নিকটে আনিত। তৎকালে ভবিষ্যদ্বক্তার এই কথা আমাদের স্মরণ হইল, 'দেখ ২ গৌরাঙ্গ বিদেশীয়দের

কিবাশ্চর্য্য শোভা! তাহারা ভব্যরূপে দণ্ডায়মান। উপবেশন, ও ভোজন পান ও শয়ন ও গমনাগমন, ও কথোপকথন, এবং বাস করণ সমস্তই সভ্যরূপে করে।’ ভবিষ্যদ্বক্তার এই গীতও স্মরণ হইল, যথা,

ঈশ্বরের পুত্রগণ বিদেশি গৌরাঙ্গ।
পরিধান করে বস্ত্র শ্বেত কাল রঙ্গ॥
বিদেশীয় গোরাগণ ঈশ্বরসন্তান।
দীপ্র রক্ত শুভ্র বাস করে পরিধান॥

“আমরা তাহাদিগকে তদ্রূপ দেখিলাম। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ সৈন্যগণকে সঙ্গে করিয়া আইল, এবং ভবিষ্যদ্বক্তার উক্ত্যনুরূপ পরিচ্ছদান্বিত তাহাদের অধ্যক্ষগণকে দেখিলাম। আমরা শ্বেতাঙ্গ বিদেশীয়দিগকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। পরন্তু আমরা প্রাচীনদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম, যে ‘গৌরাঙ্গ বিদেশীয়গণ ধার্ম্মিক, তাঁহারা পূর্ব্বকালে ঈশ্বরের প্রেরিত উপদেষ্টা হওন প্রযুক্ত তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আশীষ দান করাতে তাঁহারা পোত ও দ্রুতগামি নৌকারোহণে মহাসাগর পার হইয়া অভিলষিত দেশে অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারেন।’ প্রাচীনেরা আরো কহিয়াছিলেন, যে কারেনেরা আদৌ সপ্ত সহোদর ছিল, তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশ গৌরাঙ্গ বিদেশীয়গণ। প্রাচীনদের উক্ত্যনুরূপ বর্ত্তমান বংশীয়েরা ঐ কথা বলে, কিন্তু ইহারা বিদেশীয় গৌরাঙ্গদিগকে কস্মিন্ কালে না দেখিয়া কি রূপে ঐ কথা বলে, তাহা জানিতে পারি না। যাহা প্রাচীনেরা পূর্ব্বকালে কহিয়াছিলেন, ইহারা তাহাই মাত্র বলে। সে যাহা হউক, পরমেশ্বরের কৃপাতে আমার বংশীয়েরা সেই সমস্ত দেখিতে পাইল, ইহা অতি আনন্দের বিষয় বটে। গৌরাঙ্গ বিদেশীয়দের সম্বন্ধে প্রাচীনেরা আরো ইহা কহিয়াছিলেন, যথা।

বিদেশি গৌরাঙ্গগণ ঈশ্বরনন্দন।
পাইয়াছে বহুমূল্য ঈশ্বরবচন।
বিদেশীয় গোরাগণ ঈশ্বরসন্তান।
পেয়েছিল পূর্ব্বকালে ঈশ্বরবচন॥

“কিন্তু হে অধ্যক্ষ মহাশয়, পরে আমরা যখন শুনিলাম গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা এ দেশে তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রস্থান করিবে, তখন আমরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত পরস্পর এই রূপ বলিলাম, যদি বিদেশীয়েরা একান্ত প্রস্থান করে, তবে কারেণ-

বংশায় লোক নিঃশেষে উচ্ছিন্ন হইবে। কারণ আলোম্প্রা ও দিউনের সময়ে তাহারা কুক্কুরগণের ন্যায় মারা পড়িত, অর্থাৎ একং পরিবারস্থ লোক এক কালে একত্র প্রাণে মারা যাইত। আর বিদেশীয়দের আগমন সময়ে বর্ম্মারা তাহাদিগকে নগরের নিকটে একত্র করিয়া এক কালে নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বিদেশীয়েরা আসিতেছে, এই বার্ত্তা পাইয়া কারেণেরা তাহাদের উপস্থিত হওনার্থে প্রার্থনাতে অতিশয় অনুরক্ত হয়। এবং ভবিষ্যদ্বক্তা আরাধনাকালে এই রূপ গান করিতেন, যথা।

আবাপুরী বলে আমি সকলের বড়।
কিন্তু সে সমান নয় ঈশগুড়মুড়॥
সে নগরী বলে আমি অতি গরীয়সী।
বস্তুতঃ সে বিভুপদের নহে তো সদৃশী॥

"গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা যেন আগমন করে তদর্থে তাহারা এই রূপ গান ও প্রার্থনা করিত। যে সময়ে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশস্থ কারেণেরা পরস্পরের তত্ত্ব লইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিল।"

ধৰ্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫৪। মনুষ্যের সহজাত পাপাবস্থার বৃত্তান্ত।

আদম ও হবা যে পাপ করিয়াছিল, তাহার ফল কেবল তাহাদিগের প্রতি বৰ্ত্তিল, তাহা নহে; বরঞ্চ তাহাদের হইতে উৎপন্ন সমস্ত মনুষ্য অদ্যাপি তাহার ফল ভোগ করিতেছে। পাপে পতিত হওনের পূর্ব্বে যদি তাহাদের সন্তান জন্মিত, তবে কি জানি সেই সন্তান নিষ্পাপ থাকিলে তাহাহইতে উৎপন্ন বংশও নিষ্পাপ থাকিতে পারিত, কিন্তু পাপে পতিত হওনের পূর্ব্বে আদমের সন্তান জন্মে নাই।

আদম ও হবাহইতে উৎপন্ন বংশ অর্থাৎ মনুষ্য সকল তাহাদের পাপের যে ফল ভোগ করিতেছে, তাহার অর্থাৎ সহজাত পাপাবস্থার বর্ণনা সংক্ষেপে করিতে হয়। তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ (১) শারীরিক স্বভাবের বিকার, ও (২) মানসিক স্বভাবের বিকার, ও (৩) দণ্ডনীয়তা।

১। শারীরিক স্বভাবের বিকার তাবদ্দেশীয় মনুষ্যদের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাবৎ মনুষ্য মৃত্যুর অধীন আছে, বিশেষতঃ অনেকে শিশুকালে

প্রাণত্যাগ করে। তাবৎ মনুষ্য নানা প্রকার রোগের ও বেদনার অধীন আছে, বিশেষতঃ হবার প্রতি ঈশ্বরের উক্ত কথানুসারে স্ত্রীলোকেরা অধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে। এই সকল কথা অকাট্য। কিন্তু ইহার মধ্যে বিবেচনার যোগ্য বিষয় এই যে জন্মদ্বারাই মনুষ্যেরা বিকারপ্রাপ্ত শারীরিক স্বভাবের অংশী হয়, সুতরাং ঐ বিকারের মূল আদমের ও হবার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তাহারা যদি নিষ্পাপ থাকিত, তবে তাহাদের শারীরিক স্বভাবের বিকার হইত না, এবং তাহাদের বংশও নিষ্পাপ থাকিলে সেই বিকারের অংশী হইত না। ইহার প্রমাণ এই যে শারীরিক ক্লেশ এক প্রকার দণ্ড, সুতরাং তাহা পাপের ফল।

২। মানসিক স্বভাবের যে বিকার, তাহাও তাবদ্দেশীয় মনুষ্যদের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাবৎ মনুষ্য জন্মকালাবধি পাপস্বভাব বিশিষ্ট আছে, এবং সময় পাইলে সেই পাপস্বভাবহইতে উৎপন্ন সর্ব্ব প্রকার পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই পাপস্বভাবের সার আত্মাভিমান এবং আত্মসুখের চেষ্টা। প্রত্যেক মনুষ্য আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহে, ঈশ্বরের অধীন কিম্বা ঈশ্বরনিরূপিত নিয়মের অধীন হইতে চাহে না। মনুষ্যের এই স্বাভাবিক আত্মাভিমান অতি ছোট শিশুতেও প্রকাশ পায়। দুই তিন মাসের যে শিশু আপনার রক্ষা করণে নিতান্ত অসমর্থ, সেও মাতার বশীভূত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক বার অতিশয় রাগ প্রকাশ করে। অনন্তর কিঞ্চিৎ বড় হইলে বালক ঈশ্বরের নিরূপিত নিয়মানুসারে পিতা মাতার বশীভূত না হইয়া আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে; পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইলে সে ঈশ্বরের বশীভূত হইতে অস্বীকার করে। আর ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে ঈশ্বরকর্তৃক নিষিদ্ধ ক্রিয়ার প্রতি বালকেরও মন আকর্ষিত হয়। যদ্যপি সে ঈশ্বরের আজ্ঞা না জানে, তথাপি যাহা ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীত তাহাই করিতে ভাল বাসে।

মানসিক স্বভাবের বিকার আত্মসুখের চেষ্টাতে বিশেষরূপে সপ্রকাশ হয়। মনুষ্য স্বভাবতঃ আপনারই সুখ চেষ্টা করে। সেই সুখ যদ্যপি পরের দুঃখজনক কিম্বা ঈশ্বরের নিরূপিত নিয়মের বিপরীত হয়, তথাপি মনুষ্য সেই সুখ ভোগ করিতে অতি যত্নবান হয়, বরঞ্চ যে সুখভোগ নিষিদ্ধ তাহারই প্রতি দৃঢ়রূপে আকর্ষিত হয়। এই রূপে মনুষ্য যে সুখভোগের চেষ্টা করে, তাহা নানা প্রকার বটে, তথাপি তাহার মধ্যে বিশেষতঃ শারীরিক সুখভোগের উল্লেখ করা আবশ্যক। শারীরিক স্বভাবের বিকার হওয়াতে আলস্য এবং উপাদেয় দ্রব্যের ভোজন পান এবং কামক্রীড়া এই সকলদ্বারা যে শারীরিক সুখভোগ জন্মে, তাহারই প্রতি এবং তাহার সদৃশ সাংসারিক সুখভোগের প্রতি মনুষ্যের মন অতি দৃঢ়রূপে আকর্ষিত হয়।

ঈশ্বরের অভিমত উত্তম বিষয়ের প্রতি মনুষ্যের যে অসন্তোষ ও অপটুতা

প্রকাশ পায়, তাহাতেও তাহার স্বভাবের বিকার দেখা যায়। ঈশ্বরের অভিমত বিষয়ের চেষ্টা মনুষ্যের বিলোম ও দুষ্কর বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনভিমত বিষয়ের চেষ্টা তাহার অনুলোম ও সহজ বোধ হয়। বালকেরা অতি অনায়াসে মন্দ কথা ও মন্দ গীত শিখে, কিন্তু ভাল কথা ও ভাল গীত অতি কষ্টে শিখে। যে মনুষ্যেরা সাংসারিক বিদ্যাভ্যাসে বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানে বড় স্থূলবুদ্ধি। দুর্ব্বাক্যতা ও দুঃশীলতা মনুষ্যের অতি সহজ বোধ হয়, কিন্তু সদালাপ ও সুশীলতা দুষ্কর বোধ হয়। যে দেবপূজক জাতি সকল পুরুষপরম্পরাগত শিল্পকর্ম্মেতে অতি নিপুণ, তাহারা সত্য ঈশ্বর ও তাঁহার আজ্ঞা বিষয়ক ধর্ম্মজ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিলে, ঐ মানসিক স্বভাবের সার ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার অভিমত ক্রিয়াদির প্রতি বিপক্ষতা, ইহা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইবে।

সম্প্রতি ইহাও মনোযোগের যোগ্য যে সকলে জন্মদ্বারাই সেই বিকারের অংশী হয়। পিতার কিম্বা মাতার মানসিক স্বভাব যে জন্মদ্বারা সন্তানদিগকে দেওয়া যায়, ইহা বার ২ প্রকাশ পায়। হতবুদ্ধি ও রাগী ও লম্পট ও মদ্যপায়ি লোকদের সন্তানেরা যে তদ্রূপ হতবুদ্ধি ও রাগী ও লম্পট ও মদ্যপানে আসক্ত হয়, ইহার উদাহরণ অনেকে দেখিয়াছে। সেই প্রকার লোকদের যে সন্তানেরা শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন হয়, কখন ২ তাহাদিগেতেও ঐ সকল দোষ প্রকাশ পায়। পশুদের বিশেষতঃ অশ্বদের ও কুক্কুরদের মধ্যেও কখন২ এই প্রকার উদাহরণ দেখা যায়। অতএব পাপস্বভাব বিশিষ্ট যে আমাদের আদি পিতামাতা, তাহাদের বংশ যে তাহাদের ন্যায় পাপবিশিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই বিষয়ে অনেক লোক জিজ্ঞাসা করে, মনুষ্যের যে মন কিম্বা আত্মা তাহাকে কি শারীরিক জন্মদ্বারা পিতামাতাহইতে পাওয়া যায়? জন্ম কি কেবল শরীরবিষয়ক নহে? শরীরহইতে মন কি স্বভাবতঃ ভিন্ন নহে? মাতার গর্ব্ভস্থ হওন সময়ে প্রত্যেক মনুষ্যের মন কি ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট ও গর্ব্ভের মধ্যে স্থাপিত হয় না? নানা লোকেরা এই জিজ্ঞাসার নানা প্রকার উত্তর দিয়াছে, কেননা ধর্ম্মপুস্তকে তাহার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। কেহ ২ বোধ করে, আদমের মনোমধ্যে অন্য সকল মনুষ্যের মন গুপ্তরূপে বর্ত্তমান ছিল। আর কেহ২ বলে, তাহার মনোমধ্যে অন্য সমস্ত মনুষ্যের মনের বীজ কিম্বা অঙ্কুর গুপ্ত ছিল। সে যাহা হউক, কোন মতে মানসিক স্বভাবের বিকার জন্মদ্বারা পিতামাতাহইতে পাওয়া যায়, ইহাই নিশ্চয়। এবং বোধ হয়, জন্মদ্বারা পিতামাতাহইতে মনকে কিম্বা আত্মাকে পাওয়া যায়, কিন্তু এই নিয়মের বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি না। এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে কেবল এই একটি কথা লিখিত আছে, যথা, "দশমাংশ গ্রহণকর্ত্তা লেবি আপনি ইব্রাহীমদ্বারা মল্কীষেদককে দশমাংশ দিয়াছিলেন, ইহাও বলা

যাইতে পারে, কেননা যে সময়ে মল্কীষেদক তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তৎকালে লেবি পিতার অন্তরে ছিল।" ইব্রীয় ৭; ৯, ১০।

৩। মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব বিকৃত হওয়াতে সে স্বভাবতঃ দণ্ডনীয় আছে, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিতে হয়।

পাপবস্তুতে ঈশ্বরের সন্তোষ হইতে পারে না। তিনি যে মনুষ্যকে নিষ্পাপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে ঐ বিকারদ্বারা পাপবস্তু হইয়াছে, অতএব তাহাতে তাঁহার সন্তোষ হইতে পারে না। বিকারপ্রাপ্ত মনুষ্যেতে পরমেশ্বর যে অসন্তুষ্ট হন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সেই মনুষ্য তাঁহার প্রেমের অযোগ্য পাত্র। পাপেতে দুর্গন্ধ মনুষ্য কি পবিত্র পরমেশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হইবে? সে কি তাঁহার স্বর্গনিবাসে সুখভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র? তাহা নহে।

মনুষ্য পাপী হওয়াতে ইহকালে এবং পরকালে দণ্ড পাইবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছে। ইহকালে উপজীবিকা পাইবার নিমিত্তে তাহাকে বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; এবং পরকালে সে স্বর্গে যাইবার অযোগ্য পাত্র হওয়াতে নরকে যাইবে। পাপস্বভাব বিশিষ্ট হইয়া স্বর্গে গেলে সে পরমেশ্বরের নিকটে কি সুখ পাইতে পারে? তাঁহার গ্রাহ্য কি কর্ম্ম বা করিতে পারে? সে কি আপনি পরমেশ্বরহইতে দূরে থাকিতে চাহে না?

ইহাতে যদি কেহ বলে, মনুষ্যের প্রতি অন্যায় হইতেছে, তবে তাহার উত্তর এই। ইহাতে কোন অন্যায় হয় না, কেননা এই জগতে মদ্যপায়ী ও লম্পট ও চোর ও নরহত্যাকারী ও রাজদ্রোহী প্রভৃতি দুষ্ট লোকদের সন্তানেরা যদ্যপি আপন২ পিতার দোষ প্রযুক্ত অপমানগ্রস্ত কিম্বা দরিদ্র হয়, তথাপি তাহাদের প্রতি যে অন্যায় হয়, তাহা কেহ বলে না। আর যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে পারক নহে, তাহাকে সেই কর্ম্ম না দিলে তাহার প্রতি কিছু অন্যায় হয় না। জন্মকালাবধি চক্ষুহীন কিম্বা শ্রবণহীন মনুষ্যকে চিত্রকরের কিম্বা বাদ্যকরের পদে নিযুক্ত না করিলে তাহার প্রতি কিছু অন্যায় হয় না। অতএব পাপিষ্ঠ আদমের বংশ পিতার দোষের ফল ভোগ করে, এবং স্বর্গনিবাসিদের কর্ম্ম করিতে অপারক হওয়াতে স্বর্গে যাইতে পায় না, ইহাতে তাহাদের প্রতি কিছু অন্যায় হয় না। পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে পাপিষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে পাপিষ্ঠ হওন প্রযুক্ত তাহাকে দণ্ড দিলে অন্যায় করিতেন, কিন্তু তিনি মনুষ্যকে নিষ্পাপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই হেতুক পাপি মনুষ্যকে পাপের ফল দেওনে তিনি অন্যায় করেন না।

তাবৎ মনুষ্য আদমের দোষ প্রযুক্ত জন্মদ্বারা এই প্রকার পাপাবস্থাতে মগ্ন আছে, ইহার কএকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই স্থানে লিখিতে হয়।

"এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর এই প্রকারে তাবৎ মনুষ্যেতে মৃত্যুর আবেশ হইয়াছে, যেহেতুক সকলে পাপ করিয়াছে। কেমনা ব্যবস্থা দেওন পর্য্যন্ত জগতে পাপ ছিল; কিন্তু

ব্যবস্থা না থাকিলে পাপের গণনা করা যায় না। তথাপি যাহারা আদমের আজ্ঞালংঘনের অনুক্রিয়াতে পাপ করে নাই, মৃত্যু আদম্ অবধি মুসা পর্য্যন্ত তাহাদের উপরেও রাজত্ব করিযাছে।" রোম ৫ ; ১২-১৪।

" একের অপরাধে অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।" ঐ, ১৫।

" বিচার এক অপরাধহইতে দণ্ডের নিকটে লইয়া যায়।" ঐ, ১৬।

" একের অপরাধ প্রযুক্ত এক জনদ্বারা মৃত্যুর রাজত্ব হইল।" ঐ, ১৭।

" এক জনের অপরাধদ্বারা সকলের প্রতি দণ্ড বর্ত্তে।" ঐ, ১৮।

" এক জন আজ্ঞালংঘন করাতে অনেকে পাপী গণিত হইল।" ঐ, ১৯।

" মাংসহইতে যে জন্মে, সে মাংসই।" যোহন ৩; ৬। (এই স্থানে মনুষ্যের বিকারপ্রাপ্ত ও দণ্ডনীয় স্বভাবকে মাংস বলা যায়। মূলভাষাতে অর্থাৎ গ্রীক ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের অন্য২ অনেক স্থানে তাহাকে মাংস বলা যায়, কিন্তু বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তকে প্রায় সকল স্থানে "মাংস" শব্দের পরিবর্ত্তে "শারীরিক ভাব" কিম্বা "সাংসারিক ভাব" এই শব্দ লিখিত হইয়াছে, কারণ "মাংস" শব্দের অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হয় না। তথাপি "মাংস" শব্দদ্বারা ঐ বিকৃত স্বভাব যে জন্মদ্বারা হয়, এবং শারীরিক সুখভোগের চেষ্টাতে মনকে প্রবৃত্ত করে, এবং মনুষ্যের নশ্বরতার কারণ হইয়া উঠে, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।)

" অপরিষ্কৃতহইতে পরিষ্কৃতের উৎপত্তি কে করিতে পারে? কেহই পারে না।" আয়ুব ১৪; ৪।

" আদমের সদৃশ ও তুল্য এক পুত্র জন্মিল।" আদিপুস্তক ৫; ৩।

" দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপেতে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে।" গীত ৫১; ৫।

" অন্য সকলের ন্যায় আমরাও স্বভাবতঃ ক্রোধের পাত্র ছিলাম।" ইফিষীয় ২; ২।

ইহার আর এক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম। তিনি যেন সেই বিকৃত পাপস্বভাবের অংশী না হন, এই জন্যে কোন পাপি মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

৫৫। মনুষ্যের সহজাত পাপাবস্থার প্রবলতা।

মনুষ্যের সহজাত যে পাপাবস্থা তাহার প্রবলতা দুই বিষয়ে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ (১) তাবৎ মনুষ্য তাহাতে নিমগ্ন আছে, এবং (২) সেই পাপাবস্থা অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও ভয়ানক। এই দুই কথার কএকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই স্থানে লিখিত হইতেছে। তাহার যত প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়, সেই সকল লিখিতে গেলে স্থানের অভাব হইবে, এই কারণ কেবল কএকটি বচন মনোনীত করিতে হইল।

প্রথম শ্রেণী। তাবৎ মনুষ্য পাপী।

"পাপ না করে, এমত কেহ নাই।" ১ রাজাবলি ৮; ৪৬। ২ বংশাবলি ৬; ৩৬।

"পাপ না করিয়া সৎকর্ম্ম করে, পৃথিবীতে এমত ধার্ম্মিক লোক নাই।" উপদেশক ৭; ২০।

"জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্বচেষ্টাকারী কেহ আছে কি না, ইহা জানিবার জন্যে পরমেশ্বর স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সকলে নিতান্ত বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্মকারী; সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না।" গীত ১৪; ২, ৩। ৫৩; ২, ৩।

"আমি আপন মন পরিষ্কার করিলাম, ও নিজ পাপহইতে পরিষ্কৃত হইলাম, এমত কথা কে বলিতে পারে?" হিতোপদেশ ২০; ৯।

"ইহাতে কিছু প্রভেদ নাই, কেননা সকলে পাপী ও ঈশ্বরের তেজোরহিত হইয়াছে।" রোমীয় ৩; ২৩।

দ্বিতীয় শ্রেণী। সর্ব্বসাধারণের পাপাবস্থা অতি ঘৃণার্হ ও ভয়ানক।

"পৃথিবীতে মনুষ্যদের অত্যন্ত অত্যাচার ও সর্ব্বদা অন্তঃকরণের তাবৎ কল্পনা কেবল দুষ্ট।" আদিপুস্তক ৬; ৫।

"বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট।" আদিপুস্তক ৯; ২১।

"বালকের মনে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে।" হিতোপদেশ ২২; ১৫।

"অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময়, এবং তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য।" যিরিমিয় ১৭; ৯।

"অন্তরহইতে অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণহইতে কুচিন্তা, পরদার, বেশ্যাগমন, নরহত্যা, চৌর্য্য, লোভ, দুষ্টতা, প্রবঞ্চনা, কামুকতা, কুদৃষ্টি, ঈশ্বরের নিন্দা, অহঙ্কার, তমঃ ইত্যাদি নির্গত হয়। এই যে সকল মন্দ বিষয় অন্তরহইতে নির্গত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে।" মার্ক ৭; ২১-২৩।

"সমুদয় জগৎ পাপাত্মার বশে পতিত আছে।" ১ যোহন ৫; ১৯।

"যিহূদি ও গ্রীক লোক, সকলেই যে পাপাবস্থাতে আছে, ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। যেমন লিপি আছে, ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক ব্যক্তিও নাই, এবং জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্বচেষ্টাকারী কেহই নাই, সকলে বিপথগামী ও নিতান্ত দুষ্কর্ম্মকারী; সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না। তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ, তাহারা জিহ্বাদ্বারা স্তুতিবাদ করে, ও তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে; তাহাদের মুখ অভিশাপে ও কটুবাক্যে পরিপূর্ণ; তাহাদের চরণ রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়; তাহাদের পথে অমঙ্গল ও বিনাশ থাকে; তাহারা শান্তির

পথ জানে না; এবং ঈশ্বর বিষয়ক ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর।” রোমীয় ৩; ৯-১৯।

“যাহারা শরীরাচারী তাহারা শারীরিক ভাবে আসক্ত।” রোমীয় ৮; ২।

“শারীরিক যে ভাব সে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কেননা সে ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না, এবং হইতে পারেও না। যাহারা শারীরিক, তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টিকর হইতে পারে না।” ঐ; ৭, ৮।

“প্রাণিতুল্য মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার কথা গ্রাহ্য করে না, কেননা সে তাহা প্রলাপ জ্ঞান করে, এবং তাহার তত্ত্বও বুঝিতে পারে না, যেহেতুক তাহা আত্মিক বিচারের অপেক্ষা করে।” ১ করিন্থীয় ২; ১৪।

“শারীরিক ভাব মৃত্যুজনক।” রোমীয় ৮; ৬।

“তোমরা অপরাধে ও শারীরিক অত্বক্‌ছেদাবস্থাতে মৃত ছিলা।” কলসীয় ২; ১৩।

“তোমরা অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলা।” ইফিষীয় ২; ১।

“আমরা সকলে অশুচি দ্রব্যের তুল্য হইয়াছি, ও আমাদের তাবৎ ধর্ম্মকর্ম্ম অশুচি বস্ত্রের ন্যায়।” যিশায়িয় ৬৪; ৬।

“জীবৎ মনুষ্য কেন অসন্তোষের কথা কহে? প্রত্যেকের পাপ তাহার কারণ।” বিলাপ ৩; ৩৯।

“ধূলীহইতে ক্লেশ হয়, কি মৃত্তিকাহইতে দুঃখ জন্মে তাহা নয়; কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন ঊর্দ্ধে উঠে, তদ্রূপ মনুষ্য দুঃখ ভোগ করিতে জন্মে।” আয়ূব ৫; ৭।

“নিজ দাসকে বিচারে আনিও না, কেননা তোমার সাক্ষাতে কোন প্রাণী নির্দ্দোষ হইতে পারে না।” গীত ১৪৩; ২।

“হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি যদি অপরাধ ধর, তবে কে দাঁড়াইতে পারে?” গীত ১৩০; ৩।

ধর্ম্মপুস্তকের এই কএকটি বচন বিবেচনা করিলে মনুষ্যের সহজাত পাপাবস্থা কেমন প্রবল, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তাহার আর এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে যাহাদের পুনর্জন্ম হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করণ সময়ে ঐ সহজাত পাপাবস্থা তাহাদের গুরুতর বাধা জন্মায়। ইহার উদাহরণ পৌল প্রেরিত। তিনি রোমীয়দের প্রতি আপন পত্রের সপ্তম অধ্যায়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে মনুষ্য যাবৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা না জানে, তাবৎ পাপাবস্থাতে মগ্ন হইলেও ভয় না করাতে এক প্রকার সুখে থাকিতে পারে, কিন্তু যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিতে পায়, এবং ভয় প্রযুক্ত তাহা পালন করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করে, তখন তাহার পাপস্বভাব অতি প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। ফলতঃ যে গভীর নদী ধীরে ২ বহে, তাহাতে সেতু বাঁধিলে জলের টান যেমন অতি প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ঈশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা মনুষ্যের পাপ-

স্বভাব দমন করিতে চেষ্টা করিলে সেই পাপস্বভাবের প্রাবল্য আরও স্পষ্ট হয়। এবং পরমেশ্বর আপনি যদি মনুষ্যের সাহায্য না করেন, তবে সে পাপস্বভাবের প্রাবল্য প্রযুক্ত পাপপঙ্কে উত্তরোত্তর নিমগ্ন হইবে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া রোমীয়দের প্রতি লিখিত পত্রের ঐ সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিবেন।

ইহাতে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, মনুষ্যের এই সহজাত পাপাবস্থা প্রযুক্ত কি তাহার স্বাভাবিক উত্তমতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে? তবে তাহার উত্তর এই।

১। পাপাবস্থাতে মগ্ন হইলেও মনুষ্য ভাল মন্দ বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। সৎকর্ম্ম করা আমার উচিত, এবং তাহা করিলে আমার মঙ্গল হইবে, কিন্তু দুষ্কর্ম্ম করা আমার অনুচিত, এবং তাহা করিলে আমার অমঙ্গল হইবে, ইহা মনুষ্যেরা জানিতে পারে, এবং প্রায় সকলে তাহা জ্ঞাত আছে। এবং সৎকর্ম্ম কি, ও দুষ্কর্ম্ম বা কি, এ বিষয়েও সকল মনুষ্যের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, এবং বিবেচনা করিলে সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি জন্মিতে পারে। এই প্রকার জ্ঞান যদি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইত কিম্বা অপ্রাপ্য হইত, তবে মনুষ্য পাপ করিলেও দোষী হইত না।

২। তাবৎ প্রকার কর্ম্মেতে প্রয়োজ্য ও প্রয়োজক এই দুইয়ের মধ্যে যে বিশেষ ও যে সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিতে হয়। কর্ম্মকে প্রয়োজ্য বলা যায়, কিন্তু প্রয়োজক সেই কর্ম্মের মূল কিম্বা অভিপ্রায়। ইহার উদাহরণ। দুই বালক মৎস্য ধরিতে যায়, এই প্রয়োজ্য। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক বালক প্রেমেতে পিতার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে মৎস্য ধরে, দ্বিতীয় বালক আলস্য প্রযুক্ত কাল কাটাইবার ইচ্ছাতে মৎস্য ধরে, ইহাতে পিতার প্রতি প্রেম, এবং আলস্য, এই দুই প্রয়োজক প্রকাশ পায়। মৎস্য ধারণ করা যে সৎকর্ম্ম কিম্বা দুষ্কর্ম্ম, তাহা নহে; কিন্তু পিতার প্রতি সমাদর প্রযুক্ত মৎস্য ধারণ করা ভাল কর্ম্ম, এবং আলস্য প্রযুক্ত মৎস্য ধারণ করা অসৎকর্ম্ম। দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদাই মন্দ, এবং অনেক কর্ম্ম স্বভাবতঃ মন্দ না হইলেও মন্দ প্রয়োজক প্রযুক্ত মন্দ হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যেরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলে, তাহা যদি ঈশ্বরভক্তিহইতে উৎপন্ন হয় নাই, তবে মনুষ্যদের প্রশংসনীয় কিম্বা হিতজনক হইলেও সেই কর্ম্ম ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হয় না। অন্নদান দরিদ্রদের হিতজনক কর্ম্ম বটে, তথাপি ঈশ্বরভক্তির ফল না হইলে অন্নদানও ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হয় না।

সহজাত পাপাবস্থাতে মগ্ন মনুষ্য সকল যে সর্ব্বদা কেবল দুষ্কর্ম্ম করে, এমত নহে। তাহারা সুখ ও সমাদর ও ধন ও পুণ্য পাইবার চেষ্টাতে নানা প্রকার প্রশংসনীয় কর্ম্ম করে, কিন্তু ঈশ্বরভক্তি প্রযুক্ত তাহা না করাতে সেই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য না হইয়া পাপময় হয়। এই হেতুক "আমাদের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মও মলিন বস্ত্রস্বরূপ।" ইহার কএকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিতে হয়।

"দুষ্টদের বলিদান পরমেশ্বরের ঘৃণিত।" হিতোপদেশ ১৫; ৮।

"যে জন শাস্ত্র শ্রবণহইতে কর্ণকে নিবৃত্ত করে, তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ হয়।" হিতোপদেশ ২৮; ৯।

৩। সহজাত পাপস্বভাবের সার ঈশ্বরের প্রতি বিপক্ষতা। ইহাতে দেখা যায় যে প্রধান দোষ মনুষ্যের ইচ্ছামূলক। মনুষ্য ঈশ্বরের সেবা করিতে ও তাঁহার বশীভূত হইতে ও তাঁহার প্রতি প্রেম করিতে স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক, এই জন্যে সে দোষী হয়।

মনুষ্যের জ্ঞানের ও শক্তির যে ত্রুটি আছে, তাহা ঐ অনিচ্ছুকতা ব্যতিরেকে তাহার এত ক্ষতি জন্মাইত না, কিন্তু ঐ অনিচ্ছুকতার সহিত সংযুক্ত হওয়াতে তাহার দুর্দ্দশা বাড়ায়। লোকেরা বলিয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞান ও পারমার্থিক শক্তি পাওয়া যদি স্বভাবতঃ আমাদের অসাধ্য হয়, তবে পরমেশ্বর কেন আমাদের দোষ ধরেন? ইহা কেবল মিথ্যা আপত্তি, কেননা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম করিতে তাহারা অনিচ্ছুক ও বিরক্ত আছে, এই তাহাদের স্বাভাবিক দোষ। ইহার প্রমাণ এই যে মনুষ্য সকলের যে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তদনুসারে আচরণ করিতে তাহাদের চেষ্টা ও ইচ্ছা নাই।

৪। মনুষ্যের ইচ্ছার সেই স্বাভাবিক দোষ এমত প্রবল যে কেহ আপনি তাহা শুধরাইতে চেষ্টা করে না। পরমেশ্বর তাহাকে ইচ্ছুক ও আপনার অনুরক্ত না করিলে, সে কখনো পরমেশ্বরকে প্রেম করিতে চাহে না।

৫। মনুষ্যের স্বভাব এমত বিকৃত ও মন্দ হইয়াছে, যে প্রত্যেক মনুষ্য অতিশয় দুরাচারী হইতে পারে। অমুক দুষ্ট লোক যে ভয়ানক ও ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা আমি কখনো করিতে পারিব না, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না; কারণ সকল পাপকর্ম্মের বীজ স্বভাবতঃ প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণে গুপ্ত আছে। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যজাতির প্রতি দয়া করাতে মনুষ্যদের মন্দ স্বভাবকে নানা উপায়দ্বারা দমন করেন। অর্থাৎ সকলে যে প্রকার কুক্রিয়া করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা কেহ২ দণ্ডের কিম্বা অপমানের ভয়ে করে না, কেহ২ বা তাহা করণের সুযোগ পায় না কিম্বা প্রয়োজন দেখে না। পাপি মনুষ্য যদি অমর কিম্বা অতি চিরজীবী হইত, তবে তাহার দুষ্টতা আরও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইত। অধিকন্তু মনুষ্যদের দুষ্টতা সম্বরণার্থে বিবাহ ও তৎসম্বন্ধীয় পরিজন শাসন এবং রাজশাসনরূপ উপায় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। এই রূপে পরমেশ্বরের দয়াতে এই পৃথিবী অদ্যাপি নরক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তিনি দয়া না করিলে এই জগৎ ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে নারকি দুরাচারিদের বাসস্থান হইত।

৬। মনুষ্যের যে সহজাত পাপাবস্থা তাহার বিষয়ে দেবপূজকদের মধ্যেও কএক জন জ্ঞানি লোক প্রমাণ দিয়াছেন। গ্রীক লোকদের মধ্যে প্লেতো নামে এক জন কহিয়াছেন, যথা, "কোন২ মনুষ্য যদি জন্মদ্বারা উত্তম হইত,

তবে অবশ্য আমাদের মধ্যে কোন২ লোক এমত উত্তম স্বভাববিশিষ্ট বালকদিগকে জ্ঞাত হওয়াতে আমাদিগকে তাঁহাদের পরিচয় জানাইতে পারিত। তাহা করিলে আমরা তাহাদের নিকটহইতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ অপেক্ষাও বহুমূল্য জ্ঞান করাতে চিহ্নিত করিতাম, এবং তাঁহারা যেন কোন ব্যক্তিদ্বারা পাপপথে নীত না হন, বরং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যেন স্বদেশীয়দের উপকারী হন, এই নিমিত্তে দুর্গমধ্যে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতাম।" এবং ইউরিপিদি নামে এক কবি কহিয়াছেন, যথা, "যাহা উত্তম, তাহা আমরা জানি ও বুঝি, কিন্তু করি না।" এবং রোমীয় লোকদের মধ্যে ওবিদ নামক কবি কহিয়াছেন, যথা, "যাহা নিষিদ্ধ তাহারই চেষ্টা আমরা নিত্য করিতেছি, এবং যাহা অপকৃত, তাহাই বাঞ্ছা করিয়া থাকি।" এবং সিসেরো নামক এক জন বিদ্বান কহিয়াছেন, যথা, "ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমরা নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতাতে এবং অধম অবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাহাতে যেন ধাত্রীর দুগ্ধের সহিত ভ্রান্তিরূপ স্তন্য পান করি, এমন বোধ হয়।" সেই ব্যক্তি আরও কহেন, যথা, "বিধাতা নানা লক্ষণদ্বারা আপনার অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্তু আমরা বধির লোকের ন্যায় হইয়া তাঁহার আদেশ শুনি না।" এই প্রকার কএকটি বচন অতি দীর্ঘকালাবধি এই দেশেও প্রচলিত আছে, যথা, "পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।" আরও, যথা, "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" কিন্তু এতদ্দেশের অধিকাংশ লোক সহজাত পাপাবস্থা না জানাতে পূর্ব্বজন্ম এবং সেই জন্মে কৃত পাপের ফল অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয়ক কল্পিত মিথ্যাকথা গ্রাহ্য করে।

শত্রুর নিন্দা নিষ্ফল।

শ্রুত আছি যৎকালে অতি পরাক্রান্ত সেকন্দর শাহ্ পারস্য দেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন, তৎকালে তদ্দেশীয় এক জন সৈন্য আপন প্রভুর সাক্ষাতে নিত্য২ বাহু আস্ফালন করত সেকন্দর শাহের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিত, যেহেতুক সে বোধ করিয়াছিল, ইহাতে প্রভু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু পারস্যাধিপ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বরঞ্চ সেই যোদ্ধাকে প্রহার করাইয়া এইরূপ অনুযোগ করিয়াছিলেন, যে হে মনুষ্য, সেকন্দর শাহ্কে দুর্ব্বাক্য বলিবার কারণ আমি তোমাকে আনি নাই, কিন্তু তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া যেন তাহাকে পরাজয় কর, এই নিমিত্তে আনিয়াছি; অতএব তোমাতে যদি পুরুষত্ব থাকে, তবে তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহা প্রকাশ কর।

এক্ষণে কথিত বিবরণ উপলক্ষে খ্রীষ্টাশ্রিত ভ্রাতৃগণের প্রতি আমার নিবেদন এই, হে ভ্রাতৃগণ, স্মরণ করুন, পাপাত্মার সহিত সংগ্রাম করিয়া আমরা যেন তাহাকে পরাজয় করি, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর তজ্জন্যই কি আমাদিগকে আপন সৈন্যশ্রেণীতে সংগ্রহ করেন নাই? এবং আমাদিগের সেনাপতি আমাদের সহিত থাকিয়া আমাদিগের কর্ম্মও কি নিত্য২ দেখিতেছেন না? তিনি অবশ্য তাহা দেখিতেছেন, অতএব আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া শত্রুর প্রতি কেবল দুর্ব্বাক্যমাত্র প্রয়োগ করিলে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা কোন মতে সম্ভব হয় না।

বড় পাগল।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপন পালিত এক পাগলকে একটি যষ্টি দিয়া কহিয়াছিলেন, যদবধি আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন আর এক জন পাগলের সাক্ষাৎ না পাও, তদবধি ইহা আপন হস্তে রাখ, কিন্তু তদ্রূপ এক জন পাইলে তাহাকে অর্পণ করিও। ইহার দুই কিম্বা তিন বৎসর পরে যৎকালে উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পীড়িত হইয়া মরণাপন্নাবস্থাতে ছিলেন, তৎকালে কথিত পাগল তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি তাহাকে কহিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। ইহাতে, আপনি কোথায় যাইবেন? এতদ্রূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে, আমি পরলোকে যাইতেছি, প্রভুর এমন কথা শুনিয়া পাগল বলিল, তবে প্রত্যাগমন করিবেন কবে? কি এক মাস পরে? তাহাতে, না, তাহা নয়, তিনি ইহা কহিলে সে বলিল, তবে কি এক বৎসরে ফিরিয়া আসিবেন? তিনি বলিলেন, না, তাহাও নয়। তখন সে কহিল, তবে ফিরিয়া আসিবেন কখন্? তাহা আজ্ঞা করুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, না, না, আমি আর কখনই সে স্থানহইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব না। ইহাতে পাগল জিজ্ঞাসা করিল, যে এমন যদি হয়, তবে চিরকাল যাহাতে সে স্থানে আপনি সুখে থাকিতে পারেন, এমন প্রয়োজনীয় সকল বিষয় কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না, তাহা আমি প্রস্তুত করি নাই, এবং তদ্বিষয়ে কখন মনোযোগ করি নাই। পাগল এমন কথা শুনিয়া বলিল,

বটে? তবে আপনকার দত্ত এ লাটি আপনিই গ্রহণ করুন, কেননা আমি পাগল হইলেও মহাশয়ের মত পাগল নই, আপনি যে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাগল, তাহা এক্ষণে জানিলাম।

দুই ছবি।

এক দিন কোন চিত্রকর ধর্ম্মের ছবি লিখিতে উদ্যত হইলে আপন প্রতিবাসিদের মধ্যে এক জনের ছোট বালকের ছবি লিখিলেন। সেই বালক মাতার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছে। তাহার মুখের আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, সে নিষ্কপট ও প্রেমী, এবং তাহার সৌন্দর্য্য শারীরিক সুস্থতার ও আন্তরিক সুশীলতার প্রমাণ। চিত্রকরের সেই ছবি সমাপ্ত হইলে সকলে তাহা অতি মনোহর জ্ঞান করিল, এবং তিনি আপনি তাহাতে এমত সন্তুষ্ট হইলেন, যে তাহা বিক্রয় না করিয়া সর্ব্বদা আপন বাটীতে রাখিতে স্থির করিলেন।

অনেক বৎসর গত হইলে পরে সেই চিত্রকর অধর্ম্মের ছবি লিখিতে ইচ্ছুক হইয়া কারাগারে গিয়া এক দুরাচারি মনুষ্যকে দেখিলেন। সেই ব্যক্তি শৃংখলে বদ্ধ, এবং তাহার ক্ষীণ শরীর ও ম্লান বদন শারীরিক পীড়ার এবং আন্তরিক দুষ্টতার ও যন্ত্রণার প্রমাণ। চিত্রকর তাহার ছাবি লিখিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া ঐ প্রথম ছবির পার্শ্বে স্থাপন করিলেন।

ঐ দুরাচারি লোককে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করণদ্বারা তিনি জ্ঞাত হইলেন, যে সে ঐ বালক। হাঁ, ঐ সুন্দর ও সুশীল যে বালক, সে কিঞ্চিৎ বড় হইলে পর মন্দ বালকদের পরামর্শ গ্রাহ্য করাতে ক্রমে২ অতি দুরাচারী হইয়া অবশেষে কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিল।

এই ইতিহাস সত্য, এবং ইহাহইতে পিতামাতা সকল এবং বালক সকল যেন চেতনা পায়, এই নিমিত্তে লিখিত হইয়াছে।

গীত।

পাপপ্রযুক্ত প্রার্থনা।

তারো প্রভু আমায় এই বার,
দুঃখেতে কাতর আমি অতি দুরাচার।
১ পাপেতে আমার অন্তর, কম্পিত হয় থর ২,
প্রভু যীশু কৃপাকর, করহ উদ্ধার।
২ পাপ পীড়াতে বিরক্ত, হইয়াছি অতি ত্যক্ত,
প্রভু যীশু কর সুস্থ, প্রার্থনা আমার॥
৩ পাপি তাপি উদ্ধারিতে, আইলা এই অবনীতে,
মৃত জনে জীবন দিতে, দয়াল অবতার।
৪ এখন এই দীনহীনে, কৃপা কর নিজ গুণে,
স্থান দিয়া শ্রীচরণে, রাখ নিরন্তর॥

প্রভুর প্রতি পাপির নিবেদন।

ও হে প্রভু করি নিবেদন,
রক্ষা কর আমায় সদা সর্ব্বক্ষণ।
১ যত দিন জগতে রই, তোমা ছাড়া নাহি হই,
এই দয়া আমি চাই, ওহে যীশু দয়াবান্।
২ জন্মাবধি পাপ কৈলাম, তাহে এত দুঃখ পাইলাম,
এই পাপ ক্ষমা কর, ওহে ক্ষমাবান্॥
৩ আমি বড়ই পাপিষ্ঠ, না করিলাম তব ইষ্ট,
করিতে তোমার ইষ্ট, দেহ এমন জ্ঞান।
এখন এই অধম জনে, কর কৃপা নিজ গুণে,
তুমি না তারিলে, হবে নরকে গমন।

ঈশ্বরের প্রতি ভাবনা।

ভাব মন আপন অন্তরে,
যে জগত সৃজন পালন করে।
১ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়,
অজ্ঞানতিমির যায় দূরে।
২ অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার,
ধন্য ২ সেই নর যায় স্বর্গপুরে॥
৩ অনাদি অনন্ত সত্য, চিত্ত রাখ অবিরত,
ইহাতে হইবে মুক্ত সত্বরে।

(নসিরাম)